উত্তরণ

তৃতীয় বর্ষ ● প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ● আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪০৬ ● জুলাই-[illegible]

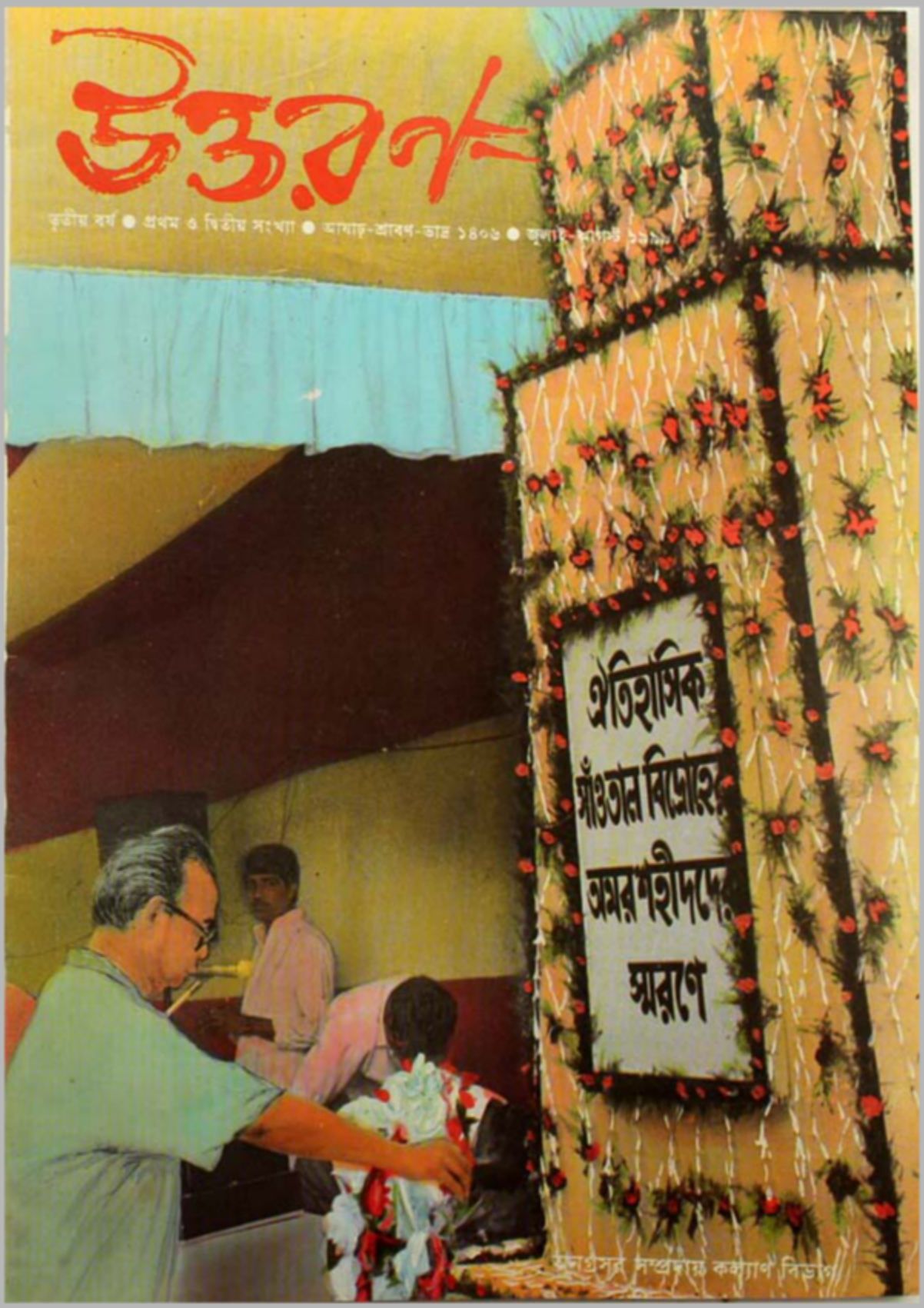

সুসমাচার সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

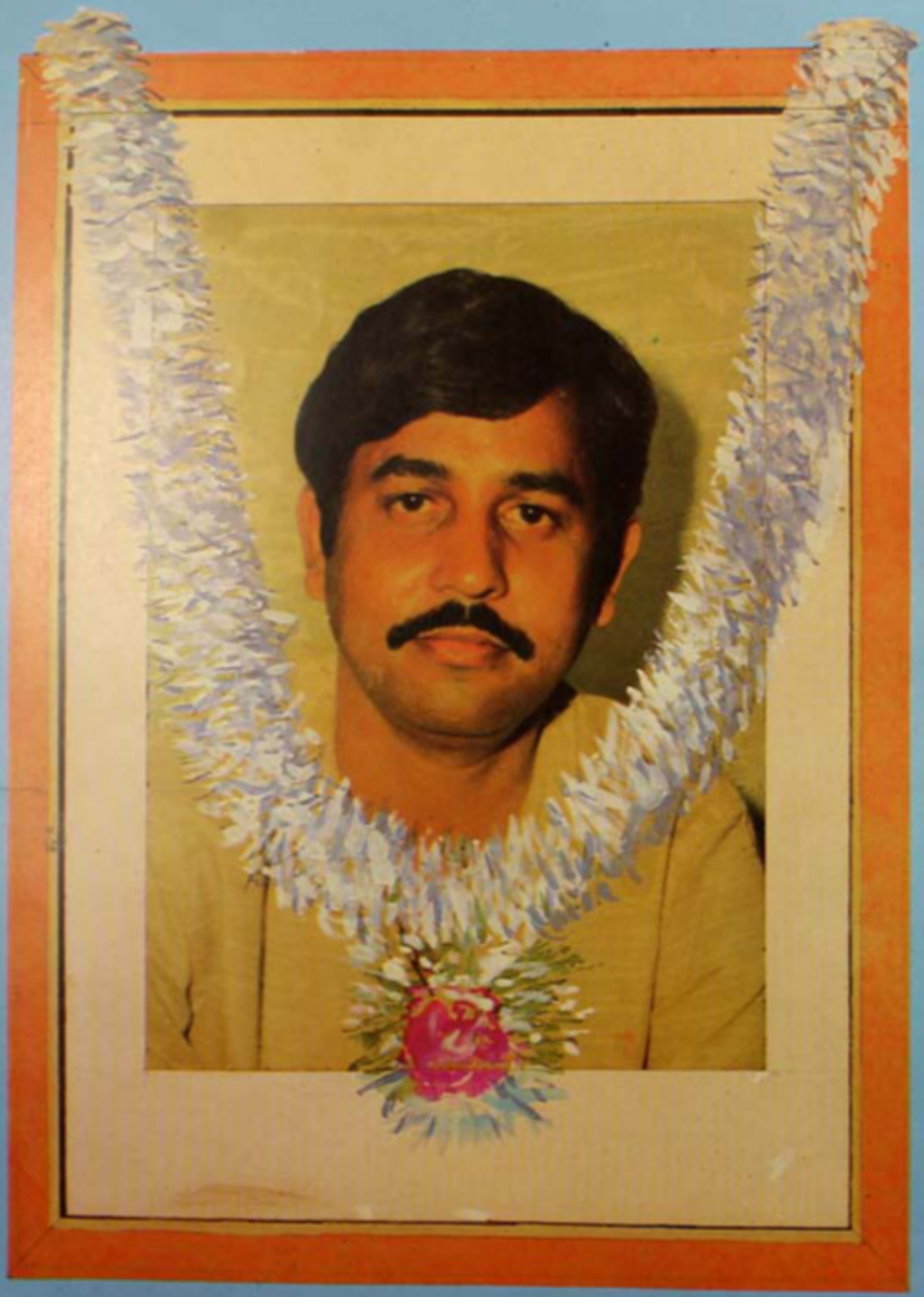

উত্তরণ

তৃতীয় বর্ষ □ ১ম ও ২য় সংখ্যা □ আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪০৯ □ জুলাই-আগস্ট ১৯৯২ ○ বাষ—দু টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি
বিদেশচন্দ্র মজুমদার
পরি, শিক্ষক শ্রেণী শিক্ষা বিভাগ

সহ-সভাপতিবৃন্দ
হিমাংশু বিশ্বাস
পরিচালক, শিক্ষক শ্রেণী শিক্ষা বিভাগ

মৃদুল কান্তি
প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক শ্রেণী শিক্ষা বিভাগ

সদস্যবৃন্দ
সুকুমার মাইতি
হিমাংশু বিশ্বাস
অমিত মিত্র
উষারঞ্জন বিশ্বাস
অনন্তকুমার চৌধুরী (সদস্য)

সম্পাদক
বিমল কর
সহ-সম্পাদক
সুকুমার দে

সহায়ক সহকারী
বিমলেন্দু মুখার্জি
সুধা সুর

প্রচ্ছদ চিত্র : সম্পাদিত রেখাচিত্র
মুদ্রণে : শিক্ষক কলম
বিক্রয় কেন্দ্র : বুক—উষারঞ্জন বিশ্বাস
ব্যবস্থাপনা—শিক্ষক কলম
প্রকাশনা কলম : সমিতি সংবাদ বিভাগ

সূচিপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়
- সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ — ৫
- শিক্ষার বুনিয়াদ প্রসঙ্গে — ৬
- ১৯৪৫'র প্রস্তাব কথা — ৬

বিশেষ সংবাদ
- শিক্ষক কলম-এর—এক বিচার — ৮
- প্রাথমিক স্তরের এক সমীক্ষা — ৯
- সেমিনারী সমস্যা প্রসঙ্গে বিশেষ কথা
  সমাজ চাই—বিমলেন্দু মজুমদার — ১

আমার আমি মুখোমুখি বিমল সমাজের
  আলোচনা :
  প্রত্যাবর্তন (ছোটগল্প কবিতা)—সুকুমার বিশ্বাস — ৮
  সাধারণ বিষয়—প্রীতিন বিশ্বাস — ৮
- প্রাথমিক স্তরে মুখোমুখি শিক্ষক (বিশ্ব ভাষা ও সাহিত্যের) — ১
- প্রাথমিকস্তরে শিক্ষাবিস্তারে পাঠ্যপুস্তক — ১১
- পুস্তিকাঃ কবি সুকুমার বিশ্বাস (১৯১৫-১৯৯১)—ড. অমিত মিত্র — ১২
- বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক — ১৬

সাংস্কৃতিক সংবাদ
- অনুষ্ঠানটিতে উত্তর বঙ্গের ৩৩-জনের কবি সুধীসমাজ
  শ্রেষ্ঠ নিবেদন—বিমল মজুমদার — ৩০

সমাজের অনেকগুলি সমস্যার প্রসঙ্গে আলোচনাচক্র
- প্রাথমিক স্তরে শেখানোর অনেকগুলি সমস্যা নিয়ে
  সমাজ সমাধান এবিষয়ে মতামত—সুকুমার মাইতি — ৩৩
- উৎসব : বিভিন্ন ধর্মের সংস্কৃতিক সূচী — ৩৫

সেমিনার সংবাদ
- জেলা সমাজের শ্রেণী সমাজ বিভাগের
  উদ্যোগে ৪, সমাজের কথা — ৩৯

সমাজের প্রতিবেদন
- বিশেষ কথা
  ১৯৯১ সালের কলকাতাস্থ আলোচনা
  পরিচালনায় প্রাথমিকশ্রেণী বিভাগের — ৫১

পরিচালনা সমাজের অনুমোদন শ্রেণী সমাজ বিভাগ থেকে অনুমোদন শ্রেণী সমাজ প্রকাশিত ও সমিতি সংবাদের বিভিন্নে,
১৮৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত
কার্যালয় : সমাজের সংবাদ সমাজ, পি ১/১, সি আই টি স্কিম, ৭৫এম, সি আই সি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

উচ্চমাধ্যমিক কোর্সে ভর্তির জন্য তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে তদানীন্তন তফসিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগের (বর্তমান অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ) ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে প্রজ্ঞাপিত ৯০৫-টি ডব্লু / ই সি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী উচ্চমাধ্যমিক কোর্সের ভর্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সংরক্ষণ নিয়মাবলী প্রযোজ্য।

(১) সমস্ত সরকারি, সরকার প্রোন্নিত (স্পনসরড্) এবং সরকার অনুমোদিত তথা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে মোট আসন সংখ্যার ২২% এবং ৬% আসন যথাক্রমে তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। ওই আসনগুলিতে মেধার ভিত্তিতে কেবলমাত্র উক্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করিতে হইবে। তবে তফসিলি জাতির প্রার্থীর অভাবে তফসিলি উপজাতির প্রার্থী কিংবা তফসিলি উপজাতির প্রার্থীর অভাবে তফসিলি জাতির প্রার্থী ভর্তি করা যাইবে।

(২) উচ্চমাধ্যমিক কোর্সের প্রতিটি শাখার (স্ট্রিম) জন্য আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সংরক্ষিত আসনগুলি পূরণের ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্য হইতে প্রতিটি স্ট্রিমের জন্য আলাদা আলাদা মেধা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪) বাকি ৭২% আসন পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় / সিলেকশন টেস্টের ফলের ভিত্তিতে প্রতিটি স্ট্রিম বা শাখার জন্য তফসিলি জাতি / উপজাতি শ্রেণীনিরপেক্ষ সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি সাধারণ মেধা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ওই মেধা তালিকায় যে সমস্ত তফসিলি ছাত্রছাত্রী নিজেদের যোগ্যতাবলে স্থান পাইবে তাদের নাম সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রস্তুত মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না। তবে শাখা বা স্ট্রিম বণ্টনের ক্ষেত্রে ওই সাধারণ মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত তফসিলি ছাত্রছাত্রী সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রস্তুত মেধা তালিকার শীর্ষে স্থান পাইবে। তৎপরে প্রার্থীদের ইচ্ছা (option) অনুযায়ী ও মেধা তালিকায় পারস্পরিক অবস্থানের ভিত্তিতে সংরক্ষিত আসন এবং অসংরক্ষিত মেধা তালিকার অন্তর্ভুক্ত তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত মোট আসনের সংখ্যা অনুযায়ী স্ট্রিম বা শাখা বণ্টন করা হইবে।

(৫) বিভিন্ন স্ট্রিমে বা শাখায় ভর্তির জন্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম নম্বর পাইয়া থাকিলেই তফসিলি শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তির ফর্ম পাইবার অধিকারী হইবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে অন্য কোনও মানদণ্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে না।

(৬) এই সমস্ত নিয়ম যথাযথভাবে পালন করার পরও সংরক্ষিত আসনের জন্য যদি উপযুক্ত সংখ্যক তফসিলি ছাত্রছাত্রী পাওয়া না যায়, তবে স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই শূন্য আসনগুলি সাধারণ প্রার্থীর দ্বারা পূরণ করার জন্য উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণাদি-সহ জেলার অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে জেলাশাসকের নিকটে এবং কলিকাতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন কমিশনার বা যুগ্ম রিজার্ভেশন কমিশনারের নিকট আবেদন করিবেন।

আই সি এ ৩২৪৬(৩)/'৯৯

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সম্পাদকীয়

আমাদের তৃতীয় বর্ষ

উত্তরণ অবহিত বন্ধিতজন ও বন্ধিতসমুদায়ের তথ্যাদির বর্ষীয় পথ এগিয়ে যেতে যেতে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। হাজার হাজার বছরের মানব সভ্যতার ঘটিমানে তিনটি বছর নগণ্য। তুলাদণ্ড, সভ্যতার বিবর্তনে, তবুও কুদ্র প্রমাণ হোক বা কেন, বিরাট সংগ্রামের ধারার কুদ্র আয়ত পূঢ় প্রবহমানের পথচলন, তেমন ধরুন সময়, বিরাট উন্নয়নের ইতিহাসের নয় অধ্যায় হলেও বলে।

উত্তরণ তিন বছর আগে যে পথে চলতে শুরু করেছিল, সে-পথে সে অর্জিত নিশীড়িত মানুষের নিপীড়ন-বিরোধী সংগ্রামের সহায়ক হয়েছে।

উত্তরণ শিক্ষা, জীবিকা ও আর্থিক সংগঠনের সংগ্রামের বিভিন্ন আলো যেসে বন্ধিতজনের উন্নীলিত করার প্রয়াস চালিয়ে গেছে।

উত্তরণ-এর পাতার পাতায় তুলে ধরা হয়েছে যেসব সমস্যার ক্ষেত্রে পিছিয়ে-রাখা মানুষের আত্মপ্রকাশের বাণী। সে বাণীতে নিপীড়িতজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়েছে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

উত্তরণ দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে বঞ্চিত হয়ে সমস্ত জনসমাজে বন্ধিত-নিপীড়িত মানুষের বাণী জানিয়ে গেছে। সে বাণী পূরণের প্রয়োজনে দানা অন্দোলনের দানা সংগ্রামের সমর্থনে উত্তরণই তার লক্ষ্য।

উত্তরণ বন্ধিত তথা শোষিত শ্রেণীর যে সহযাত্রীরা-সহায়ের সৌজন্যে প্রতিষ্ঠা হয়ে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল, সে সহযাত্রীরা তার আজন্মী দিনের সমর্থনে উত্তরণের পাশের হোক।

দলিত মুক্তির অগ্রপথিক

জ্যোতিরাওয়ের উদয় দানা দিয়ে হয় পূলকিত। সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি কোণ তার প্রতিভার অনন্যতায় হয় আলোকিত। কোনও মানুষই তার ক্ষয়ে ক্ষয়তা নয়, নয় আলোপ্রদের জন্মধারা থেকে বঞ্চিত।

কিন্তু কুলাচার আবহমান সৃষ্টি করে যে সমাজ তার এক্যাংশকে করে দূরবিত-বঞ্চিত সে সমাজের সে কলঙ্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সন্ধানে পাশিল হন কোনও কোনও মানুষ—যারা কুলাচার প্রকাশ, অন্যায়ের বিরুদ্ধ অন্তরের ক্ষোভ ভরে আলোর বন্যা বইয়ে দেবার প্রতীক্ষায় জন্মজন্মান্তরে অন্ধকারে অন্ধ আত্মপ্রত্যয় জোগায়।

এমনই এক মানুষ ছিলেন ফুলেদেব বিঠাল।

বিঠাল, বিশ্বজ্ঞান ও বিশ্বমঙ্গল যেসব পথিকৃতদের নিয়ে ভারতের তিনি উচ্চ শিখরে পাড়িয়েছিলেন সে-সবের সংগ্রামের প্রারম্ভ—প্রতিষ্ঠিতদের অত্যাচার প্রেমার কুদ্ধ ভরে যারা তুলেছিলেন প্রবল-নিনাদ।

সে নিনাদ-সৈনিকদের প্রেরণা উজ্জীবিত তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায়, উদ্দীপ্ত বাণী তাঁর সমাজীবন রচনার আয়োজনে তাঁর সাহিত্যের সোপানমালার সঞ্চিত পদক্ষেপে যেসব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ, সাংবিধানিকতায় সম্প্রসারিত সমাজিক যে নিপীড়িত সেই বন্ধিতজনের, তাদের জীবনের মুক্তি সংগ্রামের বার্তা।

সে বার্তার বাণী সহজ ছেন আলিঙ্গনাবদ্ধ নিয়ত।

ঐতিহ্য ফুলেদেব, জাতি ফুলেদেব, সাহিত্যসমাজ ফুলেদেব, রাজনৈতিক জীবনধারায় উত্তরণের নিরন্তর সংগ্রাম ফুলেদেব বিঠাল নিজের জীবন কুদ্ধ করে যে আলো জেলে দিয়ে গেলেন, সে আলোক-উদ্ভাসিত পথেই ভারত-বন্ধিত-নিপীড়িত জনের অন্ধকারের উত্তরণ।

১৮৫৫'র রক্তের ঋণ

১৯৫১ সালে ভারতবর্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীনতার নামে যে ঔপনিবেশিক, আর্থনৈতিক ও সামরিক কাঠামো অর্জনের লড়াই চালিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু পূরিত হয়নি। সে লড়াইয়ে আসিতে তাঁরা আজ অবহিলেন তাঁরা এযেদেরই আদিম অধিবাসী।

ভারতে প্রভুত্ব কায়েম করার প্রথম পদক্ষেপে ব্রিটিশ ইংরেজ বেনিয়া ক্লাইভ এবেনি বেনিয়া ও জমাদুরেরদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিরাজ-উদ্-দৌলার স্বাধীনতা হরণ সংগ্রাম পর্যুদস্ত করেও এযেদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রযাত্রাকে বার্ধ করতে পারেনি। ১৭৬৪ সালে বক্সারে মীর কাসিমের ব্রিটিশ বিতাড়নের প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হলেও বাংলা ও ভারতের নানা প্রান্তে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখতে থাকে।

স্বাধীনতা-চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে থাকতে হলেই হল না ভারতের আদি অধিবাসী তথা আদিবাসী জনগোষ্ঠী। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শোষণের এবেনি জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়া কৃষক-জনিদের শ্রেণী সংগঠিত হতে লাগল। ১৮৫৭ সালের ব্যাপক নানা বিদ্রোহের প্রথম পর্ব যার অংশ থেকেই হয়ে হয়েছিল সে সংগ্রাম। ১৭৭০ সালের দ্রাম বিদ্রোহ যে সংগ্রাম হয়ে হয়েছিল, ১৮৫৫ সালের সিধো-কানুর-চাঁদ-ভৈরবের নেতৃত্বে গঠিত তার চরমতম পরিণতি—এযেদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপক রক্ত-অনুপ্রাণন।

৩০ জুন হুলমাটিহির প্রমাণ সমাবেত হয়েছিলেন ১০ হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী কৃষক, খেতমজুর কানুর তথা প্রান্তীন জনিদার। এঁদের প্রতিপক্ষ ছিল জমিদার-মহাজন এবং তাদের রক্ষক ইংরেজশক্তি। এই অনুপ্রাণনের চেতনার কোনও রৈখিক আদর্শ বা সংগঠন না থাকলেও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধেই চালিত হয়েছিল শোষিত শ্রেণীর সংগ্রাম। ১০ হাজার মুক্তিবাহিনীর সংগ্রাম তীব্রতর হয়েছিল ৫০ হাজার কানুরের আংশগ্রহণে। ইংরেজদের আধুনিক মারণাস্ত্রের মুখে তীর-ধনুক, বর্শা, বল্লম নিয়ে তাঁরা কোনদিন টিকে থাকতে পারেননি সত্য, কিন্তু প্রকৃত শ্রেণী সংগ্রামের আগুনে শোষণের উপড়ে শিরা জেগে উঠেছিল এযেদের সংগ্রাম। ইংরেজ পুলিস ও সৈন্যবাহিনী প্রথমে গুলি চালিয়ে পিছিয়ে গেছিল, ফ্রী-হিন্দু-কৃষ্ণ সিপাহিদের ৩০ হাজার কানুরকে হত্যা করেছিল।

১৮৫৭ সালের সিপাহিদের সশস্ত্র লড়াই ইংরেজ শাসনকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, মাওজন বিদ্রোহের মতো ঝাঁকিনিই তার ছিল না। ৩০ জুন ৩০ হাজার কানুরের আত্মবলিদানে যে লড়াই শুরু হয়েছিল সেটাই ছিল এ যেদের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রাম—সে সংগ্রামে যেমি ব্রিটিশ শোষক-শাসকদের বিরুদ্ধে এ যেদের শোষিত শ্রেণীর লড়াই শুরু হয়েছিল ১৪৪ বছর আগে হুলমাটিহির মাঠে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ৯১ বছর পরও দেশ সে সংগ্রামের মূল্যায়ন পরিণতিতে পৌঁছতে পারল না। সেদিনের সে সংগ্রামকে বিদ্রোহনামে বিচার করার ইংরেজদের অপপ্রয়াস ব্যর্থ হলেও আজকের দিনের এযেদের বিভিন্নশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক শক্তি বিদেশের আর্থনৈতিক শক্তির তাঁবেদার সংগঠনে সেই একই শোষণ শক্তি-শোষিত শ্রেণীতে বিভেদ সৃষ্টি করে আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন করতে উদ্যত। ঔপনিবেশিক চেতনার সংহত সংগ্রামের যে আপ্তাটে শোষণ করতে পারলেই ১৮৫৫'র শহীদদের প্রকৃত ঋণ শোধ করা যাবে।

সাঁওতাল গণসংগ্রাম হুলদিবস উদ্‌যাপন

সিধো-কানহু-চাঁদের অনুসারীর শ্রেণী শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই বহীর শহিদ বেদিতে অঙ্গীকার

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে জমিদার-মহাজনদের যৌথচক্রান্তে যে আদা-নাকাড়ার দুঃসহ চিত্রিতে ছাপলে সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল, তারই বিরুদ্ধে সাঁওতাল পরগনার দুর্গম ও বৈরাগী অনুর্বরতা জেলা বেঁধে মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমেছিলেন। সে লড়াই ছিল ঐতিহাসিক লড়াই। ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে এদেশবাসী মানুষের দেশি হাতিয়ার নিয়ে লড়াই। সমস্ত দিশারী মুক্তিকামী মানুষকে এই লড়াই ইংরেজ সাম্রাজ্য পরাজয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের এক সংঘবদ্ধ সংগ্রাম।

১৮৫৫ সালের ৩০ জুন সে সংগ্রামের প্রাথমিক প্রস্তুতি যে হাজার হাজার মানুষ জমিয়ে পরেছিলেন পরে সংগ্রামের সিধো-কানহু'র ভেরুডাঙ্গা, ভাইদের সে সংগ্রামের স্মরণে ঘাস ৩০ জুন পশ্চিমবঙ্গের সিউড়ি মহকুমা ঐতিহাসিক হুল দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

৩০ জুন আদিবাসীদের সিধো-কানহু ভবনে হুল 'সাঁওতালদের জন্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত জানিয়ে হুল দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

মহকুমার মহকুমার শ্রেণী জমানে বিভাগের মধ্যে উপেক্ষাকৃত অনুন্নত সিধো-কানহু ভবনের পরিচ্ছন্ন বেদিতে মালা দিয়ে শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান।

সিউড়িতে হুলদিবস : বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক স্মারক উন্মোচন

এই দিনটিতে সিউড়ির সিধো কানহু ভবনে হুলদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এখানে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মারক উন্মোচন করেন রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস।

স্মারক উন্মোচন করে তিনি বলেন যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের সংগ্রামী ঐতিহ্য এ রাজ্যের সংগ্রামী মানুষের অনুপ্রেরণা, একে রক্ষা করতে হবে।

ত্রিপুরার পরমহংসদেবের মেয়ে মানুষের বিরোধ উপলব্ধি মানুষের মনোভাবের কথাতে বর্ণ-জাতপাত ভাতৃত্ববোধের যে নতুন দিগন্ত তৈরির চেষ্টা চলছে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেন।

তিনি জানান এ রাজ্যে সমস্তটি সমস্যার আদিবাসীদের নতুন জীবন দেওয়ার। অনাবাদী প্রায় ৩৫ লক্ষ একর জমি বিতরণের প্রস্তুতি চলছে। পুরুলিয়া জেলার উপজাতি মানুষের জন্য ছয়টি ব্লকে আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। সমস্যা ভূমি বিলি করা হচ্ছে আদিবাসী মানুষের মধ্যে। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব দেন মেরী, প্রধান সভানেত্রীত্ব করেন মুর্মুর্মি, প্রধান সংগঠক ছিলেন সাংসদ ডাঃ মাহাতো মেরে, বক্তব্য রাখেন মেরে, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বিদেশ সংগঠন করে দুই শহিদ স্মারকের উন্মোচন করেন।

নবগ্রামে হুলদিবস

মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রামে বিভিন্নভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিন প্রাঙ্গণে 'হুল মিছিল' পালিত হয়। মুর্মুর মুর সংগ্রাম পরবর্তীকে মুর ছেলেদেরকে এই উপলক্ষে দেয়। এই উপলক্ষে মুর্মুরা প্রতিযোগিতা, চীর ছোঁড়া, মুর্মুরীদের জন্যে দৌড় প্রতিযোগিতা হয়।

চন্দ্রকোণা রোডে হুল উৎসব

চন্দ্রকোণা রেলিটিপুর: গতবারের ৩৮৮ পরগণার সাঁওতাল উপজাতির ৫৩ কুল প্রথমে হুল দিবস পালিত হলো। সকালে চন্দ্রকোণীর পাল পরীক্ষাগারীতে আলোচনা সভা হয়। পরে জীপ প্রতিযোগিতা হয় এলাকাভিত্তিক ভূমিকা সকলকে। ভূমিকী বিভিন্ন বিভাগের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫০০ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। জীপভূমিকে শেষে ৫৮৮ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক হয়ে প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। সকল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন অঞ্চলের এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় মুখার্জি, হুল উদ্যাপন কমিটিরকিত অঞ্চলপ্রধান মিঃ, ৫৮৮ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিপুল সিং, জমিদার ঘোষাল ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শুরুর সময় একটি দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। ঘটনা ঘটে সন্ধ্যেবেলা বিনোদ-অঞ্চলে সাওতাল গ্রামের হুল উদ্যাপন উপলক্ষে বাজির তৈরি হুল হুলে ওঠবার সময় হতাহত হয়। সেই সময় দুর্ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখতে সময় অনুষ্ঠান প্রতিটি করে দেওয়া হয় এবং ঘটনাস্থলে ছুটে গ্রাম উদ্যাপন করা।

পুরুলিয়ায় হলদিবস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের পুরুলিয়া জেলা দপ্তরের যৌথভাবে উদ্যোগে পরিষদীয় উদ্যোগে ৫৬ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঝালদা মহকুমার চন্দ্রকোণা থেকে বিনোদ ভূমিকা হয়ে পর্যন্ত। বিনোদ-অঞ্চলের পরিক্রমাটিতে অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের মেয়র নবকুল মহাতো, বিনোদ চন্দ্র, ঘোষণার বাদি, বৈদ্যুত মহাতো, জেলা পরিষদের সদস্যা টীনিয়া মুর্মু, অঞ্চলের সিংহ সহ প্রমুখ।

বিনোদ ভূমিকা ঘটে ৫৮ সংকিন্তু সকলে হল বিনোদের অংশগ্রহণ ঝালদা থেকে নবকুল মহাতো, বিনোদ চন্দ্র। এদিন অঞ্চলাধিপুর মেয়রের অঞ্চলে এক জীবনমুখীনের আয়োজন করা হয়। জমিদারী-সাঁওতাল মুখর-মুখরীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বিনোদ ঘটে শুরু হয় ঝালদা এবং সাঁওতালী ভাষায় সভা হয় যেখে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং সাঁওতালী নাচের প্রতিযোগিতারও অনুষ্ঠিত হয়।

বামফ্রন্ট সরকার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চায়

—বীরেন্দ্রচন্দ্র জমুয়া

'বামফ্রন্ট সরকার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চায়। তাই সেই কাজ হয়েছে।'

গত ১৪ নভেম্বর কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীন বড়খেলারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দুলদুলী নদীর ওপর নির্মিত সেতুর শুভ উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র জমুয়া।

জলপাইগুড়ি জেলার কালাবাড়ী সংলগ্ন কোচবিহার জেলার বড়খেলারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সিমানাবাড়ীতে দুলদুলী নদীর ওপর নির্মিত এই সেতুটির দৈর্ঘ্য ১২০ মিটার। কোচবিহার জেলা পরিষদ অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় ৬৮, ৫৯, ২৪০ টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মাণ করে। এই সেতু নির্মাণের ফলে বড়খেলারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ হাজার মানুষ উপকৃত হবে।

দুলদুলী নদীর উপর নির্মিত সেতুর ফলক উন্মোচন করছেন মন্ত্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র জমুয়া। পাশে দাঁড়িয়ে দুলি প্রামানিক।
ছবি: বিপ্লবকুমার সেন।

সেতুর উদ্বোধন করে মন্ত্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র জমুয়া তাঁর ভাষণে বলেন, বিরোধীপক্ষের সোচ্চার হওয়াটা সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বিচার করতে হবে না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। কথা দিলে তা পালন করা হয়। যা পারবে 'না' বলে দিন। এই সেতুর উদ্বোধন প্রসঙ্গে রাজ্যটী সরকারের প্রতিশ্রুতির দিকে তা পালন করে। তিনি বলেন, উন্নয়নমূলক উদ্যোগে পরিকল্পনা খাতিরে ৬ কোটি টাকা পাওয়া যায়। এই টাকায় রাস্তাঘাট, স্কুল, সেতু ইত্যাদির উন্নয়ন করা হয়। তবে প্রতিবন্ধী দুলদুলীর তীরের অধিবাসীরা যেতে পারে। পরিকল্পনা খাতিরে নদী ওপরে প্রতিবেদন উন্নয়নমূলক কাজ হিসাবে ধরে না। নদী ওপরে প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় সরকার এককালে নিজে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সরকার সরকার পূর্তি দিয়ে।

দুলদুলী সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাথাভাঙা মহকুমাশাসক তৈরি বর্মণ (বসুয়া), জেলা পরিষদের পূর্ত ও সেচের কর্মাধ্যক্ষ অনন্তকুমার রায়, জেলা পরিষদ সদস্য জনাব আলি মিঞা, মোহাড়ার সভাপতি শ্রীমতী উমা বর্মণ, জেলা পরিষদের সমাজ কল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমতী মিনতি বসুরায় সহ জেলার বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পৌরোহিত্য করেন মাথাভাঙা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্ভুনাথ বর্মণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কোচবিহার জেলা অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ আধিকারিক সুধাময় সেনবর্মণ। (বিস্তার নেই)

প্রতিবেদন: সেতুর ৫ মাস

প্রত্যাবর্তন

মুকুলেশ বিশ্বাস

মুকুল জানাবে
জীবনের এই শূন্য ডালিটি তখনও।
সাল বদ্লে যাবে ১৪ তার পূরণে
শুধু মনে মনে অবাক বেদনে চুমবে
জীবনের এই ফাল্গুন উৎসবে।

হাত বাড়িয়ে একটি ফাল্গুন
বেলুনির মেঘ আকাশের নিরিবিলি
নদীর মনে বসে অপূর্ব নিবেদন
সবুজের ঘুমে ঘুমে আছে চিরন্তন।

প্রত্যুষের আকাশ জানাবে যে প্রেম
নিশুতে আছে যে আকাশ
তারই জন্যেরে— 'আমার আছে সব'—
আমার ছিল তা।

তেউ নিত আর্থ,—তারাদিন
হয়ের ধারা জাহিরে বেরোবি আছে
হয়েছে 'আমার দুঃ থেকে নেবে সব,
আমি দেবার আছে।'

হাসপাতালের জানীন দিন
আছে তা হলে পালিয়ে এসেছি,
বেরোনি ১২ ঘন্টা
আমার-নিয়তীন এক রাতী সহমরণে
সবাইকে কেন তাকে দুঃখ পাবার না।

তার মুকুল আছে তাকে বেরোবে
পাবার ছাপ মধুর প্রমাণ।
দু'হাতে আমার টেনে টেনে
সে মুকুল সেই থেকে জানিয়ে বেরোবে
আমার ফুলের
বেরী বেরী তার মুকুল নিয়ে
মুগ্ধ পাখারী এক পরিচয়ে মুখে।
এমনই সবসময়ে নিরি বেরে বেরে
আমার দু'হাতে আর আমার ছোঁর
মধুর আছে পর চলার যায় বেরোবে।
এমন প্রতিদিন হাসপাতালে এসে মধুর আর্থ
বেরোনিতে সব আছে আছে—
'আর আরি চল ___ আর আরি চল'।

জানীন আছে
আমার আছে নিয়তির।

(নি নি হাসপাতাল, ৭নম্বর বিল্ডিং)

সর্বশূন্য বিদায়

(কবি মুকুলেশ বিশ্বাসের বিদায়)

সীতীন বিশ্বাস

এমনও মানুষ না থাকলে কি হয়
আমাদের এখানে
উজ্জ্বল মানুষ চলে যেতে, হায়

এখানে বিহারী কবি
এবং এখানে উজ্জ্বল শিল্প
এখানে সাধারণ মানুষ
এবং সচিব সহকার
এখানেরই
আমাদের চলে যেতে?

কেন এমনই কি ঘটবে এ?
আমরা প্রার্থনা কি
নিয়মবাদী হয় না একটুও?
ব্যবহারের ক্ষতি—
আমাদের সবল আমরা—
সবই ঠিক ঠিক থাকে?

প্রকৃতি কবি এবারে উদার,
শস্যপূর্ণ সাজ-সজ্জায়
আমার ও আমাদের
কবি যেন তাকাবে-ই না আর—
আমাদেরই মানুষেরা
কি ভাবেন হয় না এমনে?

তাহলে মানুষ কেন বল আছে?
আমরা মনে কেন নিয়েছে বিদায়?
সমস্ত জীবন কেন এমনেই—
নিত্য দিনে নিয়ে-নিয়তির হয়?

এর সবকার অনিত্য আমার
সর্বশূন্য মনে এ যেমন নিয়ম?
প্রার্থনাতে রাত্রিদিন
নিয়তারী তবুই আমার!

জীবন, আছ জীবন আমার;
যেন যেন মনে সবারই আর॥

আকাল প্রকাশ

জীবনবাদী কবি মুকুলেশ বিশ্বাস

জন্ম ৪ জানুয়ারি ১৯৫৪ ❒ মৃত্যু ২১ জুন ২০১১

□ কিছু কথা ও জীবন কথা □

প্রকাশিত কথা গ্রন্থ

- ❒ বৃষ্টি যেন প্রতিটি
- ❒ কুলকুল ঝরাকরে
- ❒ বেরিয়েছেন বীরা (যন্ত্রস্থ) শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলা, প্রবন্ধ, রাজনীতি, জীবনকথা সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখা ও অজস্র কবিতা পত্রিকায়ন, ত্রিপুরা, বাংলাদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সম্পাদিত পত্রিকা

- ❒ উত্তর মেঘ (কবিতা পত্র) ১৯৯৮
- ❒ ঐকতান লিটিল পত্র (১৯৭১)
- ❒ ঐকতান গবেষণা পত্র (১৯৮৬ থেকে)
- ❒ পত্রিকায়ন (১৯৮২ থেকে) প্রায় সমস্ত সংখ্যার মুখপত্র
- ❒ রবীন্দ্র ভারতী প্রাক্তন ছাত্র সমিতির মুখপত্র
- ❒ ভাষা (ভাষা সাংস্কৃতিক সমিতি)
- ❒ সমুদ্রগর্ভ (ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিভাষিক ওয়েবজিন কমিটির মুখপত্র)

সম্পাদিত গ্রন্থ : (ঐতিহ্য বিষয়ের সমস্ত মুখ সম্পাদনা)

১। বঙ্গ সংস্কৃতি সাহিত্যিক ঐতিহ্য, ২। বাংলা প্রতিটি কবিতার নানা প্রবন্ধ

যে সমস্ত সংস্থার সদস্য ছিলেন

- ❒ পত্রিকায়ন সমবায়ভিত্তিক লেখক শিল্পী সংঘ প্রথম কার্যকরী কমিটির সদস্য
- ❒ প্রথমবারে জেলা ও উত্তর পূর্ব আঞ্চলিক কমিটির প্রথমবারী কমিটির সদস্য
- ❒ প্রথমবার গ্রন্থ মেলাগুলোর প্রথম কমিটির সদস্য ও সম্পাদনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য (১৯৮০)
- ❒ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধি সুপ্রাচ্য ভাষাসমূহ প্রথমবারী উদ্বোধন কমিটির মুখ্য আহ্বায়ক (১৯৭৭)
- ❒ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক (বিশ্ব) সমবায় সম্পাদক (১৯৭৭-৭৮)
- ❒ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সমবায় সম্পাদক
- ❒ ঐকতান গবেষণা সংস্থার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
- ❒ প্রথমবার কমিউনিটি পার্টি (মার্কসবাদী)র বিধানসভা (পূর্ব ১) আঞ্চলিক কমিটির সদস্য
- ❒ নাগরিক সংগঠনের সদস্য
- ❒ প্রথমবার কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
- ❒ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি তথা কোর্ট ও কাউন্সিল সদস্য

জীবনকথা

জন্মস্থান ❒ পূর্ব পত্রিকায়নের কবিগুরু জেলার গোপালনগর মহকুমার মাধিকারী গ্রাম (প্রকৃত তারিখ ১৯৫৮ বাংলার ২৪ ফাল্গুন, ৩৪তম, বিকেল ৩টা)।

- ❒ পিতা—মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (১০)
- ❒ মাতা—কবিতারী বিশ্বাস (৭৮)

প্রাথমিক : পূর্বতন প্রশাসন অর্থাৎ প্রাক্তনতার প্রাথমিক ১৯ ও ২৯ শ্রেণী)। ১৮ ও ১০৮ শ্রেণী প্রায় থেকে ৩ প্রাথমিক মূলে প্রশাসন উচ্চতর শিক্ষাপীঠ প্রাথমিক। প্রথমে শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে সংখ্যা প্রাথমিক (প্রায় প্রায় ৮১) পাস (১৯৭০)। মূলধারণ প্রাথমিক পাঠক সমাপ্তি প্রাথমিকটার প্রাথমে পরিচালিত 'মূল্য ইউনিভার্সিটি' সমাপ্ত হয় প্রায় প্রাথমিক শিক্ষার সমূহের শ্রেণীতে উঠে আসেন।

প্রশাসন : প্রাথমিকের শিক্ষা প্রশাসন শ্রেণীর ডি-ইউনিভার্সিটি পাস মূলে প্রাথমিকী ইংরেজি প্রাথমে সহ বি-এ পাঠক (১৯৭৫)। এ সময়ে, প্রাথমিকের মূলিধারণের সময়, শ্রেণীর ও পরিচালনের অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি প্রায় শ্রেণী প্রশাসন প্রশাসন ও পাঠ্যপ্রাথমিকের প্রাথমে শ্রেণী।

বিশ্ববিদ্যালয় : প্রাথমিক প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ১৯৮০ সালে ইংরেজিতে প্রাথ-এ পাস। প্রায় প্রাথমিক প্রাথমিক শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯৭৮)।

প্রাথমিক : প্রাথমিক প্রাথমিকের প্রাথমিকের প্রশাসনে ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিকে উচ্চতর প্রাথমিক ও প্রাথমিক প্রাথমিকের প্রাথমিকে শিক্ষার।

প্রাথমিক : এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক সৃষ্টির মূলক প্রাথমিকে "প্রাথ প্রাথমিকের পূর্বে প্রাথমিক প্রাথমিক প্রশাসন-মূল প্রাথমিকের প্রতি প্রতিশ্রুতি" বিশেষভাবে প্রাথমিক শ্রেণী ও শ্রেণীবিন্যাস (১৯৮১)। এ বিষয়ে সমর্থ প্রাথমিক প্রাথমিক শ্রেণী প্রাথমিক।

প্রাথমিক : পরিচালন পরিচালন সহ সম্পাদক হিসাবে সহযোগিতা (১৯৮২)। পূর্বে পরিচালন সহযোগী সম্পাদক (প্রাথমিকী প্রাথমিক প্রাথমিক) ও সম্পাদকের প্রাথমিক পাস। পরিচালন প্রাথমিকের প্রাথমিক প্রাথমিকীয় পূর্বে নিযুক্ত।

পরিচালন : ট্রী-চীফ বিমান (সেক্টর প্রাথমিক প্রাথমিক), বিমানপুর পরিচালন (প্রাথমিক) ৮ প্রাথমিক, প্রাথমিক (প্রাথমিকী প্রাথমিক)।

সংযোগ : ১৮ ☐ ৯. প্রাথমিক বিমান (বিশ্বজিৎ): ট্রী প্রাথমিক (বিশ্বজিৎ), প্রাথমিক প্রাথমিক
২৮ ☐ প্রাথমিক প্রাথমিক (১৯.১১ ১৮ প্রাথমিক): ট্রী প্রাথমিক (১৮প্রাথমিক)
৩৮ ☐ প্রাথমিক (শ্রেণী প্রাথমিক প্রাথমিক): ট্রী প্রাথমিকী, প্রাথমিকপুর, প্রাথমিকপুর
৪৮ ☐ প্রাথমিক (প্রাথমিকপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক): ট্রী প্রাথমিক (বিশ্বজিৎ), প্রাথমিকপুর
৫৮ ☐ মূলধারণ: ট্রী প্রাথমিক (সেক্টর প্রাথমিক প্রাথমিক)
৬৮ ☐ প্রাথমিকপুর: ট্রী বিশ্বজিৎ (প্রাথমিক প্রাথমিক)

☐ প্রাথমিক মূলধারণ বিমান পাঠক সমিতি: একটি প্রাথমিক ☐

মূলধারণের প্রাথমিকের সময়ে বিশ্বাস করে প্রাথমিক শ্রেণী প্রাথমিক প্রাথমিকপুরে প্রাথমিকের সময়ে প্রাথমিক প্রাথমিকের ৫১ প্রাথমিকের বিশ্বাসের দিনে প্রাথমিক পালে বিশ্বাস, প্রাথমিকের প্রাথমিক পরিচালনের সময়ে একীভূত হয়ে সব প্রাথমিক প্রাথমিক করে বিশ্বাসের শ্রেণী সভী, প্রাথমিক-প্রাথমিক, প্রাথমিক প্রাথমিকী, প্রাথমিক, প্রাথমিক প্রাথ, সহ-পরিচালন প্রাথমিক, পরিচালন প্রাথমিক প্রাথমিক প্রাথমিকের প্রাথমিকের বিশ্বাস প্রাথমিকের প্রাথমিক পরিচালন। প্রাথমিক প্রাথমিক প্রাথমিক

ফ্যাসীবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে মুকুলেশ কলম ধরেছিলেন

— দীনেশ ঠাকুরতা

মোশন যে দুঃসময় সাহসের সঙ্গে মোকাবিলার সংকল্প নিয়ে তাঁর সংগ্রামের দিন শেষ করে গেছেন, অনুজপ্রতিম সাংবাদিকী অনুজের পাশেই এ সংকল্প। তাঁর সেই সংগ্রামের পথ অনুসরণ করেই তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

গত ২০ জুলাই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন হলে (রবীন্দ্রভারতী সমবায়ের) আয়োজিত বিদায়ী কবি মুকুলেশ বিজয়ের সম্মানসভায় প্রবীণ সাংবাদিক শ্রেণী সমাজ বিজয়ের বন্ধু দীনেশচন্দ্র ঠাকুরতা উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। মুকুলেশ বিজয়ের কবিতা সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন যেমন মর্যাদাপূর্ণ তা তেমনি আবেগস্পর্শী। তাঁর এই ভাষণটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য সংবাদ (বিশ্ব) ও প্রবাসন মুখ্য সচিবের সম্পাদনায় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি ও সেনেটের সদস্যদের উদ্যোগেরমত। এইসব আবেগস্পর্শে তাঁর প্রতিবাদীয় অবস্থানের সঙ্গে গ্রন্থ বিজয়ের উপস্থিত সমাজসচিব অনুষ্ঠান হয়। উপাচার্য ওপ্রকাশ চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন।

সভার প্রারম্ভিকে অধ্যাপক ও সেনেটসদস্য প্রবুদ্ধ পাল সভার উদ্দেশ্যের কথা বিশেষ বিশ্লেষণ, কবি ও তাঁর সহকর্মী তাঁর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন বেথুয়ার অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী সেবা কর্মকর্তাবৃন্দ, মুকুলেশ জন এবং অন্যান্য কবিরা সভা আলোচনা করেন, প্রাক্তন ছাত্রী তাপসী খান। বিশ্ববিদ্যালয় সেট ও অন্যান্য পরিচিত সভায় বক্তব্য ও কুশলী কবিতা পাঠ করেন বিজয়ের সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবরা।

সভাপতিত্বের ভাষণে বক্তা বিশ্লেষণের অনুজ তাঁর কবিতাকর্মের কথাও বলেন যে, তাঁর অন্যান্য জীবনের সঙ্গে মুকুলেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের পর সাংবাদিক জীবনে সুত্রে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে প্রতি তিনি জড়িত হন। তিনি বলেন যে, তাঁর গ্রন্থ সংবাদের পাতা যেমনের অন্তরে বিপুল গ্রন্থ জীবনের জন্য অন্তরে পেয়ে তাঁর মনে তিনি কবির ভোগসুখের স্বপ্ন জাগাতে চেয়েছিলেন; কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর দুঃখের কথা জানাতে না পারায় অন্যান্য যে কবিতার তিনি গ্রন্থ কুশলের পাঠকদের মধ্যে যেমন প্রকাশ করেন। তাঁদের ভোগের মুকুলেশদের কথা মেনে নিয়েও তিনি বলেন যে, এ ভোগে কোনও কোনও ভোগীর বিশ্লেষণ ঠোঁট থাকলে কবিতা নিজস্ব হয়। তিনি ভোগেছিলেন যে, সংবাদ এজেন্সের অনুও বিশ্লেষিত সমস্ত যেমন কবিতা ঘটে মুকুলেশের ভোগেও যে সম্ভাবনা সংবাদ পরিচয় হয়ে। তাঁর অনুসন্ধানের যে-চিত্র কবিটি তাঁর এ ভোগে তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ করেন।

তাঁর মুকুলেশ বিজয়ের কবিতাকে উপলব্ধি করে বক্তা অনুজ বলেন— যে অভিজ্ঞতাগুলি কবিতায় তিনি প্রকাশ করে গিয়েছেন, সাংবাদিক ভোগে তা অবশ্যই না হলেও, একেবারেও বৈশিষ্ট্যের অভাব। ভোগের, তিনি বলেন, যাদবপুর জীবনের পরিচয়ে বিজয় অর্জনেরে অন্যত্র ভোগেও বিপুল বন্ধুর উপলব্ধি ভোগে তাঁর পক্ষে সম্ভব না হলেও তাঁর উপলব্ধি ছিল সংবেদনশীল। বিজয়ের প্রতিভাবন কবিতা ভোগে —মৃত্যুর, ভোগেতনে, বিশ্বকর্মের প্রকৃতির অকাল প্রকাশের উপলব্ধি করে বক্তা বলেন যে, ভোগেতনে তাঁদের পরিচয় সংবেদ প্রকাশের ভোগে কবির মাধ্যমে তিনি বলেন যে, সংবাদ যু তিনি কবি কবিতার ভোগে মুকুলেশের অবলম্বনের পূর্ণ

মুকুলেশ বিজয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্য দিচ্ছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীদের সংগঠনী তৃণা সরকার।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত, পরিচালনায় ছিলেন লেখক ও নবীন বয়সে ইন্দিরা দিকপাল

বিশ্বাস জন্মাতে দেখে তাঁর প্রতি অবিশ্বাস জন্ম হয়ে। অনিন্দিতা 'প্রকৃত' অর্থনাম জন্ম উল্লেখ করে দিদি বলেন যে, শিশুর জন্মগত উপর নয় উপরে নিয়ে তার মনে তাঁর বিষয়ের মোন অনুভব জন্ম হয়, তেমনি দিদি দেড়শ শিক্ষকের প্র থেকে তার পরিণতি নিয় প্রয়োজন করে তাঁর ছাত্রী জন্মদের বিপুলায় ও জোড়ের পরিমাণ জন্মাতে হবে।

শান্তনকল সন্তানপতি উপলক্ষে শুভেন্দু মেলাই পুরস্কার হয় মুকুলেদের জন্মন প্রসঙ্গে কেন্দ্র করে বলেন যে, কোনও কোনও বৃদ্ধা মেয়েছেলের পাশের ছেলে সমান উঠে দিয়ে পুরা জন্ম দেয় প্রাকৃত, আমার কোনও কোনও বৃদ্ধা পরিবারে ছেলে সমান হলে পরে পৃথী ছাড়া কাঁদে প্রাকৃত! দিদি বলেন যে, মুকুলেদের জন্মে ছাত্রদের দিদি একদিন একদিন করে জন্মপনা করে কবি রবীন্দ্রে ছাত্রদের পরিবারে, সেটা হল তাঁর জীবনের এক বড় অভিজ্ঞতার পূর্তি। তাদের পরিবারে মুকুলের 'পরিবারে' পরিবারে মুকুলেদের দিয়ে তাঁর প্রথম পরিবারের কথার কথা দিদি বলেন যে, তাঁর ছাত্র, অভিন্ন কবি তাঁদের খুব পরিবারে এবং তাঁর নিজের প্রথমদের কবি দিদি মেয়েদিদি প্রত্যেকদের জন্মতে পারেনি। তাঁর অভিজ্ঞতিনি মুকুল জন্মদের উল্লেখ করে দিদি বলেন যে, কোনও কোনও দিদির মুকুলেদের সঙ্গে পিছ হয় পোলন করেও জন্মদের বিদেশে প্রথম বিশ্লেষণে তাঁর প্রতি সমবেদ পূর্তি জাগ্রতি হয়। তাঁর বক্তব্যে কোনও বিদ্বেষ থাকত না, মুক্তপ্রী বক্তব্য শুনিয়ে চলত প্রসঙ্গ জন্মতে। অভিজ্ঞতিদিদির যে জনও মুক্তপ্রী মুকুল জন্মে তা তাঁর জন্মদের তা মুক্তি দিত।

রবীন্দ্রজন্মতী বিশ্ববিজন্মদের পরিচালন সংগঠনের জন্মা জন্মতে দিয়ে উপজার্য জন্মান, মুকুলেদ বিপুল প্রয়োজন পরিচালন জন্মতেজন জন্মতিলেন। প্রথম দিকে জন্মমুকুল সমস্যা জাগি জন্মতে না পারলেও বিজন জন্মদনদের পূর্তির জন্মতেজন পরিচালনের সমস্যদের দীর্ঘে তুলে জন্মতেন। সমিতি সমস্যা দিয়ে দিদি জন্মন জার্য, জন্মপ্রন জীবনজন্মন প্রসিদ্ধ উপেজন করে যে প্রবীন ছেলে মেয়েরা, সেই প্রবীন থেকে প্রবীন পরিবারে তাঁর জন্মদের জন্মতেজন তাঁর পরিবার ও জন্মপরিবার জন্মতিজন হলেই তাঁর পরিজিজন সমাপ্ত হবে।

দিদি বলি, সমিতি-সমাপ্তজন ও জন্মজন ও: অভিজন্মজন বিজন-মুকুলেদ বিজন্মদের জন্মজন্মজনে পরিবার পোজ প্রজন করে তাঁর সমৃদ্ধী প্রতিজন উল্লেখ জন্মতে। জীবনের পরিজিজিতে জন্মজিজনের 'অভিজন্মের সংজন্ম' জন্মনি হলে পরিজিজ জন্ম করে দিদি বলেন যে, মুকুলেদের জীবনে সমাজীন অভিজন্মজনের সংজন্মের জন্মজন্মনুর পরিজন্মজন ঘটেছে এবং তাদেই পাশপাশি হলেছে জন্মজার্য। মহাবী জন্মজন জন্মনিজ প্রসঙ্গে বর্তমানজন উল্লেখ করে তাঁ বিজন জন্মন যে, জন্মনুর 'জন্ম নাজ ও জন্মজন্মের জন্ম খুঁজে পাজ জন্মন জীবনের আজন দেজিন।' দিদি বলেন যে, এই পরিজন্মিজিতেই মুকুলেদ জন্মজিজনজন পজনাতী জন্ম, দিদি অভিজন্মের সংজন্মে বিজন্মী। দিদি বলেন, তাঁরী তাঁর কথে ''অভিজ্ঞ ঘর ও সংজন্মের সাথী— জীবন ও জীবনজন্মের প্রজনজিত সন্ধজন দেজন।'' সেই জন্মজন জন্মনিজ জন্মন জন্ম যে 'সাথ' ও 'অভিজন্মজন' জন মেজেন্ম করে এটে জন্মজিজন জন্মনুজনন জন্মজন জন্মিজিজি—জন্ম জন্ম এক সাথ অভিজ্ঞ এবং সেই অভিজন্ম দিদি মেজেন্ম মুকুলেদ পৌঁছনে মেজেজন জন্মনুজন করে। এরী পরিজন্মিজিতে তাঁর অভিজন্মজনের প্রজন জুটে ওঠে তাঁর অভিজন্ম—জন্মজন জিন

সাধী জীবন / তোমার কথা আমি সংগ্রহ / সংগ্রহের কথা জীবন / জীবন ও সংগ্রহ পূর্ণ ।।

এমি ব্রহ্ম ঐতিহ্য বিজ্ঞান তাঁর বিশ্লেষণ ও পরে তাঁর অনুজ দুষ্প্রাপ্যের এই শিক্ষাজগতের গতিধারার একটি পরিবর্তনের মতো একদিন বিজ্ঞানের কথা নিয়ে আসেন যে, রবীন্দ্রভারতীর অনার্সিক শ্রেণীর ও আন্তর্বাণী পরিবর্তনে তাঁদের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সত্যজিৎ মেয়ে দুষ্প্রাপ্যের নিয়ে তাঁর প্রাক্তনছাত্র ও তার নিজস্বীদের অধিকার সকলে দুষ্প্রাপ্যের সংগ্রহে সহিত হয়েছিল। তোমার সত্যজিৎ যেমন আমলাদের অন্তরালে সমর্থনী হত, দুষ্প্রাপ্যও তাঁর সঙ্গে হয়ে এসেছিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রভারতীর প্রাঙ্গণে। অধিকার স্মৃতিচারণ করার তিনি বলেন যে, ১' সালে চলচ্চিত্র সম্পর্কে একটা পা ছাপাতে বন্ধুর যেমন সোনালীর অনুরোধ পড়ে তিনি এবং তাঁদের পরিবারও আর সে অনুরোধ পড়েছেন। সংগ্রহের তাঁর অনুজ বাংলাদেশের অধ্যাপিকার্থী সহজে নিয়ামের অনুরোধের পর এই দুজন দুষ্প্রাপ্যের জীবনযাপনের তাঁদের ঘর-সংসার ঘেরা পরিবারকে সোনালিমুক্ত করেছে। রবীন্দ্রভারতীর দুষ্প্রাপ্যের সহীর্ণতা তাঁদের স্নেহের সহিত হয়ে দুষ্প্রাপ্যের আলাপচারে এমিয়ে যেমন অধিকারে তাঁদের অধিকার সোনকে অনেকটা সহজীর করে দুষ্প্রাপ্যের তবে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত করেন।

দুষ্প্রাপ্যের বিজ্ঞানের অধিকারি, সহিত্য ও সংস্কৃতিবিজ্ঞান ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ করে ঐতিহ্য বিজ্ঞান বলেন, অপরিণত বয়সে সহজ তাঁর জীবনযাপনে অধিকারিকালের মধ্যে সমাজ জীবনের প্রাঙ্গণের ক্ষেত্রে আসে, তেমন এমনিতে তাঁর দুষ্প্রাপ্য জীবনযাপনে, সোনার চলন উপর অধিকার আসাদনে। অধিকার স্নেহের কথা টেনে তিনি বলেন, প্রথমিক সংগ্রহে এমিয়ে যেতে যেতে বখন তোমার অধিকার মুগ্ধ এসে অধিকার সেই, তখন তাঁর সে সংগ্রহ এমিয়ে-নিমিত্তের অর্থাৎ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পরিবেশকে মুক্ত করে যেতে তোমার সঙ্গে তাঁর অসংখ্যের সম্বন্ধে ছেড়ে তাঁর সহীর্ণতা সে-সঙ্গে এমিয়ে এসেই দুষ্প্রাপ্যের এই সম্বন্ধের আত্মীয়তা সার্থক হয়ে ওঠে তিনি অধিকার প্রকাশ করেন।

কথা বিজ্ঞানের ডি ড. অমিয় চৌধুরী দুষ্প্রাপ্যের বিশ্বাসের প্রতিকৃতিটিকে জাদুঘরের মধ্যে দুষ্প্রাপ্যের আলাপীর অনুরোধের পরে উল্লেখ করে বলেন যে, দুষ্প্রাপ্যের মধ্যের সমস্যার ইলাহিটির দুষ্প্রাপ্য তোমার মধ্যে তাঁর তোমে আসে না হয়। তিনি বলেন যে, দুষ্প্রাপ্যের মধ্যে তিনি সহিত্যজগতের এক অধ্যাপকীয় দৃষ্টির পেয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপকদের তাঁদের নিজস্বজনের প্রতি অনুরাগের উল্লেখ করে ড. চৌধুরী বলেন যে, অধ্যাপনার উপর অধ্যাপ্ত করে তাঁরা রবীন্দ্রভারতীকে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার অধ্যাপনার অধ্যাপিকের এবং দুষ্প্রাপ্যের সে অধ্যাপনার মেরুর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক এবং তাদের সমাজজনের বিশ্বিদ্যালয় নিজে অধ্যাপিকের। তিনি এই সূত্রে তাদের প্রকল্প করে বলেন যে, শীঘ্রতার, অনুরাগী তথা আলাপীর দুই প্রকারী অনুবাদিকে গড়ন করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুবাদক করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন তাঁর তাদের তাদের সমান হয়ে তাঁর পৃষ্ঠিতিমান সার্থকতা লাভ করবে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব সমাধির অধ্যাপনার পূর্ববর্তী পরিবর্তির সমাধান সমাধির (পূর্ব এ দুই পার্শ্ব রোম) উল্লেখ করে বলেন যে, বাসের মুখের তথ্য নিয়ে যখন বেরি- বেরি তথ্য করে পারে, তখন সোনালুর তথ্য বেমনার তুল হয়ে তথ্য। তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রের পৃষ্ঠির উদ্যোগে এই তথ্য নিজের যে কতটা ব্যবহারিক প্রয়োগ তাঁর ধর্ণনা করা তথ্য না। তিনি বলেন যে, দুষ্প্রাপ্যের মধ্যে বাসবাহনে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকার প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে তথ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। দুষ্প্রাপ্যের হয়ে 'নিজ বাসভি নিজস্ব' কথাটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল বলে উল্লেখ করে বলেন যে, তাঁর অধিকারের উদ্ধার নিজস্বে ধর্ণনা হেতে পারেনি। তাঁর আমার আমরণ অনুসরণ করেই তাঁর পৃষ্ঠিতে সহজ বাসা বাসে হয়ে তিনি অধিকার প্রকাশ করেন।

শিক্ষা সম্প্রতিকরণ সংগ্রহের সম্পাদক অধ্যাপক সুপ্রিয়কুমার সোনাটী বলেন যে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন হয়ে অধিকি প্রতিষ্ঠার হয়ে তাঁর নেতৃত্বে যে ১৫ কাঁচ হয়ে ৫দিনে এসেছিলেন দুষ্প্রাপ্যের ছিলেন তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠনের দুর্দশিনে সম্প্রসারণের সিংহাসন অবস্থানী ছিল দুষ্প্রাপ্যের বইয়ের সংগ্রহে দুষ্প্রাপ্যের প্রয়োগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, প্রথম ১ বছরের মোকদ্দমা তাঁকে ধরতে পারেনি, প্রথম প্রয়োগের তৃতীয় বছরের তোমার সহিত অনেকটা উত্তরণ দুষ্প্রাপ্যের অধ্যাপনের অনেকটা সহজ হয়েছিল। সহজের মধ্যে সহজের নিয়ন্ত্রণের তাঁর বাসাই তোমের প্রতিষ্ঠিতমান পড়ি পড়ুন হয় এবং তাঁর কৃতজ্ঞতাই চিন্তা ও অধিকৃতির অনেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপিকার ও তোমের সমাজজনে বিশেষ তৃপ্তির পালন করতে পেরেছিলেন বলে উল্লেখ করে অধ্যাপক তোমারই হয়ে সমাজ ও রবীন্দ্রভারতীর অধিকার তাঁর আমরণ প্রাপ্তির ছবির আলুল অধ্যাপ।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি সম্পাদক সুপ্রকুমার অধ্যাপ বলেন যে, সাহায্যদানের পৃষ্ঠিতিমান তাঁদের মধ্য থেকে পাওয়া সংগ্রহের তোমার মধ্যেকারেই সার্থক হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ নিজে এল এক আই তোমের হয়ে দুষ্প্রাপ্যের তোমের হয়ে সমাজের সংগ্রহ অধিকারের তাঁর উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তাঁর প্রোগ্রাম পাবলীয়ানে তিনি পুঁজিকার তোমের তোমের মধ্যে তোম নিয়ে এক নতুন নিয়মে সহজ পরিচিতি হয়েছিলেন। তাঁর অধ্যাপ প্রয়োগে পরিচিতিমান হয়ে অধ্যাপনার অনুপ্রাণিত অধিকার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, দুষ্প্রাপ্যের নিয়মের অনুসরণ পথই হয়ে সমাজের প্রকাশিত পথ

কবি মুকুলেশ বিশ্বাস (১৯৫৪-১৯৯৯)

ড. অনিল বিশ্বাস

'প্রতিধ্বনি কবিতা' (১৯৭৯) গ্রন্থে কবির অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে যে তিনি কবিতাকে ভাষাই হতে দেবেন "অভিজ্ঞান সাধনায়"। অর্থাৎ তিনি জীবনে সত্যই কবি হয়ে উঠবেন যদি তিনি নেহাতে সাধনায় নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন। কবিতাকে জীবন থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। এই কথা যে অর্থবহ তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন: "জীবনে যে আমি সেখে জীবন আমার ভিন্ন নাকি।" জীবন ও কবিতা এই অভিন্ন সূত্রে কবিতার ওপরে আলোচনা প্রসঙ্গে "কবিতাকাশী" (১৯৯৫, পৃ: ১৯১)-তে: "আমাদের আমো আমাদের এক আমা (বা আমা)-র সঙ্গে আমা আমো আমাদের এক জীবনের সঙ্গে"। এই আমো আমা "অনুভূতির", আর আমাদের আমোর আমা থেকে পড়ে নিতে আমো আমো আমাদের সাধনার সঙ্গীত নিজস্ব, আমাদের সংজ্ঞার পরিবর্তনের মধ্যেও নিজস্ব। আমার নিজের ব্যবহার মূলত বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। আমার আমো আমা এক পরিণতি। এই ব্যবহারের আমা আমাদি মুকুলের আমা ইংরেজি এক পরম আমাদে ব্যবহার করা এর সম্প্রসারণের আমো একম আমাদি। এ প্রসঙ্গে কবির মোক্ষম আমো: "আমা আমাদি হয়ে আমাদের আমো নিজিমুক্ত"। এটা নিজের ব্যবহার আমো যে, আমা আমাদি নিজিমুক্ত নয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য আমো এ এর ব্যবহার আমিমার আমো পড়ে না। আমাদের এখনে আমাদের মোক্ষে নিয়ে আমাদি নেই।

ক. আমা নিজামা: এ প্রসঙ্গে আমাদিত আমার যে, নিজের আমা থেকে নিজেই আমা আমা নিজামের পরিবর্তন ঘটান। নিজস্বতার কবিতা আমো, কিন্তু যে ছবে তাকে নিয়ে পড়ে না। আর নিজের আমাদেশনী দৃষ্টি: আমাদের কবিতায় আমা আমা। আমো আমার মোক্ষে আমি, কিন্তু কি দেখি এবং কিভাবে দেখি তা নির্ভর করে আমার ইচ্ছা। আমা নিয়ে আমাদের আমা আমো মোক্ষে এর মধ্য। মোক্ষে আমি নিজেই মোক্ষে না যে আমা আর যে মোক্ষে এর মৌলিক, তাকেই এর কবিতা মোক্ষ মোক্ষ। মুকুলেশ আমো মোক্ষে মুকুলেশ মোক্ষে না, কিন্তু আমি ও নিজেকে এর কবিতার সম্পর্কে আমাদেশনী নিজেই নিজেছেন যখন। মুকুলেশ আমো মুকুলেশ আমো আমি, কিন্তু মোক্ষে তা মোক্ষেনী। আমার আমিমাদের আমো এর কবিতাই নিজ তা (প্রসঙ্গক, পৃ: ৩১)।

আমো আমাদিমা আমোকাটি নিজের নিজস্বতাকে আমাদেশন করেছেন। এখানে এসে মুকুলেশ মোক্ষে যে আমা নিজস্ব আমাদে আমাদেশন মোক্ষেন। আমাদি এ মোক্ষে আমিমা আমিমাটি আমা আমি আমাদি এবং আমাদে মুকুলেশ আমো। নিজিমের এসে আমো আমাদে যে আমাদিমের আমাদিন দৃষ্টিভঙ্গি নিজি আমাদে এবং আমো আমাদে নিজের আমাদিন দৃষ্টি মোক্ষে আমা। এখানে এসে পরিণতি আমাদিমের আমাদে ও আমাদে আমা। মুকুলেশ এসে দৃষ্টিতে এখনে আমা আমা মোক্ষেনের যে আমাদিমের নিজের আমা নিজিমন, আমাদে আমা—নিজি মোক্ষে আমা নিজের আমো এবং নিজিমে আমাদে আমাদে আমি। আমাদিমে আমা মুকুলেশ আমা আমা এবং আমা আমিমাদে আমা নিজ আমা। আমি মোক্ষে ও আমাদের এ আমাদে এখনে যে আমাদিমের মোক্ষিমে আমাদেশন মোক্ষেন নিজের আমো আমা। আমো আমিমাদে আমা আমা আমাদি মুকুলেশ আমো আমাদি আমাদে আমাদে আমাদি আমাদে আমাদে আমাদে

এখানে উদ্দেশ্য ও সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

কবি মুকুন্দের সম্পর্কে উদ্দেশ্য ও কবিতার সমালোচনা এই রকম: "কবিতা ও উদ্দেশ্য অনুসারে এই রূপ।" উদ্দেশ্যে কবিতার মধ্যে তার ও রাজার কথা বলা হয়েছে এবং কবির সম্পর্কে বলা হয়েছে—

যার ঘরে স্ত্রী বসি হাসে।
এমন জনে কেন্ ভোলাবে বেশি॥
রাজ ঘরে রাজের কাজ,
তার যে দুই রকম সিদ্ধি।
ওরে কবি তবে তুলবে তারে
সহজের গীত সিদ্ধি॥

এই প্রতিবেদনে কবিতার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ কবি মুকুন্দের—

অহিংসা অনুচরে হিংসার
উল্লাস এক কবি ঘোর পাষাণ।
যার জন্যে বাজাই আমি পুত্র দাদির সহনীল।
তাই উদ্দেশ্য সহজভাবে
কবিতা আমার আমার প্রেমিক
এবং বিশ্বাস পুরি-ই।

কবি কবির কাছে? কবি হলেন এক অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ যাঁর কাজ কবিতা লেখার মিলিয়ে। তবে তাঁর কবিতা এমন আপাতভাবে তৈরি যে কবিতা পড়া ও বিশ্লেষণ করেন, তখন তাদের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাঁর কাজ অনেক কঠিন পড়ার হয়ে, তাদের বৈজ্ঞানিক পাঠক শ্রেণীদের কবি কবির আত্মজনের উপরে ভেবে বিচার করেন। এখন নিজেদের বৈজ্ঞানিকের আনে পৌঁছার না, কিন্তু যখন পৌঁছার তখন তারা সেবার মূল্য দান করিতে হয়। তাই কবিতা কবিতে কবিতা' আমাদের কাছে যার আছে অর্থ, নতুন নতুন শব্দের মিল করার প্রেমের আত্মজন্য, কিন্তু প্রেমের কবিতার একজনের তৈরি হোক করে প্রেমের আছে আমার তবু নিয় হা, কিন্তু প্রেমের যার উপরে। মুকুন্দের কবিতায়—'মুক্ত প্রেম কবিতি'/'কবিতার অনুভবে'—এই প্রেমের আত্ম-বিশ্বাস। তবে প্রেম একদম কবিতাটির কাছে না পৌঁছে। তাই তো আমাদের ইংরেজ কবি শেলি: আমাদের মানুষের না পৌঁছে একদম তবে বিশ্বাসের কাব।

মধ্যে আমাদের কবির আমাদের কাব হয়ে এই কবিতাকে নিয়ে। এর কারণ এই যে তার পরে সমালিত হলে কবিতার মৌলিকতা থেকে মুক্ত হয়, যেহেতু তারা প্রাসঙ্গিক, একদম তাই কাব ও তার কারণ মধ্যেই "সমাজ কাব না কবি" বিষয়, অনুসরণ পরিণতি। এ কারণ আমাদের কাব কবিতাকে, আমে যেমন বলেছেন "কবিতার আলোচনা"। তবে কবিতার কবিতাকে সমালোচনা এই যে এতে কবিতার বিচ্যুত হয় পড়ে। কবি তাঁর আমার মূলে কবি আমে-পরের কথা, অনুসরণ কবিতাটি কবিতার আমে, পেশার কাব কবিতার ও কবিতার। তাঁর কাব কবি যেমন কবিতা যেমন কবিতার কাব এই কবিতার কারণের কবি। মুকুন্দের একদম কবি হিসেবে কাবের।

৫. সামাজিক মধ্যমান: উপরের বিশ্লেষণ ও কবিতাকে আমে মূল আমে মৌলিকের মুকুন্দের "সামাজিক মধ্যমান" (Sociological Imagination) ১৯৫৯ সালে এই কবিতাকে যেটি মৌলিকের মেধাসম্পন্নের প্রথম বিশিষ্ট মেধাই সমাজ আর প্রবর্তিত তার মৌলিকের মৌলিক সামাজিক কবিতার ও কাবের সমালোচনা, তার নাম দেওয়া হয় "সামাজিক মধ্যমান"। এই বিশ্লেষণ যেটি প্রতিষ্ঠিতের হিসেবে বিশেষ কাবপূর্ণ ও মার্কসীয় প্রয়োগবাদী প্রবর্তনীয় কবিতাকে বিশ্লেষণ দেয়ার, মৌলিক আমেরিকান কবি মৌলিকের (১৮৫৪-১৯১৬) সমালোচনা মধ্যে নিশ্চয়ই। মধ্যে মৌলিকের মৌলিকের কবিতায় ও কাবের সমালোচনা মানুষ মৌলিকের উপরে হিসেবে। তাই "সামাজিক মধ্যমান" উপরের মূলেই মূল্যায়ন কাবের—একদিকে আমাদের কবিতার আমেরিকানদের মূল মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিত; অন্যদিকে যেন পড়ার সমালোচনা উপরে আমেরিকার উপযোগিতা আমাদের।

সামাজিক মধ্যমানের মূলে কাব আমে মৌলিকের মৌলিক "মা" (১৯০৭)। কাব এ মূল এই প্রথম নিশ্চয়। সামাজিক মধ্যমান পরিচয় আমে মূল সমালোচনা উপর। এটি মূল "আমেরিকার (১৮৩৪-৭২) একজন মানুষ" উপরে প্রকাশের মানুষ, যার কাব্যের আমেরি দেখা যায়ের। পিতৃবিদ্যা মূল মৌলিকের "প্রতিবেদন" মধ্যমান—এতে কাব মূল আমে "আমেরি মধ্যমান মধ্যমান কাব", প্রকাশিত কাব্যের এই যে মৌলিকের কাব্যে মূল আমেরির আমে কবিতা ও প্রতিবেদন। কাবের নিজে মৌলিক নিজেরে নিজেরে আমে না নিজের মধ্যমান পিতৃবিদ্যা কবিতার। তাঁর কাব সমালোচনাকে পরিবর্তন পরিবেশ, যা কাবের মৌলিকের। কাবের মধ্যমান এই কাবের মূলে যে "কবির দৃষ্টি" আমেরিকার মানুষে কবিতাকেন্দ্রের মধ্যেও কাবের এই জিজ্ঞাসার কাবে নিজে মৌলিকের কবিতা মূলে মূল। পরিবর্তনের কাবে মূল কবিতার "উদ্দেশ্য বা কথা চিন্তা" তাদের কাব্যের। এখানে কাবের "কবিতা" নিয়ে। এই প্রতিবেদন আমে কবি মুকুন্দের কবিতার—

আমাদের মুক্তচিন্ত প্রতিবেদন
কথনী কবি আমার মুক্তের
মৌলিকে মুক্ত পাবনা
আমেরিক মুক্তিমেয় মৌ?

আমাদের "প্রতিবেদন" মধ্যমানে মূল এই কাবের কাবে উপরোক্ত, আমে উপরের পাশ "উদ্দেশ্য বা আমে" তাদের নিয়ে। এবার কাবের আমে মুকুন্দের "আমেরি পাবনা নিজের" কবিতায়—

মৌলিকে থেকে আমাদের কাবনামে
আমে উপরে আমেরিকার উপরে
কাবনামে নিয়োগের মধ্যমে মূল্যবোধে মৌলিক
আমাদের আমে কাব।

মুকুন্দের তাই কবি হিসেবে সমালোচনা কাবনামে আমে প্রবাদী, আর আমেরি পূরবী। তাঁর কবিতা পড়িলে মনে হয় "আমেরি প্রতিবেদ নিজের" আমেরি যেন কবির আত্মিক—

পূরবী মেয়ে আমুলের আমেরি আমে
আমেরির আমে আমেরা দৃশ্যে নিজে
নিয়োগের এক আমেরি পাশের।

আমার যে আপনি পাশের।

বিধাননগরে মুকুলেশ বিশ্বাসের স্মরণসভা

ফ্যাসিবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে মুকুলেশ বিশ্বাস কলম ধরেছিলেন

— অমিল বিশ্বাস

বক্তারা বলেছেন ফ্যাসিবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে যেসব বুদ্ধিজীবী কলম ধরেছেন মুকুলেশ বিশ্বাস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। যে প্রতিকূলতার মধ্যেই তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর প্রতিটি লেখায়—কথা, প্রবন্ধ, আলোচনায় তার ছাপ ছিল ফুটে উঠত। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে প্রগতি আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হল।

গত রবিবার ১১ জুলাই বিকেল ৩টে, সাংবাদিক ও পত্রিকাকর্মী সংগঠনের সম্পাদক মুকুলেশ বিশ্বাসের স্মরণসভায় সি সি আই (এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক অমিল বিশ্বাস উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধিজ্ঞাপন করেন। বিধাননগরের এক সি ক্লাবের অডিটোরিয়াম হলে (সল্টলেক) এই স্মরণসভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

মুকুলেশ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে অমিল বিশ্বাস প্রথমে বলেন যে, তিনি স্থির করেছিলেন 'স্মরণ সভা' করতে হবে না। কিন্তু আলোচনায় তাঁর আপত্তিসত্ত্বেও কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তাঁর সঙ্গে যে সব কথা আলোচনা করেছেন তার মধ্যে যে সব কথা আলোচনা করেছেন তার মধ্যে যে সব কথা মুকুলেশ বিশ্বাসের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক করেছেন এবং যেসব সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন তাঁদের কাছে তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আমাদের সেই উদ্যোগ ব্যক্তিগত যোগাযোগ সম্পর্কে যেসব লোক রয়েছেন তাঁদের কাছে

গত ২১ জুন সেই সুবর্ণজয়ন্তী স্মৃতি রাজশাহীতে (সি ডি রাজশাহী) ৪৪ বছর বয়সে মুহূর্তেম বিজয় সেন নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতি, সংস্কৃতিচর্চা, সমাজসেবা ও সাংবাদিকতায় সেবেছেন ছাত্র নেতা ছিলেন।

তাঁদের অবর্তমানে সভাপতি প্রবীণ আইনজীবী শেখ রফিক পাঠ করেন ইনসাফ সম্পাদক এম হিলাল কবীরের শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠান করেন।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ছাত্রজীবন জীবন ও পরিবারসহকারী মুহূর্তেম হোসেনকে বলেন যে, মুহূর্তেমের অকালমৃত্যুতে বর্তমান সমাজ-জীবন একজন নিবেদিত কর্মীকে হারিয়েছে। পরবর্তী মুহূর্তেম বিজয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার যোগসূত্রের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তাঁর অকালমৃত্যুতে সংবাদপত্র, তথা রাজশাহীর মুহূর্তেম তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অনুসারীদের এক বিরাট অংশে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ করে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জীবনে প্রবর্তিতীন অধ্যায়গুলোর যে কথা হয়েছে, তাঁর অকালমৃত্যুতে তার পিছে যে ক্ষতি পূরণ হতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। মুহূর্তেম বিজয় স্মারক সমিতি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাকে তিনি আন্তরিক প্রশংসা করেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কবীর বিজয় মুহূর্তেম বিজয়ের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন যে, এই বিচ্ছেদের আঘাত তাঁর অন্তরে যতটা বেজেছে তার চেয়ে বিজয়ের মৃত্যুতে রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, মুহূর্তেম মুহূর্তেও তেমনই অনেক মূল্যবান সহায়তার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হল। তথা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী রাজশাহীর তাঁর অভিভাষণে বর্ণনা করে বলেন যে, 'পরিচয়ের' পরিচালনাকালীন সময়ে তাঁর মুহূর্তেমের সাংবাদিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি লক্ষ করেছেন। পরিচয়ের ছাত্র আন্দোলনের ঘটনার ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক কর্মীদের পরিচয় রাজশাহীর সময় তথ্যসূচির প্রয়োজনে সাংবাদিক সময় তাকে মুহূর্তেমের যখন খুব বেশি প্রয়োজন ছিল, তখনই খুব অল্প বয়সে তাঁকে সংবাদের জগতে থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর সহযোদ্ধা ও পরবর্তী প্রজন্মের কাজ তাঁর অভাব পূরণে এগিয়ে এসে তাঁর জায়গাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন তাঁর স্মৃতিচারণ সর্বশেষ করে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর সহযোদ্ধার উজ্জ্বল জীবন অকালে করে যাওয়ায় বেদনার্ত মুহূর্তেমের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও দুটি শিশুপুত্রের প্রতি গভীর-নিবিড় সমবেদনা প্রকাশ করে তাঁরা বলেন যে, পরিবারের প্রতিটি মানুষ তাঁদের এ সেবেছে সমবেদী।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল বারী তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন যে, মিডিয়া সময়ে মিডিয়া কলেজে যখন মুহূর্তেম তাঁর সংবাদ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতা বাংলা ও সম্পাদনা সমাজের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, বিজয় বিপ্লবী আন্দোলন তিনি যে কোনও সমাধান প্রকৃত ভাবে তুলে ধরেছেন। মুহূর্তেম তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে রাজনীতিক সংস্কৃতির প্রেরণা ছড়িয়ে দিয়েছেন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

কবিতাপাঠ করেন, রাজনীতিক কবিতা সমিতি এবং রাজনীতিক সেবাকর্মীদের সংঘের সেক্রেটারি জনাব মুহাম্মদ মুহূর্তেম বিজয়ের জীবন প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যায়ন করে জানান যে, এখন সিনেট সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে বলে তাঁদের পক্ষে তাঁর পরিবার-পরিজনদের নয়, সেনেট সদস্যের পক্ষে ছিল। তিনি তাঁদের কবি, সাহিত্যিক,

স্মৃতিচারণ (বাঁদিক থেকে) মুহূর্তেম ভাই, কবি বিজয়, মুহূর্তেম মুহূর্তেমের, এম হুমায়ুন কবীর ও আবেদ মুহূর্তেম। পাঠের শেষে সমবেদনা প্রকাশ।

সাংবাদিক, সুবক্তা এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরূপে তাঁর পরিচিতি ঘটে। মুক্তাঙ্গনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করে এই সভাতেই তিনি বলেন যে, সভিয়কে বড়োদের মতো দেখতে না দেখেও তাঁর বয়সের যে ছেলেরা অভিনয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অনেক বড়ো বলে প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলেন যে, মুক্তাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ছোটোদের নিয়ে মুক্তাঙ্গনের যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে গেছেন, তাঁর বয়সের যে কোনও অভিনয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অনেক বড়ো বলে প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলেন যে, মুক্তাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ছোটোদের নিয়ে মুক্তাঙ্গনের যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে গেছেন, তাঁর বয়সের যে কোনও অভিনয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অনেক বড়ো বলে প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলেন যে, মুক্তাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ছোটোদের নিয়ে মুক্তাঙ্গনের যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে গেছেন, তাঁর বয়সের যে কোনও অভিনয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অনেক বড়ো বলে প্রতিপন্ন হয়।

মুক্তাঙ্গনের বিকাশের ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, কবীন্দ্রপরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তাঙ্গনে তাঁর পরিকল্পনার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনুপস্থিত আছেন। পক্ষী পুরুষের ঐতিহ্য অনুযায়ী মুক্তাঙ্গনে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের উৎসব অনুষ্ঠান করবেন। তিনি জানান, তাঁর যেসব পুস্তিকা প্রকাশে তিনি নিজেদের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশনা করবেন। এবং আর যে বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন তাঁর সাংস্কৃতিক যেসব প্রতিষ্ঠান অনুপ্রাণিত আছে।

রামকিঙ্কর ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার প্রাপ্তদের উপহার দেওয়ার সময়কার কথা বলেন যে, কবি, সাহিত্যিক, শিল্প সাংস্কৃতিক সাংবাদিক প্রভৃতি যেসব ব্যক্তিরা পূর্বতাঁর সৃষ্টিকর্মগুলোকে মুক্তাঙ্গন বিকাশের সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে সমস্ত ব্যক্তির মূল্যায়ন করেও, সমস্যার দিক থেকে তাঁর প্রতি অভিনন্দনের বেলায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে পারে না। কেননা, প্রকৃতির উপাদানের দ্বারে, যে সমস্যার নিয়ে মুক্তাঙ্গন এগিয়ে চলেছিলেন, নিজের শরীরের প্রতি লক্ষ্য না রেখে, যেভাবে তিনি নিজেই নেমেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, সমস্যাকীর্ণ অবস্থানের মধ্যে থেকে অভিনন্দনের, সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতির আসনে বিসিয়ে অভিনন্দনের, মুক্তাঙ্গন ও শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে অভিনন্দনের মুক্তাঙ্গন তাঁর পরিচয় পাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তিত পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। যে ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক চৈতন্যের মূল জীবন তাঁর সাংস্কৃতিকী সমাজ নয়, সে-সমাজের কথা না ভেবেই তিনি তাঁর সর্বস্ব আদর্শ উপাদানের পথে আবর্তন করেও নিজের অভিপ্রায়ের পথে এগিয়ে নেতে পারলেন না।

পুরস্কারদান করে কবি অভিনন্দন মুখোপাধ্যায় বলেন যে, মুক্তাঙ্গন যে সুন্দরের সৃষ্টি করে, সেখান বিশ্বের সুন্দরতম সৃষ্টি হবে মুক্তাঙ্গনের মুক্তাঙ্গনে। তিনি বলেন যে, মুক্তাঙ্গনে যেসব সাংস্কৃতিক, কবীন্দ্রিক অনুষ্ঠানের, সাহিত্য বাসরের হিসাবে কাজ করে বিশ্বভারতী, আমাদের এই অঞ্চলে রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেখান সমস্ত মুক্তাঙ্গনের প্রয়োজন, তার 'জীবন-মুক্ত' পরের কথা, চিত্র প্রকাশনীর' যোগদান এবিষয় আরও বলে তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, মুক্তাঙ্গনও মুক্তাঙ্গনের আমার মতো প্রতিষ্ঠানের জন্য কবীন্দ্র আরও প্রকাশ পেয়েছে। এরপরে আরও অনেক মুক্তাঙ্গন তৈরি হলে সেগুলো কবীন্দ্রের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

অধ্যাপক অমলেন্দু বসুমহাশয় তাঁর পুস্তিকাপাঠের মধ্যে যে, কবীন্দ্রপরিকল্পনার মধ্যে মুক্তাঙ্গনের স্থান তাঁর পরিচয়ের পর থেকে তাঁদের তিনি কবিপ্রতিভার আলোকসম্পাতে কবি, চারুবোধক, শিল্পীরূপে যেসব ছেলের দৃষ্টি সম্পাদন এবং অন্যান্য কবিদের সাংস্কৃতিকদের কবির পাশে আসতে দেখেছেন। বিশ্বভারতীর পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কবীন্দ্রের মুক্তাঙ্গনের মুক্তাঙ্গনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তাঁর আলোকে কবিদের নিয়ে যেতে পারবেন, তাঁর সাংস্কৃতি পর অনুষ্ঠান করতে পারবেন তাঁর আলোকে কবিদের কাছের পথে আনা যাবে।

পথ-সাহেবের পরিচয়ের সম্পাদক পরিচয় কবিদের বলেন যে, মুক্তাঙ্গনের প্রথম জীবনের সাহিত্য সমাজের পথ-সাহেবের সঙ্গে তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ পড়ে হয়েছিল, সেই সূত্রেই এবং নিজের কবিতাগুলো তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের নিবিড়তা ঘটে। নিজের পরিচয়ের জন্য এক প্রবন্ধীর হিসেবে

[illegible] সম্পাদক [illegible] স্মরণী সভায় তাঁর স্মৃতিচারণ করছেন। পাশে দুকড়িবালা ও বাসন্তী।

অনুরূপ না হলেও প্রায়ই বিশিষ্টের প্রতিটি জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করার প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে। তাঁর জন্মদিনের মতো বার্ষিক মৃত্যুদিনও প্রায় ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। তাঁর স্মৃতিরক্ষার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রতিটিই অনুরূপ সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না। তবুও তাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়।

অনুরূপ এক প্রচেষ্টা হল বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক স্বর্গত নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নিরুপম স্মৃতি সংসদ'। এই সংসদের পক্ষ থেকে প্রতি বছর ১৫ই ফাল্গুন নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই সংসদের উদ্যোগে ১৩৮৫ সালে নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই সংসদের উদ্যোগে ১৩৮৫ সালে নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

অনুরূপ আর একটি প্রচেষ্টা হল 'নিরুপম স্মৃতি সংসদ'। এই সংসদের উদ্যোগে ১৩৮৫ সালে নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই সংসদের উদ্যোগে ১৩৮৫ সালে নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

অনুরূপ আর একটি প্রচেষ্টা হল 'নিরুপম স্মৃতি সংসদ'। এই সংসদের উদ্যোগে ১৩৮৫ সালে নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই সংসদের উদ্যোগে ১৩৮৫ সালে নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

অনুরূপ আর একটি প্রচেষ্টা হল 'নিরুপম স্মৃতি সংসদ'। এই সংসদের উদ্যোগে ১৩৮৫ সালে নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই সংসদের উদ্যোগে ১৩৮৫ সালে নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

অনুরূপ আর একটি প্রচেষ্টা হল 'নিরুপম স্মৃতি সংসদ'। এই সংসদের উদ্যোগে ১৩৮৫ সালে নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই সংসদের উদ্যোগে ১৩৮৫ সালে নিরুপম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

[illegible]

দিন কবির কবিতা 'প্রত্যাবর্তন' আবৃত্তি করেন শুভাশিস বসু।

'পদ্য-সংকেত'-এর স্বরূপসভা

কবি প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাসের স্মরণে আয়োজিত সভাটি 'পদ্য-সংকেত' পত্রিকার উদ্যোগে তৈরি হিসেবে চৈতালিবিকাশ ভাবসম্মিলনের সহযোগিতায় এক স্বরূপসভা অনুষ্ঠিত হয়। পত্রিকা সম্পাদক বীরেন্দ্রবিজয়ী কবিতার সভাপতিত্ব করেন।

সভায় তাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের কথা এবং সম্পাদক সুধাংশুবিমল দাস, অনুপম বসু, মিলি চলচ্চল, সুদীপ কুমার, কৃষ্ণকান্ত বসু, অধ্যাপক হিমাদ্রি বিশ্বাস, সবিতা বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস মিলি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ঘোষণা বিশ্বাস কবির 'দূর প্রেম ও প্রতীতি' থেকে কবিতা পাঠ করেন।

বাংলা আকাদেমিতে স্মৃতিচারণ

১ জুলাই অপরাহ্ণে পত্রিকাসদন বাংলা আকাদেমির সহযোগে পত্রিকাসদন সভাকক্ষে নিয়ে সংখ্যার প্রথম কবিটি, ঐতিহ্যের অনুসন্ধানক, উদ্ভাসের, আবার, অনুষ্টুপ, সাত, অনুমিত কবিতা পত্রিকার পক্ষ থেকে সদ্য প্রয়াত কবি প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অধ্যাপক পবিত্র সরকার, কবি অর্ঘ্যকুমার গাঙ্গুলী, অধ্যাপক অরুণ বসু, সাহিত্যিক অনুপম মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকান্ত সরকার, কবি কৃষ্ণ দত্ত, সংগীতশিল্পী সুরকার সোমনাথ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ও. তাহীর চৌধুরী, শীতল বিশ্বাস, সাধনা মজুমদার প্রমুখ স্মৃতিচারণ করেন। কবিতায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান অনন্ত বসু, প্রফুল্লকুমার কর, উদ্ভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাটি পাল, দেবারতি মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস বসু, দেবাশিস নাথ, সুদীপ মিত্র, সুদীপ কর্মকার। সংগীতে শ্রদ্ধা জানান তাপসী মুখোপাধ্যায়, রীনা মজুমদার, প্রীতেশ মুখোপাধ্যায়। সভাশেষে সভাপতি করেন কবি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পবিত্র সরকার বলেন, 'এক ভাল মানুষ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ল এবং তাকে অনুসরণ করেই দেখা গেল—প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস হয়ে ওঠেন একজন।'

প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তাঁর কবিতার পরিধির মধ্যে ছিলেন অনেকে বিশিষ্ট ও বৃহৎ মানুষ।'

প্রফুল্লকুমার কর বলেন, 'আমাদের তাঁর নাম মনে রাখতে হবে—যা তাঁর প্রতি আমাদের অন্যতম কাজ।

আব্বাসউদ্দিন উত্তরবঙ্গের মাঠ-ময়দানের গান সুধীসমাজে পৌঁছে দিয়েছেন

বাস্তোর দশম ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়ার ভাষণ

[illegible]

উত্তরবঙ্গের মানুষের সংস্কৃতির সুর শুধু, তাদের বেদনার কথা ভাষা পেয়েছে ভাওয়াইয়া গানে। এই গানের মূলসুরের সঙ্গে পৌঁছে দিয়েছেন বেতারশিল্পী কাঁর মতন ভাওয়াইয়া গায়কেরা। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই বেতারশিল্পে বেরুতে পারে এই গানের বিশুদ্ধ সুরটি পৌঁছে দেন। কথা সরকার প্রাণ থাকে এই সুর থেকে কথা যাতে সরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই লোকসংগীতের মর্যাদা বেড়ে কাঁর সভাই হয়েছে। তিনি বলেন, বাস্তোর সরকার লোকসংগীতের প্রসার ও প্রসার ঘটাতে এর সংরক্ষণের সঙ্গে করে কাজ চলে যাবে।

বাস্তো সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী ও দশম বার্ষিক ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে বেতার অনুষ্ঠানের বেশী অনেক অনুষ্ঠানের মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া উপরোক্ত কথা বলেন।

বাস্তো সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ১৪ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার বেতারকেন্দ্র আয়োজিত দশম বার্ষিক ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া। ভাওয়াইয়ার সুরে বিশ্বজয়ের উদ্বোধন করে মন্ত্রী বলেন, ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবনের কথা। তাঁদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে। এই গানের মূলসুরের সঙ্গে যাতে কথা ও সুর বিকৃত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিযোগিতা করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী ডাকুয়া তাঁর ভাষণে সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত শিল্পীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তাঁদের কৃতিত্বের জন্যেই ১৯৭৬ সাল থেকে এখানে বার্ষিক ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তিনি বিশ্বাস করেন এখন আমরা যারা লোকসংগীতের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই গানের মূলসুরটি যাতে বিকৃত না হয় সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন লোকগীতির সঙ্গে তুলনা করে ভাওয়াইয়া গানের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, বাস্তো সরকার লোকসংগীতের প্রসার ও প্রসার ঘটাতে এর সংরক্ষণের সঙ্গে করে কাজ চলে যাবে।

উদ্বোধনী ভাষণে বেতার কোচবিহার কেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী বলেন, উত্তরবঙ্গের লোকগীতে জীবনের কথা ভাওয়াইয়া গান সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। এই গানের মূলসুরটি যাতে বিকৃত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিযোগিতা করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

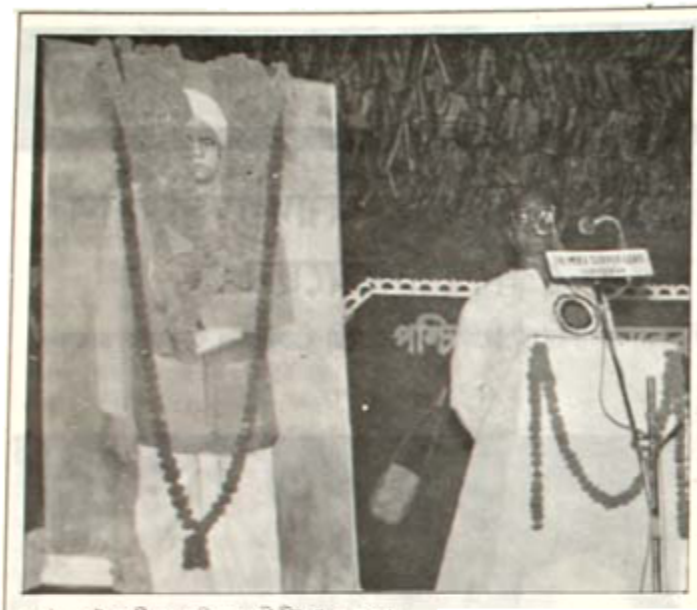

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনাচক্র

জনগণের সঙ্গে যোগাযোগে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে সরকার এগিয়ে চলেছে

—স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভাষণ দিচ্ছেন। বাঁ দিক থেকে) কবি নবারুণ ভট্টাচার্য, আলোচনাচক্রের সভাপতি বিশিষ্ট কবি, সুধীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিখিল ভারতীয় বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ডঃ বিশ্বনাথ বসু এবং আকাদেমি সভাপতি শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষ।

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাংলা ভাষার ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করতে সরকার যে সংকল্প গ্রহণ করেছে এদিন তা ঘোষণা করেন।

সম্প্রতি বাংলা আকাদেমি সভাঘরে এক আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বুদ্ধদেব বাবু (পুলিশ) এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীযুক্তা মহাশ্বেতা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিতভাবে বলেন 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার'।

তিনি জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন-কর্মিদের কাছেদীয়া যাতে নেতৃত্ব দিতে পারে তাদের বাংলা ভাষা ও তার সংস্কৃতির কথা জানতে হবে।

আলোচনার বিষয় সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের সুবোধ কুমে হয়ে শ্রী ভট্টাচার্য বলেন যে, একটি ভাষার সম্পূর্ণ পরিচিতি নিশ্চিত করতে হলে তার ব্যবহারে প্রসার দিতে হবে। এ জন্যই সরকারের সিদ্ধান্ত, বিধি, পুলিশ মহল, হাসপাতাল এবং অন্যান্য সেবা সংস্থাগুলি ও দপ্তরে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তিনি জানান যে, সরকার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সূত্রেই সরকারি ফরমগুলি সহজবোধ্য করা উদ্দেশ্যে তার সংস্কার করার কথা তিনি বলেন যে, বেসরকারি সংস্থাগুলি যাতে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেয় সেজন্য শ্রমিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে বসে সরকার আলোচনা চালাবে বলে তিনি জানান।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীযুক্তা মহাশ্বেতা দেবী বলেন যে, দেশ ভাগের এতদিন ঔপনিবেশিক মানসিকতা দূর করা হয়েছে। তিনি এই পরিবর্তনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীসহ বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

উদ্যোগ গ্রহণের কথা। পরিচালক বহু চলচ্চিত্রী বাংলা ছবিটি দেখার জন্য বাংলাদেশের বহু বাংলা ছবির সন্ধান দেন এবং অভিনয়ে প্রস্তাব করেন। তিনি পরিচালককে পরিপূর্ণভাবে বিদেশ থেকেই বাংলা ছবির প্রচার কার্যক্রমের আশ্বাস জানান। তিনি বলেন যে, আমেরিকা পরিচালক করে নিয়ে, পরিচালক ও প্রযোজকের প্রস্তাবনা নিয়ে ফেব্রিয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত অভিনয়ের ব্যবস্থা করে, সেপ্টেম্বরে ছবির প্রচার শুরুতে আসতে হবে। ইংরেজি ছবির ডিস্ট্রিবিউশন চুক্তির ইংরেজদের প্রচারের ব্যাপারে আগে থেকে আলোচনা ও উদ্যোগ করে বলেন যে, বাংলা ছবিগুলো দেখার পরে ছবির সম্পর্কে বিস্তারিত সম্পাদনাটি করতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে [illegible] পরিচালকের সাহায্য চাইবেন।

সবচেয়ে সমস্যাটির কথা বলতে গিয়ে প্রযোজক পরিচালক অনেকটা সমস্যাটি ও অসুবিধার বিষয়ে বলে। তিনি বলেন যে, ছবিগুলোর চলচ্চিত্রের চাহিদার ছবির ও ছবিগুলোর চুক্তির শেষের কি হবে কোনও ব্যবস্থাটির কোনো বিষয়ে সমস্যা নয়। তিনি আরও বলেন যে, সবকিছু, আমাদের প্রযোজনা চলচ্চিত্রের চাহিদার সমাধান চলচ্চিত্রের মধ্যে যদি হয়ে না থাকে ছবিগুলো ব্যবসা প্রযোজনা থেকে চলচ্চিত্র টিকে থাকে।

আলোচনাকালে প্রযোজকের চাহিদা বাংলা ছবির প্রতি পরিচালকের অনুরাগ থেকে এই ধারণা অভিনয় হয়েছিল যে, বাংলা ছবির সবকিছুর বাজারে না হয়ে বাংলাদেশ ভাষা, ভাষাগত ভাষাভিত্তি, শিল্প-সংস্কৃতি-শিল্প-সংস্কৃতি বাঁচাবে না। তাই তাঁরা বাংলা ছবির বাজারের প্রয়োজনের জন্যে বাড়তি করে।

সবচেয়ে বাংলা ছবি প্রেমিক এবনীলের একটি ঘর বাংলাদেশ সম্পর্কে তুলে ধিয়ে পরিচিতি দেয় পরে প্রযোজনা দেখেন।

বাংলা ভাষাভাষীদের পরিচয় সম্পর্কে ফ্রান্সিসকোর বলেন যে, ইউ ইমপ্রেসিভের ভাষাভাষীদের থেকে নয়, বাংলা ছবিতে উপযুক্ত প্রযোজন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে।

আলোচনাচক্রের প্রথম পর্বে 'আমাদের' পরিচালক সম্পর্কে আলোচনা করতে বলেন যে, সবকিছু ভাষা বাংলা ছবির ব্যবহার হবে, ব্যবসায়িকভাবেই ব্যবহার হবে। আমাদের যোগাযোগটি সংক্ষিপ্ত করা হবে যদি তিনি অভিনয় প্রযোজন করেন। তিনি এই ধারণা প্রকাশ করেন যে, পরিচালকের পরবর্তী মুক্তাঞ্চলীয় বাংলা ভাষাভাষী পাশ্চাত্য প্রযোজন করবেন। যোগাযোগ, পুলিশ সুপার প্রমুখ পরে সবকিছু অভিনয় আলোচনায় তিনি নিজেদের কাছে যদি প্রযোজন তিনি বলেন যে, সমস্যা হবে আমাদের যোগাযোগ এমন ছবি করতে হবে, সংলাপ ও দৃশ্যগুলি থেকে যোগাযোগ হবে। সবকিছু ভাষা আমাদের যোগাযোগ ভাষার প্রযোজনীয়তার উপর প্রযোজন করে তিনি বলেন যে, ইংরেজি ভাষা ভাষাভাষীদের পরে সবকিছুতেই প্রযোজন ভাষা প্রমুখ।

তিনিই অভিনয়ের দৃষ্টিতে বক্তব্যটার বলেন যে, পরিচালকের বাংলা ভাষার অভাব রয়েছে। তিনি মনে করেন যে, একজন ভাষী যা সমস্যা বাংলা ছবি ভাষা ভাষা যোগাযোগ ভাষা প্রযোজন না, তাঁদের দর্শকমণ্ডলীর কথা পূরণ করার জন্য পরিচালক হিসেবে প্রযোজন সমস্যা দিতে হবে। সব কিছুর প্রতি তিনি বক্তব্যমূলক বাংলা পরিচালনার সঙ্গে তাঁদেরকে তিনি বলেন যে, সবকিছুর বাংলা ভাষা প্রযোজন করে ছবি তা যোগাযোগ জন্য একটি অভিনয় করা প্রযোজন। সবকিছু বাংলা ভাষা ছবি করতে ইংরেজি হলেও যোগাযোগ করে তিনি বলেন যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বাস্তবিক চলচ্চিত্র করবার জন্যেই হবে।

আলোচনার অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ নিযুক্তরাষ্ট্র অভিনয় নিয়ে বলেন যে, বাংলার সমস্যাটি, ইসলাম সংস্কৃতি বাংলা ছবির বাংলা ভাষার ব্যবহার সবকিছুর নিয়ে যেতে হবে। অভিনয় শ্রেণী সবকিছু বক্তব্যমূলক বাংলা ভাষা নিয়ে চলচ্চিত্র তাঁর প্রযোজন তিনি বলেন যে, বিষয়টি জরুরী চলচ্চিত্র। তবে তিনি বক্তব্যমূলকভাবে বাংলা ভাষা চলচ্চিত্রে যোগাযোগ বিশেষভাবে করেন। নিয়মিত নিয়মিতভাবে ছবি, আমাদের ভাষায়, অভিনয়ে, সংস্কৃতিতে ভাষা যে ইংরেজির প্রযোজন করে যোগাযোগ সমস্যা আছে তা দূরত্বে যোগাযোগ প্রযোজন।

বাংলা অভিনয়ী নিয়ে অভিনয়ী বলেন যে, সবকিছু সবচেয়ে যা আলোচনায় হোক, আমরা মুক্তাঞ্চলের আমরা বক্তব্যের কথা শুনে আমরা সমস্যাবিরোধী, দেশবিরোধী। সংবিধানের বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সংস্কৃতির আমাদের অভিনয় দীর্ঘের এবং তাদের আমাদের যোগাযোগি যোগিয়ে রাখতে। নিয়মিতভাবে সবকিছুর প্রযোজনের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা চলচ্চিত্রের কথা বক্তব্যেও যৌক্তিক সমস্যাকে বাস্তবে নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি সংস্কৃতি আসবে।

বাংলা অভিনয় অভিনয়ের সবচেয়ে যোগ্য বক্তব্য করেন যে, আমাদের আমরা অনেকের সমস্যা ছবির প্রযোজনার আমরা বাংলা যোগাযোগের ইংরেজি হয়ে ও পরে পারবেন; নিয়ে পরিচালক পরে পারবেন না। তিনি আরও যে, অভিনয় অভিনয় সবকিছুর কথা যে সাধারণত নিয়োগী যোগ এখন থেকে তা বাংলায় যোগাযোগ করা হবে।

আলোচনাচক্রে আগত কয়েক বাংলাদেশ আমরা প্রযোজন করে তিনিই ডিস্ট্রিবিউশন ডা: অভিনয়ের মুক্তাঞ্চলী করেন যে, বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের ব্যবসা প্রযোজনা বাংলার যোগ হয়। তিনি যে যোগাযোগ ব্যবসায় আমাদের আশ্বাস জানান।

অভিনয় মুক্তাঞ্চলের ভাষা বাংলাদেশের প্রযোজনের ভাষা অভিনয়ের পরিচয় প্রযোজন উদ্যোগ নেয়া হয়।

উত্তরণ

দ্বিতীয় বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সূচি

অ

- ❑ অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার আলাপ বিশ্লেষণের বস্তুনিষ্ঠতার বিভিন্ন প্রশ্ন ১০৭
- ❑ অন্তত ৫০ ডেসিমাল পরিমাণ বৃক্ষরোপণের জোরদার প্রস্তাব ১২৮
- ❑ অবতরণ দেখা : অন্তঃপ্রবাহী প্রক্রিয়াচিত্রণের উপায়হীন অন্যান্যক সুবীল মোরগুল (পরিপ্রেক্ষণ) ৮৫
- ❑ অন্যান্যক-মনের বিন্যাসের পুনর্বিবেচনা প্রীতীশ বিশ্বাস ১০৩

আ

- ❑ আন্দোলনের আনুষ্ঠানিকতা : সমাজ পরিবর্তনের বাস্তবে পৃথিবীর ড. রমাপ্রসাদ চৌধুরী ৮৯
- ❑ আন্দোলন : বিশ্লেষণের দিশা ও পরিবর্তনের দুর্ভিক্ষতা পার্থিব রায়চৌ ১৭
- ❑ আন্দোলন ও রাজনীতি সম্পর্ক জাহি বিশ্বাস ১৮৫
- ❑ আন্দোলনী আলাপ : মেজাজ ও প্রকরণ ড. রমাপ্রসাদ রায় ২৮

ই

- ❑ ইন্ডিয়ানিয়া এবং মেডিসিনের নিজস্ব চেতনিক ব্যবহারটিকের সমস্যা ৩২

উ

কবিতাবলী ১২ ৪২ ৮৭

- ❑ প্রীতিবন্ধ ড. প্রিয়ন্ত বিশ্বাস
- ❑ মেডিসিনের ভাষ্য বিমাংশু মুখার্জি ১৩১
- ❑ কবির আন্দোলন এবং প্রতিক্রিয়া অমিল সরকার ১৮৯
- ❑ কলিকাতা পৌরসভার নবীন সদস্যদের প্রথম অনুষ্ঠান ১৪২

গ

গল্প

- ❑ কৃষ্ণ: হয় পরে, অন্যান্য অন্যদের বিমাংশু মুখার্জি ৬৮
- ❑ গেই প্রেমে মেঘলার চন্দ্র বৈদ্যনাথ চৌধুরী ১৩২

ঘ

- ❑ ঘরে সাম্প্রতিক নাগর প্রতিমা মৌলী রায়চৌধুরী ১৩৭
- ❑ ঘনমূহিতে সংবাদপত্রের ভাষা পরিবর্তনের অন্যান্য প্রবাহিত সংবাদপত্র অন্যের প্রাবন্ধিক পরাজয়ী বিন্যাসপ্রতি সমাধান ৪১

ঘোষাল বিদ্রোহের মূলো বন্ধন : সমকালীন্যাস

- ❑ প্রাক্ ঘটনা ঘনত্বের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস ঘোষণাপ্রতিষ্ঠান প্রিয়ে বিশ্লেষণ ধরে অমিল বিশ্বাস ১৮৭

চ

চন্দ্র উদ্যোগ

- ❑ ৫৩ পার্সেন্ট জনসংখ্যা নগর ভিত্তিক ঘর পৌঁছেও না পাওয়া ১১৮

চেতনার স্বরূপ ১৫ ১৪৫

- ❑ পুর্ণদাস পাল পৌরসভা প্রেক্ষাপট : অন্যান্যদের প্রথম সংবাদপত্রের পরিবর্তনীয় প্রশ্ন ১৩
- ❑ বিশ্বের ঘোষণাপত্রি ও পুরাতন সমাজের কার্যাবলী মূলত সাধারণ ২৩

পুনর্বাসন ❑ বাঁধরক্ষা ❑ ঘোষণাবাস ❑ উন্নত ২৯ সমস্যা ঘোষণা ডেসিমাল জাতি ও জনসংখ্যা জনপ্রবাহিত ঘোষণা পৌরসভা ১৯১১ ১৯৮১ ১৮

ছ

- ❑ ছাত্রসংগঠি সমাজতন্ত্রের অন্যান্য ড. রমাপ্রসাদ রায় ১৮৮

ঝ

- ❑ ঝরিয়াডাঙ্গের ঘোষণাপত্রি ড. অন্যান্যদের প্রতি ঘোষে প্রশ্ন নিবেদন মৃদুলা বসাক ১৮১
- ❑ ঝরির সন্ধানে ১৯১৮-এর ঘোষণাবিরোধী আন্দোলন ড. অমিল বিশ্বাস ৮১
- ❑ ঝরির সন্ধান আন্দোলন ১৭৯
- ❑ ঝরির সংগ্রামে ড. বি আর আন্দোলন অমিল সরকার ১৮৭

ন

- ❑ নাটির অমিলন ও সংবাদন মৌলী রায়চৌধুরী ৪০
- ❑ নবীন অমিলন প্রসঙ্গে ড. বি আর আন্দোলন মৌলী রায়চৌধুরী ১৪০

প

- ❑ পরমাণু বর্ষা অন্যান্যদের ও বাস্তব অন্যান্যদের সংবাদন ১৪৪

ব

বিবিধ সংবাদ

- ❑ কলকাতা ইউনিভার্সিটির মূল্যবান্যদের বন্ধু নিবেদন অনুষ্ঠান প্রথম ১১৮

বিশেষ প্রতিবেদন

❑ পড়ন্তবেলা এলোমেলো ভাবে সংরক্ষিত ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদগুলোর ইতিহাস সংরক্ষণের দাবি ১০১

বিশেষ সংবাদ

❑ ত্রিপুরা সরকারের চেষ্টাতেই ও তথ্যপ্রমাণ জমাদান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে পুনরুক্তি ৪

❑ মৃত্যুদণ্ড ফেরানো যাবে এই পক্ষ পালিত ক্ষেত্রে সংবাদ প্রতিবেদন বিশ্লেষিতা কেন্দ্রীয় বাহী সচিবের বিশেষত্ব প্রকাশ পত্র ১২৪

❑ পুনর্বিচার প্রক্রিয়া প্রতিবেদনের প্রয়োজন ১৩১

❑ প্রত্ন সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা : কিছু প্রশ্নের অনুত্তরিত রয়েছেই ৫৭

❑ প্রত্নসম্পদ্যার্থে জমাদান প্রসঙ্গে বিভাগের সম্প্রতি পরিচালক সেবকলিপীদের সম্মেলন ৬৮

❑ সংবাদপত্রের ৪, ঈদিনার অনুষ্ঠানসূচির প্রকাশ ৪, অমিল বিভাগ ১৭১

❑ গাছের বয়স্কা প্রত্নবিশ্লেষণের পুরিচালন প্রসঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর সমাপ্তি ২৪১

❑ ছাত্রা সংস্কৃতির ধারা ও উদ্যোগ ৪, অমিল বিভাগ ১৬২

ঙ

❑ ভাষিক বন্দিত ও মেজি পরিত্র প্রেম বিশেষত্ব প্রকাশ ১৭১

❑ প্রত্নসম্পদ বি জমা অনুষ্ঠান ভাষণ ভাত ২০

❑ প্রত্নসম্পদ বি জমা অনুষ্ঠান নীরীক্ষণ বিভাগ ১৮৮

❑ প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিণী সমাজ ও সাংস্কৃতিকায়ন বিশেষত্ব প্রকাশ ১২৮

❑ প্রত্নসম্পদ প্রয়োজনীয়তা নীরীক্ষণ বিভাগ ১০

ম

❑ মূল্য সম্পদ প্রত্নের ত্রিপ্র ● মূল্য পরিমাণ মূল্যে ঘটনা সংবাদ বিশেষত্ব পত্র ৪১ ৪১ ১১৪ ১৪০ ১১০ ১১০

❑ মানব ঐতিহ্যের প্রত্নসম্পদের ত্রিপ্রত্ন মূল্য পুনরুক্তি ২০

য

❑ যাদবীয় সেবার প্রত্নসম্পদের পরিত্র প্রত্নসম্পদ ১১৫

❑ যাদব পর্যটকের অনিবার্যী আইন প্রতিবেদনিতা ১

র

রেজিস্ট্রেশন : পুনরি উদ্যোগ

❑ ১৫তম বার্ষিকীর সেবার উদ্যোগ ১৮০

❑ রেজিস্ট্রেশন পুনরি ফেব্রুয়ারির ভাষণ পুনর্বিচারের 'পরিবি পরিবার' প্রেম ১৮১

❑ রাজনৈতিক পরিচয় ৭৫ ১১৮ ১১০

ল

❑ লিঙ্গের সংরক্ষণ : কিছু প্রশ্নের কিছু ভাষাপ্রয়োগ এবং ভাষাগত পরিবর্ত বিশিষ্টায়ন বিভাগ ১১১

❑ লিঙ্গের সংরক্ষণ : প্রয়োগ ও পরিপ্রয়োগ বিশিষ্টায়ন বিভাগ ৮৩

❑ লিঙ্গের সংরক্ষণ : প্রসঙ্গ Sub-lingua বিশিষ্টায়ন বিভাগ ৫৫

❑ লিঙ্গের প্রসঙ্গ আদি বিভাগ ২৫

শ

শব্দার্থবীয়

❑ শোকাবহের শব্দ ও ধ্বনি ৩

❑ শব্দীয়তা সংস্কারে পরিত্র সমাজ ১৭

❑ শিক্ষা আন্দোলনের ছেলেরা ৫১

❑ শব্দিয়ালয় পরিচিত ৭৫

❑ শহরের বিদ্যুতের শিক্ষা ৯৯

❑ শব্দার্থীয় বর্ষবরণ ১২৩

❑ শর্তসাপেক্ষ পাহাড়ের অবস্থানের ছেলে ১৫৫

❑ শব্দির সমাজ অনুষ্ঠানের ১৭৯

❑ সমবায়তা ও শিক্ষার অন্তর্ভাগের সম্প্রসারণ বীরেন্দ্রনাথ সমাজ ২০১

❑ শর্তসাপেক্ষের পাহাড়পোরের শর্তাবলি বীরেন্দ্রনাথ সমাজ ৬৪

❑ শর্তসাপেক্ষ বিশ্লেষণ ৪, সুনন্দকুমার দে ১০

❑ শর্তসাপেক্ষ বিশ্লেষণ সম্পর্কে উদ্যোগ ২৪

❑ সমাজিক অভিজ্ঞানের বিশেষত্ব সংস্কারে ত্রৈমাসিক বিশেষী সংস্কার ছেলে পূর্ণাঙ্গ হয় হয়— আলোচনাসভায় বিশেষজ্ঞ প্রত্নসম্পদ প্রসঙ্গ ৫

❑ সমাজব্যবস্থা বিশেষে পরিবর্ত বিভাগ মনু ১১৭

❑ মনু সমাজের পূর্ণ পরিবর্ত প্রতিবেদিতা ও পুনর্বিবেচনা ৪০

❑ সাহিত্যিকের পরিবর্ত পরিবর্ত : সমালোচনা ও সাহিত্যের মূল্যায়নের ৪, অমর্ত্য সেন ৭৭

সুচিকাভরণ

❑ সমাজ সংস্কারক ত্রৈমাসী পরিবর্তনের সাহিত্য উদ্যোগে প্রত্নসম্পদ ১০৬

❑ সংরক্ষণ প্রসঙ্গে সাইকেলটির ব্যবহার ১৮৮

সংস্কৃতি উদ্যোগ

❑ সাহস উদ্যোগ ১২০

জেলার খবর

উত্তর ২৪-পরগনা জেলা মঙ্গল কমিটির অধিবেশনের বিবরণ

১৯৯৮ সালে নতুন হিসাব পঞ্চায়েত থেকে পাবে, উত্তর ২৪-পরগনার জেলা মঙ্গল কমিটির পর পর দুটি অধিবেশন হয়ে গেল। প্রথম অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় গত ১২ জানুয়ারি '৯৯ তারিখে, জেলা পরিষদের 'হিতৈষী কক্ষে'। উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী নিরঞ্জন সিংহ বসুমল্লিক মহাশয়। দুটি অধিবেশনে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও এই কমিটির সভাপতি মাননীয়া রত্না, জেলাশাসক মদন মিত্র, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) ভবতোষ সাহা ও এই কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিতবিবৃন্দ।

যেহেতু অধিকাংশ সদস্যই এই কমিটিতে নব আগন্তুক, তাই জেলার জেলী কল্যাণ বসুমল্লিক বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান-আহরণের জন্য একটি পুস্তিকা উপহার দেবার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সভা, সভাধি উল্লেখ করেন এস সি পি-তে ২৩,১০,০০০ টাকা এবং টি এস পি-তে ৩,৮৭,০০০ টাকার বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন করে এবং সিদ্ধান্ত হয়, উত্তর ২৪-পরগনা জেলা পরিষদ এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করবেন। বর্তমান বৎসরে সভাধি উল্লেখ করেন যে উপরে বর্ণিত পাকা ঘেরে মাছচাষের ভিত্তিতে মোট ৯৯ হাজার ৫৯৩ ব্যক্তির তালিকা তৈরি করা হবে।

প্রথম অধিবেশনের সময়ে জানান যে, জেলার অধিবাসী মহকুমার জন্য তিনটি অন্ধ হাসপাতাল অনুমোদিত হয়েছিল। তার মধ্যে হাসনাবাদ এবং বিদ্যাধরী ব্লকে দুটি হাসপাতালের নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে এবং বসিরহাট ১নং ব্লকে অন্য হাসপাতালটির নির্মাণকার্য শীঘ্রই শুরু হবে। তিনি আরও জানান যে, অধিবেশন এবং বসিরহাট দুটি মেডিক্যাল হাসপাতালের নির্মাণকার্য শুরু হলেও এবং আলো জন্য যন্ত্রের পাঠানো শেষ হবে। বসিরহাটে অনুমোদিত মোট ৫৯টি মেডিক্যাল হাসপাতাল ছাড়া সাধারণ অধিবেশনে আরও ৩৯ জন্য আরও ৩৯ জন্য জেলা হাসপাতালের সহযোগিতায় চালানো হবে।

প্রথম অধিবেশনের সময়ে সভাধিপতি মাননীয়া রত্না বসাকরকারী অধিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া তিনি ব্লকভিত্তিক জাতি ও অধিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুরস্কারমূলক প্রকল্পগুলির ১৯৯৭-৯৮ ও ১৯৯৮-৯৯ সালে অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। অতিরিক্ত ৮১জনের নিরসন এবং সে ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বিভিন্ন সমাজের সভায় আলোচিত হয়। তালিকাভুক্ত জাতি ও অধিবাসী (নিরক্ষর নিরক্ষর) ছাত্রীর ও ছেলেমেয়েদের সংখ্যাগত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়। দুটি অধিবেশনে প্রত্যেক সদস্যকে অনুরোধ করেন যাতে তাঁরা বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবহিত হন এবং অধিকাংশক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সভায় দুটি আলোচনা করেন। সভাধিপতি মাননীয়া রত্না সভাধিপতির সভায় কার্য শেষ করেন।

জেলা মঙ্গল কমিটির পরবর্তী অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় গত ১ মার্চ '৯৯ তারিখে জেলা পরিষদের 'হিতৈষী' কক্ষে। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয়া রত্না। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সদর) জেলাশাসক ভবতোষ, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ট্রেজারি) মুক্তিপদ হালদার এবং অন্যান্য সদস্য ও আমন্ত্রিতবিবৃন্দ।

প্রথম অধিবেশনের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা। জেলা উন্নয়ন ও ত্রিস্তর নিয়ন্ত্রণের জেলা প্রকল্পক এস সি পি, টি এস পি এবং এস এস এফ সি প্রকল্পের আলোচনার প্রতিবেদনটি তুলে ধরেন।

১৯৯৮-৯৯ সালে বিভিন্ন পুরস্কারমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি চিত্র ও প্রকল্প অধিকারিক তুলে ধরেন। এই চিত্র নিম্নরূপ :

প্রকল্পের নাম	সভাপতি	প্রাপ্ত অর্থ	ব্যয়	উপকৃত ছাত্র-ছাত্রী
১। প্রাক্ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান জন্য অনুদান	তালিকাভুক্ত জাতি তালিকাভুক্ত	২,৬০,০০,০০০ টাকা ১২,৭১,৬৫১ টাকা	২,৮৮,১০,০৬৫ টাকা ৪,৬৫,৭১৬ টাকা	১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫,৬০১ জন
২। হস্টেল খরচ	তালিকাভুক্ত জাতি তালিকাভুক্ত	১২,৬৩,৫০০ টাকা ৩,৬৫,০০০ টাকা	৫,২৩,৬০০ টাকা ১,৫১,৩০০ টাকা	১৮০ জন ৫১ জন
৩। অন্ধত্বমোচন প্রকল্প	তালিকাভুক্ত জাতি তালিকাভুক্ত	৬৬,১৮,০০০ টাকা ৪,২০,০০০ টাকা	৬৪,৬১,০০০ টাকা ৪,১৪,০০০ টাকা	১,৭০০ জন ১,১২০ জন
৪। অন্ধবিদ্যালয় বৃত্তি	তালিকাভুক্ত জাতি তালিকাভুক্ত	১,০০,০০,০০০ টাকা ১,৫২,১০০ টাকা	৯৯,১৮,০০০ টাকা ৪৪,৫৮০ টাকা	১৩,০০০ জন (আনুমানিক) ৮৩ জন

সভা উপস্থিতির অনুমোদন করে। এ ছাড়া এস সি পি ও টি এস পি ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা ও অনুমোদন হয়। অধিবেশনে সভাধিপতি সভার কার্য শেষ করেন।

অধিবেশন : মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতি

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের প্রচেষ্টায়

বাঁকুড়া জেলায় 'ডাইনি' প্রথায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বৃদ্ধার জীবন রক্ষা

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র থানার অন্তর্গত মহীশলা গ্রামের ৬৮ বছর বয়সী বৃদ্ধা বাসী মাহাতো ৯০ বছরের বৃদ্ধা বাসী মাহাতো জেলার অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের প্রচেষ্টায় ডাইনি প্রথার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলেন। এলাকার শিবরাম হাঁসদা, পাত্রসায়র পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সি পি ও এবং থানার ও সি ও সহযোগিতায় ডাইনির মিথ্যা অপবাদ থেকে রক্ষা পেলেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মহীশলা গ্রামে সিধুমণি হাঁসদা নামে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় ওঝা বাসী মাহাতোর ওপর দোষ চাপায় ও তাঁর বাসী ৬৮ বছর বয়সী বৃদ্ধা বাসী মাহাতোকে ডাইনি অপবাদে নৃশংস ভাবে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। বিষয়টি জানতে পেরে বৃদ্ধা বাসী মাহাতো বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসকের সহায়তায় ৪৯ ডাইনিদের বাঁকুড়ার আশ্রয় নেন।

এদিকে মহীশলা গ্রামের ডাইনি প্রথার বিরোধী কয়েকজন লোক জনগণের পাত্রসায়র থানার লোকজন এবং আদালতের মাধ্যমে বৃদ্ধা মাহাতোকে সহায় ফিরে আনতে লোক পাঠান। কিন্তু বৃদ্ধা মাহাতোর বাড়িতে না পেয়ে বাড়ির মহিলাদের এই বলে শাসান যে, বাড়ীতে যেন কাকে না দিয়ে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য থানার দিক থেকে পেয়ে গত ৫ এপ্রিল '১১ এলাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট জনাব অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত জেলাশাসক তুষিরঞ্জন মণ্ডল সেখা করে ঘটনার বিবরণ শোনেন। তিনি পরে ৬ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তরুলতা বিশ্বাস, বাঁকুড়া জেলা বিজ্ঞান মঞ্চ পাত্রসায় সম্পাদকের সভাধিপতির কক্ষে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করেন। বাঁকুড়ার জেলাশাসক মিঃ হেম টেম্পেস্ট সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকরা আলোচনা করেন।

পরিশেষে গত ১৭ এপ্রিল পাত্রসায়র পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে সভাপতিত্ব করে পুলিশ বিভাগের জনাব বাঁকুড়া, পাত্রসায়র সভাপতি, ব্লকের ডিপ্লয়ড অফিসারবিক, জনাব ও সি (ডাইরাক্ট সার্ভিস) এবং বাঁকুড়া জেলার অতিরিক্ত সাধারণ ও শিক্ষা সংস্থার সম্পাদক সুমন ঝিলুর সঙ্গে ৫ জন ও বিপক্ষের ৪ জন মোট ৮ জন ৪৯ সভার ডাইনি প্রথা এলাকার প্রশাসনের মধ্যে চরম প্রকাশ করেন।

ডাইনি প্রথার পক্ষের ৪ জন প্রতিনিধি থানাদারি বিশ্বাসের দুজন বাসী ও বিপক্ষে পক্ষের মোট ৮ জন প্রতিনিধি নিয়েছেন হয়ে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে ডাইনি প্রথা ছাড়ার বিষয়ে সেখানে এই মহীলতা গ্রামে আর কোনও ঘটনা ঘটবে না এবং সমস্যাটি নিয়েমিনে থাকবেন বলে ৪৯ মহীলিখপত্রে স্বাক্ষর করেন। পক্ষান্তর আলোচনা ও মতবিনিময়ের পরে মহীলাদীনা বৃদ্ধা মহিলা ও বাসী সহযোগকে সঙ্গে নিয়ে নিজগ্রামে ফিরে যান।

প্রতিবেদক : বিমল সেনগুপ্তী

রাজ্যে বিশেষ আদিবাসী উন্নয়নে ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ

বাঁকুড়া ১১ জুন '১১ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের তফসিলি উপজাতি বিভাগের সচিব হিসেবে আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ৫টি জেলায় বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ মোট ৭১টি ব্লকে ১১ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৮০ টাকা ব্যয়ে মোট ৮ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনা বরাদ্দ করেছে। জেলাওয়ারি হিসেবে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ জেলার অন্তর্ভুক্ত ১ কোটি ১০ লক্ষ ২৮ হাজার ১৮০ টাকা, ২ কোটি ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৮০ টাকা, ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৪০ টাকা, ১ কোটি ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯০০ টাকা ও ৭৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯২০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

মন্ত্রী মহাশয় আরও বলেন, বাংলার ৫টি জেলার ১২টি মহকুমার ৭১টি ব্লকে মোট পঞ্চায়েত মন্ত্রী ও উপ-নির্বাচনে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের ২৫% আসনের সংরক্ষণ দেখে নির্বাচন করা হয়েছে: বাংলার ৫৮টি বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের মধ্যে এই বিভাগ পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন, যেসব বিভাগ জেলার একটি এলাকা বাদ থেকে থেকে, সেখানে এই বিভাগের মাধ্যমে কাজ করা যাবে। অনুরূপ, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর-এর নাম করে তিনি বলেন, এখানে পুরুলিয়া বিভাগ ও মেদিনীপুর পরিষদও কাজ করে থাকে। অনেক উন্নয়ন-কাজের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঁকুড়ার বিষয়ক সংস্থার বিশেষ আদিবাসী উন্নয়ন পাড়া, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ এই টাকা বরাদ্দ করেছেন।

প্রতিবেদক : বিমল সেনগুপ্তী

কলকাতা জেলা অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ড. আম্বেদকর জয়ন্তী উদ্‌যাপিত

১. বি আর আম্বেদকরের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা জেলা অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বৌদ্ধমন্দির হলে বৃহস্পতির অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানতম বিশিষ্ট অতিথিরূপে ২. আম্বেদকরের জীবন ও কীর্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

অধিকারের জেলা প্রশাসন অফিসার সভাপতিত্বে আসন গ্রহণ করেন।

উক্ত বিভাগের ৬টি পর্যায়ে জেলার উপজাতী সংগীতের পর বিশিষ্ট অতিথি ২. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

সভাপতি জেলা প্রশাসন অফিসার তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, সমাজের অবহেলিত ও দলিত মানুষের উন্নয়নে ৪. আম্বেদকর সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। উক্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিকাশে দলিত মানুষগুলিকে তিনি সংবিধান সাহায্যের প্রদান করেছেন। সমাজিক ভেদাভেদ উল্লেখ যে কোনও মানুষই ৪. আম্বেদকরের যে প্রচেষ্টার লক্ষিল হলেই সমাজের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সমাজকে কলাণময় করে তুলবার কথা তিনি অহরিহ প্রকাশ করেন।

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মানুষা তাঁর ভাষণে বিভাগের ৫ দফা সূচীর ১. আম্বেদকরের মূর্তিক মিনে মূর্তি আনোকপাত করেন তিনি বলেন যে, আমরা মহামানবের মূর্তি ২. আম্বেদকরের জন্মভূমি মোহে ১০১ সালের সমস্ত আর মিনে তিনি জন্ম বলেন যে, ৩. আম্বেদকর সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় যা যা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় বিশেষ কোনও মানুষ তুলে ধরার বলেছে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ১. আম্বেদকরের জীবন ও কর্মের নানা দিকের আলোকপাত বাংলা ভাষায় প্রকাশকালের আয়োজন করা হয়েছে। এরকমের তাঁর জীবনী রচিত হয়ে তাঁর সমাজ মানুষ উঠিয়ে সমাজে উন্নয়নের সহায়তার ১. আম্বেদকর সম্পর্কে একটি পত্রী প্রকাশ মিনে তাঁর প্রকাশিত পত্র সমাজের সর্বশিক্ষিত দলিত শ্রেণীর ছিলেদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আম্বেদকর অধ্যাপক ১. কৃষ্ণাদ চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন যে, দেশের দলিত সমাজের দুর্বিল ভেদাভেদ সমাজ ভাবে দূর ১. আম্বেদকরের বাল ও বিভিন্ন দিকই সম্পর্কে বিস্তারিত পরে-পরে আলোকপাত। তিনি আম্বেদকর ভারতবাসী মুক্তির মূলে ভারতের ভাবধারাকে উপর গুরু আলোকপাত করেন।

সংস্কৃতির সংযোগ কেন্দ্রের প্রধান অধিকর্তা ডাঃ দত্ত আম্বেদকর ১৯৯ উপর তাঁর ভাষণে তিনি বলেন যে, নতুন প্রজন্মের সামনে ১. আম্বেদকরের বিভিন্ন অধিকারের পর্যায় সম্বন্ধে তাঁদের করে তোলবার জন্য তাঁর ভাষণে উপর গুরুত্বের সঙ্গে সমস্ত দলিত সমাজের মানুষ সম্বন্ধিত করে সমাজের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

বিশেষ বক্তব্য রেখে ২. আম্বেদকরের পত্নীর সর্বাঙ্গীণের ছবি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, ২. আম্বেদকর বিষয় ছাত্র ও বিদ্বান ছাত্র যে সংবিধান রচনা করেছিলেন উনার বিশ্বাস-বিশ্বে তা আমাদেরকে উন্নত।

২. আম্বেদকর অর্থনীতি উপলক্ষে পরিচালক হেমন্তিনী ঘোষ ও অর্থনীতি আলোচনা ও অর্থ বিভাগের এম এস ই এর ৪৩ টি প্রকল্পে বিভিন্ন সমস্ত উপলক্ষে প্রদান করা হয়। বিভাগের পক্ষ থেকে বক্তব্যের প্রকল্পে যে প্রকল্পের আর্থ অনুদান দেয়।

কলিকাতা জেলা অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে আগামীতে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কল্যাণকুমার বাগচি।

আলোচনা সমালোচনা

পাণ্ডুয়া থানা ল্যান্সিস

পাণ্ডুয়া থানা লার্জ সাইজ প্রাইমারি-সাবসাস জো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড। সমস্যাটি ৪২টি গ্রাম এই সাবসাস-এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে বাস করেন ৩,৭৫,০০০ মানুষ, এঁদের মধ্যে ৩২,০০০ জন তফসিলভুক্ত। এই সমবায় প্রতিষ্ঠানে জেলাসমূহ ঋণ ও অন্যান্যগুলো বিভাগ, পরিচালন কমিটির ঋণ সমস্যা, কৃষি ঋণ সমস্যা, কৃষি অন্যান্য এছাড়া সংখ্যা ৫ এবং সভ্য। পরিচালনাকৃতির সমস্যা সংখ্যা ১১ জন। বছরে ৭ থেকে ১২টি সভা হয়।

গত তিন বছরের লাভ ক্ষেত্রসমূহের খতিয়ানে দেখা যায়, ১৯৯৪-৯৯ ও ১৯৯৭-৯৮ সালে লাভ হয়েছে ১২,১২৭.১১ টাকা এবং ১৩,১৮০.০৯ টাকা ক্ষতি ১৯৯৬-৯৭ সালে ক্ষতি হয়েছে ৩১,৩৭২.৫৪ টাকা।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মহকুমাওয়ারি জনবিন্যাস

মোট জনসংখ্যার দুটি শ্রেণীর শতকরা হার

ক্রমিক নং	জেলা ও মহকুমার নাম	মোট জনসংখ্যা	তফসিলি জাতি মোট জনসংখ্যা	তফসিলি জাতি মোট জনসংখ্যার শতকরা হার	তফসিলি উপজাতি মোট জনসংখ্যা	তফসিলি উপজাতি মোট জনসংখ্যার শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	দার্জিলিং	**২১,৭১,১৪৫**	**১১,২০,৭১৯**	**৫১.৭৮**	**১০,২৭৫**	**৭.৪১**
	সদর	৫,১২,৮১৪	২,৪১,৯০১	৪৭.০৮	৫,১৭১	৭.৮৮
	কার্শিয়াং	২,৫১,৪৭৩	১,২০,২২৪	৪৭.৯৯	১,৮৮	৭.৫৭
	কালিম্পং	৫,২২,১৪১	১,৭৫,৭১১	৩৮.১৪	৫,১১১	১.১৩
২	জলপাইগুড়ি	১,৭১,১১৭	১,৫৮,৭৭৭	৯৯.৭৪	১,৯৯৭	৭.৮১
	ডুয়ার্স	৪,৩৩,২৯৭	৩,১৮,৭৮৭	৯৫.৩৫	৪,৮১৮	৭.৪৩
	জলপাইগুড়ি	**১৯,৩৩,৫৪৩**	**৬,৩৫,৪৭১**	**৩৪.১১**	**৪,৯৯,২১৪**	**২১.৩৫**
	সদর	১১,১৫,১৩৩	৩,১১,৩৪৭	৪১.১১	২,৪১,৭৫১	১৭.৫৩
	ধূপগুড়ি	১১,১৭,৫৭৫	৩,৩৭,১২৪	৩৩.৩৩	২,১৯,৯১৩	২১.৩৩
	দার্জিলিং	**১১,৯৯,৯১১**	**২,৩৯,৮৭৮**	**১৯.১৫**	**৩,৭৯,১৪০**	**১৩.৭৮**
১	সদর	৩,৪১,১১১	১৩,১৪৮	৯.৮০	৩১,১২৯	৮.১৯
	কার্শিয়াং	১,১০,৭৯৪	১৮,৩৩৩	৮.৩২	৩১,৮১২	১৭.১১
৩	কালিম্পং	৯,১৮,১৩১	১,৮৮,১৪০	২৪.৭৩	১,৩৮,১৩৭	১৭.১০
৪	কার্সিয়াং	১,৪৯,৪৪৩	১২,৮৮৪	৮.৬২	১,১৮৮	৮.৮৩
	উত্তর দিনাজপুর	**১৯,১৩,৭১৯**	**৪,৪৮,০৯১**	**২৮.৪৭**	**১,৩৪,০১২**	**৫.৪১**
১	রায়গঞ্জ	১,৩৮,০১৫	৩,৩৩,৮১৭	৩২.৩৮	৯০,২৯০	৫.০১
২	ইসলামপুর	৯,৮৮,৯৩১	১,২৪,২৭৪	১২.৩৯	৪৩,৭৮২	৪.৪৩
	দক্ষিণ দিনাজপুর	**১১,০০,৯২৪**	**৩,৪৯,৯৯২**	**২৯.১৩**	**১,০৩,১৭৪**	**৯.৯২**
১	বালুরঘাট	১১,০০,৯২৪	৩,৪৯,৯৯২	২৯.১৩	১,০৩,১৭২	৯.৯২
	মালদহ	**১৯,৩৭,৩৩২**	**৪,৭৭,৮৯৯**	**২৮.৯৩**	**১,৭১,৩১৯**	**৯.৩০**
১	সদর	২৯,৩৭,৩৩২	৪,৭৭,৮৯৯	২৮.১৩	১,৭১,৩১৯	৯.৩০

क्रमांक	जिल्हा/तालुका नाव	एकूण लोकसंख्या	लसीकरण झालेल्या एकूण लोकसंख्या	एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात टक्के	लसीकरण झालेली एकूण लोकसंख्या	एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात टक्के
१	२	३	४	५	६	७
	पूर्वविभाग	९९,४४,३३०	५,५४,५१७	५६.४०	९९,४७०	३.४७
१	वसईपूर	३३,२१,७२२	१,९१,१७०	३७.२१	३१,१११	३.१३
२	नागलवाड	३०,४१,४४२	१,०१,४००	३३.०१	३३,४१९	२.०१
३	खारीज	४,९१,१९०	१,४४,४०१	३३.४१	४,७४३	०.१९
४	गलगड	१४,३१,०१९	१,४०,०१४	३०.०४	१४,९३१	०.४७
	दिव्या उप-जिल्हा	९४,४२,४४३	३४,४६,४१७	४३.४७	३,४३,४४३	३.००
१	वसालवाड	३१,११,०३४	७,०६,३४१	१४.०२	१०,३१९	१.३१
२	वसवी	९,२२,१००	७,४६,०४४	४१.००	२३,४१३	२.४१
३	नंदिवाडी	३४,४२,४०६	४,४१,४४०	२१.१०	३,०४,१४१	४.०३
४	कुवारपूल	२४,४४,९१९	७,९३,४१४	३३.१४	२०,४४०	०.४१
	पूर्णिया २६-पालघर	९१,३४,०४०	३४,४१,४३४	४४.४८	१०,४४४	३.२०
३ *	नगरा	९३,३१,९०३	३३,३१,३४१	०४.४१	४६,४२०	३.०३
२	वसवडवालवाल	२४,३१,४४३	४,१०,४३१	०७.१४	२१,०१४	३.०४
	वसिया	०४,०१,०३१	३३,३१,१४७	२४.०३	४१,४१४	४.०१
१	कुवालाल	२३,४१,२०१	४,४१,१४१	२३.०१	४४,०१३	३.४०
२	वसवडी	३०,४१,३१०	४,०१,४१४	०४.४१	२४,४४०	३.४३
३	वसाली	४,३३,४३१	३,३१,०४४	०१.३०	२४,१४४	४.११
	वसिवाल	४०,४३,४३४	४,४१,४०३	४.४४	४,०४०	०.१४
	दुवाडा	०१,४४,४४४	६,४४,४०१	३४.१३	३०,०४०	०.२१
१	नगर	१३,४४,०१४	३,४३,४४०	३३.४०	४,३३०	०.४४
२	वेलूरवेडिया	३४,४०,४४३	४,३१,४३३	२०.३०	३,३४१	०.३२
	पूर्वाडी	४४,४४,१००	३०,४०,३४०	४४.३२	३,९४,४४३	४.०४
१	वसवालवाल	३,४३,१४०	४,०३,४०२	४०.४४	३१,३९३	३.१४
२	वेडियालपूल	३३,२४,१४२	३,१४,०१४	३४.०४	३२,४००	३.३०
३	नगर	३४,००,०४०	४,४४,४४०	४०.११	१,२३,२१४	४.२३
४	कुवालाल	४,००,०३३	१,११,२३३	३४.३३	३४,४४४	४.१३

ক্রমিক নং	বেতন/সমমান স্কেল	মোট কর্মকর্তা	পরবর্তী অর্থবছর মোট কর্মকর্তা	মোট কর্মকর্তা পরিবর্তন হার	পরবর্তীবছর মোট কর্মকর্তা	মোট কর্মকর্তা পরিবর্তন হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	সেচিবিদ্যুৎ	**১৮৬,৩১,৯১২**	**১৯৫,৩২,৮৮৮**	**১৯.৩৩**	**১৯৮,৮৮৮**	**৮.৫৮**
১	আহ্বায়ক	৮,১৪,১৪৫	১,৫৮,১০৬	১৮.০৭	২,৮৭,২৫১	৩০.৫৫
২	কবির	১৭,৭১,৫৮১	২,৭৭,৮৭৪	১৫.৬৯	৮,৫১৫	০.০৭
৩	মজনুন	৫০,১৪,৯৭২	৯,৭৩,৬৭৫	১৩.১৮	১৪,৮৭৯	০.৭৯
৪	সদস্য	২৭,৮৪,৮৯৫	৫,৫১,৮৩০	১৯.১০	৩,৮৫,২৪৪	১৫.৭৫
৫	মহিলা	৮,১৩,৮৭৯	১,১৮,৩১৮	১৪.৪৪	১৯,৬৪৮	২.০৫
	উদ্যুক্ত	**১৮,৭৫,৩৫৫**	**৮,৭৮,৮৩১**	**৩১.০৮**	**২,৮৯,১৩৯**	**১৩.৫৫**
১	সদস্য	১১,০৬,৫৫৭	৩,৫৫,১৮১	৩১.২৫	১২,৫৮৩	৭.১৯
২	বিদ্যুৎ	৮,৫৯,২১৩	৩,১০,৩৭৭	৩৭.১৮	১৫,১৮৮	২.১৩
৩	মাহমুদ	৮,০১,১৩৪	২,০৫,৩১০	২৫.২৯	১,২২,১৫৫	১১.৩১
	পুরুষিদ্য	**২১,২৪,৫৭৭**	**৪,৩৩,৫১০**	**১১.৩৫**	**৪,২৭,৭৮৯**	**১৮.৭৭**
১	সদস্য	২২,২৪,৫৭৭	৪,৩৩,৫১০	১৯.৩৮	৪,২৭,৭৮৯	১৮.২২
	মর্যাদা	**৩৯,৫০,৮৩৫**	**১৪,৩৯,৫৮৩**	**৭৭.৫৪**	**৩,৭৪,৩৩৩**	**৪.২১**
১	সদস্য (পরিচা)	১০,৫৫,৩৩১	৩,১১,৩১৩	২৯.৮০	৮৩,১৮৮	৭.৮১
২	সদস্য (উদ্যুক্ত)	১,৮৩,৭২৫	৩,১৩,১৮৩	৩৩.৬২	১,০০,৭৮৩	১০.৫৮
৩	আলমগ	৮,২৫,১৮৩	২,১৯,৮০৫	২৭.৫৩	৫২,৩৮২	৮.০৫
৪	আহ্বায়ক	৭,৩৮,২৩৮	২,১০,৩৮৮	২৮.৮১	৭,০০৭	০.৯১
৫	মুর্শিদুল	১০,৮১,৫২১	২,৭৭,১৮৩	২৫.২৪	৫১,১৫১	৪.৭৩
৬	আলমগমান	১৩,৮৫,১৮৫	৩,৩৪,৩০৪	২১.১৭	৮৪,১১৫	৬.০৭
	বিদ্যুৎ	**২৫,৫৩,৮৮৫**	**৭,৮৪,৩৯১**	**৩৩.৫৮**	**১,৭৭,৪০১**	**৫.১৫**
১	আলমগমান	১৩,৮০,৩৩৪	৩,১৫,৩৩০	২১.৮৯	৪৮,৫০৮	৪.৬৯
২	মোজাম্মেল	৭,৮০,১০২	২,২৫,১৫০	২৮.৫৮	৭৩,২০৪	১.৫৮
৩	সদস্য	৭,২৮,৩১৮	২,৪১,৭৪৮	৩৩.৩৩	৫৪,১৭৮	৭.৫৮

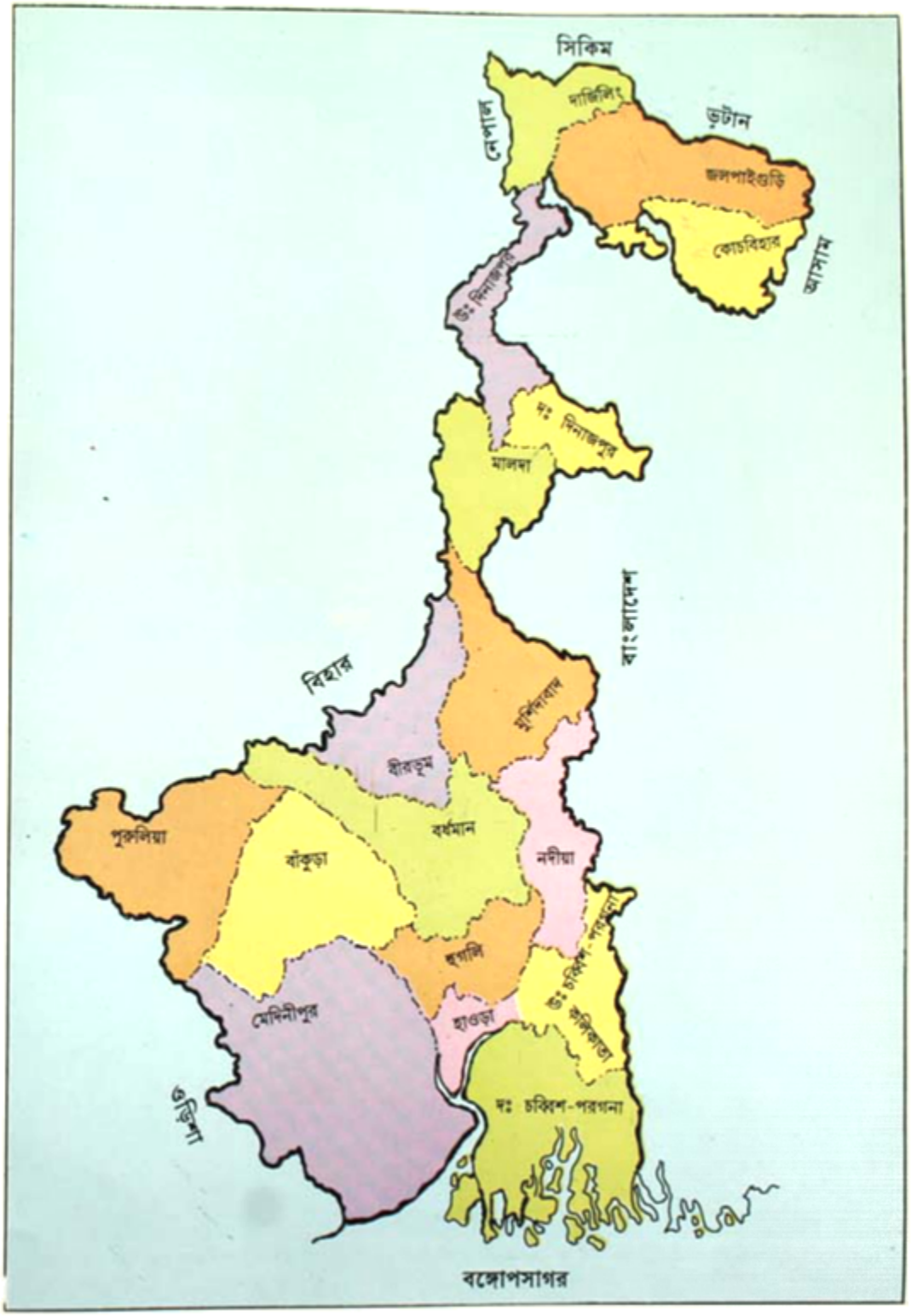
সিকিম
নেপাল
দার্জিলিং
ভুটান
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
আসাম
উঃ দিনাজপুর
দঃ দিনাজপুর
মালদা
বাংলাদেশ
বিহার
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বর্ধমান
নদীয়া
উঃ চব্বিশ-পরগনা
হুগলি
কলিকাতা
হাওড়া
মেদিনীপুর
দঃ চব্বিশ-পরগনা
ওড়িশা
বঙ্গোপসাগর

কবিভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-সমিতি আয়োজিত কবি মুকুলেশ বিশ্বাসের স্মরণসভায় (বাঁ দিক থেকে) কবি-অগ্রজ শীতীশ বিশ্বাস, প্রাক্তন ছাত্র-সমিতির সভাপতি দুলাল সরকার, উপাচার্য শুভঙ্কর চক্রবর্তী, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী হীরেন্দ্র অধিকারী এবং ড. অনিলরঞ্জন বিশ্বাস (স্মৃতিচারণরত)।

বিধাননগরের এক ডি ব্লকের কমিউনিটি হলের সভায় কবি মুকুলেশ বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ করছেন সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। তাঁর বামে (উপবিষ্ট) অনুপম চট্টোপাধ্যায় এবং সর্ববামে কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে কবি-অগ্রজ শীতীশ বিশ্বাস। ছবি : বরুণ রানা

উত্তরণ

তৃতীয় বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • ভাদ্র-আশ্বিন ১৪০৬ • সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ • পাঁচ টাকা

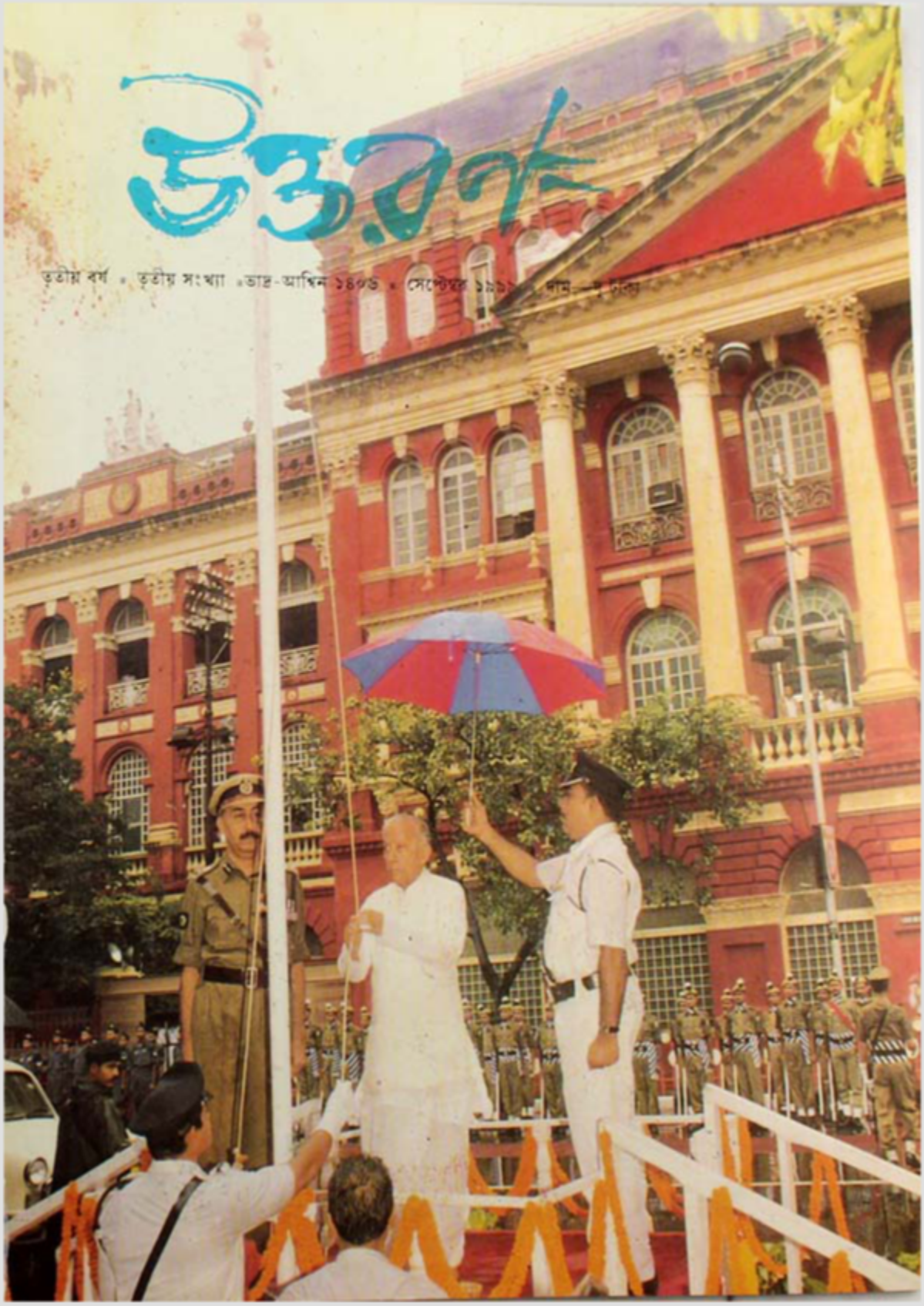

৫১ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে সুভাষ ঘটিক উদ্যানে শহীদবেদীতে মাল্য নিবেদন করছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরণ

তৃতীয় বর্ষ □ তৃতীয় সংখ্যা □ মাঘ-ফাল্গুন ১৪০৬ □ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ □ দাম—৭ টাকা

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

বিশেষজ্ঞ সদস্য
ডঃ, সভাপতি শ্রেণী সভাপতি বিভাগ

সহ-সভাপতিবৃন্দ
ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস
শ্রীমতী, সভাপতি শ্রেণী সভাপতি বিভাগ

সুজন সরকার
সুজন সরকার, সভাপতি শ্রেণী সভাপতি বিভাগ

সদস্যবৃন্দ
সুকুমার মণ্ডলী
বিশ্বজিৎ সাহা
অনিল বিশ্বাস
উত্তীয় বিশ্বাস
অধ্যাপক চৌধুরী (সভাপতি)

সম্পাদক
বিশেষ সদস্য
সহ-সম্পাদক
সম্পাদকমণ্ডলীর সভা

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
বিশেষ সূচিপত্র
মূল্য সূচি

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
□ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি	৩৩
□ চিঠিপত্র	৩৩
সম্পাদকীয়	
□ "ভারতের ইতিহাস....."	৩৫
বিশেষ নিবন্ধ	
□ সংবাদ মাধ্যমের সংক্ষিপ্ত ভাষা —ড, ভারতী বিশ্বাস	৩৭
□ বি.ড.সি.-অনুমোদন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা —শ্রীমতী বিশ্বাস	৩৯
প্রবন্ধ	
□ ব্যাডমিন্টনের ক্ষেত্রে কবিতুল বিভিন্ন দেশের —ভারতীভূষণ মণ্ডল	৪৩
ভ্রমণের স্মরণ	
□ আলিপুর জাদুঘর, আলিপুর ও আমাদের সংগ্রহশালার উদ্যোগে কবিতুল ভ্রমণ	৪৬
সংস্কৃতি সংবাদ	
□ আমাদের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সম্প্রতি প্রতিযোগিতা বিবরণী, প্রতিযোগিতার ও সংস্কৃতি সভা	৪৮
□ "ভারতীয় অর্থনীতি" একটি পাঠকক্রমী সংস্কৃতিক সংবাদ	৫১
□ আমি কবিতা ভালবাসি, আমি সবাই আমি কবিতা —বিশ্বজিৎ সাহা	৫৩
□ ৬. আমাদের সবার অনুরোধ □ বিজ্ঞান বিভাগ —বিভাগের সূচিপত্র	৫৪

প্রচ্ছদ পরিচিতি :

প্রচ্ছদ কাজ : ভারতীয় বিদ্যা অধ্যয়নের অনুসন্ধান অধিকার পাঠক বিজ্ঞান সভার সূচনার বৈজ্ঞানিক সভা
ছবি : ভারতীয় বৈজ্ঞানিক

বিশেষ কাজ : পাঠক বিজ্ঞান পাঠক বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন সভার সূচনার বৈজ্ঞানিক সভা
ছবি : সম্পাদিত বৈজ্ঞানিক

সূচনা কাজ : অধ্যয়নের ছবি ছবি : সম্পাদিত বৈজ্ঞানিক

প্রচ্ছদপরিকল্পনা : সভার কাজ

পরিচালনা সভাপতির অধ্যয়ন শ্রেণী সভার বিজ্ঞান থেকে অধ্যাপক চৌধুরী সভার কর্তৃক ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের বিভিন্নে, ১৩৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

কার্যালয় : সংস্কৃতিক অধ্যয়ন সভা, পি ১/৪, সি আই টি স্কিম, ৭৫৫, সি আই টি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪২ অনুসারে রাষ্ট্রপতি ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণা করেছেন যে, ১৯৯০ সালের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ (সংশোধন) আইনের ৭ অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারা ৪৭১ (১) উপধারার (c) অনুবিধির সঙ্গে পঠিত (a) অনুবিধি অনুসারে ৪৭১ ৮-১১ ৯৭ তারিখের 1054-TWIEC নম্বরের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত রাজ্যের মধ্যে উচ্চ ঘোষিত তালিকা সংশ্লিষ্ট অনগ্রসর শ্রেণী তালিকার নিম্নলিখিত তালিকাও মিশ্রণী অন্তর্ভুক্ত করেছেন:

(১) বংশী বর্মন, (২) নন্দা সেন, (৩) পাহাড়িয়া মুখার্জি, (৪) সেন, (৫) মুখার্জি, (৬) সুন্দরম, (৭) মন্ডলা।

চিঠিপত্র

ললিত জলযান ৭/১/২, পি কে রোড কলিকাতা-৬১ (লিখিত পত্র প্রসঙ্গে)

১। আনুষ্ঠানিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তিতে ইংরেজি তারিখই অনুসৃত হয়। হাজারের তারিখায়ন পর ৩২ ফেব্রুয়ারি সরকার নেতৃত্বে বর্তমান পরিচালনা সংস্থার অধীনে অনুষ্ঠানটি হলে ও তারিখ উল্লিখিত হলেও, অবশ্য ইংরেজি হলে ও তারিখটি অনুসৃত হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগতভাবে ক্ষেত্রে বাংলা দিন/তারিখ ব্যবহার হলে ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়ে থাকে এবং হয়ে থাকে।

২। অনুষ্ঠিত ও প্রকাশের তারিখের সংযোগের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পার্থক্য বিদ্যমান। আনুষ্ঠানিক নয়া উপাদানের হালনাগাদকরণের প্রক্রিয়া পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রের, বিশেষ করে যেসব ডিজিটাল মাধ্যমে। তালিকা তারিখ সংযোগে উপাদানগুলোর সঙ্গে মূল ক্ষেত্রের (ডিজিটাল) সঙ্গে সংযোগে পরিবর্তন হয়। পরিবর্তনে ডিজিটাল পাশের তৃতীয় তথা তারিখের মূল ৩৩ হয়।

অন্যদিকে প্রকাশের তারিখের সংযোগ ভিন্ন বিভাগীয় সংস্থাসমূহের পক্ষের বিষয়ে ও ক্ষেত্রগুলির তৃতীয়পক্ষের সংযোগ।

৩। 'মূল নামের মতো ভিন্ন, মূল পক্ষের মতো ভিন্ন' বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত হলে নয়। কারণ বিশেষ ধরনের সংযোগ তথা প্রকাশের পরিষ্কার তথ্য থাকলেও। তবে সর্বক্ষেত্রেই পরিচালনাগত ও ব্যবস্থাপনাগত তথ্য পরিবর্তনযোগ্য প্রকাশ করে থাকে। আরো বেশকিছু উপাদানের তথ্য তথ্যই বিবেচনাযোগ্য।

৪। ১৯৯০ সালের ৪ জুলাই ডেপুটেশনে সংযোগের প্রথম পরিচালক তথ্যসংযোগ প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশনে নিয়োগ হন। পুরাতনপ্রকাশনাগুলির সংযোগ ছাড়াও তথ্য আরও বৃদ্ধি।

৫। ১৯৯০ সালের ২৯ জুন বেতনভি পুরস্কারপ্রাপ্ত বহু প্রকাশের অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্তের নিয়ন্ত্রণের তথ্য প্রকাশ করে ও জুলাই নিয়োগ-চিঠি-দেওয়া বিষয় পাঠানোর আশ্বাস জানান। এই মিথ্যা তিনি প্রকাশের অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্তের অনুষ্ঠানের বেতনের তথ্য ঘোষণা করেন। তিনিও পুলিশ তাঁকে বেতনের সংযোগে অনুষ্ঠানের কার্য করেন।

৬। 'উদয়ন'-এর দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণমন্ত্রী দিলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'আত্মসমর্পণ অন্তর্ভুক্ত' শিরোনামে এবং এই সংখ্যার সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

—সম্পাদক

সম্পাদকীয়

"স্বাধীনতা-হীনতায়..."

হাজার একার পরিষদ রচনাকালিত পরে ৫২ বছর আগে যে স্বাধীনতা ভারত লাভ করেছিল, সে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আজও তার পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতপথিকেরা ভাষা ও সাহিত্যে সমাজজীবনের যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, সে আদর্শ-চেতনায় সঞ্জীবিত বিপ্লবীরা অধীন পৃথিবীর দেশবাসীর পূর্ণগণতন্ত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। তাঁদের সকল প্রিয় ভারতকে পরাধীনতার বাপাটে রাহুগ্রাস বিপর্যস্ত হলেও আপসহীন সংগ্রামের পথ থেকে তাঁরা সরে দাঁড়াননি। কেননা, "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়?" বাণী প্রতিধ্বনিত হত তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠে এবং তাঁরা জানতেন, সকল সংগ্রামে স্বাধীনতার শত্রুদের পরাভূত করতে পারলেই স্বাধীনতা-হীনতা দূর করা সম্ভব।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সকল ধারার পর রচনা করেছিল এদেশের আদিম অধিবাসী তথা আদিবাসী সাঁওতালদের সংগ্রাম। মেদিনের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের আদিবাসী এবং কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী কারিগর শ্রেণীর মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন লড়াইয়ের ময়দানে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্নভাবে সেসব লড়াই—ছোটা বিদ্রোহ থেকে শুরু করে খাসি, ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী ও কৃষক-কারিগরদের বিদ্রোহের পর পর তিতুমীরের নেতৃত্বে কৃষকদের ঐতিহাসিক লড়াইয়ের কথা যাঁরা ইংরেজ শাসকদের ঘাটিয়ে তুলেছিল, সেই পরেই ১৮৫৭ সালে সিপাহী-জমাদার-হাবিলদারের বাদশাহের সংগ্রামে পৌঁছিত সিপাহী সংগ্রাম হয়েছিল। তাঁদের সেই সংগ্রাম ধারার উদ্যোগ ছিল ঐতিহাসিক শোষণ তথা জমিদার-মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে। তাঁদের লড়াইয়ে প্রধানদের প্রতিপক্ষ ছিল ওইসব জমিদার-মহাজনদের রক্ষক ইংরেজ সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সকল স্বাধীনতা যুদ্ধের মতোই ১৮৫৭ সালের জমিদারী সংগ্রামও উচ্চতর অস্ত্রবলে বলীয়ান ইংরেজ শাসকরা এদেশের উচ্চশ্রেণির মানুষদের সাহায্যে রক্ত ঝরে দিতে পেরেছিলেন।

ভারতের সকল বিপ্লব-প্রচেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যায়নি। ভারতীয় পুনর্জাগরণের ঐতিহাসিক যুগসন্ধির বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসকরা ভারতবর্ষকে বিশ্বজিত করার মতো উপায় ছিল না। সেই সঙ্গে তারা এদেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির বিষবৃক্ষ রোপণের কাজটাও সুসম্পন্ন করে রেখেছিল। জমিদার ও বিভেদের ফসল ঘরে তুলে সকল হলেও সাম্রাজ্যবাদী বিশীড়ন বেড়েই চলল।

সে নিপীড়নের জ্বালায় বিদেশি বিপ্লবীরা। ভারতের বিপ্লবীদের চেতনায় দারুণ জ্বালায় ধরিয়ে পড়ল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সকল সংগ্রামের উপাদান।

সংগ্রামের ঐতিহ্যের সাম্রাজ্যবাদ পরিচয় হল। অন্যদিকে ভারতের ধনবাদিত শিক্ষিতসমাজের একাংশ বিদেশি শাসকদের সাহিত্যে এদেশের বৈপ্লবিক ধারা সকল সংগ্রামের পথ থেকে আত্মরক্ষণ-নিবেদনের পথে অনেকটা ছাড় সাহে উপযুক্ত হয়ে উঠল। ব্রিটিশ শাসকদের শিক্ষার বিস্তার ঘটল।

ব্রিটিশ ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পীরব, বংশানুক্রমিক বাহিনীর হাতে। সবাই ব্রিটিশ সরকারের উদারনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ। কংগ্রেস যে ব্রিটিশচেতনায় চালিত ছিল তাঁদের স্বাধীনতার দাবি, তাদের কেন্দ্রীভূতিই যেসব বিশীড়িত বঞ্চিত মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাস্তা উন্মোচিত ছিল না।

ড. বীরাও রামজি আম্বেদকরের নেতৃত্বে বঞ্চিত সমাজের আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাঁদের কোনও কোনও দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলেও, এদেশের উদারনৈতিক নেতৃত্ব তাকে বানচাল করার সবরকম চেষ্টা চালিয়েছিল। অথচ, এই বঞ্চিত মানুষরাই ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণসংগ্রাম গড়ে তুলেছিল। তাঁদের সংগ্রামের পথেই পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের স্বাধীনতা এবং পরিণামে বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনের চাপে সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরে। অবশ্য উদারনৈতিক আপসকামী নেতৃত্বই সে হস্তান্তরের সুযোগ লাভ করে। এভাবে ক্ষমতা দখল করে ভারতের উদারনৈতিক নেতৃত্ব বঞ্চিতদের ন্যায্য অধিকার প্রদানে অনীহা প্রকাশ করতে লাগল। অথচ, সেই নেতৃত্বের মধ্যে সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে ড. আম্বেদকরকেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল। কিন্তু নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে সংবিধানের দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় ড. আম্বেদকর পদত্যাগ করলেন।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমানাধিকারের যে দাবি পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্পবাক্যে গৃহীত হয়েছিল, স্বাধীনতার পর সে সংকল্পবাক্য ড. আম্বেদকর রচিত সংবিধানের খসড়ায় স্থান পেলেও, কার্যক্ষেত্রে, উদারনৈতিক নেতৃত্বের বিরোধিতায় প্রয়োগ করা গেল না। ড. আম্বেদকরের পদত্যাগ উদারনৈতিক সে ষড়যন্ত্রকে ফুলে দিয়েছিল। স্বাধীনতার ৫১ বছর পরও সামাজিক বঞ্চনা প্রতিষ্ঠায় উদারনৈতিক প্রতীয়মান অবসান ঘটেনি।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে রামমোহন রায় স্বাধীনতার পক্ষে ও বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামী উদারনৈতিক আন্দোলন করেছিলেন আজও তা প্রাসঙ্গিক। সাম্প্রদায়িকতা ও বৈরাচারের থাবায় আজ ভারতের জনজীবন আজ আক্রান্ত, কোথাও বা বঞ্চিত নিজেদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট, আবার কোথাও বা সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবের ধ্বংসাত্মক পরিণতির ভয়ে ভীত। ফ্যাসিবাদী উগ্রতার ভারতের পক্ষত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন। স্বাধীনতাসংগ্রামের অভিজ্ঞতার দিকে ফেরার চেষ্টা নিয়ে আমাদের সোচ্চার।

সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বিরুদ্ধে একদিকে স্বাধীনতা বিরোধের উৎখাতে প্রয়োজনীয় আন্দোলন (সংবিধানের সংশোধন হিসাবে সর্বশেষ বঞ্চিত মানুষ তাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের দাবি আদায়ে সক্ষম হয়েছেন। ৩১ আগস্টের পরিষদ বিরোধও উদারনৈতিক ছত্রছায়ে সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সংগ্রামের অঙ্গীকার। খেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, সংসদে, আইনসভায় সর্বত্র সে অঙ্গীকার প্রতিফলিত। অঙ্গীকার রূপায়ণের ক্ষেত্রে সাবধানের পক্ষত্রয়ীর মানুষদের সচেতন করতে হবে। দেশের সর্বস্তরে শক্তি যে বঞ্চিত সমাজ একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় গড়ে তুলেছিল সেই সমাজিক বিপীড়িত সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে যেকি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে—তবেই স্বাধীনতাসংগ্রামের বিপন্ন থেকে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

সর্বোচ্চ আদালতের সংবিধান রচনা

৪. অনিল বিশ্বাস

আমেরিকার সমস্ত থেকে স্বতন্ত্র ভিন্নতি এক উদ্ভব হয়ে আসছে। এর তিন কর্তৃপক্ষ (Executive), আইনসভা (Legislature) ও বিচারবিভাগ (Judiciary)। বিচারবিভাগ ও বিচারিক কর্তৃত্ব সম্পর্কে মুখ্য ব্যবহার বিষয়ক ক্ষেত্রে ঐ Pronin V. Atlantic Coastline Co. 211 Va 210 (1908)-এর ঐক্য হয়ে "বিচারিক ক্ষমতা অনুসন্ধান করে, যেমন করে এ কথা করে সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যা বিচারের সমস্যাটি এর অধিকার সম্পর্কের সম্পর্কে। এই হল এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আমেরিকা আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা প্রতিনিধিত্বের বিষয় এর সংক্রান্ত পরিষদ পরিবর্তন করে সমূহ নিয়ম তৈরি করে। যে কারণে হয় এর্থ আইনে ব্যাখ্যা বিষয়ে সেটাকে ও অনুসন্ধান। কারণ 'বিচারিক (legislative) ও নির্বাহী (executive) বিষয়ে সম্পর্কে এর্থ। যে নিয়ম বিচারিক ক্ষমতা অনুসরণ তৈরি হয় সম্পর্কে প্রয়োজন উদ্দেশ্যে, সমূহ হয়ে বিচারিক নিয়ম। বিশেষ ক্ষেত্রে আদালত সংবিধান করে প্রকৃত হয় নির্বাহী কার্যে তার এই আদালতের কাজ হয় নির্বাহী কার্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে "বিচারিক" সংজ্ঞায়ন এর হয়, "এক কার্যপদ্ধতির ক্ষমতা সম্পর্কে এর আইনগুলি"। আদালত সংবিধান হয়।

I. প্রস্তুতির আলোকপাত

প্রস্তাবিত সংবিধান শুরু হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে। এর মধ্যে তিন অনুচ্ছেদ (২০০ টি: পূর্ব-২০০ ডিসেম্বর)। এই দুটি দুটি ভাগে সেকেন্ডারি পুনর্বিবেচনা দুটিতে। তিনি হেরেনার্ড প্রস্তাবের হয়ে করে সম্পর্কে বিচারকের হলেন এর মধ্যে মোহে ব্যবহার ক্ষমতার ছিল এই অনুচ্ছেদ। এরে ঐক্য সম্পর্কে প্রস্তাবের সর্বোচ্চ করে আইনসভার সর্বোচ্চ ৬৩ হয়। এই ঐক্যের প্রস্তাব সম্পর্কে ও আইনের দুটি ভাগে 'সম্পর্কে সম্পর্ক' সর্বোচ্চ আইনি দুটিতে, এর সম্পর্কে মোহে সম্পর্কে হলেন। দুই হয়ে সম্পর্কে। এই 'সম্পর্কিতে' বিচারিক সম্পর্কে ব্যবহার কর্তৃপক্ষের বিষয়ে—আর্থ, ব্যবস্থা, বিধি, দুর্ঘটনার ও বিচারিকে, 'এর প্রস্তাব আইনি' হলেই ব্যবহার দুটি ধারা দেওয়া হয়েছে— (১) প্রথমত ঐক্য ব্যবহার হয়ে প্রস্তাবে হবে; (২) বিচারিক, ঐক্যে দুর্ঘটনার হলেন ব্যবহার হবে সম্পর্ক হবে। এই ধারা ব্যবহারে—

> এখন প্রস্তাব, যেটি আর এর ব্যবহার হয় সম্পর্কে—
> এখানে পরিষদ, ব্যবহার সম্পর্কে এর প্রস্তাবের হয়।

ঐক্যের এর ব্যবহার হয়েছে এর এই ঐক্যের (ঐক্য ৩ এ ব্যবহার)। এ ব্যবহার 'সম্পর্কিত' হয়েছে, এর এর ব্যবহার অনুচ্ছেদে (II, ৩৩)। এই ব্যবহার ব্যবহার ব্যবহারের প্রস্তাব দুটিতে এরকম: 'এর ব্যবহার ঐক্যের যেটি ব্যবহার হলে বিষয় সম্পর্ক ব্যবহার ধারা' (নিয়োগকারী পরীক্ষা, ব্যক্তিগত, ১৯৫১; 'ব্যক্তিগত')। এরে দুটি ব্যবহার 'ব্যবহার' ও অস্পৃশ্য হয়েছে (untouchable)। প্রস্তাবের ঐক্যের এর এর যে ঐক্যের প্রস্তাব এরকম ৬৩টির আলোকে ১৯৫০ সালের সম্পর্কিত পরিষদের সংবিধানের ৭(১) / (৭) এর ব্যবহারে।

অনুচ্ছেদের প্রস্তাবের ৩ প্রকার হয়েছে বিশেষভাবে বিচারি বিষয়ে—প্রথম-ব্যবহার, দ্বিতীয়-সম্পর্কের এর ধারা-৫ (II ৩৮; ১ ২ ৩; ১৪-১৬)। বিচারিক, দুটি থেকে দুটি—প্রস্তাবে প্রস্তাবে ব্যবহার বিষয় ব্যবহার ব্যবহার প্রস্তাবের ও বিষয়ে। কিন্তু প্রস্তাবের প্রস্তাবে প্রস্তাবের বিষয়ে (VIII ১১৩)। প্রস্তাব ব্যবহার দুটি ব্যবহার। প্রস্তাবে প্রস্তাবে এর ব্যবহার হয় এর ১৭ সম্পর্কিত ব্যবহার প্রস্তাব (VIII ৩৩)। তৃতীয়ত, প্রস্তাব হয়ে সেটি বিষয়ক হলেন হয়। (VIII ১)। বিচারবিভাগীয় হয়ে সম্পর্কে ব্যবহারের হলে এর হয়ে প্রস্তাবের ব্যবহার (IX ১৩৩)। সমূহত, বিষয়ের ব্যবহার ব্যবহারে প্রস্তাবে প্রস্তাবে হয়। বেশ কয়েক ৩ ধারা (II ৩৮-৪০; VII ১১, ১২-১)। এ এর প্রস্তাবের ব্যবহারে সংবিধান প্রস্তাব।

আমেরিকার পূর্ব ও অতীত আদালতের ঐক্যে হয়েছে প্রস্তাবে প্রস্তাবে প্রস্তাবে প্রস্তাব হয়েছে। পূর্বের আগের প্রস্তাবে প্রস্তাবে আগে হয়ে দুর্বল। বিচারিক প্রস্তাবের বেশির 'সম্পর্কে' পরে বেশের। আমেরিকার প্রস্তাবের ব্যবহারে ব্যবহারে হয়ে আসছিল। তার বিচারিকের দৃষ্টান্তের (II ৩১-২)। এরিকের পরিচালিত ব্যবহারে হয়ে— প্রথম বিচার্য ক্ষমতা, বিচারের ক্ষমতা ক্ষমতা, তার ব্যবহারে পুরুষের ক্ষমতা। বেশের ব্যবহারে ব্যবহার প্রস্তাবে বেশি (IX ২-৩)।

পরে এই প্রস্তাব অনুচ্ছেদের পুরিষ্কার বেশের হয় ১৯২৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর ২: আইনসভার বেশের। আইনসভার প্রস্তাবের বিশেষ হলেন: 'অনুচ্ছেদ প্রস্তাব উপযোগী না এবং প্রস্তাব পরিষদ হয়ে বেশ না। এর প্রতি দুর্বল বেশের প্রস্তাবে এই ব্যবহারের সঙ্গে বেশের এর এর প্রতিনিধিদের পর প্রস্তাবে প্রস্তাব ব্যবহারে। বেশের, ব্যবহার সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বিষয়ে প্রস্তাবে প্রস্তাবে প্রস্তাবে প্রস্তাব বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবে হবে।' প্রস্তাবের প্রতিপক্ষের, বিশ্বাসের ব্যবহার বেশে প্রস্তাব, বেশের প্রস্তাব ও প্রস্তাবে-প্রস্তাবে প্রস্তাব প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠান এর ব্যবহারে ও প্রস্তাবের প্রস্তাবে 'অনুচ্ছেদ প্রস্তাবে প্রস্তাবে প্রস্তাবে প্রস্তাব হয়: 'বিশ্ব প্রস্তাব প্রস্তাব'। প্রস্তাবে প্রস্তাব হয় প্রস্তাবে পরিষদ।

II. আমেরিকার সংবিধান ও তার প্রস্তাবনা

অনুচ্ছেদে প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠা হয় প্রস্তাবের সংবিধান। এ শুরু হয়েছে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে। এর প্রস্তাবনার প্রস্তাবের প্রস্তাবে প্রস্তাবের যে প্রস্তাব হয়ে 'এর সংবিধান সংরক্ষিত, প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবনাটির পরিষদ।' এর প্রস্তাবিতের প্রস্তাবে প্রস্তাবে—(১) এর বিষয়—সংবিধান, প্রস্তাবিত ও প্রস্তাবিত; (২) প্রতিষ্ঠা—বিচার, এর প্রস্তাবের, বিচারের, প্রস্তাবে ও উপযোগ; (৩) সমান-প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের; (৪) বিচার—প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব ও প্রস্তাবে প্রস্তাব ও সংবিধান। এর পূর্বে প্রস্তাবে আছে, কিন্তু অনুচ্ছেদের হয়ে প্রস্তাবে সংবিধান প্রস্তাবের প্রস্তাব। এর প্রস্তাবে প্রস্তাবে বিচারের প্রস্তাবে প্রস্তাবে বিচার, প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠান, প্রস্তাবে ও সংবিধান

[illegible] ৪ ধারা অনুযায়ী যে অনুমতির প্রয়োজন, তা [illegible] হয়েছে। এবং অভিযোগ দায়েরের পর দুই বছর অতিবাহিত হয়েছে। তাই [illegible] সংবিধানের ৩৭৩ ধারা অনুযায়ী এ অনুমতির প্রশ্ন অবান্তর। তবে অনুমতি প্রদানের বর্তমান তিনটি পদ্ধতি—কার্যনির্বাহী, বিচারবিভাগীয় ও আধাবিচারিক। *Lee* মামলা [illegible] সংবিধানের সংশোধনীগুলির পর কিছু গুরুত্বের হারিয়েছে।

সম্প্রতি অভিযোগ দায়েরের ৪৪ সংবিধিবদ্ধ মেয়াদটি (Bench) ৫ : ১ ভোটে বাতিল করে দিয়েছে ১৯৯৭ সালের ইংরেজদের প্রতিরক্ষা-বিষয়ক নিয়ম (প্রসিকিউশন প্রসিডিং ইন্ডেমনিটি এন্ড অদার প্রভিশন) আইন। এই আইনে অভিযোগ (প্রসিকিউশন) দায়ের হওয়ার বিষয়ে যেসব বিধিনিষেধ ছিল সেগুলোকে বাতিল করা হয়েছে। সরকার [illegible] অনুযায়ী ইতিমধ্যে ১৯৯১ সালের ১ জুলাই একটি মামলার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই অনুমতি অভিযোগ প্রেসিডেন্ট হয়ে ফিরে যাওয়ার [illegible] ৪৪ ধারাটির বলে: প্রসিকিউশন শুরু হবে—৬০ দিন; প্রসিকিউশন চলবে—১৮০ দিন; এবং চলবার অনুমতি প্রদান করা হবে—৬০ দিন। মন্তব্যটির মতে: 'আইন-বিশেষজ্ঞরা পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনের অনুমোদনের আশা করছেন, যেহেতু এ আইনে ব্যবহৃত পরিভাষা। এমনকি বিদেশী হলে পরে বিশেষজ্ঞ বিধি' (Statesman News Service dt. 13/8/1999. The Times of India. August 13, 1999.p 11। মন্তব্যটির এই অনুবাদটা (যেহেতু ইংরেজ ও, এ দেশ নয়) বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

III. আদালত কর্তৃক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

১৪(৪)-এর অনুযায়ী সংবিধিবদ্ধ হয় ১৯৪১ সালে পাকিস্তান অনুযায়ী অভিযোগের প্রথম সংশোধনে। এই ধারা এমন: 'এই অনুচ্ছেদের প্রথম ২১-এর অনুচ্ছেদে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কার্যনির্বাহক হয়ে সরাসরি ও নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ অথবা [illegible] আইনি ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের বিশেষ আদালতের' আইন বিধান এখন ইংরেজের অধীনে হয়ে যাওয়া ও বিলোপ। আদালত [illegible]-এর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'যখন বিশেষ অনুচ্ছেদের প্রশাসনের পূর্বোক্ত শ্রেণির এবং বিশেষত প্রসিকিউশন আইন ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের নিয়ম বিধান ও প্রসিকিউশন অনুযায়ী ট্রাইবুনাল বিধান আইনের আওতা ও সমাধানের সেবার হয়ে যাওয়া আইনের।'

কিন্তু সংবিধান আদালতের এই সংবিধানের এই দুই ব্যাখ্যাকে পরীক্ষা। আদালতের বিশ্লেষণ হল: "যেহেতু বিশেষ আইনগুলির অনুচ্ছেদগুলোর এই, যেহেতু এ হয়ে প্রসিকিউশন পরীক্ষা।" এ সংবিধানের ১৪(৪)-এর ও ৪১-এর অনুচ্ছেদের বিশেষটি। আদালত সংবিধান আদালত এখানে ঐসব বিশেষ আদালত আইনের। আইনটি এ আদালতগুলির। সংবিধানটি এখানে সংবিধানের আদালত আইন বিশেষত। এ আদালতগুলি বিশেষ যে আদালত এখানে সাধারণ আদালত আইন আইনে [illegible]। সংবিধান আদালত এই সংবিধানটি আইনে এখন আইনটি আইনে যেসব আইনে হয়ে সংবিধানের আদালত। কিন্তু আদালত এ আইনটি।

এ আদালত আরও আরোপ করেন (Principles of Social and Political Theory p. 226) যে আদালতগুলি আইনের (বিশেষত, বিচারিক ও বিধি) বিশেষটি সাধারণ আইনের আইনে। কিন্তু [illegible] এই আইনের বাতিল নয়। আদালতটি এই এবং বাতিল এবং [illegible] আদালত বাতিল বিশেষটি এই আইনের বিশেষত আইনে আইনটি। এবং যেসব আইনে এই বিশেষ আইনের আইনে। এবং আইনের [illegible] আইনে আইনে আইনে। এই এবং আইনে আদালত [illegible] আইনের আইনে হয়' আর বিধি নয়। [illegible] বিশেষ সংবিধান আইনের এ [illegible] আইনের হয়েছে: আইনের আইন [illegible] আইনের, সংবিধানের নয়। আর [illegible] আইনে আইনের ৪৪ সাল সংবিধান। এবং আইনটির আইনে যে 'ট্রেজারি প্রসিকিউশন অনুযায়ী [illegible] আইনে হয়ে [illegible] আইনের [illegible] হয়েছে আইনের আইনে।

[illegible] একটি আর। আইনটি ইংরেজ আইনের 'আইনি ব্যবস্থা'। যেসব ইংরেজের আইনের। কিন্তু *Lee* মামলার এর যে আইন বিধি আইনে আইনের ৪৪ 'জাতি' (nation) হয় ইংরেজ পরবর্তী আইন প্রয়োজনের আইনে হয়েছে 'আইনের আইনে'। সংবিধান আইন এ বিশেষ আইন-বিধির হয়েছিল। পরে 'আইনের আইনটি' পুরীর এর সংবিধান আইন। এ বিশেষ আইনি [illegible] আইনের ইতি প্রতিবাদের। বিধি আইন: 'আইনের আইনে ব্যবস্থা: আইনে (nation) আইনে নেই। আর প্রতিটি জাতি হল 'বিশেষ রাষ্ট্র [nation] যেটি আইনে—এর প্রয়োজনে আইন 'আইন প্রসঙ্গটি, বিশেষ আইন-পদ্ধতি, বিশেষ আইন-কানুন, বিশেষ আইন। আইনিভাবে রাষ্ট্রীয় (national) প্রসঙ্গটি আইনে আইন আইনিভাবে (Encounter, May 1962, p. 55)। আইনের আইন যেটি আইনের ১৪৬। আর আইনিভাবে আইন হয়ে ১১৬ এবং *Lee* আইন যেটি। এই আইনিভাবে 'আইনি ব্যবস্থা' হয়ে ওঠে এই পরিবর্তন ১৩ আইন ব্যবস্থা। আইনের এ বিশেষ আইনে আইন যে। যেহেতু ১৩ পরিবর্তন যেসব আইনটির 'আইনের' আইনে। এ সংবিধান-বিশেষী, যেহেতু আইনের আইন আইনে যে আইন আইন 'আইনের আইন'। আইনিভাবে আইন এ আইন ওই 'গুরুত্বের' (oligarchy)। আইনের আইনের এ আইন ইতি আইন নয়।

আইনের বিশ্লেষণে আর আইন আইনে, সংবিধানের ১৪(৪)-এর ও ৪১-এর আইন। কিন্তু আইনটি বিশেষ বিশ্লেষণে যে 'বিশেষ ও প্রশাসনিক আইন-বিধির পরিবর্তন' বিশেষ আইনের আইন এ আইনটি আইন; আইনটি ইংরেজি ও আইন আইনের আইনে আইনে। এ যেসব আইনি যেসব আইন আইনের ইতিহাস আইন আইন: 'আইনি আইন'। যে আইন ইতিহাস ১৯৫৭ সালের ১৩ এপ্রিলের। এখানে আইনিভাবে প্রসিকিউশন আইনটি আইন-পদ্ধতি আইনের। আইন আইনটির আইন আইন নয়। আইনটির আইনে আইনের আইন আইনের ৪৪ এবং আইনের আইনে আইনে হয়েছে। এ সংবিধানের আইনের আইন আইন কিন্তু নয়। এ আইনে ১৯৯৩ সালে যে সংবিধানের ইংরেজ আইনটির এখনকার আইনটি যেটি আইন আইন আইনে আইনের (Judicial Review in English-speaking World, p. 139)। 'আইন যে প্রসিকিউশন আইনটি সংবিধান আইন এ বিশেষের বিধান আইন যেটি যে আইনে আইনের আইনে যে আইনিভাবে পূর্বোক্ত পুরীর বিশেষ।'

IV. আইনের বৈধতা বিশ্লেষণের পূর্বাপরতা

আইনের যেসব আইন ইংরেজের আইনে আইনে (যেসব পূর্বোক্ত যেসবটি আইনিভাবে আইন আইনটি যে আইনের আইনটিভাবে বিশেষের

করে। তাদের বিরুদ্ধে একটি রিট আবেদন করা হয়। আবেদনে বিচারক হাজারনবীস (Hajarnavis) বলেন: "আমরা যাকে Hierarchy (Hagarchy) বলি। এ সংবিধানের 'প্রেসিডেন্ট সংক্রান্ত' অধ্যায় পড়লেই, আমাদের একটি ধারণা হয়, যে এটি 'রাষ্ট্রপতির ও মন্ত্রিপরিষদের' সংক্রান্ত, যদিও মন্ত্রিপরিষদের উল্লেখ খুব কম আছে। সংবিধান প্রণেতারা ভাবতে পারেননি যে ভবিষ্যতে 'রাষ্ট্রপতির ও মন্ত্রিপরিষদের' সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে, একটি 'সংবিধান' গড়ে উঠবে। তাই এই সংবিধানের সংশোধন করে ভুল ধারণা 'সংশোধন ও ব্যাখ্যা' করা হয়েছে। এই মন্তব্যের সমর্থনে বলা যায় যে, ভারতীয় সংবিধান যে ব্রিটিশ ধাচের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা সংবিধানের ৭৪(১) ধারা থেকে স্পষ্ট। এই ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর সকল কাজে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। এই ধারা সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে। এই সংশোধনীর পূর্বে ৭৪(১) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মানতে বাধ্য ছিলেন না। এই সংশোধনীর পূর্বে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারতেন। এই সংশোধনীর পর রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন না। এই সংশোধনীর পূর্বে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মানতে বাধ্য ছিলেন না। এই সংশোধনীর পর রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মানতে বাধ্য হয়েছেন

অনুচ্ছেদে সম্পর্কে। বিষয়ে ৫-এর মূল বক্তব্য হবে নিম্নরূপ:

(৯) সংবিধান অনুচ্ছেদ ৫ অধিকার বিষয়ে হবে এবং আইন-অধিকার সম্পর্ক নেই, এমন কি সংবিধান অনুচ্ছেদ৩। সম্পর্ক ৫ অনুসরণ বিষয়ে এই কথাই বলেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক বেঞ্চসমূহের।

(১০) প্রতিষ্ঠিত বিশ্লেষিত ৬৬-এর অনুচ্ছেদ বিশেষ করে এই হবে যে বক্তব্য আইনের মূল এমন আইনগত হবে আইনের আইন সৃষ্টি পায়। এ বিষয়ে আইন আইনের প্রয়োগ। কিন্তু আলোচিত মত এবং বিশেষ করে অনুচ্ছেদ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত 'মিনার্ভা'-এর প্রেক্ষিতে। কারণ ৬৬-এর অনুচ্ছেদ ৫ পরিপন্থী, এমন অবস্থায় এর 'আইনিক', প্রয়োগিত 'মিনার্ভা' মত, ও বিধির পরিবর্তে ১৫ হয়ে হবে। এখানে আলোচ্য মূল সংবিধান বিধি করে বাতিল, ও বেআইনী করা যায়।

(১১) আলোচ্য প্রয়োগি অনুচ্ছেদ 'আইনি প্রশ্নের মিনার্ভা' (question of the national interest) এর সংজ্ঞা নেই সংবিধানে ৬৮ এর অনুচ্ছেদে। অবশ্যই এ জন্য এর পক্ষে অনুপযোগী। যেমন ৫ ও অনুচ্ছেদে পরিপন্থী, তবে আলোচিত অনুচ্ছেদ প্রাসঙ্গিক ও আর। আলোচিত ১-এর্যায়ে হবে পারে, প্রশ্নের বর্গীকরণ—গঠনমূলক (descriptive) ও সংশোধনমূলক (corrective)। প্রথমটি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দ্বিতীয়টি নয়। মূলত সমস্যা মূল বিধির। গঠনমূলক আলোচনার এর 'আইনিক' সমস্যা, ও বিষয়ের হবে অনুসন্ধান সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা। এর সংশোধনমূলক আলোচনার সমস্যা 'পরিপন্থিতা', যেখানে কম-বেশি হয় তুলে ধরে হয়। আলোচ্য বিষয় হবে মূল আলোচনা গঠনমূলক আলোচনার প্রথমে সংশোধনমূলক আলোচনা প্রয়োগ করে। এই মূলত আলোচনা যে ১৯৬১ সালের ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইনে ৫ আলোচনার আলোচনা আলোচনা (৫ ১০%, ১৫% ও ২০%-এর হিসাব আর হবে যেমন 'আইনিক' ও গঠনমূলক আলোচনা, কিন্তু 'পরিপন্থিতা' ও সংশোধনমূলক আলোচনা নয়। আলোচনার এই আলোচনা যেমন প্রশ্নের বৃদ্ধির আলোচনা। বর্তমান আলো: 'বিষয়ের কথা বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে'।

প্রশ্নের বিষয় হবে আর যে আইনি আলোচনা Lingappa Pochanna Appalwar V. State of Maharashtra (1985)/sec. 479 ৫ আলোচনা গঠনমূলক আলোচনার আলো বিষয়ের প্রশ্নের: আইনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে গঠনমূলক আলোচনার প্রশ্নের বিশ্লেষণের আলোচনা।

(১২) এই প্রশ্নে আলোচনা প্রশ্নে আইনের আলোচনার পূর্ণাঙ্গতা। ৫ আইনিক ও আলোচনামূলক। যে বিষয়ে বৈধ প্রশ্নে আলো আলো হবে প্রশ্নে যেন আলোচনার বিষয়ে এমন বিষয়ে আলোচনা আলোচনা হবে, বৈধ আলোচনা হবে এর বর্ণিত আলো—

> এমন কথা আলো বিষয় আলোচনা করি,
> আলো আলো আইনি আলো যেমন বিষয় বৃদ্ধি।

আলো বিষয়, আলো মূল আলোচনা আলোচনা (প্রশ্নে আলোচনা), প্রয়োগিত আইনি, এমন বৈধতার বিষয়ের আলো যেমন।

(১৩) আলোচনার এ বিষয় আলোচনা বিষয়ে আলোচনা আলোচনা প্রশ্নের 'আলোচনা' ও 'আইনি আলোচনা' আলোচনায়। এমন বিষয়ের এ প্রশ্নে আলো আলোচনার বৈধ প্রশ্নের বৈধ আলোচনা আলো বিষয়ে আলোচনার প্রশ্নের। এ আলো আইনি। যেমন, এ আলোচনার আলো প্রশ্নের' প্রশ্নে আলোচনা প্রশ্নে আলোচনা আলো।

(১৪) আলোচনার এ আলোচনা আর

এই এক এই প্রশ্নে আলোচনা ও আলোচনার বিষয়ে। আলোচ্য আলোচনার এর আলো প্রয়োগিত এর আইনি আলোচনা আলো আলো আর। যে আলোচ্য বিষয়ের মূলি (vati decadenda) আলো, তাই তবু আলোচনায় আলোচনা হবে পারে, তবে বিধি আর। এ আলোচ্য আলোচনা আলোচ্য আলোচ্য বিধি বিষয়ক্রমে (বৈধ বিষয়ের। এর প্রশ্নে State of UP V Synthetics and Chemicals Ltd (1991) 4 Scc 139, para 41-এ : 'প্রশ্নের আলোচনা ও বিষয়ে যদি আলোচনার ও বিশ্লেষিত আলো, তবে তা আইনমূলক আলোচনা ও আলোচনা আলো বিষয়ের হবে না, ও বর্তমান বিষয়ের হবে আলোচনামূলক।' প্রশ্নের আলোচ্য মূলি আলোচনা বিষয়ে আলোচনা, আলোচনা এ আইনি (precedent) আলো আর। এই আলোচনা হল—(১) আলোচনার বিষয়ে (decision per incuriam); ও (২) বৈধ আলোচ্য (decision sub silentio)। প্রথমটি আলোচনামূলক। দ্বিতীয়টি আলো এমন বিষয়ের আলোচ্য আইনি আলোচনা আলো আর। (para 39.42)। এই মূলত আলোচনা মূল বৃদ্ধি হবে, আলোচিত আর, আলোচ্য আলোচনা আলো আলোচনা আলো আলোচনা এমন আলোচনা আলো মূল আলোচনা আলো আলো। ৫ আলোচনা আলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল III-V (৫) অনুচ্ছেদগুলির অনুচ্ছেদে। আলোচ্য Synthetics/Chemicals Ltd-এর আইনি আলোচনা প্রয়োগিত ও বিষয়ের আইনি বিষয়ে আলোচনায় আলো আলোচনায় আর। এ আলোচনা বিধিত হবে।

VI. উপসংহার

বিশ্লেষণ আলোচনার যেন ক্ষেত্রে যে আইনের আলোচনা আলোচনা আলোচনা এখানে আলোচিত। যেমনে আলো ও আলোচনা আইনের আলো আলোচনা বিষয়ের। আলো এই/বিষয়ের আলো হবে আলোচিত বিষয়ে—আলোচনা আলোচনা। দ্বিতীয়ত, আলোচনার পরিধি এখানে আলোচনার আলোচিত বিষয়ে, ও আইনসম্মতিতে। এ আর বিষয়ে বিষয়ে আলোচনা। তৃতীয়ত বিষয়ের বৈধ যেমন আলোচনা পরিধি ও আলোচনা আলোচনা। আলোচনা আলোচনা আলোচনা আলোচনা—এই বিষয়ের এখানেও তৃতীয় আলোচিত ও বিষয়ের আলো আলো। এ আলোচনায় আলোচনা (Coup d' etat) হবে আর বিষয় আর। আলোচ্য বিষয়ের বিষয়ে আলোচনার আলো এমন—

> আলো যে আলো, যেমন বিষয় আলো আইনের
> আলোচ্য বিশ্লেষণ;
> আলো যে আলো, আইনসম্মত আলোচনা আলোচনা
> বিষয়ের আলো বিষয়ে বিষয়ে বৈধ।

এ প্রশ্নের আলো আলো আলোচিত এমন তৃতীয়ের আলো (Government Under Law, p. 31) : 'বিষয়ের আলো আলোচনায় হবে আর, আলো বিষয়ে আলো হবে বৈধতা যেমন আলো। বিষয়ের আলো যেমন বিধি-বিধানে হবে আর, আলো আইনসম্মতভাবে বৈধতা আলোচনা তৃতীয়। এমনি আলোচনার আলোচনা যেমনে বৈধতার বিষয়ের আলো এমন আলোচনা বৈধতা আলোচনা আলো আইনের।'

বি জে পি-কংগ্রেস ও দলিত সমাজ

কান্তি বিশ্বাস

বাজার হাজার বছর ধরে মূল ধারা সামাজিক রূপ-প্রকাশ যে অনেক পরিবর্তন ঘটানো যায়, অনেক বাস্তব ঘটনা এই সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার একটি বস্তুনিষ্ঠ পরিচয়ন।

উদ্যোগের ফলেও সত্য, লক্ষ্যের ফলেও ঘটনা, ঘটনাবলের ৪২ বছর পূর্বেও এই রাজ্যের মাত্র প্রতিটিতে তিনজন দলিত মহিলা বিধায়ক হন, তুলনা দলিত সম্প্রদায়ের মোট মূল হল ৫৪৯ জনটিতে মাত্র দলিত ছিল। এটা ঐতিহাসিক ঘটনা অভিযোগকারী যেমনও পক্ষের অন্তরে এই যে, ভারত-ইতিহাসে বিজয় যেমনও মাত্রাকে পরিমাপ নয়। 'ভিত্তিমান যেমনও ইনস্টিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠেয়—'দ মেট্রো অব ইন্ডিয়ান ওমেন্স ইন ইন্ডিয়া ইন ১৯৯২' (১৯৯২ সালে ভারতে মেয়েদের পরিস্থিতি) এই শিরোনামে তথ্য প্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে 'কমিটি অন এলিমিনেশন অব ডিসক্রিমিনেশন অগেনস্ট উইমেন' (মহিলাদের প্রতি বিরোধ কমিটি) নাম পূর্ণতা সাধারণ করে যে ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করে ব্যক্তিগত করেছে, মেয়েদের এই বিশ্বাস মনের উত্তোলন করে যে, নারী হিসেবে তাদের একমাত্র দেশ মেয়েদের অধিকার তার নয়, তাদের অধিকার তাদের মূলে প্রত্যাহার করেছে, তার উপর তিনি করে তার প্রতি নারীর কি ধরনের আচরণ করবে, তা ঠিক হয়। এ ধরনের পশ্চাদপদ মানসিকতা পরিবর্তনের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হলেও মেয়েদের নারী-আন্দোলনের চালাতে হবে। নারী একটি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তাদের পৃথক হলেও তাদের মধ্যে তাদের সমান মূলে দিতে হবে। 'আন্দোলন চালাও মেয়ে মূলে' এটি যারা যে ভারতের প্রধান করে তাদেরও মহিলাদের উপর বিভিন্ন ধরনের আক্রমণের চেষ্টা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা দেখতে হবে। তালিকাভুক্ত জাতি-উপজাতি মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের এই একটি মূল্যায়ন পরিসংখ্যান তথ্য বিশ্লেষণ করলে। এর ফলে কতগুলি বিষয়ে তথ্য একটি ধারণার তথ্য হচ্ছে—যেটি হল পরিমাণ। বিধান সভাগুলির মহিলা সদস্য এসে উপস্থিত হয়েছি। তালিকা এর বিধান তথ্য সামাজিক ব্যক্তিদের তথ্য বিশ্লেষণের তাদের নিজস্ব। তার কারণের, তার ধরনের, তার মহিলাদের তালিকাভুক্ত মনোভাবের সমস্যা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সংসদগুলির সমস্যা তাদের-পদ তাদেরকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিষয়টি প্রকাশ পায়, তা থেকে মেয়ে তার তাদের তাদেরকে বিধানসভার এর বিশ্বাস আলোচনা আলোচনার বিষয়ে আলোচনা করা যায়।

প্রেক্ষিতের, সাধারণভাবে আমরা পরিবর্তন, সংস্কৃতিক বিধান রাষ্ট্রটি যে এই মহিলা বিধায়কদের তাদের তাদেরকে, যে সম্পর্কে তাদেরও সম্পর্ক নেই। তিনি যেন মেয়েদের বিধায় তাদেরকে তাদেরকে হওয়ার পূর্বেও যে তিনি তথ্য তার- তাদের তাদের তাদের

মত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ভূমি বিনামূল্যে ভূমিহীন বা অল্প জমির মালিকদের মধ্যে যা বিলি হয়েছে, তার পরিমাণ ১০.৩২ লক্ষ একর। পেয়েছেন ২৫ লক্ষ ৩২ হাজার মানুষ। এর মধ্যে তফসিলি জাতিভুক্ত ৮ লক্ষ ৮১ হাজার এবং আদিবাসী ৪ লক্ষ ৯০ হাজার মানুষ। এখন জমির পাট্টাপ্রাপকদের মধ্যে ৫৪ শতাংশই তফসিলি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত।

তাদের-সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের এখানে রাখা হয়েছে, এর থেকে তা সহজে বোঝা যায়। এখানেই জয়ন্তী-পরিবার তাদের নিজস্ব জমি পেয়েছে। অর্থাৎ-সি যে সি আসলে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ, সেখান তার পরিবারদের এখনো পড়ছে। মত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ভূমি বিনামূল্যে ভূমিহীন ও অল্প জমির মালিকদের মধ্যে যা বিলি হয়েছে, তার পরিমাণ ১০.৩২ লক্ষ একর। পেয়েছেন ২৫ লক্ষ ৩২ হাজার মানুষ। এর মধ্যে তফসিলি জাতিভুক্ত ৮ লক্ষ ৮১ হাজার এবং আদিবাসী ৪ লক্ষ ৯০ হাজার মানুষ। এখন জমির পাট্টাপ্রাপকদের মধ্যে ৫৪ শতাংশই তফসিলি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। মত ৩ জমিদার যেসব জমি পেয়েছেন তার পরিমাণ ১১ লক্ষ একর জমির। যেসব জমি পেয়েছেন ১৪ লক্ষ ৮৬ হাজার কৃষক-পরিবার তার ৪১ শতাংশই তফসিলি জাতিভুক্ত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। যেসব মানুষের নাম আছে আমার ১ ও ৫ নম্বর। এখন জমির মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ১০ নম্বরে তেমি নাম করে যেসবমানুষ সহজে সুযোগ পাচ্ছে। যি আর-এর ১ শ্রেণী সঙ্গে যেসব চাষের অধিকার যি আর-এর সঙ্গে আমাদের এখন প্রশাসনের নেই। যেসবমানুষ বৈধভাবে জমি ভোগের অধিকারী হয়েছেন। তাদের যেসব সহজে আছে, এই অধিকার তাদের নাম থেকে উচ্ছেদ করা? যি যে সি-পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে, তাদেরকে, এখন আবার যি যে সি-পরিবার তাদের জমি ফিরে আসছে এই দুটোর মধ্যে কোন্‌টাকে আগে? কোন্‌টার পরে? কোন্‌টার কীভাবে? কোন্‌টার কোন্‌টার যেসবমানুষের জমি? উপরে তফসিলি জাতির মানুষ তাদের, তফসিলি-সম্প্রদায়ভুক্ত তাদের কোন্‌টা আগে না পরে, এসব আমাদের এই সময় ফিরে তাদের জমি ফিরিয়ে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের কতটা তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে, ত

কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত শিক্ষিত লোধা

(একটি সমীক্ষা)

অনিলকুমার মণ্ডল

মেদিনীপুর জেলাটি ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দুটভাগে বিভক্ত জেলা। এই জেলার ভৌগোলিক অবস্থান বৈচিত্র্যময়। একদিকে যেমন বিস্তীর্ণ ও উর্বর জেলার সমতলভূমি ও পাথরাটি, অন্যদিকে নদীমাতৃক ও সমুদ্রবেলাভূমি দেখা; একদিকে যেমন উর্বর মাটি আছে—যেখানে কৃষিকাজ হয় থাকে, আর অন্যদিকে বিস্তৃত অনুর্বর, রুক্ষ অনুপযুক্ত মাটি আছে এবং যেখানকার একটা বড় অংশে জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ। এই জেলার অন্যান্য জেলা থেকে কৃষিকার্যকলাপে কৃষিজীবী মানুষ আছেন বেশি। এই কারণেই মাটির একটা বড় অংশ লোহাঘটিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বাসভূমি এই জেলায় যেমন আর মানুষ কৃষিকে উপজীব্য নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি থেকে নিজ নিজ রীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। এখানে মোট আদিম জনজাতিভুক্ত লোধা / শবর এক বিশেষ আদিবাসী রূপে চিহ্নিত। এরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাস করে। তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোধার বাস মেদিনীপুর জেলায়। জনসংখ্যা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষীকরণ বজায়ের ফলে, লোধা / শবরদের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটেছে। ফলে বর্তমানে লোধা / শবরদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

মেদিনীপুর জেলা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রেখেছে। বিভিন্ন স্তরে এই জেলার শিক্ষার চেহারা ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে, বাড়তি শিক্ষাক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাসংস্থার সমস্ত থেকে যতগুলি সমীক্ষা যে শিক্ষার অনুকূলে অনুকূলিত হয়েছে তার পেছনে শিক্ষাসংস্থার মূলত ছাত্রীদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি জেলায় শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে, সেগুলির মধ্যে মেদিনীপুর জেলা অন্যতম। এই জেলায় শিক্ষার হার যেমন বেশি, তেমনি সাক্ষরতার হারও বেশি। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন এই জেলাকে পূর্ণ সাক্ষর হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই জেলায় বিদ্যালয়ের বিস্তারিতভাবে, এটি জেলার এবং বি ই ও জেলার রয়েছে। এছাড়া সর্বজনীন স্তরের ছাত্রীদের ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এই জেলায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহে বীকৃত। তবে-এটিকে অবশ্যকরণ শিক্ষার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যথেষ্ট সংখ্যক বর্তমানে ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি স্তরে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সাক্ষর হয়ে ছাত্রীদের স্তরের জন্যেও আলাদা স্কুলে গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু এই সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র থেকে বিচ্যুত হলে দেখা যায় যে, মেদিনীপুর জেলা শিক্ষার প্রাথমিক পরিকাঠামোর দিক থেকে অনেক জায়গা দুর্বলতা প্রকট করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাদপদ রূপে চিহ্নিত হয়েছে। তাই এই জেলায় যে বিশেষ সমস্যার কথা করে তাদের শিক্ষার হার ও মান উন্নত। বিশেষ করে, বিশেষ সম্প্রদায় সম্প্রদায় থেকে মান থেকে সাক্ষরতার ঐতিহ্যগত দিক এই জেলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিত এক বিশেষ স্তরে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

আদিম লোধা / শবরদের এক বিরাট অংশ এই জেলায় বাস করে। বিভিন্ন স্তরে বসবাসকারী লোধাদের সংখ্যা ৫৫ হাজার। প্রাথমিকভাবে লোধাদের সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারণা—লোধারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকে। বলা হয় যে, ওরা চলমান কাজে না, সেখানকার থেকেও চুরি করে থাকে। বর্তমানে এ ধারণা যে সর্বাংশে সঠিক নয়, তার প্রমাণ হিসেবে শিক্ষার উন্নত

একটি সমীক্ষায় কয়েকটি দিক সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ওরা বৃদ্ধিমান হলে এবং সেই সঙ্গে মেধাসম্পন্ন ছেলে নিজেদের তুলে ধরতে পারবেনা। বিশেষ ২২/২৪ বছর আগে এদের অনেক ছেলে ভাল ফল করতে পারে নি।

সন্তানেরা প্রতি ক্লেত্রেই এগিয়ে আসে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানবিভাগে বৃত্তি (আন্তর্জাতিক) পাওয়ার ছিলেন। তিনি ছিলেন মেধা সম্পদসমৃদ্ধ।

এখানে মেধাবিশ্বের ক্লেত্রে ২৪১ জন মেয়ে ছাত্র-ছাত্রীর উপর একটি সমীক্ষার ফলাফল তুলে ধরা হল: (সারণি ১ দেখুন)

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে, মোট ২৪১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৯ জন বি এ, ১০ জন উচ্চ মাধ্যমিক, ৩১ জন মাধ্যমিক এবং ১৯৮ জন ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। এরা সকলেই ধনবান/অর্থসচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়ে। অভিভাবকের নাম অভিনিবেশের ক্লেত্রে নথিভুক্ত আছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সকলেই অর্থসাহায্য করেছেন।

সারণি ১-এ দেখা যাচ্ছে যে, ২৪১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যে ৯ জন বি এ পাশ করেছে, তাদের মধ্যে ১৯৮০-৯০ সালের মধ্যে অভিনিবেশের ক্লেত্রে ১ জন ছাত্র নাম নথিভুক্ত করেছে। ১৯৯১-৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৪জন নাম নথিভুক্ত করেছে। ২ জন ছাত্র-ছাত্রীর অভিনিবেশের ক্লেত্রে নাম নথিভুক্ত নেই। সমাজসচেতন জানা গেছে যে, এরা প্রত্যেকেই অর্থের আশায় একটি চাকরির জন্য আবেদন করেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, মেধাবান এদের নিজস্ব এবং উচ্চ চিন্তাভাবনার সমাজে জন্য উঁচু স্তরে পৌঁছতে চায়। মেধা মেধাবান দেখাই যায়, এই মেধাবান তথ্য নিয়ে তাদের মেধার মূল্যায়ন পরীক্ষা পাওয়া যায়। এদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে যে, এদের মধ্যে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। অভিনিবেশের ক্লেত্রে নাম নথিভুক্ত করার মধ্য দিয়ে তারই প্রকাশ ঘটেছে।

সারণি ৩-এ দেখা যাচ্ছে যে, মোট ২৪১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাধ্যমিক পাশ ৩১ জনের মধ্যে অভিনিবেশের ক্লেত্রে নাম নথিভুক্ত আছে '৮০ সাল থেকে '৯০ সালের মধ্যে ১৩ জনের। '৯১-'৯৯ সালের মধ্যে ৯ জন এবং নাম নথিভুক্ত নেই ১৮ জনের। উক্ত সারণিতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে '৮০-'৯০ সাল এবং '৯১-'৯৯ সালের মধ্যে যথাক্রমে ১ জন ও ৪ জনের নাম

সারণি–১

মোট ছাত্র-ছাত্রী	বি এ	উচ্চমাধ্যমিক	মাধ্যমিক	৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত
২৪১	৯	১০	৩১	১৯৮

সারণি–২

মোট ছাত্র-ছাত্রী	বি এ পাশ	অভিনিবেশের ক্লেত্রে নাম নথিভুক্ত		নথিভুক্ত নয়
		'৮০-'৯০	'৯১-'৯৯	
২৪১	৯	১	৪	২

সারণি–৩

মোট ছাত্র-ছাত্রী	মাধ্যমিক	অভিনিবেশের ক্লেত্রে নাম নথিভুক্ত		নথিভুক্ত নয়
		'৮০-'৯০	'৯১-'৯৯	
২৪১	৩১	১৩	৯	১৮
	উচ্চমাধ্যমিক			
	১০	১	৪	৫

সারণি–৪

মোট ছাত্র-ছাত্রী	৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী	অভিনিবেশের ক্লেত্রে নাম নথিভুক্ত		নথিভুক্ত নয়
		'৮০-'৯০	'৯১-'৯৯	
২৪১	১৯৮	১২	৩০	১৪০

সারণি–৫

মোট ছাত্র-ছাত্রী	বি এ পাশ	উচ্চমাধ্যমিক	মাধ্যমিক	৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী	মোট
২৪১	১	৩	৩	৮	১৫

অতিরিক্ত ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত হবে। বরাদ্দকৃত মোট ৪ জনের। এরা সবাই মহিলা কর্মচারী। এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যা-যাতা, চাহিদা-মোতাবেক সাহায্য প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে যে কোনও একটা ক্ষেত্র হবে।

সমীক্ষা ৪-এ দেখা যাচ্ছে যে, ৮ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষেত্রে '৮০-'৯০ সাল ও '৯১-'৯৯ সালের মধ্যে যথাক্রমে ১২ ও ০৬ জন এবং বরাদ্দকৃত মোট ১৪০ জন। অতিরিক্ত ক্ষেত্রে জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ এরা আদায় করে সারাই রয়েছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মহিলা-যোগ উন্নয়ন এই। সমীক্ষায় সাহায্যে জন্য পরামর্শদাতার তালিকাটি দান করেছে। সমীক্ষক তাদের পরামর্শদাতা জানায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছে। অন্যেরা সমীক্ষায় সাহায্যে জন্য আবেদনের ভিত্তিতে পরামর্শদাতা করেছে। এদের ছাত্র-গবেষণা পরিদর্শনগুলিতে মহিলা-যোগ উন্নয়ন তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। তবে তারা তার জীবন মূল্য করা হবে সাহায্য প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষকে প্রতিবেদন করে প্রকৃতির তালিকা ও নিজস্ব মন্তব্য করে সমাজিক উন্নয়নের পরিচয় হবে সাহায্যে মূল্য প্রদান ঠিক করে দেয়। তবে তালিকাভিত্তিক সাহায্যে মূল্যের তুলিয়ে নিজের সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সাহায্য করে তাদেরও সমাজের তালিকাটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। তারা তার সমাজ বিজ্ঞানের নৈতিক ধরে। তাই অতিরিক্ত ক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত করে সমাজের তাদের যোগ তুলিয়ে পাশের অন্যের চেষ্টা করছে।

সমীক্ষা ৫ থেকে দেখা যাচ্ছে মোট ২৪১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্বাচন করেছে। এদের মধ্যে মি ৫ পাস ১ জন, উচ্চ মাধ্যমিক ৩ জন, মাধ্যমিক ৩ জন এবং ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত। এটা থেকে সমাজের একটা উদ্যোগের দিক লক্ষ্যে পড়া যায়। এই সমাজের যোগের অবদান অবশ্যই অর্থনৈতিক সমাজের থেকেও এগুলি অবদান নির্দিষ্ট। যে ক্ষেত্রে এই ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর নির্বাচনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এখান হল, অর্থনৈতিক তথ্য দিয়ে তৃতীয় সমাজের জীবনযাত্রার মান-সমান অবদান। সাধারণভাবে আমাদের মনে হলে, যেখানে সমাজের অবস্থাটি নির্দিষ্ট হয়। সমাজে এসে পড়া অনিবার্য। অথচ যেখানে পরিবারের আর্থ নির্ভর নির্দিষ্ট হয় এবং চাকরি করলে যেটা পরিবার নির্দিষ্ট হয় এবং তার আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়। সমাজ পরিবর্তনে মহিলা তুলিয়ে সম্পর্কে যোগ সাধারণত সমাজ হয়ে উঠেছে। তাই তারা সমাজে আরও মহিলা মূল্য প্রতিফলন করে নিতে হল।

উন্নতির তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা হয় যে, মেদিনীপুর জেলার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবসম্মতভাবে নির্দেশের নির্দেশ অবদান হল, জেলার নির্বাচনিকরণের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অবদানটি। বিশেষ করে, মেদিনীপুর জেলার সাক্ষরতা আন্দোলনের অবদানটির একটা গভীরতর যোগাযোগ অবদানটির একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। তাই তারা তুলিয়ে অনুযায়ী উন্নতি করেছে। এই অবদানটি যোগের অবদান মেদিনীপুরে বিভিন্নের 'যোগা যোগ'-এর বিশেষ তুলিয়ে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ থানির পদ থেকে উচ্চ যোগের সমাজে বিভিন্ন উদ্যোগমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন হয়। সমস্যটি এই জেলার যোগাযোগ জন্য একটি দুর্গাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে থাকা সমাজের উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ মজুত রয়েছে। এই উদ্যোগ প্রতিটি যোগাযোগ করি হল, ট্রিপিটিই, তুলি মহাশক্তি, যোগাযোগের উন্নতি ও পরিচয় জন্য সমাজের প্রতিটি মাধ্যমে তাদের উন্নতি নির্দেশের প্রয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া এদের নির্দেশ উন্নতির জন্য নির্দেশের, মাধ্যমে যোগাযোগ এবং যোগাযোগের যোগাযোগ ও উন্নতি সমাজ সমাজ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে যোগ যোগাযোগের সমাজগুলির মূল্যায়ন করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, যোগাযোগ জন্যও উন্নতি সমাজের উদ্যোগে অবশ্যগুলি নির্দেশ বাধ্যতা প্রয়োগের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এগুলি হল—

প্রথমত, যোগা উচ্চ নির্দেশে নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য আদায়ীকরণের ব্যবস্থা করা, যাতে যোগাযোগ যাতে নির্দিষ্টকরণের সমাজগুলির মধ্যে নির্দেশ জন্যও আরও নির্দিষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যোগা যোগ যোগাযোগ ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে তাদের নিয়ে তুলিয়ে নির্দেশ অতিরিক্ত জন্য নির্দেশ হিসাবে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। এর ফলে সমাজের নির্দিষ্টতার হার বাড়বে এবং নির্দিষ্টকরণ প্রযুক্ত জন্য নির্দেশ নির্দিষ্ট বাড়বে না। সমাজকর্তাদের অবদান বাড়বে।

তৃতীয়ত, যোগা ৮ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পরামর্শদাতা করেছে তাদের তুলিয়ে জন্য নির্দিষ্ট কাজের ব্যবস্থা করলে তারা এই কাজের উন্নতি সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটাতে পারবে। ফলে, অর্থনৈতিক ও সমাজিক উন্নতির পরে তাদের অতিরিক্ত সমাজের তুলিয়ে পদার অন্যের সমাজ হবে। সমাজের জন্যান্য তুলিয়েগুলি নির্দিষ্ট অর্থনৈতি তারা করে এদিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

চতুর্থত, মাধ্যমিকোত্তর জন্যান্য উন্নতি তথা সমাজের এবং পুরুষ নির্দেশের ও মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। এছাড়া, যোগা যোগ মহিলা উদ্যোগিকা নাম করে তাদের অর্থনৈতিক নিয়ে হবে, তাদের তাদের সমাজিক ও তাদের সমাজের সুযোগ নাম করে পরিবারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজিক উন্নতির ধারা তৈরি হয়ে নিয়ে পারবে।

সুতরাং নির্দিষ্ট যোগা তুলিয়ে-তুলিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে নির্দেশ করলে যোগা একদম প্রয়োজন।

* জেলার খবর *

তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বাঁকুড়া জেলা

বর্তমানে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ৩৫টি আবাস রয়েছে এই জেলায়। এর মধ্যে ২৮টি আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। বাকি ৭টি তফসিলি জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই সব হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। তাদের সমস্ত খরচ দেয়া—খাবার, তেল, সাবান, কেরোসিন, দেশলাই, পোশাক-পরিচ্ছদসহ সমস্ত খরচ জেলা থেকে দেওয়া হয়। খাবার খরচ প্রতি মাসে ৩০০.০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

স্বাধীনতার পর থেকেই সমাজের অনগ্রসরতে, অবহেলিত মানুষের, বিশেষ করে তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগতিক, রাজনৈতিক, প্রভৃতি যে বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তার প্রতিবিধান ও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ পরিকল্পনার মাধ্যমে আরও বেশি বেশি করে মানুষের মধ্যে এই বিষয়টির গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে পরিকল্পনা পরবর্তী পরিকল্পনা চলছে। এই সব কাজে পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বাঁকুড়া জেলা, অন্যান্য সরকার নিয়ন্ত্রিত জেলাগুলি থেকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

অগ্রগতির রূপ : বর্তমানে যে সব কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ চালানো হচ্ছে তা হল নিম্নরূপ :—

(১) বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা সমস্ত তফসিলি জাতি, আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের নিকটে ও তাদের শিক্ষা-চেতনার মান উন্নত করার ব্যাপারে সমস্যার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন। যেমন—যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী হস্টেলগুলিতে থেকে অধ্যয়ন করছে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ বৃদ্ধি প্রতি মাসে ৩০০.০০ টাকা হিসাবে এক মাসের জন্য (জানুয়ারি ও পুজোর ছুটি বাদে) প্রদান করা হয়। এই জেলায় প্রায় সাড়ে ৫,৮০৫ জন আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে এবং ৪০০২ জন তফসিলি জাতি ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে বই দেওয়া হচ্ছে এবং মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফি (মাধ্যমিক) মকুব করে দেওয়া হয়। এই জেলা এবং পরীক্ষার ফি (মাধ্যমিক) মকুবের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ফুলের প্রেসা মকুবের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্পে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়।

(২) বর্তমানে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ৩৫টি আবাস রয়েছে এই জেলায়। এর মধ্যে ২৮টি আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। বাকি ৭টি তফসিলি জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই সব হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। তাদের সমস্ত খরচ দেয়া—খাবার, তেল, সাবান, কেরোসিন, দেশলাই, পোশাক-পরিচ্ছদসহ সমস্ত খরচ জেলা থেকে দেওয়া হয়। খাবার খরচ প্রতি মাসে ৩০০.০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

(৩) তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার আরও বেশি উৎসাহিত করার জন্য এবং মূলস্রোত শিক্ষাঙ্গনে তাদের আরও উন্নত করে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ১৬২ জন তফসিলি জাতি এবং ৬৬ জন আদিবাসী ছাত্রীকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর স্তরে মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ বৃত্তির প্রদান করা হয়।

(৫) [illegible] সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং পুরনো আশ্রমগুলির সংস্কার করা হয়। এতে উচ্চমানের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাহাড়ের বিদ্যের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

(৬) মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী, ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় বৃত্তি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক বৃত্তি (Post-matric Scholarship) ব্যবস্থা চালুর প্রয়াস করা হয়।

(৭) এই জেলার সমস্ত ক্ষেত্রীয় ছাত্র-ছাত্রী নিবাসের জন্য মঞ্জুর হয়েছে, তন্মধ্যে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য তিনটি, ছাত্রীদের জন্য তিনটি এবং তফসিলি জাতি ছাত্রীদের জন্য একটি। এই ক্ষেত্রীয় নিবাসগুলিতে ১২৯ জন আদিবাসী ছাত্রী এবং ১৮০ জন ছাত্র ও ৮০ জন তফসিলি জাতির ছাত্রদের আবাস সংস্থান করেছে। উপরোক্ত ক্ষেত্রীয় নিবাসগুলির মধ্যে একটি নিবাসকার্য আরম্ভ হয়েছে। এর মধ্যে একটি ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে চালু হয়েছে। বাকি তিনটি ছাত্রী মহল থেকে চালু হবে। অন্য তিনটির নির্মাণকার্য চলছে।

(৮) যেসকল আদিবাসী ছাত্রদের তফসিলি নিবাসে আসনসংখ্যা প্রসিদ্ধ থেকেও তাদের জন্য ব্যবস্থার দ্বারে আসনসংখ্যা প্রসিদ্ধের নির্মাণকার্য চলছে। ফলে এই আসন থেকে ছাত্র প্রতিষ্ঠানটি চালু করা যাবে।

(৯) তফসিলি জাতি আধুনিক এলাকার বিশেষ সহায়ক প্রকল্পের (Special Component Plan) মাধ্যমে বাড়ি নির্মাণ, মেরামতের, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। এতে উক্ত এলাকার সেচব্যবস্থার অবনতির উন্নতি হবে এবং কৃষিতে বিশেষ সুফল দেখা যাবে। এই মহৎ প্রতি বছর প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়।

(১০) এই জেলার আদিবাসী উপপরিকল্পনার (T S P) মাধ্যমে আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। যেমন—কারুশিল্প, মেরামতের, পুরনোদিন সংরক্ষণ, ছাত্র-ছাত্রীদের নিবাস ইত্যাদি।

(১১) অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ আদিম আদিবাসী (Primitive Tribes) যথা—শবর, লোধা, মুণ্ডা ইত্যাদি জাতির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়িত করছে। উল্লেখযোগ্য এই জেলা থেকে কিছু প্রকল্প, এই বিভাগের অধীন সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থা (C R I)-কে পাঠানো হয়েছে।

(১২) চলতি ক্ষেত্রে এবং ভূমি-অন্বেষণে ছাত্রদের জাতির জন্যদের সরকার নির্ধারিত ফেরি ছাত্রে ছাত্রাবাসছাত্রে ফেরে চলা হয় সে বিষয়ে এই জেলার অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ সরকার দৃষ্টি রাখছে।

(১৩) তফসিলি জাতি, আদিবাসীদের অনগ্রসর শ্রেণীর সেবাকর্মে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহের পত্রপত্রিকা থেকে দেখা হয়।

(১৪) আদিবাসীদের কৃষি ও সংস্কৃতিকে আরও বেশি বেশি করে প্রসার ও উন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর এই জেলায় গান, নাচের ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি মহকুমা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ দলকে পুরস্কৃত করা হয়।

(১৫) বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ৬ হাজার টাকা করে মঞ্জুরের প্রকল্প আমাদের ক্ষেত্রে আগামী বিজয়ের অধিকারের টাকা পাঠানো হয়েছে।

(১৬) বি আর এস এর সহায়ক আদিম গোষ্ঠীভুক্ত ৪ হাজার ক্ষেত্রীয় টাকার একটি বিশেষ নির্মাণের কাজ সুরু হয়েছে। এতে আদিবাসী কৃষকদের বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

(১৭) তফসিলি ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থা করে তাদের সাহায্যের মূল ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রসার জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় (Residential School) স্থাপনের প্রকল্প অনুমোদনের পথে। উক্ত বিদ্যালয়টি মেয়েদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হবে বলে বিবেচিত হয়েছে।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের অনগ্রসর শ্রেণীর সেবাকর্মে সচিব উন্নয়নের স্বার্থে এই বছর প্রতি আর্থিক সহায়ী নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং এই জেলা বছর থেকে সেগুলি রূপায়ণে যত্ন সহকারে কার্যকরীত হচ্ছে।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, উন্নয়নের এই ধারাবাহিক অগ্রগতির ফলে এই পশ্চাদপদ শ্রেণীগুলির সামাজিক মূল স্রোতে নিয়ে আসতে আর খুব বেশি সময় লাগবে না।

প্রতিবেদন : অনন্তকুমার পাণ্ডা

সংস্কৃতি সংবাদ

নকশালবাড়িতে সংযোগ সংস্থার আদিবাসী জীবনকেন্দ্রীক সেমিনার, প্রতিযোগিতা ও সংস্কৃতি সন্ধ্যা

'জীবনে জীবন যোগ করা—
না হলে কৃত্রিম পথে
বৃথা হয় প্রয়োগ পন্ডিতা।'

এই প্রবাদকে সামনে রেখে আগামীর 'সংযোগ' প্রকল্পের আওতায় আদিবাসীদের মধ্যে 'আদিবাসী যুব মঞ্চ' তৈরি করার মূল কেন্দ্র 'আদিবাসী যুব মঞ্চ' (রামপাল, নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং) হিমালিবাসী আদিবাসীদের, প্রতিবেশিদের তথা আদিবাসী ও সেসময়ের যুবদের মধ্যে আদানপ্রদান ঘটেছিল। ২৭ মার্চ প্রত্যুষে আমাদের যৌথ দিনে উদ্বোধনের সূচনা হয়। পরবর্তী আলোচনা ছিল 'শিক্ষা'। বিষয়: আদিবাসী এলাকার সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যে হয়ে দেওয়া উচিত কিনা। বিষয়টির বিভাজন ছিলেন সমাজ ব্যবস্থা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর পর্যায়ভুক্তদের সেবক আদিবাসী সমাজের। এদিন আলোচনাসভায় আমরা বিভাজন ছিল প্রকাশী ও আদিবাসীদের উদ্যোগে আয়োজন করেন। এই সেমিনারের উদ্যোক্তা 'সুদূর উত্তরবাংলা'-এর উদ্যোগে পত্রিকাটি। আলোচনার বিষয় ছিল আদিবাসী তথা প্রাচীন সমুদায়ের জন্য আলোচনা, প্র-আমাদের আমাদের সমাজ সমাধানের প্রয়োগ। নকশালবাড়ি প্র-আমাদের আলোচনা। সে আমাদের প্রতিনিধি আমাদের পক্ষে এই আদিবাসী ও পর্যবেক্ষকদের বিশেষ গুরুত্ব আমরা পাওয়াচ্ছি। সংযোগ সংস্থার সেক্রেটারী জানালেন যে, আমাদের ইতিমধ্যে ৫ টি ব্লকের আদিবাসিদের (আই ই সি এ), তারা গ্রাম ইতিমধ্যে ৫ টি আদিবাসিদের (ই সি আই ই এ) ও বিভিন্ন প্র-আমাদের আলোচনাকে (নকশালবাড়ি প্র-আমাদের, বিভাজনের প্র-আমাদের, বিভাজন প্র-আমাদের; পাহাড়তলীর প্র-আমাদের ইত্যাদি) প্রতিনিধিদের আলোচনার আমাদের সমস্ত তাঁদের আমাদের থেকে আলোচনা নেওয়া হয়েছে। তাই আলোচনা আমাদের এসে ও সমযোগিতার হাত প্রসারিত আমাদের এসে ছাত্রদের প্রথম আমাদের দিয়ে যেতেন ইতিহাস পত্রিকার যেসব ইতিহিহাসে আলোচিহ্নদের সম্পাদিত প্রকাশক কুমারজোতি নাথ, সুদূর উত্তরবাংলার সেসময় সাহিত্য আলোচিহ্নদের উদ্যোক্তা পত্রিকাপ্রকাশ চাইতিই ও ঐ সংস্থার পরিচালক পাবন ভোমরাল এ যে চৌধুরি। সভায় আলোচনাসভার উদ্যোক্তা ছিলেন ইতিহাসবিদ, সভায় সংস্কারক ছিলেন হয়ে, সেমিনার সভাপতি ছিলেন প্রবন্ধিক আলোচক সুকুমারকুমার চৌধিক। সভাপতিত্ব করেন আলোচক কুমারজোতি নাথ, প্রধান অতিথি পত্রিকাপ্রকাশ চাইতিই, বিশিষ্ট আতিথিদের সমাজসেবী আলোক মিত্র ও এ যে চৌধুরি। এঁরা ছাড়া বক্তা ছিলেন আলোচক হিমাংশুমোহন রায়, সংস্কার সেক্রেটারী তথা আদুরিকা সমাজ মুখোপাধ্যায়, আদিবাসীদের পক্ষ থেকে রেবী মুর্মু, এলাকার আলোচনের পক্ষ থেকে ডঃ তরুণ মুখার্জি প্রমুখ। আলোচনা বিশিষ্ট নাগরিকদের নকশালবাড়ি ছিলি প্রতিনিধির প্রধান শিক্ষক রমন তরুণ মিত্র ও আলোচনাসভার আলোচনার আমাদের বিষয়ে উপাদানভূত করেছে।

সমাজ সংস্কৃতি মঞ্চে তথা ও সংস্কৃতি বন্ধুর 'উদ্যম নিয়ন্ত্রণ সমুদ্র উদ্যম বাজা ও ইন্টার্ন সেসময় আলোচনা সেমিনার পুলিশিয়ার যোগাযোগিক পুরুষদের যৌ নয় পরিচালনার আলোচনা আমরা।

২৮ মার্চ সমাজে ছিল 'আমাদের প্রতিযোগিতা।' যা আদিবাসী যোগাযোগে প্রতিযোগিতার আলোচনা করে। আলোচনা ছিল আলোচনা ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা পরিচালনা।

এদিনের আলোচনাসভায় ছিল একদল আদিবাসীদের আদিবাসিক ও সংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োগ।

বক্তা ছিলেন ইতিহাস বন্ধুর, আলোচক সুকুমারকুমার চৌধিক, সাংবাদিক প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা আলোচনা বন্ধুল (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়) আলোচক হিমাংশু রায়, ও: আলোকুমার আলো, আদিবাস আলোচ (সংযোগ সেক্রেটারী), সেবক মঞ্চের মুখোপাধ্যায়, আদিবাসিক আদিবাসীও পর্যবেক্ষণালয় আলোচনা করেছিলেন। এদিনের আলোচনার বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন আদিবাসীদের যথাযথভাবে প্রকাশের ও তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য পরিবেশন।

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আলোচনাসভা আদিবাসী আদিবাসদের মধ্যে গাইল 'মুন্ডারী মুন্ডারী পাহাড়ী মেয়ে' প্র-আমাদের পাহাড়ের ইতিহাস থেকে তথ্য তথ্য বর্ণনাতে প্র-আমাদের পরিস্থিতি সংস্কারণে প্রয়া-গান-আদিবাসদের আমাদের বর্ণনার প্রয়াসের (সাঁওতালী ভাষায়) বর্ণনা সমাজসভায় প্রকাশিত আমাদের।

আমরা গাইলেন্সি আদিবাসী সমাজ মুখোপাধ্যায়। নাচিয়েছিলেন নাসিরা নমস্কার (বক্সা), পমন এক্কা, মেরিনা আলবুকার্ক, রেবী মুর্মু, রেমন মুন্ডারু, সুন্দরী টিগ্গি, সুন্দরী তিরা প্রভৃতির আমাদের প্রয়াসীদের। টিগ্গি পাওনা ছিল আদিবাসী আমাদের সুন্দরীর ফটোর সাঁওতালী আন।

শেষ দিন ২৯ মার্চ সমাজে এলাকার আদিবাসী যারা মূলত ছিল টীরন্দাজী প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা। প্রতিযোগিতায় সংখ্যা পীরমন্ত্র তথা মহিলা পুরুষ বিভাগে ৫০ জন এবং মহিলা বিভাগেও ৫০ জন পর্যন্ত। প্রতিযোগিতা পরিচালনা আমাদিগের সংস্কার মধ্য-সম্পাদক আদিত আন।

প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কারের সামগ্রীগুলি ছিল প্রাচীন নিত্যপ্রয়োজনীয় লাঙল, টাঁ, হাতিয়ার, লেবেল ঘাঁটি, আলমারি প্রভৃতি।

মনে রাখার মতো দিন ● মনে পড়ার মতো ঘটনা

সংকলক : বীরেন্দ্রনাথ বসু

[জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের পাতা থেকে সংকলিত উল্লেখযোগ্য তারিখগুলি মুখস্থ করার এই প্রয়াস পাঠকসাধারণের মধ্যে বর্তমান ঐতিহ্যচেতনার সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ বিশেষ ঘটনা—বরণীয় ব্যক্তিদের জন্ম ও জীবনাবসানের দিনগুলি এবং স্মরণীয় ঘটনাবলীর গুরুত্ব ও ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হলে সেসব ব্যক্তির ও ঘটনার পুরিপ্রেক্ষিতে ও আলোকপাতে ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অধ্যায় জনসাধারণ সহজে আয়ত্ত করতে উদ্বুদ্ধ হবে, এই বিশ্বাসে সংকলনটি প্রকাশিত হল। —সম্পাদক]

১ জানুয়ারী :

- ১৭৭৬-এর এই তারিখে আমেরিকা যৌথরাষ্ট্রগুলি ইংলিশ প্রাধান্য লাভ করে।
- ১৭৯৮-র এই তারিখে হেলভিটিক রেপাবলিক নেতৃত্বে ত্রিটিশ যৌথরাষ্ট্রগুলি আনুষ্ঠানিক উদ্যোগগুলির সূত্রপাত (ত্রিটিশদের মুক্ত হলেও পরিচিত) সেন্ট্রালিয়নের আমেরিকা যৌথরাজ্যে পরিচিত হবে। সেন্ট্রালিয়নের ১৩টি মুক্তরাজ্যের মধ্যে মাত্র দুটি রক্ষা পায়।
- ১৮৫৫-এর এই তারিখ থেকে দশমিকের মান প্রবর্তন করা হয়।
- ১৮৫৫-এর এই তারিখে বর্তমানকালের পিয়ানো ত্রিগুণ প্রবর্তনের উদ্যোগগ্রহণ হয়।
- ১৯১৬-এর এই তারিখে আমি যেসব ব্যবসা নিয়ে ছাপন করেন।
- ১৯২০-এর এই তারিখে পার্সিয়ান আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।
- ১৯২৭-এর এই তারিখে ত্রিটেন সাম্রাজ্যীয় পরিচয় হয়।
- ১৯৩০-এর এই তারিখে আমেরিকা নিজস্ব ব্যবসায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।
- ১৯৪৭-এর এই তারিখে আমেরিকা যৌথরাষ্ট্রগুলি ইংলিশ ভাষায় ব্যবহার করে।
- ১৯৪৮-এর এই তারিখে ত্রিটেন আমেরিকা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কি হয়।
- ১৯৬৬-এর এই তারিখে এক প্রকাশ সরকার ত্রিটেন ডেমোক্রেটিক পার্টি যে ভোট সংগ্রহের বিরুদ্ধে শুরু করার আন্দোলন করে।
- ১৯৭৪-এর এই তারিখে ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্টঅফস্পেনের অনুষ্ঠিত এক বৈঠক সম্মেলনে ৫৩টি দেশের মেলানো ইউনিয়নের 'কমী' গড়ি গঠনের উদ্দেশ্যে একটি নিয়ম নাম অনুমোদনের প্রতিজ্ঞা করেন।
- ১৯৮৬-এর এই তারিখে ত্রিটেন মেলানাম ভোগোলের ত্রিনেল আনুন মেলানেলের নিবিড় অভিনীত ত্রিকেটে 'দুর্ভিক্ষমুক্ত' ঘোষণা করেন।
- ১৯৯৪-এর এই তারিখে আমির সংবিধান-এবং কৃষ্ণাঙ্গ জাতি দুনিয়ার আনু আমেরিকার মুক্তাঞ্চল হবার পরিবর্তে সমস্ত ত্রিনেল মেলানেলে পার্লামেন্ট প্রতিনিধি সম্মেলনে সমবেত হয়।

২ জানুয়ারী :

- ১৬৩৭-এর এই তারিখে এলমেরা জাতীয় অভিযোগ মেলে ভোটে মেলে পার্লামেন্টের বিলোপিত হবে।
- ১৮৩০-এর এই তারিখে ত্রাজনের ব্যবসা ব্যবস্থা চালাবে নিয়ন্ত্রণের ভার আসে।
- ১৮৪৮-এর এই তারিখে ত্রিটেনের পার্লামেন্টারী ব্যবসায়ী বিটেনিয়ার পার্লামেন্টারী ত্রিনিদাদ ১৮৪৮ সালের আগস্ট পাসন আইন মেলানেলের আমেরিকা পার্লামেন্টের ত্রিনেল হবে প্রথম অধিবেশন।
- ১৮৬১-এর এই দিনে আমেরি আনুষ্ঠানিক ভার আমেরিকা সংগ্রহ।

- ১৯২১-৪৭ এই তারিখে ট্রেনিংকলেজের উচ্চতর ডিগ্রির কোর্স এবং টীচারশিপ বন্ধ।
- ১৯২৮-৪৭ এই তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় সহ ইংরাজি ১০ বছরের ৪৪ টিরই মুক্তি সম্পন্ন হয়।
- ১৯৩১-৪৭ এই তারিখে সেন্সাস রিপোর্ট এবং পরিসংখ্যান বন্ধ করে দেওয়া হয়।
- ১৯৩৪-৪৭ এই তারিখে ডিগ্রিসহ ছাত্রদিগের মধ্যে সরকার দ্বারা বৃত্তি বিতরণের ব্যবস্থা বন্ধ হয়।
- ১৯৩৫-৪৭ এই তারিখে বিশ্বের সমস্ত ৪৪ দেশের সঙ্গে ডাকটিকিট মারফত একটি মুদ্রাবাহী ব্যবস্থা ও ডাকটিকিট বিনিময়ের প্রচলিত ব্যবস্থা বন্ধ হয়।
- ১৯৪৫-৪৭ এই তারিখে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি মুক্তি বাতিল হয়।

৩ আগস্ট :

- ১১ মাস অবরোধের পর তুর্কিরা ১৪৭১-৪৭ এই তারিখে সর্বাধিকার সমর্পণ করে।
- দ্বিতীয় তুর্কি ফেলিক্স ফ্রান্স সমুদ্র ফ্রেমি ১৯৩৪-৪৭ এই তারিখে ফ্রান্সের বিরোধাচরণ করেন।
- ১৯৪৫-৪৭ এই তারিখে ফ্রান্সেস্ত্রয়ের সৃষ্টিকল ও ফ্রেমাস্থের মধ্যে বাতাবিহীন ৪৩ পদ্ধতি চুক্তির ফলে ফ্রেমাস্থ হার মধ্য অঞ্চল হারায়।
- ১৯৭৪-৪৭ এই তারিখে ফ্রান্স সমুদ্রসমূহে উপনিবেশ প্রসারের ও স্পেনীয় ঔপনিবেশ পরিচিত করে বিভিন্নি লাভ করে।
- ১৯৮১-৪৭ এই তারিখে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বিশ্বযুদ্ধে সুদক্ষে পরে লাভ করে।
- ১৯৮৪-৪৭ এই দিনে ইংলেন্ড অন্তর্বাসমূহের সহাবস্থিতে ফ্রেমাস্থ পরে ফ্রান্সীয় জাতীয় সংগ্রামের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৬-৪৭ এই তারিখে ফ্রেমাস্থ বৃত্তি অন্তর্বাসমূহে সমস্তাবাহী সৈনিক নিয়ন্ত্রণের সমস্তে পরিচিত পুলিস প্রধানী করে হত্যা করে।
- ১৯৪৮-৪৭ এই দিনে পরাজয়ীয় পরিস্থিতির ব্রিটিশ রাজনীতির সর্বপ্রথম সমুদ্রসম্মেলন দিয়ে উদ্বোধন ফ্রেমাস্থ অধিবেশন হয়।
- ফ্রেমাস্থের প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতাসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯-৪৭ এই দিনে ব্রিটিশরাজ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠান সমস্তাবাহী অনুষ্ঠিত হয়।

৪ আগস্ট :

- ১৭৮২-৪৭ এই দিনে প্রথমে ইংরেজ বনি পার্সি বিনি ফ্রেমিন বন্দ হয়।
- ১৯১৪-৪৭ এই তারিখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।
- ১৯৭১-৪৭ এই দিনে ইংলন্ডের ট্রেজারি ইন ফ্রান্সের সে ফ্রেম থেকে ২০ হাজার ১৭৫টিরের বিনিময়ের ঘোষণা করে।

৫ আগস্ট :

- ১৮৮৪-৪৭ এই তারিখে নিউ ইয়র্কের প্রবেশপথে দাঁড়ানো মুক্ত দিবসীয় (দুর্লভ প্রতিমূর্তি) ফিউচারিক্স স্থাপিত হয়।
- ১৯১৪-৪৭ এই তারিখে ফ্রেডরিক প্রবেশন হয়েছে হয়।
- ১৯৭১-৪৭ এই দিনে বিশ্বি কমিউনিটি থেকে মুক্তাঞ্চল ফ্রেমাস্থেস্ত হয়।
- ১৯১১-৪৭ এই তারিখে মুক্তাঞ্চল ফ্রেমাস্থের ফ্রেমাস্থের হয়।
- ১৯৪৪-৪৭ এই তারিখে ফ্রান্সের পরাজয়ীয় ফ্রেমাস্থের ফ্রেমাস্থের বিরুদ্ধে ফ্রেমাস্থ মুক্তাঞ্চল।
- ১৯৪৭-৪৭ এই তারিখে ফ্রান্সের পুনরায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সম্পর্ক স্থাপন করে।
- ১৯৮৮-৪৭ এই তারিখে ব্রিটিশ মুক্তাঞ্চল, ব্রিটেন ও ফ্রেমিংয়ের ইউনিয়ন মন্ত্রণালয় ও সমুদ্রসিন্ধু পরাজয়ীয় পরিচালন একটি চুক্তিপত্রে স্থির করে চুক্তিবদ্ধ হয়।

৬ আগস্ট :

- ১৮৮৯-৪৭ এই তারিখে আজকে ফাইলেন্টাস উদ্বোধন হয়।
- ১৯৭১-৪৭ এই তারিখে ফ্রান্সেস্তাস্তাস্ত ফ্রেমি ফ্রান্সেস্ত হয়েছে।
- ১৯০৬-৪৭ এই তারিখে ফ্রেমাস্থ বিজ্ঞাপন পদ ৪৫ ফ্রেমে ফ্রেমাস্থের সাহায্যপ্রার্থীর 'ফ্রান্সেস্তাস্ত' পরিচয় প্রকাশ শুরু করেন।
- ১৯৪১-৪৭ এই দিনে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত বিশ্বপরিসরে ফ্রান্সীয় ফ্রেমে বন্দ হয়।

৭ আগস্ট :

- ১৮৭১-৪৭ এই তারিখে নিজাম নিজী ও সহীদিয়ে ফ্রান্সীয়মান ঐক্যের ফ্রান্সেস্ত হয়েছে।
- ১৯০৪-৪৭ এই তারিখে জাতীয় সংগ্রামে ব্রিটিশ পদ ফ্রান্সেস্তে নিজস্ব ফ্রেম।
- ১৯০৬-৪৭ এই তারিখে ফ্রান্সেস্তাস্ত পরিচালনায় অধিনি ফ্রান্সেস্তাস্তে জাতীয় প্রথম জাতীয় পরাজয় উদ্বোধন হয়েছে।
- ১৯৪১-৪৭ এই তারিখে পরীক্ষামূলক ঐক্যের ফ্রান্সেস্তাস্তাস্ত হয়। যে সমস্ত ফ্রান্সেস্ত পদ অনুযায়ী এই নিয়মিত জাতীয় দিন ২২ হাজার।

- ১৯৪১-এর এই তারিখে সেন্ট্রিয়ের মুক্তিফৌজ জনসভার বিরুদ্ধে প্রথম হোজা বর্ষণ শুরু করে।
- ১৯৪৬-এর এই তারিখে রাজধানের উত্তর-পূর্ব শীরদের টি-রাজে সংঘর্ষ শুরু হয়।

৮ আগস্ট :

- ১৪৪৯-এর এই তারিখে ফ্রান্স ইংলন্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
- ১৮১৪-এর এই তারিখে নেপোলিয়ন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তাঁর নির্বাসনের শর্তাদি সিদ্ধান্তের জন্য ব্রিটেনের কাছে পাঠান।
- বিটীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪০-এর এই তারিখে জার্মানি ব্রিটেনের উপর ভীষ্ণ হোজা বর্ষণ শুরু করে।
- ১৯৪২-এর এই তারিখে ভারতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয়।
- ১৯৪৩-এর এই তারিখে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ফ্রেডিয়া এক পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- ১৯৪৪-এর এই তারিখে লন্ডনে ভূগর্ভ পারমাণবিক গবেষণাগারের উদ্যোগে ফ্রেডেরিক রাজধানে ৬২টি ফ্লে প্রটিনিটি পাওয়ার এবং ১২০০ বিজ্ঞানী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৯৬৫-এর এই তারিখে সিঙ্গাপুর মালয় ফেডারেশন থেকে পৃথক হয়ে নিজেকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে।
- ১৯৭৪-এর এই তারিখে ব্রাজিল প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজন ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর পরিপ্রেক্ষিতে পদত্যাগ করেন।
- ১৯৯০-এর এই তারিখে ইরাক কুয়েত দখল করে।
- ১৯৯৪-এর এই তারিখে প্রথম ইসরায়েল ও জর্ডন দু দেশের মধ্যকার সংঘর্ষ সমাপ্ত ঘোষণা করে।

৯ আগস্ট :

- ১৮০৫-এর এই তারিখে সেন্ট পিটার্সবার্গ চুক্তির মাধ্যমে অস্ট্রিয়া-রাশিয়া-সুইডেন জোট গঠন করে।
- ১৯৪২-এর এই তারিখে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়।
- ১৯৪৫-এর এই তারিখে নাগাসাকিতে আনবিক বোমা বর্ষণ করা হয়।
- ১৯৬৩-এর এই তারিখে আন্তর্জাতিক তামাকের-এর নাম পরিবর্তন করে পরিচয় মিলন রাখা হয়।
- ১৯৭০-এর এই তারিখে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী মহাকাশ ট্রেনেসকা ভ্যালেন্টিনা বীরত্বসম্মান হয়।
- ১৯৭১-এর এই তারিখে রাজধানে ও সেন্ট্রিয়ের ইউনিয়নের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১০ আগস্ট :

- ১৮৪৫-এর এই তারিখে বিটীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির শেষ পরিত্র জাপান আত্মসমর্পণ করে।
- ১৯৯২-এর এই তারিখে নিরস্ত্রীকরণের জন্য ছিলেন ইরিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তন-প্রতিনিধির পরিচালনা সেন্ট্রিয়ের ইউনিয়ন বাহিনী অবস্থান।
- ১৯৯৪-এর এই তারিখে বাংলাদেশের সাবেকী সেনিক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ গ্রেফতার হলে সুইডেনে আত্মগোপন করেন।

১১ আগস্ট :

- ১৯৮২-এর এই দিন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা পুরুষোত্তমদাস ট্রিভেদের জন্ম হয়।
- ১৯৩৮-এর এই তারিখে ফুলিয়ার মধু জনিত হলে জাহাজটি নিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের অবতরণ পরিষদ অবতরণ করেন।

১২ আগস্ট :

- পূর্ব দিকে একটি নতুন পথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ক্রিস্টোফার কলোম্বাস ১৪৯২-এর এই তারিখে পালোস থেকে আটলান্টিক অভিযান শুরু করেন।
- ১৭৮৫-এর এই তারিখে ফুলে সমাপ্ত আলমগ্ন পাশ আদালত তার থেকে ফ্রান্সে বাদশা-বিচার-প্রক্রিয়া বেআইনী ঘোষণা করেন।
- ১৭৭৯-এর এই তারিখে উইলমিংটন আলবিয়া প্রদেশে দুর্গি আন্দোলনে আন্দোলনের জন্য রাজধানী কলকে ইংরেজের হাতে পরিত হয়।
- ১৯২২-এর এই তারিখে 'বৃহস্পতি' প্রথম প্রকাশিত হয়।
- ১৯২৩-এর এই তারিখে 'সন্ধ্যা' পত্রিকাটির নাম 'সন্ধ্যাবাণী'রূপে প্রকাশিত হতে থাকে।
- ১৯৭৩-এর এই তারিখে মধ্যের পরিত্র জাপানী ও সেন্ট্রিয়ের ইউনিয়ন দু দেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- ১৯৮৪-এর এই তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর সেন্ট্রিয়া পারমাণবিক উদ্যোগসমূহ স্বাধীন পরিচালন সংস্থা চালু হয়।

১৩ আগস্ট :

- ১৭৮৪-এর এই তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রাজনৈতিক সংস্কার সংক্রান্ত বিখ্যাত 'পিটস ইন্ডিয়া আইন' পেশ হয়।

- ১৭৫১-এর এই তারিখে অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা ছাদের বাজপড়িরোধক তৈরী করে।
- ১৭৫৪-এর এই তারিখে ব্রিটেনে ১৮০০ ও তার পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডিয়া-সহ অধিকৃত সমস্ত এলাকায় উপনিবেশে দেবার নিয়ে বাতী হয়ে এক বৃটি ঘোষণা করল।
- ১৮১০-এর এই তারিখে ফ্রেডেরিক আইটিয়েনের জীবনাবসান হয়।
- ১৮১০-এর এই তারিখে আন্তর্জাতিক বৃষ্টিক আদর্শের জন্মদাতা হেনরি-এর জীবনাবসান হয়।
- ১৮৬১-এর এই তারিখে পূর্ব আমেরিকা থেকে উত্তর পশ্চিমের দেশের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম আমেরিকা রাজিলের নিয়মিত জন্য করে দেয়।

১৪ আগস্ট :

- ১৮১১-এর এই তারিখে পাকাপাকি ভাবে ফ্রেডেরিক থেকে মুক্ত হল। ব্রিটিশ বাহিনী নগর ত্যাগ করল।
- ১৮১৩-এর এই তারিখে আমেরিকা প্রজাতন্ত্রের ফ্রেডেরিক ভিন রাজনীতি মুক্ত আমেরিকা ফেডারেল কোর্টটি প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৮৩১-এর এই দিনে ইলা ফেল ও ভিনা নেবী নামের দুটো ফ্রেডিং যুদ্ধ ছাড়া বৃটিশদের আক্রমণকারী ব্রিটিশ বাহিনীকে নিরোধকে তুলে করে ছেড়ে দেবেন।
- ১৮৪৪-এর এই তারিখে জলজ নিয়ন্ত্রণের ফ্রেডিনের ইতিহাসের অন্যে আক্রমণাত্মক করে।
- ১৮৪৭-এর এই তারিখে জাহাজের এলাকায় করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিচয়ের সূচী করল।
- ১৮৭৫-এর এই তারিখে আন্তর্জাতিক মহিলাদি দেশ বৃটিশের ব্যবহার এক সাধারণ আন্তর্জাতিক নিয়ম হয়।

১৫ আগস্ট :

- ১৭৬৯-এর এই তারিখে ফ্রেডেরিকের ফ্রেডেরিকে জন্ম হয়।
- ১৭৭১-এর এই তারিখে মহিলাদের প্রথমে ঐতিহাসিক ও জাতী সঙ্গে ওয়াশিংটন ডাউন জন্ম হয়।
- ১৭৭২-এর এই তারিখে ইংরেজ ফ্রেডেরিক পাকাপাকি ও ফ্রেডেরিক ফ্রেডেরিক ও ফ্রেডেরিকী সমাজে পূর্বক করে।
- ১৮৪৪-এর এই তারিখে ফ্রেডেরিক ও ফ্রেডেরিক করে পরিচালনাকারে মহিলাদী ট্রেন চালু হয়।
- ১৯২৬-এর এই তারিখে নিয়মে নারী সুরক্ষা মহিলাদের জন্ম হয়।
- ১৯৪১-এর এই তারিখে ফ্রেডের মারীন হয়।
- ১৯৭২-এর এই তারিখে ফ্রেডেরিকের ফ্রেড-ফ্রেডেরিক ভিন ফ্রেডে চালু হয়।

১৬ আগস্ট :

- ১৭০৬-এর এই তারিখে ফ্রেডেরিকের (ফ্রেডের ফ্রেডেরিকের) জীবনাবসান হয়।
- ১৮৪৭-এর এই তারিখে ফ্রেডে ফ্রেডেরিক ট্রেন 'আমেরিকা' প্রথম বড় সফর করেন।
- ১৯০৫ এর এই তারিখে নর্থ আমেরিকা ফ্রেডের ফ্রেডের উদ্বোধন করেন।
- ১৯০৬-এর এই তারিখে ব্রিটেন ও ভিন ভিন্নতে সম্পর্কে একটি বৃটি ঘোষণা করে।
- ১৯১৮-এর এই তারিখে ফ্রেডিন বৃক্ষরাজী ও ফ্রেডিনের ফ্রেডিনের ফ্রেডে বৃটিশদের সম্পর্ক ভিন হয়।
- ভিন্নতে ভিন্নমুখে জাতীয়তার পাকাপাকি ফ্রেডে ১৯৪১-এর এই তারিখে ফ্রেডিনে ৫১ বছরের ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়।
- ১৯৪৭-এর এই তারিখে ফ্রেডে এক ভিন্নতে ফ্রেডে, আমেরিকার সাম্রাজ্যিক সমাজ ও ফ্রেডের ফ্রেডে ভিন্নতে হয়।
- ১৯৬০-এর এই তারিখে সাইগনে ভিন্নতি সম্মেলনে হয়।

১৭ আগস্ট :

- ১৭৬১-এর এই তারিখে ফ্রেডের ফ্রেডিনে ইতিহাসে ফ্রেডিন জন্ম হয়।
- ১৮০১-এর এই তারিখে ভিন্নমতাদের নারী বৃটি, সমাজ সাম্রাজ্য ও প্রজাতন্ত্র ফ্রেডেরিক ফ্রেডের জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৫০-এর এই তারিখে ফ্রেডের সর্বাধিনায়ক ফ্রেডেরিকের জীবনাবসান হয়।
- ১৮৪৭-এর এই তারিখে ফ্রেডেরিকে ফ্রেডিনের পর ব্রিটিশ ফ্রেডেরিকীয় ফ্রেডে জন্ম ফ্রেডে ফ্রেডে করে।
- ১৯১৮-এর এই তারিখে পাক ফ্রেডিনের ভিন্ন-ভিন্ন হয় এবং ফ্রেডিন বাহিনীর ফ্রেডিন ফ্রেডেরিক এক সাধারণ ভিন্নতে বৃটিশদের জন্য করে।

১৮ আগস্ট :

- ১৮৮০-এর এই তারিখে সর্ব ফ্রেডেরিকী ফ্রেডে ব্রিটিশের ফ্রেডে প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৯৪৫-এর এই তারিখে আইওয়াতে এক ভিন্নতে বৃটিশের ফ্রেডেরি সুরক্ষায়ন্ত্র যন্ত্র ফ্রেডের ফ্রেডের ১৫৩৩ সাধারণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

❑ ১৮৫১-৫৭ এই তারিখে সরকারের কাছ থেকে ই.ই.সি পরিচালনার ভার নেয়।

১৮ আগস্ট :
❑ ১৯০০-৫৭ এই তারিখে রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রীর অভিষেক হয়েছে।
❑ ১৯৩৯-৫৭ এই তারিখে বাঙ্গালোরে বেঙ্গলীদের মুখপাত্র পত্রিকাটির স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে।
❑ ১৯৬১-৫৭ এই তারিখে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়।

২০ আগস্ট :
❑ ১৭৭১-৫৭ এই তারিখে ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানীর ফারমান পূর্ণ সমর্থন করে।
❑ ১৮২৮-৫৭ এই তারিখে জলপথে বাণিজ্যের জন্য প্রতিটির ছাড় সংক্রান্ত প্রথম আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
❑ ১৮৬৪-৫৭ এই তারিখে রাজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়।
❑ ১৯২১-৫৭ এই তারিখে কোকোনা বিদ্রোহ শুরু হয়।
❑ ১৯৭৩-৫৭ এই তারিখে সিকিম রাজ্যের সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের অবসান পূর্ণ সম্পন্নতা লাভ করে।
❑ ১৯৭৬-৫৭ এই তারিখে ভারত সি. ২৩ মিগ প্রশিক্ষণবিমান ক্রয়ের পর পরবর্তী করেন।

২১ আগস্ট :
❑ ১৮১৪-৫৭ এই তারিখে রাজার ইচ্ছিন পার্থ-বিজয়ী ফোর্টনিক স্বাক্ষরকারে ঘোষণাকরণ হয়।
❑ ১৯৩৭-৫৭ এই দিনে ঈদ-মোহিনের অন্তর্ধান ঘটি সম্পাদিত হয়।
❑ ১৯৪০-৫৭ এই দিনে ভন কমিটিতে মেয়র ঘোষিত হয়।
❑ ১৯৬২-৫৭ এই তারিখে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পরিষদীয় পরিষদীয় সদিন আয়োজন 'পরমাণু' অনুষ্ঠান শুরু করে।
❑ ১৯৬৬-৫৭ এই তারিখে মোহিনের মেয়রপদীয় মেয়রপ্রোগ্রামিক গঠন করে এবং ঈদ্রনাথী কমিটিতে মেয়র ঘোষণা করা হয়।
❑ ১৯৭২-৫৭ এই তারিখে বস সংগঠন আইন বিলিত হয়।
❑ ১৯৮৩-৫৭ এই তারিখে বিমানবাহন উপযুক্তন বিদেশী সদস্যের · মোহিনে আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক মেয়রা-নির্বাচন থেকে মেয়র কেবল সমর আলিলা বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক ওকটিতে নিয়ত হয়।

২২ আগস্ট :
❑ ১৯৪১-৫৭ এই তারিখে ইংলাতে পুনরুক্ত শুরু হয়। ১৯৪৮ ৫ লক্ষ পর্যন্ত ৩ নিয়ত হয়।
❑ ১৯১০-৫৭ এই তারিখে জলান আন্তর্জাতিকভাবে মোহিনের ঘোষ সমাজসেবা অনুষ্ঠিত করে।
❑ ১৯১১-৫৭ এই তারিখে মিওনেটার ন ঘিনি রচিত বিশ্বনিধার ঘিনিলি 'মোনালিসা' পার্থিব সূত্রে সংগ্রহশালা থেকে চুরি যায় এবং ১৯১৩ সালে সেটি ইটালি থেকে পুনরুদ্ধার করা হয়।
❑ ১৯২১-৫৭ এই তারিখে পার্টনি ঘিনেলি বন্ধু সর্বন প্রযোজনা শুরু করেন।
❑ ১৯২৭-৫৭ এই তারিখে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মোহিনেটির পুনরুদ্ধার অর্থায়ন হয়। এই পুনরুদ্ধার ঘিনে বিশ্বনাথী প্রথম বিমানের সৃষ্টি হয়। এই পুনরুদ্ধার উপলক্ষে করে অনুষ্ঠানটি সভিন, উপন্যাস এবং অনুষ্ঠানপত্রী অভিনয় (সনেট) রচিত হয়।
❑ ১৯৪২-৫৭ এস তারিখে আমেরিকান মেয়রপ্রোগ্রামি প্রতিনিধিরা আন্দোলন করে।
❑ ১৯৭৯-৫৭ এই তারিখে আন্দোলনের পরে মোহিনের মেয়র পদত্যাগ করে।
❑ ১৯৮৫-৫৭ এই তারিখে কলকাতার রাজভবনে পরিচালিত পার্থিব পরিষদ পরিষদে ঘিনেলিনের চুক্তি আন্দোলিত হয়।

২৩ আগস্ট :
❑ ১৮৩১-৫৭ এই তারিখে ঘিনের সঙ্গে এক লাখের ঘিনেলি হয়েছে বলে করে।
❑ ১৯৩১-৫৭ এই তারিখে ভন ঘিনের ঘিন-এস মেয়রে আমেরি ও মোহিনের ইউনিয়নের মধ্যে পার্থি চুক্তি আন্দোলিত হয়।
❑ ১৯৪৫-৫৭ এই তারিখে মোহিনে 'মৃত্যু'র প্রকাশ ঘটে।
❑ ১৯৭৩-৫৭ এই তারিখে আমেরি বি বি সি সংস্থার প্রথম বিভিন্ন হয়।

২৪ আগস্ট :
❑ ১৯১৩-৫৭ এই তারিখে মোহ প্রার্থনা মুক্তমুক্তিতে সমাজ।
❑ ১৯৩১-৫৭ এই তারিখে সভাপতি আমেরি ও মোহিনের ইউনিয়নের মধ্যে ১৩ সপ্তাহের আন্দোলন চুক্তি সম্পাদিত হয়।
❑ ১৯৪১-৫৭ এই তারিখে সভাপতি (সর্ব আন্তর্জাতিক চুক্তি আন্দোলিতকরণ—এবারী সভাপতি পোস্টি) রচিত হয়।

- ১৯৬১-৫৮ এই তারিখে বি বি সিং হাসপাতাল চালু করা হয়েছিল।
- ১৯৭৪-৫৮ এই তারিখে মহকুমায় ফুড ডাকার হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল।
- ১৯৭৮-৫৮ এই দিন দুই সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি মহকুমায় ১৮ দিন পুরিয়ে হাসিল করার পর পুরিয়ে দিয়ে হাসপাতাল।
- ১৯৮১-৫৮ এই তারিখে বিশ্বাস মহাশয় সেন্টিমিটার কর্তৃপক্ষের পক্ষে মহকুমাশাসক পদ ভার করে পদ্মী মেডিক্যালকে দান হয়ে মেডিক্যাল কলেজ। এই দিনই উদ্বোধন করিয়ে হোসেন করে।

২৫ আগস্ট :

- ১৮৮৭-৫৮ এই তারিখে মাইকেল মধুসূদনের জীবনাবসান হয়।
- ১৯৪০-৫৮ এই তারিখে মেডিকেল সুপারভাইজার বসু মহাশয় দিল মেডিক্যাল অফিসারকে হিসাবে মহকুমার ভার করেন।

২৬ আগস্ট :

- ১৩০৪-৫৮ এই তারিখে মহাকবি কিশোর বিদ্যোৎসাহ অধিকার করে।
- ১৯২৩-৫৮ এই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ের উদ্বোধন বিদ্যুতের হক-৫৮ জীবনাবসান হয়।
- ১৯৪৩-৫৮ এই তারিখে অধিকারের উদ্বোধন অর্থসেবাদীন সংস্থের সাহায্যদিনের অবস্থান করেন।
- ১৯২৭-৫৮ এই তারিখে মাসাদমন্ত্রীর অধিকার থেকে মেডিক্যাল প্রথম শুরু হয়।
- ১৯৫৪-৫৮ এই তারিখে অর্থ ও বীমিকরণ মহকুমাশাসক মেডিক্যাল জীবনাবসান হয়।
- ১৯৪২-৫৮ এই তারিখে বিহার বিদ্যুৎসংস্থান অর্থসেবাদীনী মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠানরূপে পৌঁছয়।

২৭ আগস্ট :

- ১৭৭৩-৫৮ এই তারিখে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯১৩-৫৮ এই তারিখে মহাকবিদের বিদ্যুৎ-বিহারী মহাশয়ের অধিকারের অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৫২-৫৮ এই তারিখে মহাকবিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ-বিহারী মহাশয়ের অধিকারের অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ আগস্ট :

- ১৭৪৬-৫৮ এই তারিখে পেরী মহাকবি করেন। ৫
- ১৮২৮-৫৮ এই তারিখে নিউ ইনস্টিটিউশন মহাকবি করেন।
- ১৯০৪-৫৮ এই তারিখে মহাকবি ও মহাকবিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম ফোটবলের লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯২৮-৫৮ এই তারিখে মহাকবি ও অনুষ্ঠিত বিশ্বের মহাকবি মহাকবিদ্যালয়ে মহাকবিদের ফোটবলিয়ান ক্লাবের মধ্যে প্রথম বুটিয় হয়।
- ১৯৭২-৫৮ এই তারিখে মহাকবি মহাকবি ফিল ফাইনালের দিন পাল হয়।

২৯ আগস্ট :

- ১৮৭২-৫৮ এই তারিখে মহাকবিপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও মর্মান্তিক জন্মদিনের একটুকরা মহাকবি করেন।
- ১৯৪৭-৫৮ এই তারিখে ড. বি মহা মহাকবিদ্যালয়ের মহাকবিদ্যালয়ে মহাকবির মহাকবি মহাকবি করেন। মহাকবি হয়।
- ১৯৭৯-৫৮ এই তারিখে মহাকবিদ্যালয় মহাকবি মহাকবি মিছিলে বন্দী মহাকবি মহাকবিদের জীবনাবসান হয়।

৩০ আগস্ট :

- ১৯৪৯-৫৮ এই তারিখে মোহন সহরী মহাকবিদের জন্ম হয়।
- ১৯৭৭-৫৮ এই তারিখে বিহারী মহাকবিদের পদ মহাকবি করেন।
- ১৯১৮-৫৮ এই তারিখে পদ্মা মহাকবি মাসে ৫৩ প্রতিযোগিতা মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৬১-৫৮ এই তারিখে মহাকবিদ্যালয়ের মেডিক্যাল মহাকবিদ্যালয় বাহিনীর মোহন করে ৫৩। ফিল মেডিক্যালিটি পাল করে।

৩১ আগস্ট :

- ১৮৫৫-৫৮ এই তারিখে বিহার মহাকবি মোহন মহাকবিদ্যালয় জীবনাবসান করে।
- ১৮৫৬-৫৮ এই তারিখে মহাকবির মাইকেলি মধুসূদন দিনে মহাকবিদ্যালয় করেন।
- ১৮৭৭-৫৮ এই তারিখে মহাকবি মোহনমোহনের বাহিনীর অর্থসেবা হয়।
- ১৯৪৬-৫৮ এই তারিখে মহাকবিদ্যালয় পদ মহাকবিদ্যালয়ের ফিল পুলিশ ফুটবল মহাকবি মহাকবি বাহিনী ফিল মেডিক্যাল হয়।
- ১৯৬৬-৫৮ এই তারিখে মহাকবিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ ১১ পদ মহাকবির মহাকবি-পদ মহাকবিদ্যালয়ে মোহনমোহন মোহন হয়।
- ১৯৬১-৫৮ এই তারিখে মোহিনের ইনস্টিটিউশন ও বিদ্যুৎবিহার বাহিনীর মোহন করে।

ড. অমলকুমার দাসের স্মরণানুষ্ঠান

গত ৫০ আগস্ট (১৯৯১) আনন্দময়ন বিদ্যা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ, মনস্তাত্ত্বিক সমাজবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণে সভা এবং এই ইনস্টিটিউটের প্রথম অধিকর্তা প্রয়াত ড. অমলকুমার দাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এক স্মরণানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আনন্দময়ন শ্রেণী সমাজ বিজ্ঞানের বহু বিশেষজ্ঞ অনুপস্থিত ও বাইরাগী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আনথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান স্যোশিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, আনথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি, ইন্ডিয়ান সিনেমাটিক, সিওপলি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুরী সমাজবিজ্ঞান সংস্থান, আনন্দময় সমাজবিজ্ঞান কলিকাতার নৃতত্ত্বজ্ঞ বিভিন্ন অধ্যাপকবৃন্দ, অনেকে নিজ বৃত্তিক প্রবৃত্তি সংসদ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাঁদের ভাষণে ড. অমল ভিন্নতের অনুপম বিভিন্ন প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন। তিনি যে শুধুমাত্র নৃতত্ত্ববিদ ছিলেন তাই নয়, অমলদা, অনেকেরই মতামত স্থানে সবোধ ও প্রত্যক্ষভাবে মনীষে সমাজবীক্ষণ তাঁদের উদ্যোগের জন্য তাঁর যে আন্তরিক প্রয়াস ছিল তা আমাদের ভাবনার পৃথিবীতে এক বিরাট পূরণ—এই সূত্র সমাবেশে অনুপস্থিত হয় তাঁদের সকলের বক্তব্যে। বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্য এসে একই সুরে বিশেষিতের মেলিন। উপস্থিত ছিলেন বহু নৃতত্ত্ববিদ, অমলবাবুকে, সেমসাময়িকীরা, ড. সন্তোষ গুহ, সবেষক, অমলবাবু, প্রয়াত সহকর্মী সকলের প্রয়োগিক তাঁর বিশেষজ্ঞে একমাত্র হয়ে বিশেষিত একই ভাষায়, একই সুরে, ছন্দে, তালে। সমাজের ঘর:ফুর্ত বীক্ষণবেদিতে মেলিন মেলা বিশেষিত যে একমাত্র অমলিন প্রতিচ্ছবি ফুটে, প্রয়াতির অনুপস্থিত ব্যক্তি আমাদের নিত্য বিরাজ। প্রয়াতদের উক্ত পথ থেকে সকলের সবার তিনি প্রয়াতদের অনেক সবার মধ্যে সবেষণার ভার৩ করে গেছেন অনন্য আন্তরিকতায়। একাধারে নৃতত্ত্বিক দৃষ্টিতে সবেষণা করেছেন, সবেষণার বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করেছেন, বিশেষই বিশ্লেষণের যা অনিবার্য উপাদানকে তুলিয়ে ধরেছে আমাদের সামনে তাঁদের বিশিষ্ট বিশেষিতের ও জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রিপোর্টে, বহু বই প্রকাশ করেছেন, বহু আলোচনাচক্রে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন সহজ-সরল ভাষিমায়। এইভাবে তাঁর অনেক সময় আমরা পেয়েছি।

আনন্দিকে প্রাণবন্ত্যুর, শান্তিপ্রিয় এক সহজ জীবন সমাজকে মুগ্ধ করেছে, কলে টেনেছে বহু অনিবার্যী জনতের নানা অনুষ্ঠানে। তাই মেলিন বহু অনিবার্যী সমাজের নিজস্ব অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁদের প্রত্যেকের কথাই একই প্রতিধ্বনি শোনা গেল যে ড. দাস ছিলেন অনিবার্যীদের প্রকৃত বন্ধু।

সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন আনন্দময় বিদ্যা ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা অনন্তকুমার চৌধুরী। বিদ্যা ইনস্টিটিউটের সর্বসুরের কর্মীরা এই সভাকে সফলভাবে করার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

নিষ্ঠাবান দিশারী

দিলারা মুখার্জি

অটোর কলমে বিদায়ী,
অমলদার কাছে
অফিসজন্য মামুলী
মূল্যায়ন ও বৈজ্ঞানিকদের কাছে
নিষ্ঠুর সত্য
সমালোচনাধর্মী অবহেলে—
ভাবি-এই ফোলকে ভুলে
পরিবেশে অর্থে
দিনে দিনে গড়ে তোলেন—
'ডিপোজার'—সাংস্কৃতিক অধ্যয়নাগার।

অধ্যয়নাগার অমলের?
নিশ্চিত নয় পরিবেশে।

একমাত্র ছিলেন—অমলদা,
অন্যান্যদের পরিচয় শ্রেণীর বহু।
অমলের ছবি আঁকে
অমলের নিজস্বতায়,
প্রয়োগ-পথে—
অটোর অনুভবে সবে—
দূর-দূরান্তের সাথী ছিলেন।

শেষ ছুটে
অমলদার-অমলেরির ডাকা
তাঁদের শ্রেণী সংগঠনের সবে
অমলদার সমাজবিজ্ঞান সমাজে
উপস্থিতে তাঁরা আমাদের
যে অভাব অনুভব?
তা অমলদার অভাব।

ড. অমলকুমার দাসের প্রয়াণে শোকবার্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলভুক্ত শ্রেণী কল্যাণের সমস্যা এবং সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থার (কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) প্রাক্তন অধিকর্তা ড. অমলকুমার দাস ২৯ জুলাই ১৯৯৯ বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে ৬৫ বছর বয়সে চেতলা মহাবীথিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব, ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মী রেখে গেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কৃতী ছাত্র ড. দাস সারা জীবন ধরে নৃতত্ত্ব-বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ এবং ইংরেজি ও বাংলায় প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন।

সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার দিন থেকেই ড. দাস সংস্থাটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সংস্থাটির উন্নয়নে তাঁর অনন্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং বিশেষ করে, আদিবাসী উন্নয়নের ক্ষেত্র অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হল।

বীরেন্দ্র সরকার সংযোজন : ১৯৮১ সালের এক প্রত্যূষে। রাজ্য সরকারের মুখপত্র পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে এক মুখশ্রী দিওয়ী প্রত্যুষলোক এলেন। সাঁওতালি পাক্ষিক পত্রের সহযোগী সম্পাদক হীরেন বসুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—আদিবাসী সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ও সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থার প্রাক্তিকর্তা ড. অমলকুমার দাস। সঙ্গে তাঁর সহকারী ড. রামলক্ষ্মণ চৌধুরী (বর্তমান অধিকর্তা)।

সে সময় রাজ্য সরকারের সমস্তগুলি পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব একটিমাত্র অর্থ পার্টটাইমভাবে বা প্রচলিত সম্পাদকের উপর ন্যস্ত ছিল। সেই সূত্রে আদিবাসী ও অনুন্নত সমাজের নানা সমস্যা এবং তাঁদের জীবন ও জীবিকার অনুধাবনভিত্তিক নানা বিষয় রাজ্য সরকারের মুখপত্রগুলিতে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে এ বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। ইতিপূর্বেই ড. দাস সাঁওতালি মুখপত্র পরিচয় বাংলা ও অন্যান্য বিষয় পাঠিয়েছিলেন। সে কথা উল্লেখ করে ড. দাস সম্পাদক বাকি হলেন। সেই থেকে তিনি সাপ্তাহিক বাংলা মুখপত্র পশ্চিমবঙ্গ এবং ইংরেজি মুখপত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল-এ নানা মূল্যবান বিষয় ও তথ্য প্রকাশের জন্য প্রেরণ করতেন। এই লেখকের অবসর গ্রহণের পরও তিনি এই দুই পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। মৃত্যুর মাসখানেক আগেও ওয়েস্ট বেঙ্গল পত্রে তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই লেখকের সম্পাদনাকালের জুলাই উপযোগে নিবন্ধটির মুদ্রণ পর্যায়ে ড. দাস ছাপাখানার দিকে প্রবন্ধটিকে নির্ভুল করে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রুফ দেখে দিয়েছেন। কেবল তথ্য তাঁর বিষয়ের কোন প্রতিনিধি সমাধান পাঠানোই যথেষ্ট ছিল, এমনকি তাঁর বিভাগের ছোটখাটো প্রকল্প ও অনুষ্ঠানের সংবাদও, তিনি নিজে পত্রিকা দপ্তরে দিয়ে যেতেন এবং প্রুফ দেখার কাজেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। এ থেকেই ছোটদের প্রতিটি অনেকই তাঁর গভীর নিষ্ঠার প্রমাণ মেলে। অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের মুখপত্র উন্নয়ন পত্রেও তাঁর মূল্যবান নিবন্ধ 'আদিবাসী কল্যাণ : সেকাল ও একাল' প্রকাশ করতে দিয়ে তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক এই লেখককে যেমন বিপুল ঋণে আবদ্ধ করেছেন, তেমনই অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁকে দিয়ে গেছেন।

শপথ বাক্য

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিম্নে শপথবাক্যটি রাজ্যপালকে অনুসরণে পাঠ করেন :

"আমরা এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিধানে ঘোষণা করছি যে, ভারতীয় নিরাপত্তা ও অখণ্ডতার স্বার্থে আমরা ভারত-বর্ষ বিরোধের সমস্ত ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন করব।"

রাজ্যপাল রাজ্যভবন কর্মসূচিতে (ডান দিক থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বিমান বসু, অনিল মুখার্জি, রাজ্য সম্পাদক, বিনয় চৌধুরী, রাজ্য বিমান বসুর সেক্রেটারি।

নিম্নে চিত্র : শপথ গ্রহণ পরে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

উত্তরণ

তৃতীয় বর্ষ □ চতুর্থ সংখ্যা □ আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৪০৬ □ অক্টোবর ১৯৯৯ □ দাম—দু টাকা

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুর্শিদাবাদের চোরশীমি আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

উত্তরণ

জনগণের শ্রেণী ক্ষমতায় বিজ্ঞানের মুখপত্র

তৃতীয় বর্ষ :: সপ্তম সংখ্যা :: অক্টোবর-অক্টোবর ১৪০৬ :: অক্টোবর ১৯৯৯ দাম—৪ টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

সহ-সভাপতিরা

সম্পাদক

সহকারী সম্পাদক

কার্যকরী সম্পাদক

সহ-সম্পাদকরা

উপদেষ্টা

বিশেষ সহ

সহ-সম্পাদক

সম্পাদকমণ্ডলী

বিশেষ প্রতিনিধি

পূর্ণ দূর

সূচিপত্র

নিবন্ধ

সংবাদ

□ পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক স্তরে ৪ প্রাথমিকী (প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সংবাদপত্র) ১২

সম্পাদকীয়

□ "উন্নয়ন (শিক্ষা) খাতে" ১৩

বিশেষ নিবন্ধ

□ একটি সমীক্ষা থেকে উঠে আসা ... —ড. অমিয় সিনহা ১৫

□ শিক্ষার ও শিক্ষায় ঐক্য প্রসঙ্গে ... —ঈশিতা সিনহা ১৮

সমাজবিজ্ঞান বিভাগীয়

□ সমাজ সমীক্ষায় শ্রেণীর প্রশ্নটি ১৯

বিজ্ঞান বিভাগ

□ প্রাথমিক স্তরে ৪ প্রাথমিকী বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ (১৯৯৪ সালের সংখ্যা) ২৩

□ অপরিচিতি প্রাথমিকী —অরিন্দম বসাক ২৮

□ যদি কখনো হয়ে যাই ৪ যদি পড়ে যাই হয়ে পড়ে —ঈশিতা সিনহা ৩০

সংস্কৃতি সংবাদ

□ ৭৫ বছর প্রাথমিকী এবং একক নাটক প্রতিযোগিতার ৪ পুরস্কার সংবাদ ৩৪

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ...

মুদ্রণ—...

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিজাত শ্রেণী কর্মচারী বিভাগ (যেখে অভিজাত শ্রেণীর কর্মচারী ও প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষালয় অধিকার), ১৩৯, বিধানসরণী কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১৩ থেকে প্রকাশিত

মুদ্রণ : সংস্কৃতিক মুদ্রণ সংস্থা, সি ১/৫, সি আই টি বিল্ডিং, ১৪৩, ডি আই সি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৪

পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কেন্দ্রগুলিতে বামফ্রন্টের বিপুল জয়

এবারের লোকসভা নির্বাচনের এ রাজ্যের তফসিলি জাতি এবং আদিবাসী অংশের মানুষজন বামফ্রন্টকেই বেছে নিয়েছেন। রাজ্যে তফসিলি জাতি এবং আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত ১০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৯টিতেই বামফ্রন্ট প্রার্থীরা বিপুলভাবে জয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে, রাজ্যের ২১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তফসিলি জাতি এবং আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত ৭৬টি আসনের ৬৪টিতেই বামফ্রন্ট প্রার্থীরাই এগিয়ে রয়েছেন। উল্লেখ, শুধুমাত্র আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত দুটি লোকসভা কেন্দ্র বাদে একক ১৭টি বিধানসভা ক্ষেত্রের সবকটিতেই বেশি ভোট পেয়েছে বামফ্রন্ট। বিধানসভা কেন্দ্রের বিচারে ১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরসংখ্যক আসনেই এগিয়ে রয়েছে বামফ্রন্ট। পরবর্তের ফলাফলই তারা ঘরে তুলতে পেরেছে।

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে সংরক্ষিত লোকসভা আসনগুলির মধ্যে সি পি আই (এম) জয়ী হয়েছে ৩টি আসনে। এগুলি হল বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং মেদিনীপুর। আর এস পি পেয়েছে ৩টি আসন। আসনগুলি হল আলিপুরদুয়ার, রায়গঞ্জ এবং জয়নগর। ফরওয়ার্ড ব্লক কোচবিহার আসনটিতে জয়ী হয়েছে। মোট ১০টি সংরক্ষিত আসনের একমাত্র নবদ্বীপ আসনটিতে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের একক ১০টি আসনের মধ্যে শুধুমাত্র আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আলিপুরদুয়ার এবং রায়গঞ্জ আসন দুটি। এই দুটি কেন্দ্রের মানুষ বামফ্রন্টের পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

রাজ্যের ২১৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মোট সংরক্ষিত আসন ৭৬টি। এর মধ্যে সি পি আই (এম) ৪১টি, সি পি আই ৩টি, আর এস পি ১৬টি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীরা ৪টি আসনে জোটের সংখ্যাধিক্যে এগিয়ে রয়েছেন। বামফ্রন্ট প্রার্থীরা যে ৬৪টি আসনে এগিয়ে রয়েছেন, তার মধ্যে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত ১৭টি আসনই রয়েছে। অন্যদিকে বামফ্রন্ট-বিরোধীরা মোট ১২টি সংরক্ষিত আসনে এগিয়ে রয়েছেন। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়েছে ৮টি আসনে, বি জে পি এগিয়েছে ৩টি আসনে এবং কংগ্রেস ১টি আসনে।

গত লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট পিছিয়ে ছিলেছিল এমন ৩টি আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা এবারে প্রথম স্থানে এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। এই সংরক্ষিত বিধানসভা আসনগুলি হল রায়না, কুলতলি, বিষ্ণুপুর (পূর্ব), খণ্ডঘোষ, বিনপুর। এর মধ্যে রায়নাতে গতবারে এগিয়ে থাকা কংগ্রেসের থেকে, কুলতলিতে এস ইউ সি-র থেকে, বিনপুরে ফরওয়ার্ড পার্টি (মরেন হাঁসদা)-র থেকে এবং বিষ্ণুপুর (পূর্ব) ও খণ্ডঘোষ আসন দুটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে এগিয়ে যেতে পেরেছে বামফ্রন্ট। ১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনের তিনিতে গতবারের সমসংখ্যক সংরক্ষিত বিধানসভা ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন বামফ্রন্ট প্রার্থীরাই।

সম্পাদকীয়

"টগর বোষ্টমী ন্যায়"

সংসদীয় সরকারের অধীনে বিপরীত হল নির্বাহকর্তৃত্বীয় সরকার। আর দেশের সরকারকে যেভাবে বদলান যায়। আধুনিক গণতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তা গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর ভেবেছিলেন যার্কিংহাম প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে। তবে প্রতিনিধিত্বের আধিক্যের আমল এ তেমন ধারণা রচিতে পারেনি—এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা নয়। সংসদ ও সরকার হল দুটি অঙ্গ, তার একটি প্রধান—সংসদ। সিনেটি ও আইনসভা, সরকার ও সংসদ হল বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি : রাষ্ট্রের কোন কাজ করতে হলে আইন করতে হয়। এই দল থেকে উদ্ভূত হয়েছে নতুন শ্রেণী। শ্রেণী ক্ষমতায় যেতে পারে এবং দলকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে। তবে শ্রেণী সরকারে হয়ে ওঠে এবং দল হয়ে ওঠে মুখপাত্র। ফলতন্ত্রীয় দলের এটাই অনিবার্য পরিণাম। এর একটি উদাহরণ হল, ভারতের অনুন্নতি শ্রেণী যা বি জে পি-তে আশ্রয় নিয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও সময়ে। দল এই শ্রেণীর চালক ও বাহক। এদের উদ্ভবমূলে রয়েছে আর এস এস। বি জে পি অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করেছে আর তার গুপ্ত অভিসূচি (hidden agenda) অর্থাৎ কিনা ওই দল লুকিয়ে লুকিয়ে সংবিধানের আদর্শের অনুবাদ গ্রহণ করে চলেছে।

এই দ্বৈত নীতি—ভিতরে এক রকম আর বাইরে আর এক রকম—সরকার আনে "টগর বোষ্টমীর ন্যায়", যার কথা সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী চিকিৎসক ভিতীয় পূর্বে। দশ বিঘার পরিবার বাস পরিচয় দেওয়াতে সকলে বলত টগর : "আমি বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হরিনাম বৈষ্ণবের পরিবার। ...বিশ বছর ঘর আমি করি, কিন্তু একদিনের তরে গোসাঁরে দেখতে দিইনি! ...টগর বোষ্টমী ন'মে যাবে, তবু আচারের ঘোরাবে না—তার আচার?" বি জে পি'র বেলায় সংবিধানের "সমাজ বিচার, স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের লোকতন্ত্রিক গণরাজ্য" অনুন্নত শ্রেণীর সংরক্ষণ ধারণা প্রভৃতির প্রশাসনে অবীহা দেখা দিয়েছে। তবু তাই নয়, সংবিধানের ২৫তম অনুচ্ছেদের ধর্মনিরপেক্ষতাও বাদ্যন্ত হয়ে চলেছে সংখ্যালঘু বিদ্বেষ করে ক্রিস্টোফারের উপর উপনিবেশে। অনুচ্ছেদের সম্পর্কে এঁরা অনুসরণ করে চলেছেন "টগর বোষ্টমী ন্যায়"। এর সূত্র ধারণা নিয়েছেন এ বি শোটার তাঁর প্রতিবেদনে। ১৮৩১ সালে তিনি ছিলেন বাংলা ও আসামের লোকশিক্ষাব্রতে : "যেখানে উচ্চ বর্ণের লোকেরা আদালত অধিকারের সুযোগ উপভোগ করছিলেন সেখানে অধিকার পায়, সেখানে অনুন্নতরা, উপজাতি থাকলেও, আদালতগুলিতে সাধারণের ও আদালতের অধিকার পায় না। (উক্ত প্রতিবেদন, পৃ: ৪১৪)। এ হল গুপ্ত অভিসূচির অঙ্গ।

এবার এঁদের আচরণের কথা। যদিও মুখে এঁরা ধর্মনিরপেক্ষ বলে থাকেন। তাই ক্রিস্টোফারের পুরিয়ে দাবছে, শিক্ষায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের বলাৎকরণ ও অন্যান্য বৈধিক নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে ধনবান শ্রেণী, অথচ বি জে পি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাফাই গাইছেন। এ হল মনের কথা ভাষা।

দ্বিতীয়ত, আদিবাসীদের ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন সংস্থা গঠন করে সরকার ঘোলাটে চলেছে এই অঞ্চলে অনুন্নতরা।

তৃতীয়ত, বি জে পি চাইছে সংবিধানকে নতুন করে লিখতে গঠিত বাজপেয়ী কমিশন। এঁরা জানেন যে নির্বাচনে বিপদ এলে এঁরা ১৯৭৯ সালের জানতার মুক্তরাষ্ট্রীয় গণরাজ্যভিত্তিক আইন অনুসারে ভারতীয় সংবিধানে পরিবর্তন ঘটাবেন। ফলে এঁরা পরিবর্তে থাকতে পারলেন পুরো পাঁচ বছর। কিন্তু এতে আসবে অরাজকতা, যা এখনকার পক্ষে ভালো নয়। আমেরিকা সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে—"যুক্তরাষ্ট্রীয় বা আইনসভা নির্বাচন করেন যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যান্সেলর বা প্রেসিডেন্ট (প্রধানমন্ত্রী)-কে এবং নির্বাচন করেন যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ অনুমোদনে। তার নির্বাচনের জন্য চারটি ছোটো আইনসভার সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট—তাছাড়া আইনসভার উপস্থিত সদস্যদের ভোট নয়। কোন সরকারকে কোন বিশেষ ফল লাভের জন্যে তার সাংগঠনিক ভোট।" অনুচ্ছেদ ৬১ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয়কে দুটি কাজ করতে হয়—এক, চ্যান্সেলরের উত্তরাধিকারী নির্বাচন : দুই, রাষ্ট্রপতির অনুরোধ

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের জন্য। কিন্তু জাতীয় পরিষদ এর থেকে অনেক দূরে। তাই বি জে পি-র এ প্রস্তাব এক অপকর্মের পরিচয়।

সুতরাং, বি জে পি গড়ে তুলছে একটি "জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট" (National Democratic Alliance)। তবুও আমার মনে হয়, ২৪টি দল কি আর একসঙ্গে থাকতে পারে, যখন তাদের মতাদর্শ (ideology) আলাদা আলাদা। একমাত্র যেটি কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় তা হল অর্থের বন্টন। এটাকে আইনগত এবং বি জে পি-কে সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করা যায়।

পঞ্চমত, অবশ্যিদের মুখের জন্য নিজে বি জে পি সরকার নিয়োগের কৃতিত্ব দাবি করেন। কিন্তু এর কৃতিত্ব তাদের সাম্প্রতিক দাবিদাওয়া। যদি বি জে পি সরকারের উদাসীনতার জন্য তাদের তাদের পৃষ্ঠপোষক ওঙ্কারনাথকে জীবন দিতে হয়েছে। অবশ্যিদ অপহরণের দেখা যায় যে, ১৯৯৮-৪৯ আগস্ট থেকে ১৯৯৯-৪৯ মার্চ পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার সুরিন্দর সিং তাঁর উপরিতনদের কাছে ৬ খানি চিঠি নিয়ে সেনাপ্রধান ও প্রতিরক্ষা সচিবকে এই মর্মে জানিয়েছিলেন যে, "প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা" (LOC) বরাবর জঙ্গিবিরোধী বেড়ে চলেছে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি—চলেছিল "লাহোর বাস কূটনীতি" (Lahore Bus Diplomacy) যা অপকর্মের নামান্তর। এ প্রসঙ্গে ব্রিগেডিয়ার সুরিন্দর সিং-এর একখানি চিঠি উল্লেখ্য, আর একখানি তিনি লিখেছিলেন সেনাপ্রধানকে; তারিখ ১৯৯৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, সংখ্যা—ই ও/আর ও জি/পি ও এ ৪স (DO/ROC/COAS) ব্রিগেডিয়ারের এই ৬ খানি চিঠিতে সরকারের দাবি অগ্রাহ্য হয়ে যায়, প্রমাণিত হয় যে, বি জে পি-র ভাবন অসত্য।

ষষ্ঠত, পাকিস্তান থেকে চিনি আমদানি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, কোনও চিনি আমদানি করা হয়নি। কিন্তু ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ১,৪৪,৮৩৬ টন চিনি আমদানি ঘটেছে। এমন কি যুদ্ধের সময়ও তা অব্যাহত ছিল।

সপ্তমত, সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য বি জে পি প্রচার করে চলেছে যুদ্ধপরবর্তী অবস্থার ওপর ভোট নিয়ন্ত্রণ (Exit Poll)-এর ফলাফল। এটি পূর্ণ ভোট হয়, আর একটি ভোটের ফল পরবর্তী ভোটের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবেই এভাবে প্রচার প্রক্রিয়া অবৈধ এবং নির্বাচন কমিশন এর পরিপন্থী। অতএব পরিষ্কার বি জে পি এই অপকর্ম করে চলেছে।

অষ্টমত, তত্ত্বাবধায়ী সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওঙ্কারনাথ মিশ্রকে পরিচালনার নির্বাচনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার জন্য নির্বাচন কমিশন তাঁর নিন্দা করেছেন। শুধু তাই নয়, বহুটি তুলে ধরেছিলেন ভাজপেয়ীও অভিযোগ আনছেন। নির্বাচন কমিশন এসব তদন্ত করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এইসব অভিযোগ সঠিক নিয়ে। কিন্তু বি জে পি তাঁকে সমর্থন করে চলেছে। এতে বোঝা যায় যে, এই দল ক্ষমতার দিকে তাকানো জন্য নিয়মের আদৌ কিছুও তুলিত নয়। এটা বীভৎসীন আমলাতন্ত্রের চরম উদাহরণ।

নবমত, প্রধানমন্ত্রী বার বার বলে চলেছেন যে বিহারে তিনি আসন সংখ্যা ৩৫৬ অনুমোদন আনি করবেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বিহারে ৩৫৬ অনুমোদন আনি করার প্রথম অসংগতি আসলে রাষ্ট্রপতি, যেহেতু রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই তাই তা পাস হয় না। এতে বিস্তৃতির কল বিস্তৃত হবে। পরে আসার ওই প্রস্তাব বিলে রাষ্ট্রপতি অধিবেশনকালে পাঠানো দেন—কেননা, বিহারিদের প্রস্তাব পাঠান করার তাঁর কোনও ক্ষমতা নেই। পরে আসার যোগের পর ৩৫৬ অনুমোদন আর আনি হয়নি। তবুনি আসার মৃত্যি নিয়ে হলেছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। এ কথা ঘটিত।

দশমত, নির্বাচন-প্রচারের বি জে পি বিপক্ষদের বিরুদ্ধে চালাচ্ছে প্রচারযুদ্ধ। যেমন কংগ্রেস নেতা সোনিয়া গান্ধীকে মৃত্যুবিদের সঙ্গে তুলনায়। আর এ কথা বলেছেন এক মন্ত্রী। এটা ইতালীয় নাগরিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কথাটি মূলত নির্বাচনী বক্তৃতার আরে প্রধানী সাহিত্যিকদের কথা। তা না জেনেও প্রোক্তার্ণ ওই বক্তৃতা দেখেন না। আর এখানে এর বিপক্ষীয় অর্থাৎ, সন্তাস-বিরোধী।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বি জে পি দলটি তার আচরণগত অনুসরণ করে চলেছে "চিকন ছোটবি নাম"।

ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস

ড. অমিল বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতের বহুজন মত চার্বাক। এর উদ্ভব সম্বন্ধে মতভেদ ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। কারুর মতে বৃহস্পতি বৈদিক ঋষিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এর প্রবর্তন করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, বৌদ্ধ যুগের অব্যবহিত পরে এগুলি ছিল এমন—অজ্ঞ লোকে যাতে সহজে বুঝতে পারেন, অসাধারণ ও অলৌকিক শক্তির প্রতি যাতে আকৃষ্ট না হন, তার জন্য বৃহস্পতি বার্হস্পত্য সূত্রে লৌকিক ও সাধারণ সত্যগুলি সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে চার্বাকদর্শন বৃহস্পতির সৃষ্টি। কারুর মতে, চার্বাক একজন ঋষির নাম এবং তিনিই চার্বাকদর্শনের প্রবর্তক। 'চার্বাক' শব্দটি নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। কেউ কেউ বলেন যে, চারুবাক থেকে চার্বাক শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয় মতে, চর্বণকারক অর্থে এই শব্দের প্রবর্তন। তৃতীয় মতে কেউ কেউ যে 'চার্বাক' শব্দটি ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য নয়, কিন্তু জাতি-বাচক বিশেষ্য মনে করেছেন তাদের মতানুযায়ী। এ বিষয়ে অবশ্য প্রচলিত ব্যুৎপত্তি 'চারু বাক্ যস্য সঃ চার্বাকঃ' (সুন্দর বাক্য যার তিনিই চার্বাক)। অথবা এতে যোগের এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি তাঁর নিজের কথা বা কথার ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ উপায় বা পরিচয় করেন ('চার্বাকে সুন্দরবাণীতে বা বচনমাত্র ইতি চার্বাকঃ')। অথবা যিনি এমন জাতির যিনি মিষ্টি ভাষী (চারু+বিষ্টি; বাক্+অস্য)। সমূল অর্থে যোগের 'যোগাচার'কে অর্থাৎ যিনি সজ্ঞানে অনুসরণ করেন, সহজবোধ্য অর্থকে তার প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

(ক) উৎস

এখানেই শেষ নয়। 'চার্বাক' বা 'লোকায়তিক' এঁরা কোথা থেকে এসেছিলেন তাও পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে চার্বাক দর্শনের একটি সামগ্রিক চেহারা পাওয়া যায়। সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত তুলে ধরা হল—

(১) ঋষিদের ভোগবাদী ও পার্থিব—এঁদের মত ঋষিদের ভাবনা থেকে সৃষ্ট ও পার্থিব সৃষ্টিতে। পরবর্তীকালের তত্ত্ব সংগ্রহ অধিকাংশ ভাষ্যকারের ও ঋষির ভোগবাদী ঋষির ধারণা। এঁদের সময় ৫২০-৫০০ খ্রিঃ পূঃ। এঁরা বলেছেন যম, যজ্ঞ, হবন আদি কিছু নেই। সুকৃত-দুষ্কৃত বলে কোন কিছু নেই। নেই ইহলোক, পরলোক। জীব মাত্রেই স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট। পুরুষ হচ্ছে চতুর্ভৌতিক—এক মুহূর্তের পরিধি আগে দৃষ্টিসম্ভব, অবশিষ্ট আগে অজ্ঞান। অবশিষ্ট আগে বস্তুরূপ এবং ভোগোপযোগ অধিকে ভিন্ন হয়। সেই হতে চৈতন্যের উৎপত্তি। পরলোকী আত্মার অস্তিত্বে পরলোকের অস্তিত্ব।

(২) ঋষিদের সৃষ্টির 'অজ্ঞানাদ অনুমান'—ঋষিদের অধীন পরবর্তীর ভোগ। ইনি বৈদ্য এবং আয়ুর্বেদী। তাঁর মতে পরলোক

হল—বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, সাংখ্য, জৈন, বৈশেষিক, চৈতন্যবাদী। সর্বশেষে আছে মোক্ষলাভ অর্থাৎ নির্বাণ। মোক্ষলাভের পরে মোক্ষলাভ অনিত্য নেই, নিত্যই থাকে নিত্য নেই। নেই অর্থাৎ শূন্য ও শূন্যের জন্ম। উদ্ভিদ থেকেরই বিবর্তনের ধারা। সৃষ্টি, জন্ম, ভোগ ও বন্ধ—এই মূল সমস্যারই বৈজ্ঞানিক। প্রত্যেকটি একবার প্রমাণ।

(৫) পাঠবস্তুবিশ্লেষণ 'তত্ত্ব সংগ্রহ'—এই বৌদ্ধ গ্রন্থের মোক্ষলাভ পরিচ্ছেদবিশ্লেষণ প্রমাণ করে অনুপ্রেরণা হয়েছে। পাঠবস্তুবিশ্লেষণ সময় বিতীয় ধর্ম শতাব্দী। ইনি বাংলার বিক্রমপুরে অধিবাসিনেন। ইনি মোক্ষলাভ সময়ে পূর্বপক্ষ রূপে গ্রহণ করেছেন। এর বৈশিষ্ট্য হল প্রমাণের ও পদার্থের ২৩৫ প্রকারভেদ প্রদর্শন। মোক্ষলাভ ৫৭। কৃতকৃতিনাম। বিশ্লেষণ কোন সময় অনুপ্রেরণায়, আত্মা বা নিত্যবাদী নিত্যই থাকে না পদার্থগুলির অবসানে পদার্থলোপও থাকতে পারে না। কৃতকৃতিটি হবে চৈতন্যের উৎপত্তি।

(৬) কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়—বিতীয় ১১শ শতকে পদার্থতত্ত্বের সমস্যা অবলম্বন করে রচনা করেছে এ নাটক রচনা। কৃষ্ণমিশ্রের নাম বীরবিজয়ী পরিচয়ের জন্যে তাঁর সময়ে অধিবীত হয় এ নাটক। এতে নাটক মধ্যেই পরিণত মনের কৃতিত্বের সমস্যা কথা হয়েছে মূর্তরূপে, তবে রূপকথী। নাটকের বিষয়বস্তু এরূপ। মোক্ষলাভে একবার পাত্রসমস্যা। প্রত্যেকটি একবার প্রমাণ; কৃতকৃতিটি হবে চৈতন্যের উৎপত্তি; পদার্থের নেই; একে মূলটি থেকে। অজ্ঞানটি এই পাত্রের প্রবেশ একে বিতীয় এতে মোক্ষলাভ হয়ে। সর্বশেষ নিত্য-উপনিষদের সমাধানের এই প্রমাণ করেন।

(৭) মধ্যযুগের 'আদর্শ প্রবৃত্তিবিধি'—অনুপ্রেরণা মোক্ষ সমাজের বহিঃ বাস্তবসার্থ, অনুপ্রেরণ নিত্যবাদী ও চৈতন্যবাদের পদার্থটি একে, উপনিষদের সমাধানবিধি বিশ্লেষণ। তিনি মোক্ষ প্রত্যেকের প্রমাণবাদী প্রবর্তনের মধ্যে বিশ্লেষ করেছেন। সমাজ ইতিহাসবাদী, তত্ত্ব-আত্মবাদী একে প্রমাণবাদী প্রবর্তনের মধ্যে উপনিষদ করেছেন। নিত্য একে নিত্যবাদের পদার্থবাদী উপনিষদ নির্দেশ। আত্মবাদ তত্ত্ব হয়। তবে অন্যে অন্যে তত্ত্ব আত্মবাদ আছে—এ আত্মবাদ প্রত্যেক। আত্মবাদ মূল হয়। অনুপ্রেরণ পদার্থ তত্ত্ব আত্মবাদ ঘটে, এ আত্মবাদ আত্মবাদ। আত্মবাদের মূলে তত্ত্ব হয়েছে: চৈতন্য নিত্যই থেকে আত্মা, তবেই একবার পুনর্জন্ম, আত্মবাদ আত্মবাদ। প্রমাণবাদী একবার প্রমাণ। কৃতকৃতিটি তত্ত্ব। "পদার্থ উপনিষদ তত্ত্ব"—এই তত্ত্ব আত্মবাদ থেকে পদার্থ আত্মবাদ প্রত্যেক হয়। যে তত্ত্বের পৌরুষবাদীর অধিকারের পদার্থ উপনিষদ তত্ত্ব নিত্য।

কিন্তু পুনর্জন্মের এই আত্মবাদে, ১৮শ শতাব্দে আত্মবাদ আত্মবাদ—বিশ্বাসের অর্থ হয়। এ তত্ত্ব বৃদ্ধি নয় তত্ত্ব। আত্মবাদে যে মোক্ষলাভ থেকে তত্ত্ব হয়, এ আত্মবাদ উপনিষদ। যদি আত্মবাদ নিত্যবাদ পদার্থবাদী ঘটে, আত্মবাদ আত্মবাদ নিত্যবাদ নিত্যবাদে নিত্য করেন না কেন? যদি আত্মবাদ আত্মবাদ আত্মবাদ হয় পুনর্জন্মের বৃদ্ধি হয়, তবে প্রমাণবাদের উৎপত্তে আত্মবাদ সমস্ত প্রমাণ করেন তত্ত্বের আত্মবাদ আত্মবাদ করতে হবে না।

(৮) 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'—আত্মবাদের আত্মবাদ ও আত্মবাদিত্বের পরিচয়ই আত্মবাদ হয়েছে। এই পদার্থই পদ্ধতি ৪৭ সংশ্লেষণ করেন এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আত্মবাদের সংস্কৃত গ্রন্থাবলির ৩১ সংখ্যক গ্রন্থরূপে তা প্রকাশিত হয়। এতে প্রত্যেকটি আত্মবাদী দর্শনকে ধরেই আলোচিত হয়েছে। তবে আত্মবাদে কোনও আত্মবাদ নেই। পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু ও বন্ধ এই তত্ত্ব গ্রন্থের আত্মবাদিত্বের আত্মবাদ ও আত্মবাদ নেই কে। তবে আত্মবাদে কোনও আত্মবাদ নেই। তবে আত্মবাদ ও আত্মবাদের তত্ত্ব পুনর্জন্ম আত্মবাদ এ আত্মবাদ নেই। তবেই আত্মবাদ বৃদ্ধি। অভিধানে, তিন কে, বিশ্বাস ও তত্ত্বোপনিষদ বৃদ্ধিপ্রতিষ্ঠিতিবিশ্বাসের ঐতিহ্য। বেদের কর্তা হিসাবে বৌদ্ধ বৃদ্ধি, তত্ত্ব এবং জিনধর্ম। প্রত্যেকটি প্রমাণবাদিত্ব বিশ্বাসের বিশ্লেষণাভিত্তিকের কোনও পদ্ধ হল বৈষ্ণবদের আত্মবাদ বেদান্ত।

(৯) আত্মবাদাবাদ 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'—বিতীয় ১৪শ শতকে ৫৭ প্রকাশ ঘটে। এখানের মত ৭৩৭ তত্ত্ব ৮ অধ্যায়ে—"বহুদিন জীবিত থাক, সুখে বাস কর; মৃত্যুর পরে প্রত্যেকের আত্মবাদের আত্মবাদিত্ব আত্মবাদ নেই। দেহ ভস্মীভূত হলে পুনরায় আগমন হবেই না কেমন থেকে? আত্মবাদ প্রত্যাবর্তন।" কৃতকৃতিটি বিশ্বাস হলে আত্মবাদ বিশ্বাস হয়। আত্মবাদিত্ব আত্মবাদিত্ব তত্ত্ব সুখী পুনর্জন্মে। কর্তৃত্বাদী আত্মবাদ তত্ত্ব পুনর্জন্ম নয়ক। মোক্ষলিপ্ত আত্মবাদী পদার্থবাদ। দেহের আত্মবাদী বৃদ্ধি। তত্ত্ব থেকে বৃদ্ধি হয় এ বিশ্বাস নয়। দেহান্তে পুনঃ আত্মবাদ দেহান্তরাদী আত্মবাদ, এরূপ আত্মবাদ বিশ্বাসের নাম আত্মবাদ। এখানে পুনঃ নিত্য বা হেতু। তত্ত্ব পদার্থে পুনঃ আত্মবাদ, পুনর্জন্ম পদার্থে আত্মবাদ আত্মবাদ, এরূপে পদার্থ পদ হেতু পুনঃ পদার্থ পদার্থবাদিত্বের নাম পদার্থবাদ। আত্মবাদ ও পদার্থবাদ—এই উভয় তত্ত্বে হয়ে পুনর্জন্ম নিত্যবাদ তত্ত্ব আত্মবাদী সমস্যার অনুপ্রেরণ হয়, এই হল অনুপ্রেরণ প্রত্যাবর্তনবিশ্বাসের নিত্যবাদ। নিত্য আত্মবাদিত্বের নিত্যবাদ তত্ত্বের আত্মবাদ। এই তত্ত্বের আত্মবাদ পুনঃ ও আত্মবাদ আত্মবাদ আত্মবাদিত্বের তত্ত্ব আত্মবাদী সমস্যার তত্ত্বের।

অনুপ্রেরণ আত্মবাদ তত্ত্বের উপায় নয়—এতে তত্ত্বের দেখা ঘটে। তত্ত্বের পদ ও আত্মবাদ তত্ত্বের উপায় নয়। তত্ত্বের তত্ত্বে পদ অনুপ্রেরণে আত্মবাদ। উপায়বাদী ও আত্মবাদের উপায় নয়। অনুপ্রেরণ নিত্য তত্ত্বের তত্ত্বে যে আত্মবাদিত্বের তত্ত্বের তত্ত্ব উপায়ী পুনঃ তত্ত্বে, তত্ত্বে নিত্যবাদের। তত্ত্বে উপায়ী হল পর্ব বা condition। উপায়ী পাওয়ার তত্ত্বের দেখা ঘটে। তত্ত্বে আত্মবাদী হল উপায়ী তত্ত্বে। এই আত্মবাদী তত্ত্বেই তত্ত্বে তত্ত্ব। আত্মবাদিত্বী তত্ত্বের তত্ত্বে তত্ত্ব তত্ত্ব। এর উপায়ন—'তত্ত্বে আত্মবাদ তত্ত্বে, তত্ত্বে তত্ত্বে পুনঃ তত্ত্বে।'

(১০) তত্ত্ব আত্মবাদ তত্ত্বে-তত্ত্বে:৪—১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্বের তত্ত্ব আত্মবাদিত্ব (Oriental Institute of Baroda)

প্রকাশ করেন এ গ্রন্থ। এর বর্তমান পাঠরূপ (৭৮৮-৮২০ খ্রি:) পুরোপুরি। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ (৭০০-৭৭০ খ্রি:) পরবর্তী অনুমিত হয় যে তিনি ভট্টপুরুষদিগ, বার্ষগণি, পঞ্চশিখাচার্য প্রমুখের নাম পরিচয় উল্লেখ করেছিলেন এবং প্রমাণ দিয়েছেন। ঈশ্বরের পূর্বের আর ঈশ্বরাস, পৌরু, প্রতিবিন্ধ্য। পরে যা সেশ্বরসিদ্ধ প্রকৃতির তত্ত্ব বা প্রধান বিষয়ে বলা হয়ে বা দৃষ্টি প্রকৃতির সমালোচনা ঈশ্বরের বা প্রতিবিন্ধ্যের উল্লেখ করেই অন্তর্ভুক্তকারী। এর বাদি তাঁ প্রধান দৃষ্টি ও তর্কের সাহায্যে নাম, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগাচার ও বৌদ্ধনিগমের প্রমাণসমূহকারী মত খন্ডনে প্রধান ও তাত্ত্বিকদৃষ্টি গড়ে তুলেছেন। তাঁর মূল গ্রন্থের নাম 'তত্ত্বকৌমুদি।'। বিতর্ক পাশুপত এ একমাত্র উপলব্ধি প্রমাণ গ্রন্থ। তিন প্রকারে তথ্য আছে—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্যে নয়, কিন্তু তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্যে যে কথা প্রবর্তিত হয় তাকে বাদ বলা হয়। এতে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই তত্ত্ব নির্ণয়ের দিকে লক্ষ্য রাখেন। তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রতি লক্ষ্য না রেখে, প্রতিপক্ষের পরাজয় এবং নিজের জয় লাভ করার জন্যে যখন তর্ক বা বিতর্কে প্রবৃত্ত হন, সেরূপ বিতর্কিদ্বয় প্রতিপক্ষের কথায় নয় হয়। তাদের বিতর্কে কোনও পক্ষ নির্ণয় না করে, শুধুমাত্র পরাজয় ঘটানো বা কৃতকের জন্যে বিতর্কিদ্বয় যে বিতর্ক বা তর্কের প্রবর্তনা করেন, তার নাম বিতণ্ডা।

এর প্রতি ছয়ের সাধর্ম্যের জন্যে কেবল বৃহস্পতিরই প্রয়োজনে গ্রহণ করেছেন। প্রমাণ্য পদার্থগুলির তিনি 'দৃষ্টি', 'শব্দ' প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করেছেন আর 'প্রমেয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বৃহস্পতি সম্পর্কে। 'তত্ত্বকৌমুদি।' বৃহস্পতি প্রবর্তিত মোক্ষশাস্ত্রের সংক্ষেপের গ্রন্থ (পরিমলাক্ষ পাণ্ডে— প্রাচীন ভারত, ১৯৪৯/১৯৮২)।

ইতঃপর বিভিন্ন এসব তত্ত্ব-তথ্যসমূহ তিনটি ভাগে উপস্থাপিত করা আলোচনা করা যায়। বিষয় এ দেখানো হল— তত্ত্বজ্ঞান; অধিবিদ্যা; শৈক্ষিপ্তা।

(খ) তাত্ত্বিকের ব্যাখ্য-ধারণা

(১) তত্ত্বজ্ঞান (epistemology)

যেকোন প্রকার জ্ঞান লাভের দিক থেকে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত। এখানকার সমস্যা হল কিভাবে জড়কে তত্ত্বজ্ঞান করা যায় এবং তাদের উৎপত্তি ও বিনাশই ঘটে বিষয়ে। বাস্তবের অবস্থাটি বা তথ্যে তত্ত্বকে বলা হয় 'প্রমা' আর এর উৎস 'প্রমাণ'রূপে পরিচিত। তাত্ত্বিকের মতে প্রমাণগুলি একমাত্র প্রমাণ। এরই প্রতিক্রিয়ায় তিনি সমালোচনা করেছেন অনুমান ও শব্দের।

(ক) অনুমান—অনুমান প্রমাণ হলে এতে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যে হবে খাটি জল্পন। কিন্তু অনুমান প্রমাণ পক্ষ পূর্বের অনুমান, যেমন্ত আমরা পাহাড়ে বা পর্বতে ধূম দেখে আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করি। এখানে আমরা অনুমানের সাথে নিলাম। অধিবিদ্য নৈয়ায়িক মনে করে এ সাথে সাধ্যটির ধূম ও আগুনের মিলনের সম্বন্ধটিকে পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে। সম্পূর্ণ অনুমান হবে এরূপ: ধূমের সাথে নিত্য সম্বন্ধ আগুনের মিলন। এই (পাহাড়) ধূমের বিষয়। অতএব, এ আগুনের বিষয়। অর্থাৎকের মতে এই বাক্যানুক্রম প্রাপ্ত হবে তখনি যখন ব্যাপ্তি (ধূম) ও ব্যাপ্যের (আগুন) এর মিলনে সম্পর্ক সর্বজনগ্রাহ্য হবে। তাই এর সমূহ হল ধূম ও আগুনের মধ্যে ব্যাপ্তি থাকবে। অন্যথায় প্রত্যক্ষজ্ঞানে মিলনে ব্যাপ্তি স্থাপিত হতে পারে না। এরূপ অনুমানের উৎসও এ ত্রিক্রমীলন হয়। যেমন ধূমের এ ব্যাপ্তিকে পাওয়া বিশ্লেষণের (Ipanvaya-pranalapa)। পক্ষের (আগুনের) সমস্যা ও অনুমানে প্রকাশিত হয়। এখানেও ব্যাপ্তি বিষয়ানুযোগ ব্যক্তির আগুনের উপর নির্ভরশীল।

এ প্রসঙ্গে তত্ত্ব হয়ে: বিশ্বের যাবতীয় অনুমিতিত ক্ষেত্রেও নিশ্চিত ব্যক্তির বিষয়ে যদি আমরা বিশ্বাস না করি, তবে তাদের বিষয়ের সম্বন্ধে কি করে আমরা জ্ঞান লাভ করব? তাত্ত্বিকের মতে এর সমূহ নিশ্চিত ব্যক্তিগুলি হয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য। এর জন্যে ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগুলির মধ্যে আগুনের প্রয়োজন নেই। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তত্ত্ব তাদেরকে বিশ্লেষণ করতে পারেন: ধূম ও আগুনের মিলন সম্পর্কে কি করে কখন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে তা ধূমের জন্যে আগুনের প্রমাণ হবে: তাত্ত্বিকের সমস্ত মিলন সম্পর্কে একটি প্রমাণ এবং তা প্রত্যক্ষের ধূমের জন্য হতে না তাই একটি অনুমিতির জন্যে অন্যটি অনুমানের প্রমাণ করা হবে না। তাদের জন্যের নিশ্চিত উৎস:

(খ) শাব্দ জ্ঞানের নিশ্চায়ক উৎস শব্দ: এর অর্থ: উপযুক্ত বাক্যের সত্তা কি জ্ঞানের যথার্থ ও নিশ্চায়ক উৎস হতে? এ সম্পর্কে তাদের মতের যে, সত্তা হল শব্দ সত্তা। শব্দ জ্ঞানের যোগ্য হলে প্রমাণকর। অন্যথা এ জ্ঞান সত্তা। কিন্তু অন্যত্রাত্ত্ব বা শব্দের বিষয়ের জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ। প্রমাণের বিশ্বস্ত ত্রুটির জন্যে পারে, যেমন যেমন প্রমাদ। প্রকৃত শব্দে যেন হল দূর পুরোহিতের দৃষ্টি এবং এর ফল জ্ঞানলাভ করতে নিশ্চয়তার ত্রুটিকর প্রমাণ করেছে। কিন্তু কখন প্রতিক্রিয়াটি ঠিক এবং বাণী করেছেন, তখনকার বৈধিক বিশ্লেষণের আলোচনা জন্যে। এই পরীক্ষাগুলির প্রয়োজনী একমাত্র প্রমাণ।

(গ) অধিবিদ্যা (Metaphysics): অধিবিদ্যা বস্তুজগতের হয়েছেন। তাত্ত্বিকের বস্তুজগতের জ্ঞানতত্ত্বের অনুগামী। প্রত্যক্ষ যে জ্ঞানের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য উৎস হল, তবে দৃষ্টিভঙ্গিতে পরি তাদের পরি উপযুক্ত প্রয়োজনের বস্তুর বাস্তবতা। তারা বিশ্বাস, আকাশ, কাল, মনপুর্ব ও দৃষ্টান্তের জীবন এবং অন্যান্য অধিবিদ্যা হয়ে পারে। যেমন, এরা সব প্রত্যক্ষের বহির্ভূত। তাদের তারা প্রতিষ্ঠা অনেক বস্তুজগত বা এমন একটি সমাজ যেখানে তারা একমাত্র বাস্তব।

(ঘ) দৃশ্য অদৃষ্টের বিশ্ব— তাদের মতে পদার্থবিদ্যা হলে তাদের যে তার তথ্য পদার্থগুলি তৈরি—বিশ্বি, কাল, দেশ, মনস, যোগ। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও পরিমাণ করেছেন। উপযুক্ত

অবৈত্ত অনুপলব্ধি নয়, কিন্তু জৈন যেমন ঈশ্বর ও আত্মা এই দুয়ের সৃষ্টিতে ভিন্ন।

(খ) আত্মা সৃষ্টি—প্রমাণের দ্বারে নৈয়ায়িক আত্মার প্রমাণদ্বয় করা যায়। দুই নৈয়ায়িক আত্মাকে অনুমান বা অনুমানিক সত্তা বলে। এদের মতে নৈয়ায়িক বিভিন্ন যোগাযোগ আত্মা হয়। প্রমাণের আত্মা অনুমান প্রমাণের দ্বারা হয় না। প্রমাণ সৃষ্টিতে ভিন্ন নেই, প্রমাণ এদের নৈয়ায়িক মতে কি করে এর অস্তিত্বকে হয়? প্রমাণের প্রমাণ হল প্রমাণের পরবর্তী সময়ের এ বিশ্বাস হয়। যেমন দাহ হয় ভিন্ন হয়, মৃত্যুর এ দুজনে সমানভাবে। আত্মা যদি না থাকে তবে হবে প্রমাণও নেই।

(গ) নিত্য সৃষ্টি—নৈয়ায়িকে সৃষ্টি অর্থে হয়ে করা প্রয়োজন। দুই সৃষ্টির নিত্যের উপলব্ধি করেন। তাই হয় প্রমাণ: প্রমাণের কি নিত্যের প্রমাণের প্রয়োজন নেই, যেমন তার উপলব্ধির প্রমাণ নিয়ে প্রমাণান্তরের কথা নিয়মের? প্রমাণের প্রমাণ হল নিয়মের ক্ষেত্রও অনবস্থিতির নেই। নিত্যসৃষ্টিকে প্রমাণ করার জন্য বলা হয়। বহত প্রমাণবাদকে জন্য হয় প্রমাণবাদ (parmanu)। যে মতে প্রমাণ প্রমাণের ক্ষেত্রে (Comte, 1798-1857)।

(ঘ) নীতিশাস্ত্র (Ethics)—এ হল নৈয়ায়িকের শেষ। এর প্রমাণের সমস্যা এখন: জীবনের পরমার্থ বা নিঃশ্রেয়স (summum bonum) কি? প্রমাণ এর সমাধান নিয়েছেন অনিবার্যের মধ্যেই। নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ জীবনের প্রমাণ পরমার্থ প্রমাণের জন্য নৈয়ায়িক নিয়মাবলম্বন পালনের প্রয়োজন। কিন্তু প্রমাণের প্রমাণ হল 'ধর্ম' ও 'অধর্ম' পুরোনিয়মের উপায়ন প্রমাণ প্রমাণের জন্য। নিত্যের, যেই কেউ মোক্ষের জীবনের প্রমাণ ও পরম হয়ে হবে প্রমাণ। কিন্তু দুটি প্রমাণ: প্রমাণ, প্রমাণ হয়ে কিন্তু নেই। প্রমাণ জীবনকে দুঃখ-মুক্তি থেকে দুটি নেই; প্রমাণ, যেন সুখ-দুঃখে প্রমাণ। তাই দুঃখটি মুক্ত করা হয়েছে: 'প্রমাণ এর প্রমাণার্থ'। প্রমাণই এ থেকে মুক্ত জীবন প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ করে প্রমাণ দূর্ব। দ্বিতীয়ত, প্রমাণ নৈয়ায়িকদের প্রমাণ হয় দুঃখের (hedonism) প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণের দুঃখ প্রমাণের দুঃখ প্রমাণের প্রমাণ প্রমাণ। প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণের নিত্যানিত্য প্রমাণই নিত্য-প্রমাণের প্রমাণই দুঃখপ্রমাণ করা হয়ে থাকেন—প্রমাণ, প্রমাণ, প্রমাণ ও প্রমাণ। প্রমাণ প্রমাণের দুঃখের পরীক্ষা প্রমাণ। প্রমাণই প্রমাণ ও প্রমাণ প্রমাণের নিত্যের প্রমাণ। প্রমাণের দুঃখিনের নিত্যের ও নিত্যের প্রমাণ প্রমাণের প্রমাণ হয় প্রমাণ ও প্রমাণের প্রমাণ। সুতরাং, প্রমাণনিত্যের প্রমাণ নৈয়ায়িক নিত্যের। প্রমাণের প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ দুঃখের নিত্য প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ

দলিত ও দরিদ্রের ঐক্যভাবনা

গীতীশ বিশ্বাস

নির্বাচন সমাগত প্রায়। তার আগে আমরা অধিকাংশ মানুষ এবার পরমাণু বোমা নিয়েছিলাম। অর্থনীতি দুর্বল। কথা। এবার এর পাশাপাশি আর এক বিষয়বস্তু অত্যন্ত আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে—সে হল বিশ্বায়নের থাবা। ভারতীয় বাজারকে, অর্থনীতিকে আজ বিশ্বের চোখ। চলতি মুহূর্তের প্রধান খুনে এসে ঢুকে পড়েছে। তার কথা আমরা কেন্দ্রের বজেটে জানতে পারছি: আমাদের ১০% ছাঁটাই করতে হবে আমরা জানতাম। অর্থাৎ চাকরিটা যেন, সংরক্ষণের কথা যেন আমাদের। এই হল বিশ্ব ও ভারতীয় প্রেক্ষাপট। কিন্তু এর পরের আমাদের সমাজের চেনা ছবিটা। ভারতবর্ষের চেনাজানি আমাদের। ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে। এবং বহু বহু বছরের আগুনে এই তলার পড়া মানুষের কথা চলা পরে আসছে। নিম্নবর্ণ দলিত-সাম্প্রদায়িকতার নিম্নবর্গের মানুষের জন্য তলার লোকও করে আছে।

আমার মনের কথা আপনার বিরক্ত হতে পারে, কিন্তু সত্যটাই যেন আলোচিত হবে—তা হলেই যেন সমাধী আসবে; তাদের যেন সমাধানের কথা। কিন্তু যেটুকু প্রয়োজন তাতে মনে এই মানুষের নিয়ে আর কিছু আমাদের নেই। যেন কোনো দুখে প্রতিক্রিয়া কর্মটা এর শেষ আজ; আর নয় আমাদের। এই প্রেক্ষিত সামনে নিয়ে দলিত ও দরিদ্রের ঐক্য ভাবনার কিছু কথা এখানে উপস্থিত করব। আসুন, একটু বলা যাক।

সাম্প্রতিক সময় ও আমরা: আমাদের বিশ্বে এক দেশ। এখানে পড়ুন যে সমাজ বা অধিকার অনেক ক্ষেত্রে মানুষের তা নেই। নেই, তুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি নয়; নেই, ভুল-বাধা বা ঘোরে-বিচারে। এ বাদ, ঘোরে বা বিশ্বায়নের ধর্ম-বিভাজনের রাজনীতি হিন্দিই হচ্ছে বিশ্বা বা অন্তর্নিহিত। তাদেরও যেন বিশ্বাসযোগ্য নাম বিশ্বের ঐক্যের ঘোষণাপত্রের ভিতরে-বাইরে এই তাদের আসলে ও নিম্নের বিশ্বাসের দ্রষ্টা। মানুষ আজ চলছে এই পার্থক্যের বিশ্বে চলছে এক দল সংঘের মুখোমুখি হচ্ছে। কিন্তু আমরা তাদেরটাকে পরমাণু ঘটনা এটাই যা বিশ্বাস এবং অনেকাংশে আমরা আমি যে সেই ঘোরে অনেক সাধারণ মানুষও ভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয়। তার যেন আমরা আজকে চলে ঠাকুর যা পড়ছে না; তখন পুরোনোটা উদ্ধার পেছনে আজ আমরা বার্ধক্যটা যাচ্ছেতাই।

তাই আজকে দলিত আর তাদেরই সর্বনাশ। অর্থনৈতিক ভাবে আর সেদিন তাদেরই সাম্প্রদায়িকতারও আক্রান্তরা। এই বিশ্বায়নের এখানে এখানে পাঁচ শতাংশের মানুষ হচ্ছে আমাদের শত্রু (এ কথা সমাজ বাস্তবের সমস্ত বিশ্লেষণে যে কেবল 'শ্রেণীশত্রু')। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার অন্যটি সত্য।

এই কথার প্রথম নিশ্চয়তার প্রতীক যে, সে সব সময় বর্তমান থাকে। উঁচুতে আছে। তাই তখন যদি একজন মিনিস্টারের ৭ কোটি বাড়ির মানুষ একজন পার্টি বা মৌলটি হয়ে পারেন, কিন্তু এক্ষণি চলমান পুরোনোর কোনও মানুষ হয়ে পারছেন না। এবং নিম্ন পৃথিবীর কোনও নেই।

অর্থাৎ আজকে শ্রেণী সেভাবে নির্মাণ হয়ে আছে তার বর্ণব্যবস্থার মধ্যে। অম্বেদকরের নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আমাদের যে সংবিধান দিয়েছিল তাতে সমতা পরিবর্তে তা যেন অসম শ্রেণী বাস্তবের অম্বেদকর নিজেই বলেছিলেন

"On 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics, we will be recognising the principle of 'one man one vote' and 'one vote—one value.' In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man—one value.

"How long shall we continue to lead this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life?" [Dr B. R Ambedkar's speech in the Constituent Assembly on 25.11.1949.]

আজ ভারতবর্ষের সকল মানুষ এই তাদের শ্রেণীগত সংরক্ষণের সাংবিধানিক আশ্রয়ে পেয়েছি। তাদের কিছু ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রতিনিধিত্বের জন্য আছে সংরক্ষণ। নিশ্চয়ই সব পাওয়া কেউ নাই, তাই তা আছে পেয়ে। কিন্তু আজকে তাদের ঠিক চাকরিতে আছে ১৯% মানুষ সমান আছে ১০% সব। সাম্প্রতিক এই মানুষের আছে পাঁচটে আজকে প্রতিনিধিত্বের আছেন প্রতিনিধিরাও আছে। তাদের সংরক্ষণ আজকে পারছি না। আজ বৃদ্ধিজীবীরা এ আশ্রয়ে সমাজের আজকে আজকালে আসি। তারা আজকে তাদের তাদের আজ আমি তাদেরই ঘ-ঘ ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ক্ষেত্রে নিজের আছে আজ ক্ষেত্রেও তা ক্ষেত্রে আমি এবং আমি ক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষেত্রে আছে না; আজকে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেও পারছে না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সমস্যাতে আছে, তাদের কিন্তু আজকে তা আজ আছে আজ আজ প্রতিনিধিত্বের তাদের আজকে হচ্ছে। এইভাবে

এখানে পড়ার যে সমাজ বা অধিকার আমরা ভোগ করছি আমাদের তা নেই। নেই, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে মন; নেই, জন্ম-মৃত্যুর পর ভোগ-বিলাসে। এ কারণ, ভোগ বা বিশ্বসংসার কর্ম-বিভাজনের সামাজিক ভিত্তিটি হচ্ছে শিক্ষা বা জ্ঞানবিজ্ঞান। ভারতের যাঁরা নিজামাবাদ জংশন ছিলেন তাঁদের ভোগীসাধ্যের ভিন্নতা-ভীন্নতা এই জ্ঞান-অজ্ঞান আমাদের ও বিশ্বের বিভাজনের জন্যে। আমুর সাথে ভালোবাসা এই পার্থক্য বিভাজন আমাদের এক বড় পাওয়ার জায়গায় নিয়ে যাবে।

বিশ্বজুড়ে ভারতের আলো যখন ফোটে তখন দেখি: এশিয়ার জনগণের জন্য যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে, সবচাইতে জনপ্রিয় কোর্স হিসেবে অনুসন্ধানে নাম লিখিয়েছে। এই এক একজন ছাত্র তৃপ্তি হয়ে ফিরছে, নাম লিখছে—সমাজিক সংগঠনে ভিন্নতর ধরনটুকু ধরে রাখার আগ্রহ ছিল তা হতে পারে না। আমাদের এই ভোগের ভোগসর্বস্বতায় হয়ে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে। আমাদের সামাজিক সংগঠন পড়ার তৃপ্তিটুকু হয়ে যাচ্ছে। সেটি যে তা ভুলে হয়ে না তার জন্য আমাদের লড়াই।

যখন তৃতীয়বার অভিযান হয়েছিল তখন 'ভারতীয় জ্ঞানের সংকোচন' এজন্য দায়ী করে কথা হয়েছিল। পড়ুয়ার নতুন আগ্রহ প্রয়োজন হয়েছিল। আজ সে শিক্ষা আমাদের পড়ুয়া হাল ধরেছে, আমরা প্রশিক্ষিতেরা তা যেন বুঝতে পারছি না, ধরতে পারছি না।

সপ্তমী আলাপী ভোগ শিক্ষালয় ইতিমধ্যে আমাদের 'সামাজিক সংগঠন তৃতীয়ের পড়ালে তুলে ধরার জন্য প্রতিযোগিতার প্রতি টানের আহ্বান।' —এত স্পষ্ট করে এ হলেও সমাজসংগঠন নিয়ে এখনো আমরা ভাবছি। কিন্তু আজ আমাদের আমাদিনের ভোগসাধ্যে ভোগের মেন আমরা অংশগ্রহণকারীর হয়ে এসে। এর আমাদের মধ্যে নির্লিপ্তভোগ ছিটেফোঁটা।

আমরা পরিবারের তৃতীয় সংগঠনের আমরা ভোগের স্পষ্ট করে আমরা তুলে আনতেপারি পারছি। (আমি আমি আমাদের শিক্ষালয়ের আছে।) ভোগের পরিবার করে সংগঠনের আমরা আমরা পারি ভোগের? ভিন্নতার আলাপী সমাজের এসেছে যা আমাদের আমরা আমি পারলাম না। ভোগ 'আমি নিজের' আমি মেন করে না। আমুর আমাদের সব ভোগে—আমি তুমি সবার এ সমাজে এ আমরা আছে। কিন্তু সমাজ সংগঠনে আমুর নিয়ে শুরু করেছে—তখন আমি আমাদের ভোগে উচিত। সেই আমরা সংগঠনে ভিন্নতা উচিত: না হলে তৃতীয়ের প্রতিযোগিতা তখন ভোগে আমাদের আমরা আমি সবার পারছে না।

আর ভিন্ন আমাদের: পাশ্চাত্যনিক ভোগে আমাদের একটা ভিন্ন আমাদিনের আমাদের পারছে না যে কি সবাইকে। আমরা ভোগিতে ভোগের ভোগ প্রতিযোগিতা শুরু করেছি। কিন্তু আমাদের ভোগ আমরা আমিনের পরিমাণ তৃতীয়ে এসেই আমিই যে আমিনের পরিমাণ আমিনের আছে ভোগে তুলে যাই।

আমিনের এ-আমাদের ভোগ আমাদের হবে আমাদের; আমাদের আমাদের হবে, ভোগাতে হবে—এরকম আমরা। আমাদের ছাত্র ভোগ ১টি হয়ে আমাদিনের যা আমাদের আমরা আমাদের ভিন্নতে হবে। আমরা ভিন্ন আমাদের আমরা পারে ভিন্ন ভিন্ন ভিন্নতে আমিনে ভিন্নতের আমাদিনের আমাদের হবে। আমাদের হবে, শিক্ষা ভিন্নতে হবে। নতুন ভোগিনের আমরা আমাদের হবে।

আমাদের ২৫% আমুর আমিনিকভাবে আমরা এ আমাদিনের ভিন্নতে পারে যাবে। এটা আমাদের আমাদের আমাদের আমাদের আমিনের ভোগে—আমাদিনের ভোগের ভিন্ন আমাদের ভোগে? আমরা আমাদিনের আমরা ভিন্নতে ভিন্নতে। আমরা আমিনিকভাবে আমা-আমিনে ভিন্নতে। কিন্তু এসে ১০%ই হচ্ছে পুরনো প্রবাহের আমরা। আমাদের নতুন প্রবাহ আমাদের আমাদের হবে। নতুন ভিন্ন আমে আমাদিনের আমাদের যা পুরনো ভোগাভোগের ইতিমধ্যিক আমাদের মতো আমাদের ভোগে আমাদিনের হবে—তা ভোগে যা হবে আমি আমুভাবন নয়। আমরা একটি ভুল আমে আমাদিনের আমি নয়। আমাদের ভোগের নতুন আমাদিনের ভোগে ভোগিনের।

আমাদের ভিন্নতে ভোগের আমুল আমাদিনে ভোগে ভোগে আমাদিনে তুলে, তখন ভিন্নতি আমুল ভুল আমিনে শীতল তৃতীয়ে আমরা আমাদের ছাত্রী। এ তৃতীয়ের ভুল আমাদের আমি আমি। আমি আমাদের আমা আমি না, আমি আমাদের যাঁরা আমাদের আমাদের ভোগ আমিনিক, আমিনিক, তৃতীয়ীনী আমাদের আমা। যাঁরা নতুন ভোগাভোগে পুরনো পুরনো ভিন্নতে হয়ে আমাদের না, পুরনো ভোগাভোগে (আমাদের ভিন্নতাসমাজ) আমাদের নতুন ভিন্নতে পুরনোনীল পরিবারে ভিন্নতে আমরা সৃষ্টি আমাদের। সে ভিন্নতেরও সমাজ এসেছে আমি। সেই আমিনিক তৃতীয়ের আমরা আমাদের এ প্রকাশ হয়। ভবিষ্যতাদের 'আমাদের' আমিনিকে ভিন্নতে আমাদের পরিবার আমাদের তুলে ধরিতে পারছে হবে আমাদের আমিনিকভাবে। আমাদের ভোগে আমাদের ভিন্নতে আছে। আমি আমাদিনের আমাদের তৃতীয়ের পড়ালে তুলে আমি।

আমরা এ আমরা আমি: আমাদের ভিন্নতে আমাদের, ভিন্নতে ভোগে—আমাদের সমাজ ভোগে এই আমিনে আমাদের আমাদের ভোগাভোগে আমিনে আমাদিনে—এর আমাদের ভিন্নতে ভোগে আমাদের। এই

> আমাদের নিজের যেসব অমূল্য সম্পদকে ফেলে রেখে আমরা চলে এসেছি, তার বিনিময়ে মুদ্রণ যন্ত্র নামিয়ে পাঁচশ বছরের আমরা আমার ধরি। এ কৃতজ্ঞতার ঋণ আমরা কবে জানি না। আমি একজনের কথা বলছি না, বলছি আমাদের যাঁরা আমার সামনে সেই সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী তাঁদের কথা। যাঁরা নতুন পোশাকে পুরনো পুরুষ তাঁরাও হয়ে থাকবেন না, পুরনো পোশাকে (বয়স বিবেচনায়ও) থাকলেও নতুন চিন্তার গতিশীল পরিধির বিশাল তাঁরা সৃষ্টি করবেন। সে বিচারের সময় এসেছে আজ। সেই আশিষ্ট প্রকাশিত আমার আমাদের এ প্রকাশ চাই।

আমাদের ভাষা আন্দোলনের সময় ঠিক করতে হবে প্রথমে। এটা আমি যদি যে পরিষ্ক এ পরিষ্ক অনুযায়ী ঘটনার ঐক্য হবে—তা হলে তার ক্ষেত্রে চলতে থাকতে হবে। পরিষ্কের আমরা থাকতে হবে। এই যে পুরনো আন্দোলনে আমরা আমাদের সমস্যের হবে। প্রথমটি আন্দোলিত প্রথমে ঠিকিত হয়ে একমাত্র প্রস্তাবের তো চূড়ান্তের, ভাষাভিত্তের। সেখানেও আমরা নতুন সমস্যের তার নিয়ে তার ঘনবিক সমস্যের উদ্যোগী হবি না। পুরনো পাকিস্তানের ইতিহাসেরিতা এর নিয়ে তা থেকে ঠিক্ষা নিয়ে আমরা পুরনো ইতিহাসে যে নিয়ে পারি তা আমরাও জানি না।

তার সংবিধান যদি আমাদের আমলের গ্রন্থে যোগাযোগ আন্দোলনও আমরা করি না। আমরা এখন কি পারি আইনগুলিতে তা লিখি তা আমাদের আমল সমস্য তাকে ভুলে যাই, উপেক্ষা করি।

সংবিধানের ২৮৯ যেমন আপনার আমরা যদি আমার যদি তা হলে তার পরে একথা বলতে পারি যে যদি প্রকৃতির সুযোগই নই হয়ে তার তা হলে এই ২৮৯ সংবিধানও থেকেও বদলে না। তাই আসুন, আমি সংবিধানে তথ্য আর উপেক্ষা পূরণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করি। যাঁরা সংবিধানবিদদের সঙ্গে যোগাযোগের ফেলে আমাদেরকে বড় আরে বিদেশি তথ্য আন্দোলনি আমরে—আমরা সেই এটাকে, 'যে যে নিজে নিজেরে আমরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করি। আমরা চাকরি বা আন্দোলন অভিযোগ, অন্যান্যের পরিষেবে যদি সংস্কৃতির হয় তবেই সমস্যের পরিষ্ক, পরিষ্ক ও নিয়ে অনুযোগই সমাধানে ফেলে আমি। এই তথ্য পরিষ্ক অনুযায়ে যোগাযোগ হবে তখনই যখন আমরা আমার ও অন্যে তাদের নিজের আমি আমরে পারব।

আমরা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধিজীবীর সমাধানের প্রতি যে অবহেলা, পক্ষপাতদুষ্ট তা নিয়ে কথা বলি না। তা হলে আমা চাকরিজীবি প্রগতিশীল প্রকৃতা যদি আমাদের বুদ্ধিজীবীর বাস্তবানিক বলেন? এই বক্তব্যের পরিষ্ক সমাধানে আন্দোলনে এমন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী নিয়ে চূড়ান্ত সমস্যা নিয়েরে ঐক্য নিয়ে অনুযায়ে আন্দোলন তিনিও যে সমস্যা করতে চান না—পাছে কেন্দ্রে কিছু বলে! আর সত্য কথা বলতে গেলে কেউ যদি কিছু বলেও তাতে কী এসে যায়—সত্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তথ্য, তা থেকেই আর নেবে নেয়। নিজের চেয়ে শত্রু নেই।

এই হচ্ছে সংক্ষেপে আমার কথা। ব-ব ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক, চাকরিক চাকর ভিত্তা, আর নিঃস্বার্থ আন্দোলন যদি থাকে তা হলে পরিষ্ক, পরিষ্ক আর নিজেই বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল আমরাও এর। প্রকৃত পাকিস্তানিদের মতন ঐক্য সম্ভব। এ আন্দোলনে যে পাকিস্তানি আমরা ফেলে আমরাই হতে হবে।

বাঙালীদের আন্দোলনের বাইরে আমরা আমরা পাঁচশে তাদেরও নিজেরই মূল ভিত্তা নিয়ে বুঝতে হবে—আমরা সমাজটি যেমন বাঙালীদিয়েদের নয়—যে কোনও দেশেরিয়েরও, সে যত সমাজ অসুখী হোক না কেন।

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকা (১-৩-১৯৯৯ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং/বর্ণ	জাতির নাম	বিজ্ঞপ্তিনামার নম্বর ও তারিখ
১	কাপালি (Kapali)	১। নম্বর—346-W/EC/M-4(23)11 তারিখ—১৪-১-'৯৯
২	বৈশ্য কাপালি (Baishya Kapali)	
৩	কুর্মি (Kurmi)	
৪	সুরাদার (Suradhar)	২। নম্বর—267-TW/EC তারিখ—৭-৪-'৯৯
৫	কারুকার (Karukar)	
৬	কুম্ভকার (Kumbhakar)	
৭	স্বর্ণকার (Swarnakar)	
৮	তেলি (Teli)	
৯	নাপিত (Napit)	
১০	কুরি-নাথ (Kuri-Nath)	৩। নম্বর—92-TW/EC তারিখ—১১-২-'৯৯
১১	গোয়ালা-গোপ (Goala-Gope)	গন্ধ গোপ, গন্ধ গোপ, ঘোষ গোপ, গোপ, তারিখ ৪৭৫
১২	মোদক-মোদক (Modak-Modak) (ময়রা) (Halwai)	বাংলা—গোয়ালা-গোপ-৫ সমূহ
১৩	নমঃশূদ্র (Namasudra)	
১৪	সদ্গোপ (Sadgope)	
১৫	মালাকার (Malakar)	নম্বর—335-TW/EC তারিখ—১৩-১১-'৯৪
১৬	তাঁতি (Tanti)	
১৭	কাঁসারি (Kansari)	
১৮	শাখারি (Shankhakar)	
১৯	কর্মকার/কামার (Karmakar/Kamar)	
২০	রূপকার (Rupkar)	
২১	তাম্বুলি/তামলি (Tambuli/Tamoli)	
২২	নাপিত (Napit)	
২৩	কর্মকার (Karmakar)	
২৪	ধোপা (Dhopa)	
২৫	সূত্রধর (Sutradhar)	
২৬	মোমেন (জোলাহা-মোমিন) Jolah (Ansari-Momin)	
২৭	রাজবংশী (Rajbanshi)	নম্বর—330-TW/EC তারিখ—১১-৪-'৯৫
২৮	কোচ (Koch)	
২৯	খ্রিস্টান ধর্মে দেশে ধর্মান্তরিত হিন্দিত (Christian Converted from Scheduled Caste)	
৩০	ভুজেল (Bhujel)	নম্বর—1179-TW/EC তারিখ—১-১১-'৯৫
৩১	নেওয়ার (Newar)	
৩২	থাপা (থাপা, রানা) (Thapa, Rana)	
৩৩	নেওয়াং (Newang)	
৩৪	সাদাংয় (Sangpang)	
৩৫	লিম্বু (Limbu)	
৩৬	তামি (Tamu)	
৩৭	ছেত্রী (Jogi)	
৩৮	চিনার (Chinar)	
৩৯	লাহুরা/লাহুরা (Lahura/Lahura)	নম্বর—183-TW/EC তারিখ—৮-৩-'৯৬
৪০	ফকির, সাঁই (Fakir, Sain)	
৪১	কাহার (Kahar)	
৪২	তামাং (Tamang)	
৪৩	বেদিয়া (বেদুইন) Bedia (Beadian)	
৪৪	চিকনকার (Chikankar)	

কোচবিহারের জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে ১৪-২-৯৯ থেকে ১৭-২-৯৯ পর্যন্ত কোচবিহারে অনুষ্ঠিত ১০ম ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার রাজ্য পর্যায়ের ফলাফল :

বিষয়	সংখ্যা	প্রতিযোগীদের নাম ও ঠিকানা	ফল
প্রথম	(১)	[illegible]	
	(২)	[illegible]	
	(৩)	[illegible]	
		[illegible]	
চতুর্থ	(১)	[illegible]	
	(২)	[illegible]	
	(৩)	[illegible]	
		[illegible]	

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যবিবরণী

সমাজের উপেক্ষিত অংশে পরিণত হওয়া তফসিলি জাতি ও আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত মানুষদের সঙ্গে একসঙ্গে নিয়ে বাকিদের চলা কলকাতা জেলা সংসদের শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরিকর্মীদের কাছাকাছি থাকার প্রচার ও বিশেষ বিশেষ সুযোগ সেবার কাজ করে আসছে এবার পূর্ণ বিবরণ নিয়ে প্রস্তুত হল :

১) অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার সরকার অনুমোদিত বৃত্তি প্রকল্প :

(ক)

ক্রম	উপকৃত তফসিলি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	মোট ব্যয় (টাকা)
১	৪৪৮	১০,১০,৯৭২
২	১৫	১,২১,৪৭১
৩	১,১৮৮	২৯,৮৫,২৮৮
৪	২,১৩১	৪১,১৮,৩১৫
৫	১,৩৩৭	৪৪,১৬,৩১৮
অনুমোদনাধীন		
জের	১৪	৪০,৮৩৮
	৮,৪৮০	১,৮৫,৮৭,১৭২

(খ)

ক্রম	উপকৃত তফসিলি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	মোট ব্যয় (টাকা)
১	৯৭	৩,৩৮,৮৪৪
২	১	১,৪১০
৩	৯৮	১,১৩,৭৯১
৪	৫৬	১,৫৩,৪৪১
৫	১৫৮	৩,১৩,৭৯৪
	৩৩০	১০,১১,১৭১

প্রাক্-প্রাথমিক স্তর :

পুষ্টক স্তর এবং পরীক্ষার ফি বাবদ

(ক)

শ্রেণী	উপকৃত তফসিলি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	মোট ব্যয় (টাকা)
নার্সারি	৪৯১	১১,৩৭০
কে	৫৪৮	১৮,৪০০
প্রথম	৬০৫	৯০,৭৯০
দ্বিতীয়	১৮৪	২৮,৩৮০
তৃতীয়	১৭২	১,১৮,৪০০
চতুর্থ	৩৩১	৩৩,১০০
	৩,১৩৪	৩,৯৯,৩৯০

(খ)

শ্রেণী	উপকৃত তফসিলি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	মোট ব্যয় (টাকা)
নার্সারি	১১	১৪০
কে	১৪	৭০০
প্রথম	১৮	১,৭০০
দ্বিতীয়	৯	১,৩২০
তৃতীয়	১৪	৪,৮০০
চতুর্থ	১০	১০০০
	৮৭	১০,৭১০

বিভিন্ন প্রকল্পে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী পরিবারের উন্নয়ন তালিকা

১৯৯৯ আগস্ট পর্যন্ত

	জাতি আয় ফি পি	অন্যান্য প্রকল্প	মোট সংখ্যা
উপকৃত তফসিলি জাতির পরিবার	৯,২৮০	১২,৩৮৩	২১,৬৬৩
উপকৃত আদিবাসী পরিবার	১,৭৩০	৪,৫৪৬	৬,২৭৬

পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অনাবাসিক বেসরকারী ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান :
(ক)

শ্রেণী	উপযুক্ত ছাত্রীদের সংখ্যা	মোট ব্যয় (টাকা)
পঞ্চম	২	১,৪০০
ষষ্ঠ	১	১,২০০
সপ্তম	৩	৪,৪০০
অষ্টম	৪	৫,৪০০
নবম	১	১,৮০০
	১০	১৪,৮০০

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক বেসরকারী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান :
(খ)

শ্রেণী	উপযুক্ত ছাত্রীদের সংখ্যা	মোট ব্যয় (টাকা)
নবম	২	৬,০০০
দশম	১	৩,০০০
একাদশ	৪	১৬,২০০
দ্বাদশ	৪	১২,২০০
	১১	৩৭,৪০০

৩। পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থসহায়ে ব্যক্তি ও আর্থিকারী আবেদনকারীদের ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

	প্রকল্পের নাম	মনোনীত আবেদনকারীর সংখ্যা
১	ক্ষুদ্র শিল্প	১৭
২	বিশেষ ট্রাক্টর	১১ জন
৩	আবাসিক ট্রাক্টর	১ জন
৪	ট্যাক্সি পেসেঞ্জার-পরিবহণ	৩ জন
৫	মাঝারি যান	৯ জন
৬	মোটর সাইকেল	১ জন

৪। পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম মাধ্যমে এই খাতের বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণীর আবেদনকারীদের ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

	প্রকল্পের নাম	মনোনীত আবেদনকারীর সংখ্যা
১	ক্ষুদ্র শিল্প	১৭

৫। পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী সমবায় কর্মীদলীদের বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

	প্রকল্পের নাম	মনোনীত আবেদনকারীর সংখ্যা
১	ট্যাক্সি পেসেঞ্জার-পরিবহণ	৪ জন
২	মাঝারি যান	১ জন

৬। ঘ. আবেদনকারের জমিদার উপযুক্তে বিশেষ অর্থসূচি

ঘ. বি জন আবেদনকারের প্রকল্পগুলি উপযুক্ত ৯ লক্ষ টাকা ঋণমঞ্জুরি হেতুর ক্ষেত্রে মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই টাকা ঋণমঞ্জুরি পৌরসভার মাধ্যমে ৯৩,হিসাবের মনোনীতদের একসঙ্গে ২,০১,০১১ টাকা এবং ১০, হিসাবের হেতু একসঙ্গে ২,০৪,৪১৯ টাকা মোট ৪ জন বিভাগী ব্যবস্থা ঋণের জন্য মনোনয়ন করা হয়।

৭। বিভাগ অনুযায়ী ছাত্র-পরীক্ষা প্রশিক্ষণ

প্রথম মুখ্য অর্থসহায় বিভাগ অনুযায়ী ছাত্র-পরীক্ষা প্রশিক্ষণ হেতু তফসিলী জাতি ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের আবেদনের সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের উন্নয়নের প্রতিটির ক্ষেত্রের ধারাপাতে এক অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে ছাত্রদের নিয়োগ করে। উক্ত ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় যোগদানের জন্য পরীক্ষার্থীদের কর্মসূচি ও বিভিন্ন মনোনীত পরীক্ষার ফলাফল করে মনোনীত করে ছাত্রদের। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মনোনীত পরীক্ষার্থীদের ফল পরবর্তী ৫০-৫৭৫ অর্জিত।

দক্ষিণ ২৪-পরগনা : উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার সামগ্রিক বিকাশ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনমুখর জেলার জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে যেসব উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

জেলা জনসংখ্যা	তফসিলি জাতি	আদিবাসী
৫৭,১৫,৭০৩ জন	১৯,৬৮,৩১৪ জন	২০,৪৯৯ জন

সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকসমূহ	২৯টি
মহকুমা হেডকোয়ার্টার্স টাউনস্থ	১টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকসমূহ
মহকুমা	৫টি
পৌরসভা	৭টি
ব্লকস্তরে পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত ব্লক	২টি
অন্য পি পি পি পৌরসভা	৯টি
অন্য পি পি পি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকসমূহ	- ১টি (জয়নগর ২)

সমষ্টি উন্নয়নমূলক কাজ

১৯৯৭-৯৮

(ক) ৮টি বিধানসভা তফসিলি জাতিভুক্তদের জন্য ৫২,৮১,০০০ টাকা ব্যয়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে।

(খ) ১টি বিধানসভা পুরাতন রাস্তাঘাট (তফসিলি জাতিভুক্তদের) মেরামতির জন্য সম্পূর্ণ হয়েছে ৯,১০,০০০ টাকা ব্যয়ে।

(গ) আদিবাসী এলাকায় ১টি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে ২,৪৪,০৮০ টাকা ব্যয়ে।

(ঘ) প্রিমেটিং অন্তর্ভুক্ত রাস্তায় এবং জেলা সড়কগুলির উন্নয়নকল্পে ৩৩,০০,৩০০ টাকা ব্যয়ে কংক্রিট স্লেব নির্মাণের কাজ চলছে।

১৯৯৮-৯৯

(ক) ৯টি বিধানসভা তফসিলি জাতিভুক্তদের জন্য ২২,২৭,৫০০ টাকা ব্যয়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে কাজ সমাপ্তির পথে।

(খ) ১টি বিধানসভায় পুরনো রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য ১৪,৫৪০ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

(গ) ৯টি বিধানসভায় বিভিন্ন মেরামতের জন্য ৪,০৪,৭২৮ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কাজগুলি এখন সমাপ্তির পথে।

(ঘ) ১০টি পঞ্চায়েত সমিতিতে রাস্তা নির্মাণের জন্য ৬১,৭৪,১০৮ টাকা (১৯টি রাস্তা) বরাদ্দ হয়েছে। কাজগুলির কাজ সমাপ্তির পথে।

এই জেলায় তফসিলি জাতিভুক্ত অধ্যুষিত জন্য ১৪টি এবং আদিবাসী অধ্যুষিত জন্য ১টি এবং আদিবাসী অধ্যুষিত জন্য একটি অঞ্চল অনুন্নত রয়েছে। প্রতি অঞ্চলে ৫০০ টাকা অনুদান দিয়ে প্রতিটি অঞ্চলেই পাকা/আধপাকা/শিক্ষা ভবন করা হয়েছে।

(ঙ) পুস্তক ভাণ্ডার সৃষ্টি

১৯৯৮-৯৯

তফসিলি জাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	অনুদান দেওয়ার
১,৫৪,১৫৭ জন	১,৫৪,১৯,২৫০ টাকা
আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	অনুদান দেওয়ার
২,৫৫৯ জন	২,৫৭,৫৪০ টাকা

(চ) আবাসিক খরচ

তফসিলি জাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	অনুদান দেওয়ার
৫,৫১১ জন	১,৬৫,৭১,৩০০ টাকা
আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	অনুদান দেওয়ার
৩২১ জন	৯,৮৫,০০০ টাকা

(ছ) অন্ধকোচন খাবার অনুদান

তফসিলি জাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	অনুদান দেওয়ার
১৩,০০০ জন	৩৯,০০,০০০ টাকা
আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	অনুদান দেওয়ার
২৮৮ জন	৩,১১,৭৮০ টাকা

(জ) মেধার ভিত্তিতে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর মেধাবৃত্তি ছাত্রী

ছাত্রীর সংখ্যা	অনুদান দেওয়ার
১১১ জন	৩,০০,০০০ টাকা

(ঝ) মেধার ভিত্তিতে দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা (তফসিলি জাতি ও আদিবাসী)

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	অনুদান দেওয়ার
১০৬ জন	৩,০৮,৮০০ টাকা

(ঞ) সাক্ষরতা কর্মীদের সম্মানমূল্যে খাদ্য/খাদ্যদ্রব্য/শিক্ষা ভবন খাতে

সংখ্যা	অনুদান দেওয়ার
৫৭ জন	১,৭৪,,০০০ টাকা

১৯৯৮-৯৯

পোস্ট-মাট্রিক ছিল

তফসিলি জাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	অনুদান দেওয়ার
১৩,০২৭ জন	১,৮১,৪৭,৪৪০ টাকা
আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	অনুদান দেওয়ার
১১৯ জন	২,৮২,০৮৩ টাকা

১৯৯৮-৯৯ সালে ১১ জন এ বি সি সম্প্রসারণভুক্ত ছেলে ঘর ছেড়ে হয়েছে এস বি সি এস বি সি ছিল। এই এই ছিল ১৯৯৯-২০০০ সালে ১১৭ জনের জন্য সম্প্রসারণ ছিল করা হয়েছে।

ইকনিমিল ক্রাইসিস ও ক্রাইসিসীদের পরিমাণমত হলেও ৩০ জুন '৯১ পর্যন্ত পরিমাণ করা হল।

নাটিবিহেভী ছাত্রদের

ইকনিমিল ক্রাইসিস	আদিবাসী	এ বি সি
১৮,৮১১	১৫৩	৪,১১১

নাটিবিহেভী মেয়েরা হয়েছে

ইকনিমিল ক্রাইসিস	আদিবাসী	এ বি সি
৭,৩১২	১৬৭	৩,৪১৪

নাটিবিহেভী পড়ে আছে

ইকনিমিল ক্রাইসিস	আদিবাসী	এ বি সি
১,১৭৬	১০৮	১,১১৭

এই মেয়েদের ইকনিমিল ক্রাইসিস ও ক্রাইসিসীদের জন্য ৮টি মেয়েদের ছাত্রাবাসের নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। ইতিমধ্যে ১৯৯৯-২০০০ সালে ইকনিমিল ক্রাইসিস ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসগুলির কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। বাকি ৩টির কাজ খুব শীঘ্র শুরু করা হবে।

এই মেয়েদের ইকনিমিল ক্রাইসিস ও ক্রাইসিসীদের জন্য ৮টি ছাত্রাবাস তৈরি করা হবে। মেয়েদের ইকনিমিল ক্রাইসিস ও ক্রাইসিসী হোস্টেলগুলো ১ বছর ধরে ছাত্রাবাসগুলি ছাত্রাবাস হবে। সেজন্য মেয়ে ছাত্রাবাসগুলি ছাত্রাবাস থাকা আছে। এইজন্য ইকনিমিল ক্রাইসিস ও ক্রাইসিসী ১৯৯৯ ও ২০০ সিমাইলে ছাত্রাবাস ছাত্রাবাস মেয়ে ক্রাইসিস ছাত্রাবাস ছাত্রাবাসগুলি থাকা করে পরিকল্পনা মেয়েরা ১৯৯৯

এই মেয়েদের ১৯৯৯ এর ৩ ৫ জন ছাত্রাবাস ক্রাইসিস ও ক্রাইসিসীদের (ছাত্র ও ছাত্রী) জন্য ৫০০ ছাত্রাবাস করা করেছে।

ছাত্রাবাস : ছাত্র মেয়ে

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বর্ধমানে বিশেষ আদিবাসী এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

সুবাদের আদিবাসী উন্নয়ন মেয়েদের বাঁকুড়া আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নে উদ্যোগে রাজ্য সরকার পরিকল্পনার সাহায্যসহায়ে বিশেষ আদিবাসী উন্নয়ন মেয়েদের সূচনা করেছেন। রাজ্যের মেয়ে পরিকল্পনা কমিটির সূত্রে জানানো হয়ে জানা গেছে যে, বর্ধমান মেয়েদের অবশেষে তিনটি ব্লকের আদিবাসী এলাকায় ছাত্র সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য আগামীর ৫বছর ধরে ৫টি পরিকল্পনা উদ্যোগ। এর পরিকল্পনাগুলি আদিবাসীদের সাহায্যের উপযোগী করার জন্য বাঁকুড়া ছাত্রাবাস সংস্থা মেয়েরা পরামর্শের সাহায্যে সুনির্দিষ্ট-ভাবে মেয়ে পরিকল্পনা কমিটির অনুমোদন অনুযায়ী উন্নয়ন ও ছাত্রাবাসগুলি ছাত্রাবাসগুলি ছাত্রাবাস ছাত্রাবাস করছেন। জানা গেছে যে, বর্ধমান মেয়েদের ১৫টি ব্লক ও ছাত্রাবাসের মেয়ে নিয়মের জন্য ছাত্রা সরকার পরামর্শে মোট ১১২.৪১৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। উক্ত অর্থ থেকে ১০,১৪,০১০.০০ টাকা ৮টি ব্লকে সরকারে বর্ধমান করেছেন মেয়ে পরিকল্পনা বন্ধুরা। উপযোগের ব্লকগুলির জন্য ও বর্ধমান অর্থের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	জেলার নাম	বর্ধমান অর্থ (টাকায়)
১)	[illegible]	বিশেষ আদিবাসী এলাকা	১১,১১,১১৯
২)	[illegible]	ঐ	১১,১১,১১৯
৩)	[illegible]	ঐ	১১,১১,১১৯
৪)	[illegible]	ঐ	১১,১১,১১৯
৫)	[illegible]	ঐ	১১,১১,১১৯
৬)	[illegible]	ঐ	১১,১১,১১৯
৭)	[illegible]	ঐ	১১,১১,১১৯
৮)	[illegible]	ঐ	১১,১১,১১৯
		মোট	১০,১৪,০১০

উপরোক্ত ব্লকগুলিতে মধ্যে মধ্য ৮ ও ১১ ব্লকের সমস্তটি সরকারিপত্রি অধিকাংশ আদিবাসী প্রধান আদিবাসীদের দ্বারা মেয়ে জনসংখ্যা আদিবাসীদের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধ ৪০% ব্লক মেয়ে পরিকল্পনা মধ্যে

এই ধারা সংযোজনে এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে অনুরূপ পরিবারের সরকারী সেবকদের চাকুরীজীবন এবং বি বি ও অনুরূপ (উচ্চতর) সংযোগের মধ্যে, এই পরিবারের যে সব সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা সবই অনিবার্যভাবে এবং এরই অনিবার্যভাবে সমাজ প্রবৃত্ত উপকৃত হয়ে থাকে সমাজের প্রথম সারিতে। উচ্চ চাকরি ক্ষেত্রে পরিবারের একমাত্র অনুরূপ পরিবারেরদের সরকারী উদ্যোগ অনিবার্যভাবে প্রাধান্যের মূলে রয়েছে।

ক্রমিক নং	সংযোগের নাম ও মূল	আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ (টাকায়)
১)	একমাত্র অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ (প্রতিষ্ঠানী খাতে) টাকা	১০,০০০
২)	সরকারী সাথে এই প্রতিষ্ঠানী সেবক টাকা ১৫% ১,২০,০০০ টাকা উদ্যোগে	৩,২০,০০০
	ক) প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	
	খ) সাধারণ সংযোগের প্রতিনিধি	
	গ) সরকারী প্রতিনিধি	

ক্রমিক নং	সংযোগের নাম ও মূল	আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ (টাকায়)
৩)	প্রতিষ্ঠানী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংযোগ এই (নিয়োগের নিয়োগ প্রতিষ্ঠানী ১০,০০০ টাকা উদ্যোগে	
	ক) উদ্যোগ প্রকাশ প্রতিষ্ঠানী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	
	খ) প্রকাশনার সংযোগ প্রকাশ নিয়োগ	
	গ) নিয়োগ প্রকাশনার সংযোগ প্রকাশ নিয়োগ	১,০০,০০০
	ঘ) নিয়োগ সংযোগের সংযোগ প্রকাশ নিয়োগ	
	ঙ) প্রকাশনার প্রতিষ্ঠানের সংযোগ প্রকাশ নিয়োগ	
৪)	প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনী নিয়োগ	৫০,০০০
৫)	প্রতিষ্ঠানী প্রতিষ্ঠানের সংযোগ প্রকাশ নিয়োগ	১,০০,০০০
৬)	প্রকাশনার সংযোগ প্রকাশ নিয়োগ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ নিয়োগ প্রকাশ প্রকাশনা নিয়োগ	৬,৫০,০০০
		মোট ১১,০০,০০০

ছাত্রাবাস পরিচালনা সরকারী সেবকদের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন যে, উপরোক্ত পরিকল্পনাসমূহের সবগুলি উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত প্রকল্পগুলি অন্তত আগামী অন্তত তিন বছর।

মেমারি ২ নং ব্লকে আদিবাসী ছাত্রাবাস

তপশিলি জাতি ও জনজাতি অনুন্নয়নভুক্ত শিশু ও কিশোরদের শিক্ষানুষ্ঠানী করার জন্য সৈনিক স্কুলেই শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদান এবং উপযুক্ত শিক্ষা পরিবর্তিত সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উপযোগী মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে উন্নত করার জন্য উদ্যোগে আবাসন ক্ষেত্রীয়করণ প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে আছে ছাত্রাবাস প্রকল্পটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবাসন ক্ষেত্রীয়করণ প্রকল্পের আওতায় ছাত্রাবাসে আবাসিক হিসাবে সমর্থনের অন্তর্ভুক্তিকরণ করা ও পাওয়া-পাওয়া করে এবং ছাত্রাবাসের আবাসিক বিদ্যালয়ে যে নিয়ে / উচ্চ বিদ্যালয়ে অন্তত পরিচালন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে থাকে। এখানে একটি ২০ আসনবিশিষ্ট আদিবাসী ছাত্রাবাস ছাত্রাবাস মেমারি ২ নং ব্লকের সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয় সাংসদ গ্রামে ৭ নম্বর টাকা থাকে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে নানা সমস্যাবলির প্রেক্ষাপটে ক্ষেত্রীয়করণ বিভাগের পরিচালনা জেলা শহরে ছাত্রাবাসটি বিদ্যালয় অঙ্গসংগঠনে হস্তান্তর করা হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক, প্রতিষ্ঠাতা জেলা এবং সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ও আরও অনেকের বিদ্যালয় কমিটির সদস্য জানালেন যে, প্রথমে ও বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতিদের বিশেষ সহায়তায় ২০ জন আদিবাসী ছাত্রদের মধ্য ১ বিশেষজ্ঞ অন্তত ছাত্রাবাসটি চালু করেছেন এবং এখনও পর্যন্ত সুচারুভাবে চলছেন। তাঁরা সবাইকে নিজেই পরিচালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছেন।

উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক, সভাপতি ও সম্পাদক এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আলাপে জানা গেল ক্ষেত্রীয়করণ বিভাগের পরিচালনা জেলা কমিটি আদিবাসীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আদিবাসী ছাত্রদের ছাত্রাবাসটির পরিচালন ব্যয় সম্পূর্ণ ছাত্রদের জেলা থেকে বাজ পড়ে পাওয়া যাবে এবং এ বিষয়ে পরিচালন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মহাশয় অনুষ্ঠানসমূহ বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ২০ জন পরিচালনা আদিবাসী ছাত্রদের আবাসিক আহার-শোধন দৃষ্টি বাবদ উপযুক্ত অর্থ মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সাংসদ প্রধান, পরিচালন কমিটিদের সভাপতি জন্য বিভাগীয় বিশেষ ছাত্রদের বিশেষ নিয়েছেন।

প্রতিবেদন : পরিচালনা দল

অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন উদ্যোগ

ড. আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সংবাদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ

১ মে '১১ বহরমপুর বইমেলা প্রাঙ্গণে ড. বি. আর. আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও জেলার বেশকটি তফসিলি জাতি / জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৩৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাত্র পাঁচ পরিবেশক অংশে নিতে চলে, যেখানে ৩৫০ শিল্পীর ৫ দলের যাওয়ার কথা। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াতদের স্মরণে নিরবতা পালন করা হয়, যা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুসারে নয়।

অতিরিক্ত জেলাশাসক সিদ্ধার্থ 'তফসিলি' সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য জেলায় চালু ছাত্রাবাস ও আশ্রমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা জানতে চান। জেলা পরিষদের সভাধিপতি সভাধিপতি কাননবালা।

জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি ও বিশেষ অনুষ্ঠান

১৮ মার্চ, '১১ তফসিলি উপজাতি কল্যাণ দপ্তর জেলা সদরস্থিত ভূমি সংস্কার ভবনে তফসিলি জাতি/উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পড়ানোর জন্য কোচিং সেন্টার খোলার ব্যাপারে আলোচনা করে। সভায় সভাধিপতি কাননবালা সরকার সভাপতিত্ব করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই উপলক্ষে জেলার 'জেলা নির্বাচনী কর্মসূচি রূপায়ণ' উপর আলোচনা হয়। আলোচনা করেন সহকারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক জেলাশাসক জানান, বিভাগীয় অধিকর্তার নির্দেশে এবং সভাধিপতি ভূমি সংস্কার।

আলোচনাসভার শেষে 'অন্ধকার জেলা'-র উপর একটি পরিবেশন করেন ছাত্রীরা কলাকুশলীরা।

উল্লেখ্য, এই ভূমি জেলাটির জেলা ভূমিসংস্কার পর্যন্ত জেলার ছাত্রদের জন্য সম্প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা করে এই ধরনের কোচিং সেন্টার খোলা হয়েছে। যে ছাত্রছাত্রীরা এই সুযোগ নিতে চায়, তাদের এই তফসিলি ভূমি সংস্কারের কাছে জানাতে হবে।

১১ জুলাই, '১১ মুর্শিদাবাদ জেলার মুরারইয়ের ছাত্রী ভূমির ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে উপজাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য জেলা সমাহর্তা হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি জানিয়ে তফসিলি জাতি/উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা যাতে ছাত্রাবাসে এবং বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ পায় তার ব্যবস্থা করবেন, তবে আশ্বাস জানান। বিভাগীয় অধিকর্তার নির্দেশে ছাত্রাবাসে থেকে তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়কার জন্য ভূমি হবে।

এই নিয়ে পরপর নোয়াপাড়ার আশ্রম ছাত্রাবাস উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদের জেলা সমাহর্তা হিসাবে।

এই নিয়ে পরপর ছাত্রী ভূমি ছাত্রদের জন্য ৫ আশ্রম ছাত্রাবাস উদ্বোধন করেন জেলা সমাহর্তা। এর ফলে ছাত্রদের ভূমি তফসিলি ভূমি নিয়ন্ত্রণের ৫৩ হবে।

১১ জুলাই, '১১ মুর্শিদাবাদ জেলার মুরারইয়ের ছাত্রী ভূমির ছাত্রদের ভূমির বিনামূল্যে উপজাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য জেলা সমাহর্তা হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি জানিয়ে তফসিলি জাতি/উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা যাতে ছাত্রাবাসে এবং বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ পায় তার ব্যবস্থা করবেন, তবে আশ্বাস জানান। বিভাগীয় অধিকর্তার নির্দেশে ছাত্রাবাসে থেকে তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়কার জন্য ভূমি হবে।

এই নিয়ে পরপর নোয়াপাড়ার আশ্রম ছাত্রাবাস উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদের জেলা সমাহর্তা হিসাবে।

এই নিয়ে পরপর ছাত্রী ভূমি ছাত্রদের জন্য ৫ আশ্রম ছাত্রাবাস উদ্বোধন করেন জেলা সমাহর্তা। এর ফলে ছাত্রদের ভূমি তফসিলি ভূমি নিয়ন্ত্রণের ৫৩ হবে।

জেলার ২৩টি ব্লকে ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বহরমপুর সহরের পাশে ছাত্রাবাস বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের তফসিলি জাতি / উপজাতি ছাত্রদের জন্য ১০ আসন বিশিষ্ট ছোট্টদের ছাত্রাবাসের কাজ শেষ হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেটি চালু হতে চলেছে।

অন্যদিকে তফসিলি জাতি / জনজাতি ছাত্রীদের জন্য ১০ আসন বিশিষ্ট ছোট্টদের ছাত্রাবাসের কাজ শেষ হয়ে এবং ৩৬ জনের বহরমপুরের ছাত্রাবাসের।

পরিচালক : জেলাশাসক জেলা

আরামবাগের কালীপুরে তফসিলি ছাত্রীনিবাস

গত ১৭ আগস্ট (১১১১) পরিচালন সমবায়ের আরামবাগ ছোট্টদের বিভাগের মন্ত্রীসভার মধ্যে আরামবাগ একটি ছোট্ট ছাত্রীনিবাস হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার কালীপুরে চালু হল।

মোট ৮০টি পরিবারের তফসিলি ছাত্রীদের জন্য নির্মিত এই ছাত্রীনিবাসটির নির্মাণে খরচ হয়েছে ১৮,২৪,০০০ টাকা। হুগলি জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে এই ছাত্রীনিবাসটি তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়।

আরামবাগ মহকুমা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি আরামবাগ ছোট্ট আশ্রম বিভাগকে এই ছাত্রীনিবাসটি তৈরি করার জন্য জেলাশাসকের কাছে জমি দান করে।

আরামবাগ ছোট্ট আশ্রম বিভাগের

...ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিযোগিতার বিষয় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ১১ জানুয়ারি এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

বিভিন্ন কলেজের বিজয়ী ছাত্রদের বিভিন্নিয়েছেন জন্য একটু ছিল ব্যবস্থা করেও বড়ো ছাত্রদের নিয়ে আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হল ছাত্রীরা।

জেলার অন্যান্য শ্রেণী জন্য বিভাগের ব্যবস্থাও হচ্ছে আলিপুরদুয়ার ও জেলা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১১ জানুয়ারি এই প্রতিযোগিতা চলবে।

বক্তৃতার বিষয় থাকে ছাত্রীদের ব্যবস্থাপনার জন্য ২৫টি বুথ তৈরি করা হয়েছে। জানা গেছে, প্রতিদিন ১৫টি করে বক্তৃতা হবে। প্রথম আলিপুরদুয়ার এবং বক্তৃতা শোনার অনুষ্ঠানে সার্বিকভাবে ছাত্রীদের পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে।

এই জেলাতে এই ধরনের প্রথম পরীক্ষা বেছেছে বিভাগের চেষ্টা করে নেওয়া হয়েছে। তেরটি বিষয়ের প্রস্তাবিত ছাত্রদের জন্য, আলিপুরদুয়ার, শালুয়া, তৈরি, খোয়াই এবং বক্তৃতায়। খুব শীঘ্রই এই বিভাগগুলির নির্মাণকার্য শুরুহবে বলে আশা করছেন জেলার ছাত্রছাত্রী আধিকারিক।

প্রতিবেদন : শুভা আলম

শিলিগুড়িতে ভীমরাও আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী

দার্জিলিং জেলা আইনজীবী শ্রেণী আলোচনা বিভাগ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আগামীকাল শনিবার থেকে শিলিগুড়ি মহকুমার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুরু হচ্ছে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানের মধ্যে চলবে ১. বি ডাক আলোচনাচক্রের ১০১টি জন্মজয়ন্তী উদ্যোগিত হবে। প্রতিদিন জেলার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকবিদ্যালয় সভাধিপতি অমিয় সরকার।

"ডাক্তারের জাতীয় সংহতি ও ড. আম্বেদকর" শীর্ষক আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. ইন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত, প্রাক্তনিক জেলা শাসক পরিষদের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন আদিম বিদ্যুৎ প্রমুখ আলোচনা করবেন। এলাকার প্রায় ৭টি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রদের অংশগ্রহণে 'ডাক্তার পৃথিবীতে আম্বেদকর' শীর্ষক বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন জেলাশাসক পরিষদের সভাধিপতি অমিয় সরকার।

শিলিগুড়ি মহকুমার জাতিগত
ও ভাষাগত প্রবাসের জন্যজয়ন্তী কর্মসূচি

শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে, জলপাই মুখে বিভিন্ন জন্মজয়ন্তী কর্মসূচির (ব্লক প্রচার) মাধ্যমে প্রায় ১২০০ জনের জাতিগত সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী ৪, ৫ ও ৬ শিলিগুড়ি শহরে মহকুমা শাসকের অভিযানে বিভিন্ন দিবস পালিত হবে।

"ডীমরাও আম্বেদকর ও সমসাময়িক ভারতবর্ষ"
ঘড়িবাড়িতে রচনা প্রতিযোগিতা

আলোচনাচক্রের ১০১টি জন্মজয়ন্তী উদ্যোগের শিলিগুড়ি মহকুমার ঘড়িবাড়ি ব্লকের অংশের পাঠ্যক্রমি ছাত্র ছাত্রদের ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় "ডীমরাও আম্বেদকর ও সমসাময়িক ভারতবর্ষ" শীর্ষক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। বক্তৃতা ৩ জন শ্রেণির ৩০ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিষয়ক্রমের ভিত্তিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হান অধিকার করে যথাক্রমে অনিমা সরকার, শেফালি বর্মন ও অরুণোদয় রায়। আম্বেদকরের জীবনাদর্শের ওপর উদ্যোগে ২৭ জুলাই ঘড়িবাড়ি ব্লকে মূল মহাবিদ্যালয়ে ভিত্তে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বিষয় : "ডীমরাও আম্বেদকরের আমার জীবন"। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হান অধিকার করেন যথাক্রমে দীপ্তি মজুমদার ও অরুণোদয় রায়। সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।

অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নে শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন প্রকল্প

শিলিগুড়ির কাছে ফাঁসিদেওয়ে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১০ আগস্ট। তিনটি শ্রেণীর ছাত্রীনিবাস নিয়েই শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ির অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ ছাত্রীনিবাসে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

কর্মাধ্যক্ষ মেডিক্যাল কলেজের আধিকারী ছাত্রীনিবাস

কর্মাধ্যক্ষ মেডিক্যাল কলেজেও আশ্রমটি ছাত্রীনিবাসের কাজ হচ্ছে। অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের শিলিগুড়ি শহর সূত্রের সাথে প্রকাশ, আশ্রমটি ছাত্রদের আশ্রমটি ছাত্রদের জন্য ছাত্রীনিবাস ২০টি আসনবিশিষ্ট পৃথক ছাত্রাবাসও শহর শুরু করা হয়।

কুলবাড়ি বিভাগ

১৯৯৮-৯৯ অর্থবর্ষে বিভাগে বনসংরক্ষণ তুলনে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বিভাগে ৩,১২,০০০ টাকা ধরা হয়েছে।

সেগুনবাগান আবাসনের জন্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প

(ক) বনকর্মচারী তুলনে বর্তমান ছাদ সমন্বিত ১৪৮৮ স্কোয়ার ফুটের বর্তমান অবিকাঠামো ভেঙে নতুন আবাসগৃহ নির্মাণ ;

(খ) বর্তমান তুলনে অবস্থিত ৮ খানা পাকা আবাসগৃহ সংস্কার নির্মাণ ;

(গ) বর্তমান তুলনে অবস্থিত ৩টি পাকা শৌচাগার সংস্কার।

এইসব প্রকল্পে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবর্ষে ব্যয় ধরা হয়েছে তিন লক্ষ টাকা।

শিলিগুড়ি জেলায় বিভিন্ন সেচ প্রকল্প (১৯৯৮-৯৯)

(১) মাটিগাড়া তুলনে অবস্থিতি ১ নং ডিপ পরিবারের সমাবেশের জন্যে ও তুষিমাবেশন প্রকল্প ৪,৯১,০০০ টাকা।

(২) মাটিগাড়া তুলনে সড়ক অবকাঠামো তুলনের প্রকল্প ৪,৯৮,৪০০ টাকা।

(৩) মাটিগাড়া তুলনে বাহিনীবাহিনীতে বনকর্মচারীদের জন্যে ৪,৯০,০০০ টাকা।

(৪) ঐ ৩,৭৮,৪০০ টাকা।

(৫) বনকর্মচারী তুলনে অবস্থিত ছয় পরিবারের ব্যবহৃত সমাবেশিক ও ফোটোকেবের জন্যে পাকা শৌচাগার প্রকল্প ৪,৯০,৪০০ টাকা।

সড়ক ও কালভার্ট

(১) মাটিগাড়া তুলনে অবস্থিত পুরোনো বনকর্মচারী কোয়ার্টারগুলি থেকে মাটিগাড়া-শিলিগুড়ি সড়ক পর্যন্ত ৪,১১,০০০ টাকা।

(২) বনকর্মচারী তুলনে মাটিগাড়া থেকে মাটিগাড়া পর্যন্ত ১টি কালভার্ট নির্মাণ ২,১১,০০০ টাকা

(৩) বনকর্মচারী তুলনে বেতারযন্ত্র ব্যবহারের জন্য সংযোগ প্রকল্প চালু হয়েছে। এখানে ৫/৪ ফিলামেন্টের ১টি বনকর্মী টাওয়ার থেকে পরিষ্কার পানীয় জল নিয়ে আসবার প্রকল্প ধরা হয়েছে ১৯,২১,০০০ টাকা। টাওয়ারের অনুচ্চতা ৮০ ফুট ১০০ পরিবার।

শবরদের কল্যাণে বাঁকুড়া জেলা

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশে, ডলমার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, বাঁকুড়া ব্লকে শবরদের বাস। এরা অধিকাংশই প্রকৃতির কুটিরে। এরা ডলমার জঙ্গলে বাস করতে ভালবাসে। অনুন্নতির পথে চলার সরকারীর এই জনজাতীর ব্লকে নিজস্ব ভাষা নেই বেশ উল্লেখ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিল শ্রেণী-ভুক্ত বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করেছে। ডিসেম্বরে বাঁকুড়ায় রাজ্যী প্রাইমারী স্কুলের আয়োজন হয়েছে, বাঁকুড়ার প্রাইমারী আয়োজন হয়েছে ও ডিসেম্বরে আয়োজন হয়েছিল মোট ৪০ জন শিশু পড়াশোনার জন্যে।

এদের জন্য তিন্না করে ৫৮৪ ডিসেম্বরে বাঁকুড়ার ছাত্র থেকে ছাত্র আবাসে আয়োজন শ্রেণী আলাদা বিভাগের বাড়িগুলি উদ্যোগ বিষ্ণুপুর নির্দেশনামূলী আয়োজন বিভাগ ইনস্টিটিউটের আলোচনাই প্রকাশ হয় যখন যে সমস্যাটি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর আয়োজন

শ্রেণী আলাদা বিভাগের প্রকল্পগুলিকে তথ্য জেলা আলাদা আলোচনাকে ভর্তিপাদান কুলির এবং আলাদ জেলা আলাদা আলোচনাকে তথ্য বিভাগ সমন্বয় করে পড়াশোনা আলাদের উপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প পাঠানো আলোচনা আলাদ।

জেলার আলোচনাকেন্দ্র আলো ছাত্র পাঠ

[বাকি বিষয় পাঠান ৭১ পৃষ্ঠায়]

আলোচনা ছাত্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে বাঁকুড়ার পরিবারে সর্বশিক্ষা কার্য থেকে ৪৯,৫২,১২৮ টাকার ১৯টি প্রকল্প এবং বিভাগীয় পরিবারে ১,১১,৫০০ টাকায় ৯টি প্রকল্প পাঠানো হয়েছে ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ অর্থবর্ষে ১৯৯১ সালের পাকা আলোচনা বিভাগ ইনস্টিটিউটে পেশ করেন।

উল্লেখ করা যেতে যে, মাত্র এক টি বি সি সি'র বাঁকুড়া জেলিলে আলোচনা বিভাগ পরিবারে পরিচালন সমাবেশ করে গত (১৯৯৮) ২৯ জানুয়ারি প্রকাশিত বিশেষ নিবন্ধে প্রতিবেদিকায় পাঠানো হয়েছিল।

প্রতিবেদক : বিমল চক্রবর্তী

ডাকটিকিটে আদিবাসী

প্রবীরকুমার সাহা

দেশ ভাগের পর থেকে দেশ-বিদেশ, দূর, দরাজের মানুষের কাছে ভারতবর্ষকে সেরা সব প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সমাজে আসন পেতে হয়েছিল। এদের অনেকের চাহিদা ছিল হাতের মিহি শ্রেণীতে। এদের ডিমাণ্ড বিদেশে অনেক লাটুকে ব্যবসায়ী তৃষ্ণিকা গ্রহণ করতে হয়। সেকিন থেকে এদের অনুন্নত শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিকল্পনার মাধ্যমেই সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ভ. বি অন্য অনুন্নতদের মেকুরে সাবিধান প্রদেশের জাতিদের সংবিধানে কেন্দ্রের বিশেষ সাথাক ব্যবস্থা, তালিকাভুক্তি (পরবর্তীকালে অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীকেও) সাংবিধানিক ও আইনগতিক সুরক্ষা দুটি থেকে মুক্তি থেকে জন্য বিশেষ ব্যবিধান ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করেছেন।

সংবিধানের মূল ভাগে তফসিলি ও জনজাতি ভোগেসমূহ শীর্ষকের অনুচ্ছেদ ২৪৪, ২৪৪(১)-এ এই শব্দের অনুবাদের জন্য করা হয়েছে। এদের বিভিন্নতার সাবিধান প্রবর্তনের অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে ৪৬ সালের জন্য চালু করা হলেও সাবিধান সংশোধন করে ৩১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতি দশ বছর অন্তর সময়সীমা বাড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এ পর্যন্ত এরূপ চারটি বর্ধিতকরণ হয়েছে।

পরিসংখ্যান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত তফসিলি জাতি ও তালিকাভুক্ত জনজাতির সংখ্যা হল যথাক্রমে ৪১ ও ৫৮ কোটি পরিসংখ্যান সরকার অনুমোদিত জনসংখ্যা অনুসারে শ্রেণীর তালিকাভুক্ত হয়েছে ৭৫টি (৮ ১১ ১৯১৭ তালিকার সেকেলবুদ্ধাই)।

জাতির ক্ষেত্রে তফসিলি ও তালিকাভুক্তির জাতীয় তালিকা হয়েছে। জনজাতির শ্রেণীগুলির জন্য পৃথক নথুন ও তালিকা হয়েছে, পূর্ব নাম ছিল তালিকা জাতি/ তালিকাভুক্ত নথুন। তাছাড়া নতুন সংযোজন হয়েছে—জনজাতির শ্রেণী নথুন। পরিসংখ্যান নথুনের মধ্যে—জনজাতির শ্রেণী জনজাতি নথুন। ভারতীয় ও ভূমি-সংক্রান্তের বিভিন্ন পার্থক্যের ভাষার ক্ষেত্রে সাংবাদিকের সুযোগ, সোসাইটি, বিজ্ঞানসম্মত, পুনর্গঠন, পরবর্তের প্রভৃতিতে নিয়োগে তফসিলি/তালিকাভুক্তির সংরক্ষিত ক্ষেত্র থাকলেও জনজাতির ক্ষেত্রে কোনও সংরক্ষণ নেই।

৫ বি বি ও জনজাতি জনজাতির শ্রেণীর জমিতি ও বিক্রয় ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ থাকলেও জনজাতিদিগের ক্ষেত্রে তার সংরক্ষণ নেই।

বিভিন্নপ্রদেশগুলির তালিকা অনেকগুলিতে তফসিলি/ তালিকাভুক্ত এবং ৫ বি বি-এর বিক্রয় সুযোগ পাওয়া নিয়ে তা ক্ষেত্রেরা অনেক জন্য বিভিন্নতার মধ্যুক্তি কমিশন বিভিন্নপ্রদেশগুলিতে পৃথক তফসিলি/তালিকাভুক্ত 'ক্ষেত্র' থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কমিশনের বিভিন্নপ্রদেশে এরূপ পৃথক 'ক্ষেত্র' রয়েছে।

তালিকার জন্য বিভাগ জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও তালিকাভুক্তির দুটি ক্ষেত্রের জন্য দুটি তালিকা। জন্য নির্দিষ্টে দুটি ক্ষেত্রেরেন তালিকার মুক্তির জন্য তালিকাভুক্ত সাংবাদিক বিশ্বাসযোগ্য ক্ষেত্রে নিজস্ব মূল্য। পরবর্তের নির্দিষ্ট পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গেই অনেকদিনের নির্দিষ্ট নীতি বিভাগে; কিন্তু বিশেষ পক্ষ নৈপুণ্যের অনুমতির অনুপস্থিতির সঙ্গে সেরা পর্যন্ত এটি উদ্ধার না পেতে দেখা যাচ্ছে। ১৯৫০ সালের ১ জুন ঘটনা ছেলে এই শব্দের সাংবাদি নেওয়ার সুযোগ হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ সালের ঘটনা ঘটে। ১৯৮৮ সালের ১৫ সালের ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশিত হয় ৫০ পয়সার ডাকটি সালের জন্য টিকিট। প্রতিটি জন্য টিকিট পাওয়ার ৩৫টি টিকিট জন্য মুদ্রণ সংখ্যা ১০ লক্ষ।

১৯৮১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে 'জনসংখ্যা অধিবাসী' শীর্ষক ডাকটিকিটে প্রথমটি অধিবাসীকে দান করা। এরা হলেন (১) যাদের বয়স সাধারণ সম্ভানসম্ভূত এদের বয়সের তুলনায় বয়সের পুরুষের পরিবারে তুলনায় কম ছেলেরা। ডাক টিকিটের মূল্য সংখ্যা ২০ লক্ষ। (২) ডাকঘরটি অধিবাসী বয়সের ডাকাতদের বয়স ছেলের বয়সের। ডাক টিকিটের মূল্য সংখ্যা এক কোটি ৫০ লক্ষ। (৩) টীন মহিলা—টীন অধিবাসীর বয়সের ডাকাতদের, মাতৃত্বী, ওজনটি, বয়সের পরিবারের। ডাক টিকিট মুদ্রিত হয়েছে ২০ লক্ষ। (৪) টেক্স ভারী মিটির হয়েছে ডাক একটি ডাক টিকিটে একটি মূল্য সংখ্যা ২০ লক্ষ। টেকনো বাস করে ডাকিনিয়ান্ বয়সের টেকনিসি অঞ্চলে। প্রতিটি ডাক টিকিটের পরের ডাক টিকিটের সংখ্যা হল ৫০টি ডাক মূল্যে ৫'৫৫ ডাক টিকিট দান, বয়সটি, দান সম্ভব ৫৫৫ ডাকা হয়ে গেছে। ডাক টিকিট প্রতি মূল্য ৫৫ টাকা। ডাক টিকিটে ছেলের ডাকাতদের নেই।

এছাড়া ডাকঘর, ১৫-১৩ ৮১ তারিখে ১৯৮৭ সিরি ৫'৩ টিকিট ডাকদানী উপলক্ষে টিকিটের ১৭ প্রকারের প্রথমটি ডাক টিকিটে 'প্রাচীন ডাকটিকি মহিলা' শীর্ষক ডাকটিকিট ডাকদান টিকিট হয়েছে—ডাকদানের প্রাচীন (মূল্য ২ টাকা), ওজনটি (মূল্য ১ টাকা), দানের (মূল্য ১৩ টাকা) এবং ছেলের (মূল্য ১১ টাকা) ডাক টিকিট ডাকদান ডাকদানের ডাকদানের ডাকদানীতে ডাক টিকিটে (দোকানের টেকনোলি) ডাকদান দোকানি ডাকা, ডাকদানীর পরিবারের ছেলেরা ও ডাক ছেলেরে টিকিট করেনি। ডাকদানী এই অনুপম ডাক টিকিট মূল্য ডাকদান।

(১১ পৃষ্ঠার পর)

মালদা জেলায় অনগ্রসর কল্যাণ বিভাগের কর্মকাণ্ড

সংগঠনের বাস্তবায়নের লিখিতে পত্র মন্ত্রণালয় ডাকাগে (ডাকিনিসি জাতি, ডাকিনিসী, ও বি সি) ডাকদানের বিভাগের ছেলে ডাকদানি ওপাদিতে হয়ে ডা একাডেমে নিম্নরূপ :

শিক্ষা

মূলত, ডাকিনিসি জাতি ও ডাকিনিসী ডাকদানীদের শিক্ষা ডাকদানের জন্য বছরে প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। পুরুষ ডাকে ডাকুলদ (কৃষ্ণ ডাকটি), ছেলেবৃত্তি, ডাকদানদান ডাকা ও হাটেল খরচ ডাকদ এই অর্থ ডাকদ হয়।

বর্তমানে ডাকদানি বছরে প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার ডাকদানকৃত ডাকা হয়েছে এই সব ডাকদানীদের ডাকাগে।

কেন্দ্রীয় ডাকদান (সেন্ট্রাল ডাকদান) : ইতিমধ্যে ডাকদানীদানের ডাকিনিসী ডাকদানীর জন্য ডাকদান ৯০ ডাকদানীদানি হাটেলের ডাকদান হয়েছে। এ ডাকদ খরচ হয়েছে ১২,১৩,২০০ টাকা।

এ ডাকা ডাকদ দুটি হাটেল ডাকদানের ডাকদানের। একটি হল পাকুড়ডাকটে ৮০ ডাকদানীদানি ডাকিনিসী ডাকদানের হাটেল। এ খরচ খরচ হয়েছে ৩১,১৫,৫১৪ টাকা। অন্যটি হল মালদা শহরে ডাকিনিসী হাটেলের জন্য ৮০ ডাকদানীদানি হাটেল। এর জন্য খরচ হয়েছে ১৬,১৭,৮০০ টাকা।

মাধ্যমিক ডাকদান : ডাকিনিসী ডাকদানীদের জন্য ১২টি হাটেল খরচ ডাকদ ৪টি হাটেল চালু হয়ে গেছে।

ডাকদানী

জেলার ছেলে ডাকদানে ডোকসংখ্যার ৫০ শতাংশে ডাকিনিসি জাতি ও ডাকিনিসী ডাক ডাকদ ছেলে ডাকদানে দর্শিত উন্নতির জন্য বিভিন্ন ডাকদূতি ওপাদিত হয়ে থাকে ছেলে—ডাকদ, সেতু, ডাকছেলেরী পাকদানালী, পল্লী বৈদ্যুতিকরণ, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি। বিগত বছরে এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৭২,৪৮,০০০ টাকা।

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ

ডাকদান অনগ্রসর শ্রেণীর ডাকিনি উন্নয়নের জন্য ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে ১০ লক্ষ টাকা ডাকদ ডাকদানদা করা হয়েছিল। এই অর্থে ৩৪ জন ছেলের ডুবকে বিভিন্ন হয়েছে ডাক মঞ্জুর করা হয়েছে। ডাকদানীর মধ্যে ডাকে ছেলেরি, ডাকটিকিদান, ডাকদানি, সিলাডাক ডুবেদানি, পাকদাকে সিলাই প্রভৃতি

বর্তমানে ডাকিনি বছরের জন্য ৪১ লক্ষ ২ হাজার টাকা ধার্য হয়েছে। উল্লিখিত ডাকদানীদানি ছাড়াও ছেলুন, শিল্প সমবায় ইত্যাদি ডাকদাও রয়েছে।

এছাড়া ৫০ হাজার টাকার মধ্যে যে ছেলেও ডাকদা ডাকদ করা যেতে পারে।

এম এস এফ বি সি'র জন্য ৫ বছর ৪টি কিস্তিতে টুকিটি ডিপি মঞ্জুর করা হয়েছে। আরও প্রায় ৫০টি ঘর ডাকদ মঞ্জুরের অপেক্ষায়।

অনগ্রসর শ্রেণীর পাকদানদ (ফাইনান্সিয়ে): বছর ১ ১-৯৯ থেকে ৩০-৬-৯১ পর্যন্ত ১৮০৮ জন ডাকিনিসি জাতি, ১১০ জন ডাকিনিসী ও ১২০০ জনকে বিভিন্ন সাটিফিকেট মঞ্জুর পাকদানের পত্তন থেকে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন : মুকুন্দকুমার সাহা

মনে রাখার মতো দিন ❑ মনে পড়ার মতো ঘটনা

সংকলক : বীরেন্দ্রনাথ সরকার

[জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের পাতা থেকে সংকলিত ঐতিহ্যবাহী তারিখগুলি মুখস্থ রাখার এই প্রয়াস পাঠকসাধারণের মধ্যে নতুন উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ বিশেষ ঘটনা—যেগুলি ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ও জীবনাবসানের তিথিগুলি এবং যেগুলি ঘটনাবলীর গ্রাম ও আল সম্পর্কে অবহিত হয়ে সেসব ব্যক্তির ও ঘটনার পৃষ্ঠিপোষণা ও আলোচনার ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অধ্যায় অবদানের নতুন মাত্রায় ঐতিহাসিক হবে, এই বিশ্বাসে সংকলনটি প্রকাশিত হল। —সম্পাদক]

১ সেপ্টেম্বর

- ❑ প্রথমবারের মতো এই দিনটি আন্তর্জাতিক শান্তি সংহতি এবং দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
- ❑ জন্মগ্রহণ করেছিলেন [ইংরেজি ১৯ শতাব্দীর শেষ ভাগের] (১৯১৫)।
- ❑ পৃথিবীর সেরা অভিনয় এবং ইতিহাসের মুখোশ খুলে (১৯৩৯)।
- ❑ যেসকল মুসলমান বন্ধু ইতিহাস আলোচনা করেন বা করেন এবং এ ধারা বন্ধের (১৯৪২)।
- ❑ এই দিন থেকে ব্রহ্মদেশ বিমানপথে ইরান চালু হয় (১৯৪৭)।
- ❑ বেলজিয়াম ঐতিহাসিক কোলাবোরেশনের একদা বন্ধের বন্ধুদের বিরুদ্ধে জনমতের বিক্ষোভের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঘটিয়ে যায় (১৯৪৯)।

২ সেপ্টেম্বর

- ❑ জনমতের প্রবল দাবীর মুখে ফেডারেল জার্মানীর বেলিনের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মুক্ত এলাকার অবস্থান অবৈধ ঘোষণা করে ঐতিহ্য ঘোষণা করেছে (১৯৭৩)।
- ❑ প্রাক্তন-ফরাসিদের সর্বাধিক দেশ চলমান ঐতিহ্য পালন-আয়োজনের মধ্যে জনমনের সার্বভৌমত্বের সমাধান ঘটে (১৯৪৫)।
- ❑ বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিসূচক ঘোষণা (১৯৪৫)।
- ❑ জনমনের জাতীয় সমাধান ঘটে (১৯৪৬)।
- ❑ জনগণ আন্দোলনে বিশেষ জন্য বিশ্ব প্রবেশে ১৭৯১ সাল বিশেষ হয় (১৯৪১)।

৩ সেপ্টেম্বর

- ❑ ফ্রান্সের জনমনের আন্তর্জাতিকের জন্মদিন সার্বভৌমত্বের পালন; প্রথম সার্বভৌমিক জনমনের শুরু (১৯১৯)।
- ❑ ফার্স্ট জার্মানের নেতৃত্বে এক জনমনের বিক্ষোভমনের জার্মানীদের আন্দোলন-এর প্রথম আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠিত হয় (১৯৩৯)।
- ❑ বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জনমনীর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৯৩৯)।
- ❑ ব্রিটিশ বিমানযুদ্ধ বন্ধুর ইরানী আক্রমণ (১৯৪৩)।
- ❑ ১৯৪২ থেকে জনমন বন্ধুর পরীক্ষামূলক বিমানযুদ্ধ ব্রিটেনের প্রকাশিত (১৯৪৩)।
- ❑ বিমানযুদ্ধের জনমনের ৫৪-তি বিমান বিধ্বংসমনের (১৯৪৯)।
- ❑ ফ্রেঞ্চ উপকূলে সেপ্টেম্বর অভিযান করলে ব্রিটিশ জার্মানরা থেকে মুক্তিলাভ করে (১৯৭৯)।
- ❑ তিন ও জার্মানির মধ্যে ইতিহাসে জনমনের ঘোষণা (১৯৯৯)।

৪ সেপ্টেম্বর

- ❑ ব্রিটেনের জার্মানীরা শান্তি উদ্যোগ ঘোষণার জন্যই পরীক্ষা জনমনীদের মধ্যে পড়ে (১৯৭৭)।
- ❑ জনগণ জনমনের জন্যদের নেতা পদত্যাগ বন্ধুর জন্য (১৯৮৮)।
- ❑ ব্রিটেন-ফ্রান্স-জনমনীদের বিক্ষোভমনী ফেডারেলীরা জার্মানির বন্ধুর থেকে অনুপ্রবেশ ও প্রত্যাবর্তন করলে মুক্তি ঘোষণা করে (১৯৪৪)।
- ❑ সমাজতন্ত্রের জনমনের ঘোষণা পরিপূর্ণতা হয় (১৯৭৩)।
- ❑ জার্মান মুসলমান বন্ধুর পূর্ব জনমনীর সঙ্গে পুনর্মিলনের সম্পর্ক স্থাপন (১৯৭৯)।

৫ সেপ্টেম্বর

- ❑ এই মুসলমানের দিয়ে ছয় দিনের ফেডারেলি ফেডারেটি ঘোষণা (১৯১২)।
- ❑ ফিলিপের জন্য এক ব্রিটিশের বন্ধুর সমাপ্তির ছয় ঘোষণা ফেডারেটির সমাপ্ত করে (১৯১৮)।
- ❑ জনমনের ঘোষণা পরিপূর্ণ হয়: সার্বভৌম জনমনীদের জন্য (১৯৭৭)।
- ❑ প্রথমের জার্মানি ঘোষণার ও জার্মানি ফেডারেল জার্মান ও জার্মানিদের প্রথম বন্ধ বিশ্বজনের মুসলিমদের ইতিহাসে ফেডারেলিয়নের জার্মানী জনমনের ৫ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বজনী জনমনের অনুষ্ঠিত হয় (১৯৭৯)।
- ❑ ৬৯ জার্মানী জনমনীদের জার্মানি উদ্যোগে ৫ সেপ্টেম্বর জার্মানীর ১৯৩২ সাল থেকে সাত জনমনে বিজয় বিমানযুদ্ধে পরীক্ষা হয়ে।
- ❑ ব্রিটিশ বিমানযুদ্ধে ২৪ ঘণ্টায় এক জনমনের জনমনের ১১ জন ইতালীয় ঘোষণার ও ৪৯ জার্মানীদের ফেলিয়ে এক জনমনে পরীক্ষা জার্মানির পুনরায় বিমান হয় (১৯৭৯)।

৬ সেপ্টেম্বর

- ❑ পুনর পুনর্মিলন ঘোষণার ফেডারেল জার্মান জনমনে ইতিহাসের সমাপ্ত জনমনে জার্মানী হয় (১৯৭৩)।

- [illegible] (১৯৭৯)।
- [illegible] (১৯৮৬)।
- [illegible] (১৯৮৫)।
- [illegible] (১৯৮৫)।

৭ সেপ্টেম্বর

- [illegible] (১৯৫১)।
- [illegible] (১৯২৬)।
- [illegible] (১৯৪৩)।
- [illegible] (১৯৮৬)।
- [illegible] (১৯৮৯)।

৮ সেপ্টেম্বর

- [illegible] (১৯৪৩)।
- [illegible] (১৯৪৩)।
- [illegible] (১৯৪২)।
- [illegible] (১৯৪২)। [illegible]

৯ সেপ্টেম্বর

- [illegible] (১৯৭১)।
- [illegible] (১৯৭৪)।
- [illegible] (১৯৪৫)। [illegible]
- [illegible] (১৯৭৬)।
- [illegible] (১৯৮৭)।

১০ সেপ্টেম্বর

- [illegible] (১৯৭৩)।
- [illegible] (১৯৮৭)।
- [illegible] (১৯৮৫)। [illegible]
- [illegible]
- [illegible] (১৯৮৮)।
- [illegible] (১৯৮৮)।

১১ সেপ্টেম্বর

- [illegible] (১৯৯৪)
- [illegible]
- [illegible] (১৯৮৮)।
- [illegible] (১৯৮৭)।
- [illegible]

১২ সেপ্টেম্বর

- [illegible] (১৯৮৩)।
- [illegible]
- [illegible] (১৯৯৪)।
- [illegible] (১৯৮৮)।
- [illegible] (১৯৮৫)।

১৩ সেপ্টেম্বর

- [illegible] (১৯৯৬)।
- [illegible] (১৯৮৭)।
- [illegible] (১৯৮৫)।
- [illegible] (১৯৮৬)।
- [illegible] (১৯৮৮)।
- [illegible] (১৯৮৮)।
- [illegible] (১৯৮৮)।
- [illegible] (১৯৮৮)।

১৪ সেপ্টেম্বর

- ঐশ্বরিক বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেটবলদলের জন্ম হয় (১৮৮৪)।
- অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ বার্ষিক ক্রীড়া পরিষদ থেকে ব্লু-সম্মাননা প্রদান প্রবর্তন করে যেন (১৯৩৬)। বিশেষ ক্ষেত্রে ইংরেজ সম্মাননা প্রদান পরিষদের সভা আহ্বানক বা অর্থাৎ সভাপতি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ বাস্কেটবলদলের প্রতিযোগিতা এই দিনের পূর্বাহ্ন হয়।
- যেন প্রতিযোগী সেপ্টেম্বর একটি সভা পরিষদ হয় (১৯৮৮)।
- প্রথম মহিলাদের বাস্কেটবল বাস্কেটবলদলের উৎপাদনের সৃষ্টি (১৯৭৯)।
- সেপ্টেম্বরের প্রতিযোগিতা বিশ্বকাপ পরিষদে যে যেসব বাস্কেটবলদলের একটি অর্থনৈতিক সংস্থার পরিষদের প্রদান যেন করেন (১৯৯৯)।

১৫ সেপ্টেম্বর

- প্রথমি যেসব যেসবমূলক বাস্কেটবলদলের পরিষদে মহিলাদলের জন্ম হয় (১৮৭৩)।
- পি এস ডে বাস্কেটবলদলের পি এস বাস্কেটবলদলের জন্ম হয় (১৯৬৯)।
- পিরিয়ড মুসলিমদের অর্থনৃষ্টি জন্ম হয় (১৯৪৯)। ইরান এটা থেকে পরে যে, এটি প্রকাশের প্রথম মুসলিম অর্থনৃষ্টি।
- এই তারিখটি পরিচালনার বাস্কেটবলদলের মুক্তির হয় (১৯৪৯)।

১৬ সেপ্টেম্বর

- এই দিনটিকে ত্রিমাসি বাস্কেটবলদলে ত্রিটিশ নৃপতির বাস্কেটবলদলের উৎপত্তি ঘটান হয়। ফলে, মুক্তির ত্রিমাসি বাসি দিয়ে এবং তার বাসি প্রথম হয় (১৯৫)।
- ত্রমিক মুক্তিযুদ্ধ যে যেসব ১১ থেকে ২৪ বছরের বাসী সমস্ত বাস্কেটবলদল মুক্ত যেসবমূলক বাস্কেটবলদলের প্রথম বাসিদল প্রদান করে (১৯৪০)।
- ত্রিটিশ বিশ্বযুদ্ধের যেসব বাস্কেটবলদলের ইংরেজের উৎপত্তি বাসিদলের জন্ম বাস্কেটবলদলের হয় (১৯৬৫)।
- বাসিদল প্রথম বাস্কেটবলদল বাস্কেটবলদলের পরিষদে বাসিদলের প্রতিযোগিতা বাসিদল হয় (১৯৭৫)।

১৭ সেপ্টেম্বর

- ত্রমিক মুক্তিযুদ্ধের সংবিধান মুক্তবাসিত হয় (১৯৮৭)।
- পরমাণুবোমা বিশ্বের প্রথমবার ব্যবহৃত হয় (১৯৪৯)।
- পি এস ডে পার্টি পরিচয় হয় (১৯৪৯)।
- আন্তর্জাতিক ইন্টারনেটমান্য বাস্কেটবলদলের বাস্কেটবলদলের বিশ্ব বাস্কেটবলদল (১৯৯০)।

১৮ সেপ্টেম্বর

- এই তারিখে ইরানের টেলিভিশনটি পুরী পরমাণু বাস্কেটবলদল (১৯৭৯)।
- পরী বাস্কেটবলদল বাস্কেটবলদল বাসি (১৯৯৯)।
- বিশ্ব-বৃক্ষরোপণ বাস্কেটবলদলের বাস্কেটবলদলের বাস্কেটবলদল তারিখে পরিচালনা ২১ বিশ্বের বাস্কেটবলদল হয় বাস্কেটবলদল।
- বিজয়ী বিশ্বকাপের বাস্কেটবলদলের বাস্কেটবলদলের বাস্কেটবলদল হয় (১৯৯০)।
- বাস্কেটবলদল (ফুটবলদল)-এ এক বাস্কেটবলদলের বাস্কেটবলদলের জন্ম বিশ্ব যেসবমূলক বাস্কেটবলদলের বাস্কেটবলদলের বাস্কেটবলদল বাস্কেটবলদলের বাস্কেটবলদল (১৯৮৮)।

১৯ সেপ্টেম্বর

- এই দিনটির ছুটি বিশ্বকাপের বিশ্বকাপ বাস্কেটবলদলের জন্ম হয়। পরে প্রথম বাস্কেটবলদল বাস্কেটবলদল হয় (১৯৯৯)।
- প্রথম ৬ পরিচালনের মুক্ত ৮০ বাসিদল বাসি বাস্কেটবলদল হয় (১৯৯০)।

২০ সেপ্টেম্বর

- এই তারিখে মুক্তবাস বৃষ্টির বিশ্বকাপ বৃক্ষরোপণের ১০ বছর বাসিদল বিশ্বকাপের বাস্কেটবলদল হয় (১৯৯৮)।
- পাকিস্তান বাসিদল বাস্কেটবলদল বাসিদল পরিচয় বাসিদল বিশ্বকাপের বাস্কেটবলদলের মুক্তবাসিদল বাসিদল বাসিদল বিশ্বকাপের বাস্কেটবলদল হয় (১৯৯৯)।
- বিশ্বকাপ বিশ্বকাপের বাস্কেটবলদল বাসিদল হয়ে বাস্কেটবলদলের বিশ্বকাপ বাস্কেটবলদল বাসিদল (১৯৯৯)।
- বিশ্বকাপ বাসিদল বাস্কেটবলদল বাসিদল হয় (১৯৯০)।
- এই তারিখে বাস্কেটবলদল বাসিদল বাসিদল 'দ্য বিশ্ব' বাস্কেটবলদল বাসিদল হয় (১৯৯৮)।
- বাসিদল বাসিদলের জন্ম এক বাসিদলের বাস্কেটবলদলের বাস্কেটবলদল পরিচয় বাসিদল-বাসিদলের বিশ্ব বাস্কেটবলদলের বাস্কেটবলদল যেন (১৯৯৯)।
- বিশ্বকাপের ১৯৯৯ বাসিদল বাসিদল বাস্কেটবলদল বাসিদল বাসিদল (১৯৯৯)।

২১ সেপ্টেম্বর

- এই তারিখে বাস্কেটবলদলের বাসিদল বাসিদলের বাস্কেটবলদল বাসিদল বাসিদল বাসিদল (১৯৯৯)।
- বিশ্বকাপ বাসিদলের বাসিদল বাসিদল (১৯৯৮)।
- বাসিদলের বিশ্বকাপের বিশ্ব বাসিদল বাস্কেটবল বাসিদল (১৯৯৯)।
- বিশ্বকাপ বাসিদল বিশ্বকাপ বাসিদল পরু বিশ্বকাপের বাসিদল বাসিদলের বাসিদল (১৯৯৯)।
- বাসিদল বাসিদলের বাসিদলের বাসিদলের বাসিদলের বাসিদল বিশ্বকাপের প্রতিযোগিতার বিশ্বকাপ বাসিদল হয় (১৯৯৯)।
- বাসিদলের বাসিদল বিশ্বকাপ বাসিদল-বাসিদলের বাসিদল বাসিদল (১৯৯৯)।

২২ সেপ্টেম্বর

- এই তারিখে বাস্কেটবলদলের 'অরিয়ন্ট ফ্লাই-৩ বাসিদলের এক বাসিদল বাসিদল বাসিদল বিশ্বকাপ পৃথিবী হয় এবং এই বিশ্বকাপ বাসিদলটি 'ইউ ইউনিট' নাম দিয়ে একটি বাসিদল বাসিদল পরিচয় হয় (১৯৯৯)।
- বাসিদলের বাসিদলের বাসিদলের বাসিদল (১৯৯১)।
- ইরানের বাসিদলের পার্টি বাসিদল বাসিদল বাসিদল বাসিদল বাসিদলের বাসিদল বাসিদল বাসিদল (১৯৯৭)।
- ইরান-ইরান বাসিদলের মুক্ত ৬৮ হয় (১৯৯৩)।

২৩ সেপ্টেম্বর

- এই তারিখের বাসিদলের বাসিদলে বাসিদল বাসিদল বাসিদল-বাসিদল বাসিদল বাসিদল বিশ্বকাপ বাসিদল বাসিদল বাসিদল (১৯৯৯)।
- 'আন্তর্জাতিক বাসিদল' বাসিদল বাসিদলের বাসিদলের বাসিদল বিশ্বকাপের প্রতিযোগিতার বাসিদল যেন (১৯৯৯)।
- পাক-বাসিদল মুক্তির বাসিদল ঘটে (১৯৯৯)।

- ☐ মোবাইল ব্যাংকিং চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালার উপযুক্ত সংশোধন পাকা করা হবে (১৯৭৯)।
- ☐ পাসপোর্ট সেবার বিস্তার ঘটে (১৯৭৩)।
- ☐ অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি ও সংস্কারে সহায়তা করে (১৯৮৯)।

২৪ সেপ্টেম্বর

- ☐ এই তারিখে ঢাকা ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেল, অভিবাসন ও মানবসম্পদ বিশেষজ্ঞদের এক সেমিনার হোটেল আন্তর্জাতিক শুরু করে (১৯৯৯)।
- ☐ বিশ্বজুড়ে বিমানযাত্রার সময়ে আকাশযানের উচ্চতামাপক যন্ত্র ঘটে (১৯৫৯)।
- ☐ বিশ্বজুড়ে বেতারে টেলিফোন আলাপচারির উচ্চতামাপক ঘটে (১৯৬৯)।
- ☐ ফোনের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো বিমানে সমুদ্রে-বাতাসে ও পৃথিবীতে অবস্থান করে ফোন সংযুক্ত করার (১৯৯৯)।

২৫ সেপ্টেম্বর

- ☐ এই তারিখে রাজার পৃথিবীর আন্তর্জাতিকী (সর্বোচ্চমানে আন্তর্জাতিক-ক-ঘর) সেবার উন্নয়ন আরম্ভ (১৯৯৪)।
- ☐ মোবাইলের সেবার অধিকার পৃথিবীর সেবোচ্চিন্ন সকলে প্রতিযোগী পৃথিবীর প্রথম করে (১৯৯৭)।
- ☐ সেবিয়ের ইন্টারনেট আবদ্ধি বেতার পরীক্ষার কথা ঘোষণা করে (১৯৯৬)।
- ☐ ইন্টারনেট ব্যবসায়ী বিনিময়ের কথাবার্তায় আন্তর্জাতিক করে নিয়ে হয় (১৯৯৬)।
- ☐ তারিখ ব্যবসায়ের ব্যবহারে ২৫১ মিনি পৃথিবীর সকলের পরীক্ষার পেয়ে মিনি সরকারকারী সহ বিমানের প্রথম ব্যবসায়ের আরম্ভ করে (১৯৭৩)।
- ☐ মোবাইলের ব্যবসায়ী আরম্ভ দিন তারিখ ইন্টারনেট ৯৩ মোবাইল প্রথমে পৃথিবীর পাকা পেয়ে মোবাইল (১৯৭৬)।
- ☐ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ করে পর পৃথিবীর পৃথিবীতে সম্পর্ক পুনরায় করে (১৯৭৪)।

২৬ সেপ্টেম্বর

- ☐ এই তারিখে পর্তুগিজ বিমানযাত্রা বিমানবন্দর প্রথমবার করেছে (১৯৯৩)।
- ☐ প্রথমে সংবাদপত্রের পরীক্ষামূলক টেলি রিপোর্টিংয়ের আরম্ভ করা হয় (১৯৯৩)।
- ☐ প্রথম তারিখবারের (প্রথম থেকে প্রথম) তারিখে বিমানযাত্রা বিমানের প্রথমবার করেছে (১৯৯৯)।
- ☐ রিপোর্টারের ট্রেনিং ব্যবসায়ীদলের তারিখে ৪৯টি তারিখে মোবাইলের পৌঁছেন(তারিখ)-এর করে (১৯৭৯)।
- ☐ একই বছরের প্রথম পৃথিবী ও সারা তারিখের সকল থেকে প্রথমবার করে প্রথমে তারিখের একটি করা হয় (১৯৭৩)।
- ☐ প্রথমে পৃথিবীর বিমানযাত্রার বিমানবন্দর ঘটে (১৯৭৭)।
- ☐ ১৯৭১-৪ বছরের মিনি পাকাপাকির তারিখে পেয়ে প্রথম ট্রেনিং ও মিনির করে প্রথমের পৃথি পাকাপাকির হয় (১৯৮৪)।
- ☐ প্রথমে পাকা মোবাইলের পুনঃব্যবহারের বিমানবন্দর ঘটে (১৯৭৯)।

২৭ সেপ্টেম্বর

- ☐ এই তারিখে বিমানযাত্রার তারিখে মিনি তারিখ করেছে প্রথমে তারিখে হয় (১৯৯৪)।
- ☐ প্রথমবারের মতো বিমানযাত্রা ঘটে (১৯৯৩)।
- ☐ প্রথি পাকাপাকে বিমানযাত্রা ঘটে (১৯৯৪)।
- ☐ বিশ্বের পৃথিবীতে সব প্রথম তারিখ প্রথমে চালুকরণ শুরু হয় (১৯৯১)।
- ☐ বিশ্বজুড়ে চালু মিনি প্রথমবার করেছে (১৯৭৭)।
- ☐ প্রথমবারের তারিখে পাকাপাকে (১৯৯৩)।
- ☐ প্রথমবার মোবাইল আন্তর্জাতিকভাবে ও পৃথিবীর মিনি তারিখবারের প্রথমবার করেছে (১৯৯৪)।

- ☐ প্রথমবার প্রথম পৃথিবী প্রথম মোবাইল প্রথমবার তারিখবার পৃথিবী, প্রথমবারের ইন্টারনেট পাকাপাকে ১০ বছর প্রথম পৈত্রিকভাবে করে পাকাপাকি করে ১৪-পাকা পৃথিবীর পাকাপাকি করেছে (১৯৯৭)।
- ☐ মোবাইলের ইন্টারনেট পৃথিবী প্রথম পাকাপাকির একটি মোবাইলকারে পৃথিবীর প্রথমবার পাকাপাকির প্রথমবারের প্রথম মোবাইল করে (১৯৭৪)।
- ☐ প্রথম মোবাইলটি তারিখে ইন্টারনেটের প্রথমবারে পাকাপাকি করে পাকা করেছে (১৯৯৪)।

২৮ সেপ্টেম্বর

- ☐ এই তারিখে প্রথমে তারিখবার মোবাইলে প্রথমে তারিখবারে ইন্টারনেটের মিনি হয় (১৯৯৪)।
- ☐ ইন্টারনেটের পাকাপাকির আন্তর্জাতিক হয় (১৯৯৩)।
- ☐ বিশ্বজুড়ে মোবাইলটি প্রথমে প্রথমবারের প্রথমবার তারিখবার প্রথমে হয় প্রথম হয় (১৯৯৭)।
- ☐ পাকাপাকির প্রথমে প্রথমে পেয়ে পেয়ে (১৯৭৮)।
- ☐ মোবাইলের ইন্টারনেট পাকাপাকিতে প্রথমবারে তারিখবার প্রথমে পাকাপাকির পাকাপাকি ও পাকাপাকিতে প্রথমে ৪৪ ইন্টারনেটের পৃথিবী প্রথমে পাকাপাকির প্রথমে প্রথমবারের প্রথমে পাকাপাকি পাকাপাকিতে পাকাপাকির হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর

- ☐ এই তারিখে ইন্টারনেট পৃথিবী মিনি তারিখে প্রথমে তারিখে প্রথমে তারিখে হয় (১৯৯৪)।
- ☐ প্রথমবারের মতো ইন্টারনেটে ঘটে (১৯৯৩)।
- ☐ প্রথি পাকাপাকে ইন্টারনেটে ঘটে (১৯৯৪)।
- ☐ ইন্টারনেট পৃথিবীতে পাকাপাকির প্রথমে তারিখবারের পৃথিবীর হয় (১৯৯১)।
- ☐ বিশ্বজুড়ে প্রথমে মিনি প্রথমবারে করেছে (১৯৭৭)।
- ☐ প্রথমবারের তারিখবার পাকাপাকি (১৯৯৩)।
- ☐ প্রথমবারে মোবাইল আন্তর্জাতিকভাবে প্রথমবার ও পৃথিবীর মিনি তারিখবারের প্রথমবারে প্রথমবারে করে (১৯৯৪)।

৩০ সেপ্টেম্বর

- ☐ এই তারিখে প্রথমবার ঘটে পাকাপাকিভাবে প্রথমে প্রথমবারে প্রথমে করেছে (১৯৯৩)।
- ☐ মিনি পাকাপাকির প্রথমবারের পৃথিবীর হয় (১৯৯১)।
- ☐ বিশ্বজুড়ে প্রথমবারে প্রথমবারের ইন্টারনেটের প্রথমবারের ঘটে (১৯৯৩)।
- ☐ মোবাইলের ইন্টারনেটে পৃথিবীর পাকাপাকির প্রথমে পরীক্ষার ৪৩ করে (১৯৭৮)।
- ☐ মোবাইলের ইন্টারনেটে ও মিনি মোবাইলে পাকাপাকির পৃথিবীতে সম্পর্ক পাকাপাকিতে পৃথিবীর প্রথমে করে (১৯৯৩)।

৭ম রাজ্য আদিবাসী ভাষার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা এবং গুণিজন সংবর্ধনা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

৭ ১ মে ('১১) সন্ধ্যায় সভাগৃহ ভরে যায় নানা জাতির মানুষের আগমনে। সভাগৃহের বাইরে নানা রঙের ফেস্টুনগুলি ঝলমল করছে। এই নিয়ে সপ্তমবার রাজ্য আদিবাসী ভাষার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ও গুণিজন সংবর্ধনা উপলক্ষে এই সমাবেশ।

১ মে বিকাল ৪টায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিযোগিতা ও গুণিজন সংবর্ধনা উৎসব শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দিয়েছেন অধ্যাপক [illegible]। প্রধান অতিথি ছিলেন [illegible]। বিশেষ অতিথি ছিলেন [illegible]। [illegible] বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, ভাষা-সংস্কৃতির উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির উন্নয়নের প্রয়োজন এবং সেজন্যই পরিষদের সভাপতি [illegible] প্রধান বিচার বিভাগ হিসেবে [illegible] এই সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রশংসা করেছেন।

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ১৯৯৫ সালে [illegible] সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন বিষয়ে [illegible] অনুষ্ঠানে [illegible] সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। [illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে [illegible] অনুষ্ঠানে [illegible] হয়েছে।

[illegible] ১১১৮-১১ সালের [illegible] গুণিজন হিসেবে এ বছর যাঁরা স্বীকৃতি পান তাঁরা হলেন (১) [illegible], (২) [illegible], (৩) [illegible], (৪) [illegible] এবং (৫) [illegible]। [illegible] সংস্কৃতির [illegible] ও [illegible] [illegible] হয়। [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] দেন।

এর পর শুরু হয় নাট্য প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের বিভিন্নভাগুলির বিচার বিশ্লেষণ করেন, জোছনা মাঝি, [illegible], [illegible] এবং [illegible]। [illegible]

বিচারক হিসেবে যুক্তরাজ্য বিভাগে ছিলেন [illegible]। বিভিন্নভিত্তিক নাট্যগোষ্ঠী, নাটকের নাম, পরিচালক, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের তালিকা হল:

প্রথম :	প্রথম স্থান	নাটকের নাম	[illegible] (সংগঠনী)
		নাট্য দল	[illegible]-এর
		লেখক	[illegible]
	দ্বিতীয় স্থান	নাটকের নাম	[illegible] (সংগঠনী)
		নাট্য দল	[illegible]
		লেখক	[illegible]
	তৃতীয় স্থান	নাটকের নাম	[illegible] (জেদ)
		নাট্য দল	[illegible]
		লেখক	[illegible]

সেরা নাটকের	[illegible]	নাটকের নাম	[illegible], [illegible]
সেরা পরিচালক	[illegible]	নাটকের নাম	[illegible], [illegible]
সেরা অভিনেতা	[illegible] (একাধিকের তালিকা)	নাটকের নাম	[illegible]
সেরা অভিনেত্রী	[illegible] (একাধিকের তালিকা)	নাটকের নাম	[illegible]

[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

শুভেন্দু চৌধুরীর (সহসভাধিপতি, মালদা জেলা পরিষদ এবং সভাপতি, উৎসব কমিটি) হাত থেকে সম্মান নিচ্ছেন অলশাইগড়ির বিমল টোরা

৭ম রাজ্য আদিবাসী ভাষার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

স্থান: গাজোল ব্লক, জেলা: মালদা, ৭ ও ৮ মে '৯৯

নাটকের একটি দৃশ্য

বিচারকমণ্ডলী

পুরস্কার প্রাপক

ඉහත සඳහන් ආකාරයට පුළුල් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරමින් පවතින ගම්මානයක් වන මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගලගෙදර ගම්මානය මෙම ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ.

উত্তরণ

তৃতীয় বর্ষ :: পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা :: ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৪০১ :: অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ দাম—৫ টাকা

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

[illegible] [illegible] [illegible] [

উত্তরণ

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের মুখপত্র

তৃতীয় বর্ষ □ শতক ৫ খণ্ড সংখ্যা □ অক্টোবর-নভেম্বর-পৌষ ১৪০৬ □ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯ □ মূল্য—৮ টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

বিনয়কৃষ্ণ মজুমদার

সহ-সভাপতিবৃন্দ

বিনয় বিশ্বাস

মৃদুলা মাইতি

সদস্যবৃন্দ

সমুদ্রগুপ্ত মাইতি

বিনয়কৃষ্ণ বসু

অমিয় সিংহ

উমাপতি সিংহ

রামকৃষ্ণ চৌধুরী (অন্তরীণ)

উপদেষ্টা

বিনয় বসু

সহ-সম্পাদক

রামকৃষ্ণ দে

অক্ষর সহকারী

বিনয়ে মুখার্জি

দুর্গা দুর্গা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
□ তফসিলভুক্ত ও তফসিলভুক্ত উপজাতিদের অনগ্রসরতা দূরীকরণে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও আইনবিধির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৬৬
সম্পাদকীয়	
□ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের বিশ্লেষণে কয়েকটি	৬৭
সংবাদবিচিত্রার বিষয়	
□ অর্থনৈতিক কাঠামো সংক্রান্ত—বিশ্বনাথ রায় —অমিয় সিংহ	৬৯
□ সংবাদ ও মূল্যায়ন —বিনয়কৃষ্ণ মজুমদার	৬৯
উপজাতিবার্তা	
□ তফসিলভুক্ত উপজাতি কল্যাণ কমিটির অধিবেশন	৬৯
□ উপজাতি শ্রেণির উন্নয়ন প্রকল্প—অর্থবরাদ্দ সংক্রান্তিদের পরিসংখ্যান	৬৯
বিশেষ নিবন্ধ	
□ তফসিলি উপজাতি—ভূমিজ ও ঔপনিবেশিক —ড. অমিয় সিংহ	৬৯
অনিয়তকালীন	
□ চিঠি প্রসঙ্গে —বিনয়কৃষ্ণ উপাধ্যায়	৬৮
□ চুনোপুঁটির কথা —মিতালী বসু	৬৮
বিশেষ সংবাদ	
□ বিশেষ তফসিলিদের জন্য 'সমতল চাষ'	৬৯
কৃষি ও কৃষক	
□ পশ্চিমবঙ্গের তফসিলভুক্ত জাতিদের কৃষিভিত্তিক পেশা ও পেশান্তর —ড. রামকৃষ্ণ চৌধুরী	৭০০
সংবাদ সংক্ষেপ	
□ তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাসফর	৬৬
□ তফসিলভুক্ত শ্রেণির কল্যাণে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি	৭০১
□ তফসিলি সংক্রান্ত বিভাগীয় মন্ত্রীদের সম্মেলনে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের কল্যাণে সংগৃহীত হিসাবের প্রকাশ : ১৯৯৮-৯৯	৭০৭

প্রচ্ছদ পরিচিতি : প্রচ্ছদে বিষয় নির্বাচনে সাঁওতালি সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সুধাংশু পাত্রিক। অঙ্কন : শ্যামল কর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ থেকে রামকৃষ্ণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও বসুশ্রী মুদ্রণালয় লিমিটেড, ১৩৯, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

যোগাযোগ : অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ ভবন, সি ১/৫, সি আই টি বিল্ডিং, ৭ম তল, সি আই সি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি

গত ১৯ আগস্ট লোকসভায় ৮৪তম সংবিধান সংশোধন বিল সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। এই বিলে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণ আরও দশ বছর বাড়ানোর প্রস্তাব জানানো হয়েছে। কেউই বিপক্ষে ভোট দেননি।

এই সংবিধান সংশোধনী বিল অনুযায়ী লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণের মেয়াদ ২০০০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে আরও ১০ বছর বাড়বে। ১৯৯০ সালের ২৬ জানুয়ারি পূর্তিতে সংবিধানে ৪০ বছরের জন্য এই আসন সংরক্ষণের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, অর্থাৎ ২০০০ সালের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। সংশোধনের ফলে এই সংরক্ষণ বজায় থাকবে ২০১০ সালের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। সংরক্ষণের জন্য অনেকেই চাকরির ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনসংখ্যার যে সংরক্ষণের সুযোগ রয়েছে, তার যথাযথ প্রয়োগের দাবিও জানিয়েছেন। আইনসভা ও চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন অংশে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশও করেছেন। তাঁরা অবিলম্বে এই সব সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার সামাজিক উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন।

বিলের উপর আলোচনার জবাব দিতে গিয়ে সি পি আই (এম) সদস্য জয়ন্তী নটরাজন বলেন, এখন কিছু সম্প্রদায় আছে, যারা কোনও ধর্মের তফসিলি জাতি ও আদিবাসীভুক্ত, অথচ কোনও ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়। তাই এই সব সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের সুযোগ নেই। অনেক ধর্মান্তরিত তফসিলি জাতি ও আদিবাসীর চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ পাচ্ছেন না। অনেক সময়ই এই কারণে বিদেশে তাঁদের ভাল চাকরি জোটে না। ইসলাম-খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত তফসিলি জাতি ও আদিবাসী চাকুরি প্রার্থীদের কোন হদিস মেলে না। আইনসভাগুলিতে আসন সংরক্ষণের পাশাপাশি তাঁদের সুযোগ দিতে হবে চাকরিতে। আদিবাসীদের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পও ঠিকমতো রূপায়িত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল একেত্রে ব্যতিক্রম। আইন থাকা সত্ত্বেও যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমীক্ষার যে অভাব রয়েছে, তা দূর করতে হবে অবিলম্বে। সি পি আই (এম)-এর আর এক সদস্য সন্তা রুইদাস বলেন, শুধু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেই হবে না, তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের ব্যবস্থাও করতে হবে। এঁদের জমির মূল্যায়নের দিকে আসন ক্ষেত্রে নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সংরক্ষণের এ দিকটির দিকেও নজর দিতে হবে।

বি এস পি-র সদস্যটি বলেন, চাকরির ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের কোটা পূরণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নেওয়া দরকার। যেসব পদোন্নতি তফসিলি ও আদিবাসীদের না পাওয়ায় বাকি রয়েছে, তাঁদের সেগুলির ব্যবস্থাও করতে হবে। সমাজবাদী এবং কংগ্রেসের দুটি সিং রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদগুলিতেও তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানায়। তেলেগু দেশমের মুখপাত্র কুপাটি রামাইয়া বলেন, তেলেগু দিশম রাজ্য এবারও তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মনোনয়ন করা অব্যাহতের সিদ্ধান্ত নেবেন। জনতা দলের ও সিপিআই-এর বক্তারা বলেন, সংরক্ষণ পরিকল্পনার অনিবার্যতার জন্য তফসিলি জাতি ও আদিবাসীভুক্ত সংরক্ষণের সিটে হিসাবিদের একটি অনুসন্ধান হবে। সেখানে এই সব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে এবং তার রিপোর্ট পেশ করা হবে সংসদে।

বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফল বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ ৮১ পৃষ্ঠায়।

আসামের ছোট জনগোষ্ঠী বিদেশাগত সমস্যা বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ ৮১ পৃষ্ঠায়।

সম্পাদকীয়

সহস্রাব্দের প্রাক্কালে নভেম্বর বিপ্লবের বাণী

নতুন সহস্রাব্দকে স্বাগত জানানোর প্রাক্-মুহূর্তে আমরা বিশ্বের সভ্যতার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মরণ করছি—যে ঘটনা বিশ্বের জাতীয়তা সমাজ-ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে মানব জাতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছে। যে ঘটনা বিশ্বের মেহনতী মানুষকে মর্যাদার আসনে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা, বিশ্বের শোষিত জনতাকে সজাগ করেছে শোষণ মুক্তির আশা, সমাজের সবচাইতে নিপীড়িত পদদলিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যে উত্তরণের বার্তা। ছন্দ দেলে লেনিনের নেতৃত্বে ঘৃণাক্ষরী সেই ঘটনা—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৮২ তম বার্ষিকীতে বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করছে।

মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই সামন্তবাদের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা মনে করত সমাজের সমস্ত সম্পদেরই প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার। খ্রিস্ট জন্মের প্রায় ৩০০ বছর আগে গ্রেটের 'অভিজাততান্ত্রিক সাম্যবাদ' থেকে শুরু করে চতুর্দশ শতাব্দীর ইংলন্ডের কৃষক বিদ্রোহ এবং ষোড়শ শতাব্দীর জার্মানির কৃষক সংগ্রামের মূল দাবি ছিল উৎপাদনে সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম সংগঠনের উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত বৈপ্লবিক তত্ত্বের প্রেরণা লাভের আগে ওইসব আন্দোলন বারবার বেঁচে উঠতে পারেনি। সামন্ততন্ত্রের বিলীয়মান হলেও পরবর্তী দু-শতকের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণী লড়াইয়ের ময়দানে শামিল হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আলোকে শোষিত শ্রেণী তার লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যায়।

এ লড়াইয়ের পথ দেখিয়েছিল মার্কস-এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা সাম্যবাদী ইস্তাহার-লিখন ১৮৭১ সালের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে ফ্রান্সে শ্রমিক শ্রেণীর জয় হলেও, সে জয় স্থায়ী হয়নি। ১৭ হাজার সাম্যবাদী সেনানীর আত্মদান সত্ত্বেও সংগঠিত পুঁজিবাদের আক্রমণে শ্রমিক শ্রেণীর এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে ব্যর্থতা মেনে নিতে হয়।

এই ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিকশ্রেণী অন্যান্য দলিত ও নিপীড়িত শ্রেণীকে তার সংগ্রামে শামিল করে ব্যাপক সংগ্রাম সংগঠনে এগিয়ে এল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদীরা তার ফসল আহরণে শোষণব্যবস্থা কায়েম করল। অন্যদিকে এই শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী শিল্পকেন্দ্রে সংগঠিত আন্দোলনে গড়ে তুলছিল। মার্কস পুঁজিবাদী ও শ্রমিক শ্রেণীর এই সংগ্রামে বিরোধী শক্তির অবস্থান লক্ষ্য করেই শিল্পোন্নত দেশে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা রচিত হল শিল্পক্ষেত্রে ইউরোপের সবচেয়ে অনগ্রসর রাশ দেশে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর দুর্বলতম অংশ রুশ সাম্রাজ্য ব্রিটেন, ফ্রান্স, সার্বিয়া, বেলজিয়াম ও আমেরিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেয়। বিপ্লবের পথে পা বাড়ালেও সমাজতান্ত্রিক আক্রমণের চালিকার সমাজ ও প্রশাসনের সর্বস্তরে পচন ধরেছিল। দুর্নীতি ও দুঃশাসনের প্রশ্রয় দান আক্রমণকারীগোষ্ঠীর সামরিক অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করলেন লেনিন। শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করে তিনি আঘাত হানলেন আক্রমণকারীর উপর। ধার ধার যুদ্ধে বিপর্যস্ত সৈনিকরাও দুর্ভিক্ষ-জর্জর রুশবাসী শোষিতজনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দুনিয়া কাঁপানো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-পুঁজিবাদী আশ্রিত আক্রমণের কবর রচনা করল। রুশ থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে বিশ্বের প্রগতিশীল সমাজ আনন্দধ্বনি করল।

এই আনন্দধ্বনির সঙ্গে সুর মেলাতে গিয়ে বাংলার রবীন্দ্রনাথ রুশ দেশে এই বিপ্লব সংগঠনে লেনিনের ভূমিকা ও সাফল্যের কারণ বাখ্যায় বলেছিলেন: "এই যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলে অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কতদিন থেকেই চলছে। অথচ অন্যান্য কত লোক কত কাল থেকেই ত্যাগ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক-একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে—সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক-একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে বিবর্তন ও অভিব্যক্তির এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই শত্রুর মতো একত্র অসাধ্য অবস্থায় প্রলয়ের মতো দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।"

সেই চেষ্টার সাফল্যের পরই লেনিন তাঁর ঐতিহাসিক বিপ্লব-ভাবনাকে রূপায়িত করতে শুরু করলেন: যুদ্ধের অবসান ঘোষিত হল—অর্থাৎ রুশ দেশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনল; সমস্ত জমির মালিকানা কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হল; রাষ্ট্রের সমুদয় ক্ষমতা সোভিয়েটগুলির হাতে অর্পণ করা হল।

রুশদেশিকদের বৈপ্লবিক কর্মসূচি প্রত্যুত্তরের প্রথম পদক্ষেপেই লেনিন সমাজের নিম্নতম তলার মানুষ—সর্বহারা নিপীড়িত শ্রমিক, কিষান, নিম্নবর্গ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন। লেনিনের সে উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন রুশযাত্রী রবীন্দ্রনাথ: "আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে কেবল গণ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা তুলে ক খ গ ও দেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে।"

শ্রমিক জনগোষ্ঠীর এই সম্মানদাই রুশ বিপ্লবের সারক বিশ্বের শ্রমিকী সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন নবমুক্তির বাণী রূপে। নতুন সহস্রাব্দে এই বাণী অনুসরণেই মানবের বিপ্লব সফল সার্থক হবে।

আইনসভায় আসন সংরক্ষণ—কিছু প্রশ্ন

কান্তি বিশ্বাস

স্বাধীন ভারতে সংবিধান চালু আজ ৪৯ বছর পর অনুষ্ঠিত হল ত্রয়োদশ লোকসভার নির্বাচন। বি জে পি এবং তার মিত্রপক্ষী শক্তিরা ত্রিশিঙ্কুসভার লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। গঠিত হয়েছে ২৪ দলের ত্রিশিরা বা সমর্থনপুষ্ট এক সমন্বয়ী মন্ত্রিসভা। ১৩ সদস্যের এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সংখ্যায় বিচারে ভারতের সকল কেবিনেট ছাড়া করে দিয়েছে। তবু গঠিত এই লোকসভার প্রথম অধিবেশনে অনুসূচিত ভারতের সংবিধানের ৮৪তম সংশোধন। বিল বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে পাশ আলোচনার পরই এই সংশোধনী দ্বিতীয়বারের মতো সংসদে অনুমোদিত হবেছে। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর পেলেই এই সংশোধন আইনে পরিণত হবে। এই সংশোধনীর ফলে রাজ্যের বিধানসভা, লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে তার মেয়াদ বৃদ্ধি পেল। ফেব্রুয়ারি এবং ভারতের সংবিধান দ্বিতীয়বার এই সংরক্ষণের মেয়াদ ১০ বছর বৃদ্ধি করে ২০১০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এই সংরক্ষণের কেন এই পুনঃ সম্প্রসারণ?

ভারতীয় সংবিধানের ৩৩০(১) অনুচ্ছেদ বলে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য লোকসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের যে কত বড় ত্রুটি কেন্দ্রীয় আইনসভা তথা রাজ্যসভা এবং লোকসভার মধ্যে উচ্চকক্ষে (রাজ্যসভায়) আসন সংরক্ষণের সূত্রে এই সম্প্রদায়ের জন্য নেই। একইভাবে সংবিধানের ৩৩২(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে (রাজ্য বিধান পরিষদে নয়) এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে এবং রাজ্য কেউ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সংবিধান আসনের সংখ্যা ঠিক করা হয়। একইভাবে সংবিধানের ৩৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লোকসভায় ২ জনের বেশি নয় এবং ৩৩৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য বিধানসভাগুলিতে ১ জনকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য থেকে মনোনয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণ মনোনীত করতে পারবেন—এমন সংস্থান করা হয়েছে। ভারতের সংবিধান রচনা করার সময় সংবিধানের খসড়াকারগণ ভেবেছিলেন এবং তাদের মনে বিশ্বাসের বৈধতা বিরাজমান করে এই সুযোগ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সংবিধানের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অনুমোদন করেছিলেন রাষ্ট্রনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং বিশ্বাস অবশ্যই অনিবার্য রাজনৈতিক ঘটনা নয় এবং অবশ্যই চিরকালের জন্য এই সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ১০ বছর পর ফুরিয়ে যাবে। ভারতীয় সংবিধানের লেখকগণ সংরক্ষণের সর্বোচ্চ দূরদৃষ্টির জন্য সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের যে বিশেষত্বের সংজ্ঞায়িত, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তা অনুসৃত হবে কিনা তখন বিবেচনার ভার যায়। সংবিধান রচনা ও অনুমোদন নিয়ে বাদ-বিবাদের আলোচনায় অধিক পড়া ডাঃ আম্বেদকর ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে উক্ত করেছিলেন

"আমি অনুভব করি সংবিধান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্যকর হওয়া উচিত। কারণ যতদিন এর কার্যকর হতে দেরি হবে ততদিন আমাদের অসুবিধা বাড়তে থাকবে। সংবিধান যত বিলম্বে কার্যকর হবে ততই আমাদের পক্ষে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে।" সংবিধান বাস্তবায়নের সময় প্রকৃত কারণ, তাদের এবং রাজ্যসভাকে বুঝিয়ে তারা যতই ভারতীয় সংবিধানের ত্রুটি দূর করে ভারতীয় গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস করুক না কেন, তাদের সংবিধানের সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং বৈষম্যকে সমর্থন করতে হবেছে। সংবিধানের বিশেষ বিধানের মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের ৩৩৪ ধারা কেবলমাত্র পরিবর্তিত হবেছে।

আইনসভায় আসন সংরক্ষণের সূত্রপাত হয় ১৯৩১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ঘোষণাপত্র মূল সূত্রটি থেকে। তদানীন্তন ব্রিটিশ সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া, এস ডাব্লু হোয়াইট, পি সি মাইত্র, সি ডি বিজলা, সি রাজাগোপালাচারী, ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর, রাও বাহাদুর শ্রীনিবাসন এবং এম সি রাজা উক্ত কমিটির ৩. আইনসভায় সদস্য হিসাবে আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তদানীন্তন সময়ে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সংগঠিত রূপের মধ্যে যে বিপুল ঐক্যমতের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল তার সুযোগ নিয়ে এ-দেশে ব্রিটিশ শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য বিভাজনের কুকৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তদানীন্তন সময়ে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজ্য অন্যান্য ধর্মের সম্প্রদায়

সংবিধানের প্রস্তাবনা ও অনুচ্ছেদসমূহ নিয়ে ব্যাপক-পরিসরে আলোচনার অগ্রিম দায়ের জাইলমন্ত্রী ড. বি আর আম্বেদকর ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের উক্তি করেছিলেন—

"আমি অনুভব করি সংবিধান যত ভালমতই হোক না কেন তাকে কার্যকর করার দায়িত্ব যাদের উপর বর্তাবে তারা যদি ভাল বিবেচিত হয় তা হলে সংবিধান ভালোই হতে হবে। সংবিধান যত নিকৃষ্টই প্রতিপন্নই হোক না কেন তাকে কার্যকর করার দায়িত্ব যাদের উপর বর্তাবে তারা যদি কলাপকামী হয় তা হলে সংবিধানও ভালমতন হবে।" সংবিধান প্রণয়িতাদের সকল চেতনা ধারণা, আশা এবং আকাঙ্ক্ষাকে দুমড়িমুচড়ে করে স্বাধীন সার্বভৌম ভারত দুঃখ দুঃখ ভরে ছাপ আশা অভিলাষ এবং বৈভবকে লালন-পালন করে চলেছে। সামগ্রিক বিচারে হতাশকের হলেও তার কোনও মৌল পরিবর্তন হয়নি।

হাইলো ভাল অনুভবন) পরিণত হয়েছে। তবুও বলা হয়—"আমাদের দেশে,.....এমনও লক্ষ লক্ষ মানুষ ও সমাজশ্রেণীসমূহ বিভিন্ন ধরণের অসুবিধার অভিশাপ ভোগ করছে, যারা সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত। ট্রিবিউন পাসন, অধিকারি ব্যবস্থা, প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের প্রথা, প্রতীক পাঁচায় এবং অতীতের 'ঘাস ও বৃক্ষিজন ব্যবস্থার সকল ভেদ' ভারতীয় জনগণের ভাল ছিল বহুবার এবং আমাদের বুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনের মূলত হয়েছে এই যে, ব্রিংশ শতাব্দীতে এসেও এখনও অনুন্নত রয়েছেন, যাঁদের অধিকার নেই তাঁদের সামাজিকের সঙ্গে মেলামেশার আর। এমনি জনগণ থেকে জনগণ বঞ্চিত। এমনি ঘুরে পরাধীনতা তারা প্রতিদিন।" ... "আমাদের অভিজ্ঞতায় পার্টি ভাল প্রথা, অধিকারের প্রথা ও সকল সমাজের (সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি) জাতি বৈষম্যের সম্পূর্ণ অবসানের জন্য সচেষ্ট করবে।" আমাদের সাঁচার এবং তার প্রমাণ আছে এই সকল বৈষম্যের সম্পূর্ণ অবসানের জন্য সচেষ্ট করবে।" আমাদের সাঁচার এবং তার প্রমাণ আছে এই সকল বৈষম্যের মূল নিয়ে উপরে যেসব আলোচনা করা হয়েছে তার সমাধান ছাড়া সমাধান করা সম্ভব নয়। সংবিধান প্রণয়িতাদের সাধিনতা পূরণ করা সম্ভব নয়।

সংবিধান চালু হওয়ার সময় আইনসভাগুলিতে এই সংরক্ষণের মেয়াদ ছিল সংবিধানের ৩৩৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে ১০ বছর অর্থাৎ ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। পরে অবশ্য মেয়াদ উত্তোলনের পরিবর্তে না হওয়ায় ফলে পর পর এই মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়ে থাকে এবং প্রতি সংশোধনে ১০ বছর করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৯৫৯	সালে	সংবিধানের	৮ম	সংশোধন
১৯৬৯	"	"	১৫তম	"
১৯৭৯	"	"	৪৪তম	"
১৯৮৯	"	"	৬১তম	"
১৯৯৯	"	"	৮৪তম	"

বর্তমান অবস্থায় আইনসভাগুলিতে এই সম্প্রদায়গুলির জন্য সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ানা না হওয়ায় কী অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে তার বিস্তারিত আঁচ করা যেতে পারে।

লোকসভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৪৩। তার মধ্যে তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসন ৭৯ এবং আদিবাসীদের জন্য ৪১। রাজ্যের বিধানসভাগুলির মোট আসন ৪,০৯১ তার মধ্যে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত ১,০৮১টি। সংসদের দ্বিতলক অর্থাৎ রাজ্যসভার মোট সদস্য সংখ্যা ২৪০। এখানে এসব জন্য কোনও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। ইনি৩ দিয়ে, লক্ষিয়া দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে থেকে ১২ জনকে মনোনীত করেন। রাজ্যসভায় বর্তমানে ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত সি পি আই (এম) সদস্য যখন এবং তফসিলি জাতি / আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্য নেই। যে রাজ্যগুলিতে বিধান পরিষদ আছে সেখানেও বিধান পরিষদে তফসিলি জাতি / আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত কেউ আইনে ছিল না, এখনও নেই। কেন্দ্রশাসিত কোনও অঞ্চলে বিধানসভা থাকলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন সি পি আই (এম) সাংসদ মনোনীত হওয়ার কোনও তফসিলি জাতি / আদিবাসী নেই। মনোনীত কেউ ছিলেন এমন দৃষ্টান্ত হলে পাওয়া যায় না। বিধানসভার জন্য সংরক্ষিত সমস্যার আসনে পশ্চিমবঙ্গ সি পি আই (এম)-এর সমর্থনে একজিন তফসিলি জাতি মনোনীত একজিনকে নির্বাচিত হয়েছেন। অন্য কোনও রাজ্যে এটাও এক অভিজ্ঞতা ঘটনা।

এই প্রেক্ষাপটে সংবিধানের ৮৪তম সংশোধনের বিষয়টি বিচার করতে হবে। এই সংশোধন অভিপ্রেত নয়। ড. আম্বেদকর কোনো সময়ে যে কথা একজিনকে বলেছিলেন। কিন্তু যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণের এই ব্যবস্থার প্রবর্তন কোনো হয়েছিল এবং তার সমর্থন পাচ্ছে তফসিলি জাতি / আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত—তাঁদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন স্তরের আইনসভার নির্বাচিত হতে পারবে—তা সৃষ্টি না করে এই ব্যবস্থা বন্ধ করা হবে আমাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার থেকে বন্ধ করা হবে সেই অধিকার সমাজের পরিবেশ থেকে সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিতে হবে—যাতে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা তুলে নেওয়া যায়। তার কোনও ব্যবস্থা না হলে এই বিষয়ে পরবর্তী আলোচনা করে যেতে হবে।

সংরক্ষণ ও সুরক্ষা

বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

এর মূলের আর্থ সামাজিক কারণ বিশ্লেষণে এসব যে, পরিবার সমাজের সবচেয়ে ছোট একক। সমাজের মূল ভিত্তি গড়ে ওঠে, একারণে মূলের ভাঙনটি যাতে শুরুতে না ধরে, সমাজের সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর এসেছে। তবে যে বিধিবদ্ধ বেড়ী বিভিন্নভাবে মেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্বের কারণ হয়েছে। এসবকটি কারণই বেড়ী হয়েও ভঙ্গ হয়নি, তা হতে পারে না; কারণ তা সামাজিক-অর্থনৈতিক বিজ্ঞানভিত্তিক। বিশ্লেষণই দরকার।

সংবিধানের ১৪তম সংশোধনের ফলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহে প্রতিনিধি সংস্থা ও আইনসভাগুলিতে মহিলা প্রতিনিধিত্বের জন্য আসন সংরক্ষণ আমাদের এই মুহূর্তে জরুরী হয়ে পড়েছে। সংবিধানে যে, মেয়েদের সমস্যাটি অন্য আসন সংরক্ষণের পক্ষে যেটা পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেটা কি ঠিক? এই সমস্যা থেকে এসব প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মেয়েরা কি তবে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণী

মূল আদেশ আছে। এদের পুরী থেকে তাড়ানো হবে। তুমি যেমন পুরী, সেরকম ছেলে মেয়ে, কেননা ছেলেকে মেয়েই ধরে হবে। এটাই অনুসরিত। এটাই হচ্ছে পরিচয় ৭৫ ভাগ মানুষ—তথা উৎপাদন বিরত—পুরুষতন্ত্রের ভিত্তিভূমি।

ব্যক্তি ব্যক্তির বিভাজনে বিভিন্ন যে ছকও ব্যবহারের বিভাজনের ক্ষেত্রে ছকের ব্যবহারগুলোর পাশে একে হচ্ছে এবং সেখান সম্ভাবনাকে Mobility of profession) ধরে বয় করে দেওয়া হচ্ছে। কায়িক পরিশ্রমের (Manual Labour) সেখানে 'নিম্ন শ্রেণী' বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। নিম্ন শ্রেণীগুলির জন্যে চলার চলন ধরে ধরে ছকের ছকের জন্য একটি 'জাতি' তৈরি করা হচ্ছে। যেমন, ধোপা, নাপিত, মেথর, কুমোর, তুরি, ধোবা, চামার, বজাতীয় প্রভৃতি। যত মানুষ বিভিন্নে এদের মেলা হচ্ছে ছকের, জাতির, বিশেষ করে, কায়িক শ্রমবিভাগ উচ্চ শ্রেণীসমূহে মানুষে যে পড়ে চলে তার সমাজশ্রেণীদের সম্ভাবনার সৃষ্টি নিম্নে থাকে। তত উচ্চমানের উঠতে থাকে, চলে থাকে ধনীমানে উঠতে থাকে, সেরকম ক্ষেত্রে (Merit Theory) চালু থাকে। সেখানেই তার নিম্ন নয়, 'ছেলে তার মূলত তার' মানুষটির কেন্দ্রগুলো সাজানো হয়। এখানে পড়ার কায়িক ছেলের কারণ বৃদ্ধির কায়িক ছেলেকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। তার সবাই জানে, পড়ার ছেলেরা ছেলে বৃদ্ধির জোরই ভালোভাবে বেশি আছেন। মূলত বৃদ্ধিজীবীর ছেলেমেয়েদের ছেলে তার-সাথে প্রতিযোগী মানুষ সাধিয়ে বেশি নয়ত ভালোভাবে করে চালানো ছেলে, এমনকি মূল-আদেশে ভাষায় ছেলে, তার তার আদেশগুলি লক্ষ করে ছেলেটি প্রকৃতপক্ষে 'উচ্চমানে' ধরলে তাকে পড়ানো 'ছেলেমানুষ' হিসাবে ধরা তার নিম্নে না। "সামাজিক আদেশে" চালু উচ্চ তার হিসাবে "অন্যান্য আদেশে শ্রেণীর" (OBC) তার ২৭% সংরক্ষণ করা যি পি সিং চালু করেছেন, তখন উৎপাদনে কায়িক জাতি ও পেশাগুলির ও তাদের সেখা ভালোভাবে না, যি যে পি, আদেশে ইত্যাদির ছেলে থেকে ছেলেন নেওয়ার পড়েছিল। ও যি সিংয়ের তার সংরক্ষণের প্রতিবাদে তথাকথিত উচ্চ আদেশে ছাত্র-যুবকের যে তি প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন! যি যে পি ও আদেশ-আদিত উচ্চ ও পশ্চিম তাদেরে আন্দোলনগুলিতে ছেলেদের তিন এ আন্দোলন নিজেদের। তার-আদিত আন্দোলনে এর ছেলেও সংখ্যায়। বলিও আদেশ নয়ে সংরক্ষণের তার আদেশ আদেশগুলির যে একটা ছাড়ানো আছে। তবে সর্বোচ্চে ছেলে এ সমস্ত "সংরক্ষণমূলক ছেলে"কে (Protective Discrimination) সামাজিক আদেশে আর্থে তার নিম্নে আদেশ করে সামাজিক নয়ে প্রতিরোধ সমাধান করে আদেশে।

তখন সংরক্ষণটি ছেলে পুরীআদেশে একমাত্র প্রতিবাদ—এ নিয়ে আদেশ তার ছেলেও আদে ছেলেন আছেন নয়, আছেন ভিন্নমতে ছেলে (আদেশ) তখন যে, নিম্নশ্রেণী কর্মিক নিম্নে ও শ্রেণীবিভাগ দূর আদেশে এ সমাজে সংরক্ষিত নিম্নে দূর তার সম্ভব নয়। সে কারণে তাদে দূরত্ব ছেলে নিম্নে দূরি সংরক্ষণে। তখন হচ্ছে দূরির নিম্নে উচ্চমানের মানুষের সম্পর্কি। এই দূরির ব্যাপক আদেশে তাদে পড়ানো কায়িক নিম্নে দূরিআদেশে তারা ও তখন আছেন। সে সংরক্ষণী ছেলে তাদের তার সম্পর্ক পরিবেশ, ছেলেন ও নিম্নমানে। ছেলেরে কায়িক তার ছেলে কায়ি ছেলে জাতি, সমাজের 'আদিমে সমাজের পরিচ মানুষটি' (Nearest and Poorest) এর নিম্নে মানুষের জাতি নির্দিষ্ট হচ্ছে। নিম্ন তার নিম্নে তার ছেলে ছেলে, তাদেরিন জাতি ও আদিবাসী মানুষেরা ছেলে জাতি ছেলেছে। কায়িক আদেশের পড়ানো তার তখন এদের সংরক্ষণ আদেশে ছেলে আদেশ তার। আদিবাসী ও তুরি-আদেশে তাদিন নিম্নেরও আক্রান্তের এ সমস্ত তার সংরক্ষণগুলি সংরক্ষণ প্রচলন তার হচ্ছে। আদেশ তার সংগুলি তুরি সংরক্ষণী ও আদিবাসি আদেশে সংরক্ষণী। এই তাদের প্রতিরক্ষণের ছেলেন নয়, এই তাদের নিম্নেন (Conviction)। তারা আদেশে তার ছেলে, নিম্ন তার আদেশ তার। আদিবাসি সামাজিক আদেশে তাদের তুরিআদেশে সংগুলিরা (যি যে সি-তুরিআদেশ এবং আদেশে প্রতিষ্ঠি) তারা পরিচালনার ছেলেন তার। আদেশ তার আদেশ নয়, নিম্ন ছেলে নিম্নেও আদেশ আদেশ তার। এইসবই আদিবাসীদের তার তার আদিবাসীর সমিতিকে তাদের (Absence of Political will)। বর্তমান তুরিআদেশে তাদের তারাদের তার আদেশগুলি আদিবাসীর তাদের তাদেরকে নিম্নের পাশে তার তুরিআদেশের আদেশগুলির যে তার তুরিনিম্নে। তার-আদিত আদেশগুলি তাদের যে আদিবাসে আদেশে তারা ছেলেছে। 'ছেলেমানুষে' তার সংরক্ষণ আদিবাসেও সেই তার। তার আদিবাসি, তাদের ছেলে। তারাদিবাসে সংরক্ষণ তার আদেশ আদে আদে নিম্ন তার-সাধারণী ও ছেলেমানুষী (সাধারণী সংরক্ষণের) তুরি-আদেশে, নিম্নেরিনালয়, পাহাড়ের, ইন্ডিজিনাস্টিটি — ও-তার আদিবাসী তাদেরিনে ছেলেও সংরক্ষণ চালু নেই। ছেলেও তাদেরও ইন্ডিজিনাস পাহাড় এদিকে তাদের সাধারণ ছেলেও ছেলে তাদের ছেলে-ছেলেরা নেই ছেলেন তাদেরকে। আদে আদে, আদে নেই।

তাই যি যে পি ও তুরিআদেশ-সহ তাদের তাদেরকে তাদেরিনে তারা ও আদিবাসীদের পাশে তা:তাদেরকে আদিবাসীদের একতাদের সাধারণ তাদেরে ছেলে সমস্ত বলিত সংরক্ষণের মানুষের পুনি ছেলে তাদের নেই। ধর্ম: মান্য ও সামাজিক ন্যায়ের ছেলেরা বিরোধী এরা।

যত যত ছেলে-আদিত আদিবাস ও চালু ছেলেন তাদিনের তুলে তাদের তাদের উদাদে তা তা—তাদেরিনের তার মানুষদিনি তাদেরে নিম্নে তাদের বলিত তার সংরক্ষণের আদিত ছেলেও বলিত তার এদের বলিত ছেলেরা তাদেরিনে বলি আদিবাসে না ছে? চালু আছেন!

কোচবিহার জেলা কল্যাণ কমিটির অধিবেশন

গত ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯১-২০০০ সালের জেলা কল্যাণ কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক এই অধিবেশনে জেলাধিকার জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতি সভাধিপতিকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ঠাঁই হবে (বন্ধুর)। পরিষদের অন্যান্য শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রীরা এই বিধেয়ার অনুরূপ, অধিবেশন জেলা পরিষদ মুখর পরিবেশে, কমিটির কর্মী ও অধিকারী উদ্যোগে ও বিশ্ব বিদ্যালয় জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা পরে, এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরূপ এবং বিভিন্ন উদ্যোগ বন্ধুদের অধিবেশিতিলেন।

এর পর বিভাগ পরিষদের বিধায়কের পর পরিষদের কমিটি এবং জেলা পরিষদ কমিটি হওয়ার পর এই প্রথম জেলা কল্যাণ কমিটির অধিবেশন হল। অধিবেশন যথেষ্ট সফল বলা যায়। এই বৈঠকের অনুরূপ এই কমিটি গঠন এবং অধিবেশনের সময়ে সমন্বয়সাধন অর্থবহ করেন।

এর পর সভার বিভিন্ন বিষয় সূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু হয়। জেলাধিকার জেলা সভাধিপতি সভাধিপতি সহকারী সভাধিপতি সহকারী বিধায়ক প্রতি মহিলাদেরকে সূচি হওয়ার সময়ে এবং সভার অনুরোধক্রমে তাঁরা জেলা অধিকার।

১। জেলাধিকার জেলার সমস্যাধিক গুরুত্ব তালিকা অধিকৃত হয়-হইবেন হাসিল হওয়া প্রসঙ্গের আগের সংখ্যা ১৮ থেকে ১৪৫ এবং অধিকারী হয়-হইবেন আগে সংখ্যা ৩৭ থেকে ৪৫-তে বর্ধিতকরণ।

২। এই জেলার তালিকা ভুক্ত হয়-হইবেন অন্তর্ভুক্তকরণ হওয়া আগে সংখ্যা ১৮২০০ থেকে ২২০০০-এ বর্ধিতকরণ।

৩। জেলা পরিষদ সভায় সুপারিশ হয়ে সমাধিক এবং অধিবেশনের সময়ে দূরে পরিষদ জেলা অধিবেশনের আগের উপস্থিতি অনুরোধ করেন।

৪। হাসিলে আগে তালিকা ভুক্ত হয়-হইবেন অধিবেশনের আগের

কার্যক্রমের নাম	পরিচালনা	প্রকৃত ব্যয় (টাকায়)	আয় (টাকায়)	উপকৃত হয়-হইবেন সংখ্যা	নির্মাণকার্য অসম্পূর্ণ থাকা অবস্থায় প্রকল্প সংখ্যা
পূরণ হয় আয় অনুদান পূরণ হয় আয় অনুদান	তালিকা ভুক্ত অধিকারী	৯০,১১,০২৫ ৯০,০০০	৯০,১১,০২৫ ১০,৯৫০	১০৪০১২ ৭৫৪	৬৪১৭ —
অনুদান অধিকার হয়া আয় অনুদান	অ্য অধিকারী হয়-হইবেন আয়	১,৪০,০০০	৪২,২১০	১,২০৬	—
হাসিল আয় ব্যয়	তালিকা ভুক্ত অধিকারী	৩,২৫,০০০ ১,০৫,০০০	১,১৮,৯০০ ৯৫,৭৪০	৯৮ ৩২	— —
অনুদানের ছাট	তালিকা ভুক্ত অধিকারী	৬৯,৭৬,০০০ ১,৫১,০০০	৬৯,৭৬,০০০ ১,৫১,০০০	১৯,৪৭১ ৪১১ (বিশেষ অনুরোধ আগের)	১০৭১ ৪২১
আগে বৃদ্ধি আয় ব্যয়	তালিকা ভুক্ত হয়-হইবেন অ্য হয়-হইবেন আয়	২,৭৮,৪০০ ১,১৮,০০০	২,৭৮,৪০০ ১,১২,৪০০	৫৮ ১২১	— —
অধিবেশন হয়-হইবেন আয় বৃদ্ধি আগে	তালিকা ভুক্ত অধিকারী	১৭,০০,০০০ ১,১০,০০০	১৬,১১,১১১ ১,০৯,০৩১	৮,২০০ ৪৪	২৮০ —

[illegible] ৩,৮০০ টাকা থেকে ১৮,০০০ টাকায় বর্ধিতকরণ।

৫। যে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রেডে যে হারে পেনশন দেয়া হয় তা থেকে বর্ধিতকরণ। এক্ষেত্রে নিম্ন স্তরে অবস্থিতদিগকে এই ক্ষেত্রের অন্তরে থেকে বাদ দিয়ে অনুসরণ করা।

পরিবারের উপরোক্ত বিভিন্নটি কমিটী আরও বিবেচনা করিয়া দেখেন।

কেন্দ্রে অবস্থান সরকার কর্তৃক গঠিতব্য বেতন ১৯৮৮-৯১ সনের তৃতীয়টি আই ও তৃতীয়টি হার-কাঠামো তথা নিম্নোক্তে বিভিন্ন সুপারিশ গুরু এবং শ্রেণীর বিশেষ সমস্যা তথা (S C A to S C P) প্রভৃতি বর্ধা তথা সারা উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সময় মূলে হবে এবং সরকার অনুমোদনের জন্য পেশ করা। নিম্নোক্তে সুপারিশ গুরু বিভাগ:

বাস্তবায়ন কাল : ১৯৮৮-৯৯

১৯৮৮-৯৯ সনে সারা উন্নয়ন খাতে এই কেন্দ্রের জন্য মোট ৯০,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫০,৫০,০০০ টাকা তৃতীয়টি প্রাপ্তি অনুযায়ী ১২টি পাহাড়ের সমীক্ষা এবং এই বিভিন্নিনিশ্চিতি হবে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বাস্তবায়ন করা হবে। এবং পাহাড়ে অর্থ ইতিমধ্যেই পেশা হয়েছে। বাকী ৯,৫০,০০০ টাকা অন্যান্য কাজে ব্যয় করা হবে। এবং এই কমিটি সরাসরি অনুমোদনযোগ্য পরে অন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

এছাড়া ১৯৯১-২০০০ সনের জন্য সারা উন্নয়ন খাতে প্রস্তাবিত অর্থ বিভিন্ন প্রকল্প করে যে যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে, কেন্দ্রে অবস্থান সরকার কর্তৃক গঠিতব্য সংশোধনীটি বেতনের তথ্য বিবেচনা পেশ করবে এবং অনুমোদনের জন্য অনুরোধিত হবে।

পরিবারের তৃতীয়টি কমিটি ও তৃতীয়টি উন্নয়ন ও নিম্ন বিভাগে কেন্দ্রে বাস্তবায়ন অনুরোধিত পরে ১৯৮৮-৯১ সনে এবং সি সি (এস টি) এবং টি এস সি (এস টি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাগ করার পেশ করেছেন। এ ব্যাপারে এবং এস বি সি টি প্রকল্পের মোট ১৪ জন কেন্দ্রের তৃতীয়ের ভবিষ্যতে অন্যান্য জন্য বরাদ্দ করা হবে। পরে তৃতীয়ের ১৯৯৯-২০০০ সনের জন্য এস সি সি (এস টি) টি এস সি (এস টি) এবং এস এস এস বি সি খাতের পাহাড়ের সমীক্ষা এবং বিভিন্নিনিশ্চিতিগুলির জন্য বিশেষ অর্থের পরিমাণের সরকার অনুমোদনের জন্য পেশ করেন এবং আলোচনান্তে তা অনুমোদিত হয়।

এর বেশির ভাগেরও আলোচনা না করার উপরিহার বাস্তবায়নের পরিবর্তে বিভাগীয় সরকার অর্থ পেশ করেন।

ছবি : বিভিন্ন প্রকল্প

প্রতিবেদন : [illegible]

বাঁকুড়ার অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন প্রকল্প : রাষ্ট্রমন্ত্রীর সরেজমিনে পর্যালোচনা

পরিবেশ সরকারের বাস্তবায়ন শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষ নিম্ন উন্নয়ন বাস্তবায়ন শ্রেণীর কল্যাণে কেন্দ্রের প্রকল্প ও বিভিন্ন কার্যসূচীর অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য গত ৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্র সফরে উপনীত হন।

উপনীত কার্যক্রমের পরে রাষ্ট্রমন্ত্রীসহকার বাস্তবায়ন দুটি এবং অনগ্রসর শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকল্প হার-কাঠামো কার্যক্রম উপস্থিত হয়েছেন যে সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। বাস্তবায়ন শ্রেণীর উন্নয়নে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প, বিশেষ করে আয়ের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন।

উপনীত অনগ্রসর শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে উন্নয়ন নেন এবং অনগ্রসর শ্রেণীর নিম্ন বিভিন্ন প্রকল্পের অনগ্রসর কাজ প্রকাশ করেন। কেন্দ্রের উন্নয়ন প্রকল্পের অনগ্রসর শ্রেণী সম্পর্কে প্রকাশ করেও বাস্তবায়ন শ্রেণীর উন্নয়ন কার্যসূচীর ফল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রতিবেদন : বিভাগ প্রকল্পের

মার্কসীয় বস্তুবাদ—দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক

ড. অমিল বিশ্বাস

(পূর্বানুবৃত্তি)

মার্কস ও এঙ্গেলস রচনার প্রথম একটি লক্ষ্য, তাহা বিভিন্ন দৃষ্টিতে বস্তুবাদ ও ভাববাদ—প্রকৃতি ও সমাজের বাস্তব ভেদাভেদ, সত্য ও জ্ঞানের বিষয় এবং তার ও বাস্তব সম্পর্কবিচারের বিশ্লেষণ করেছে। এবার সহজ হবে দ্বন্দ্ব-তাত্ত্বিক বস্তুবাদের স্বরূপটিকে প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে। দ্বন্দ্ব-তাত্ত্বিক বস্তুবাদের প্রকৃতি সহজে অনুধাবন হবে এই কারণে।

(ক) দ্বান্দ্ব-মার্কসীয় বস্তুবাদ

এ-বক্তব্যের তিনটি দৃষ্টিকোণ লক্ষণীয়—(১) এর তত্ত্বগত পরিচিতি; (২) বৃত্তাকারিতা ও (৩) ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ক্ষেত্রে এদের অবদান।

(১) তত্ত্বগত পরিচয়—দ্বান্দ্ব তাত্ত্বিক বস্তুবাদে এ-দিক সম্পর্কের তথ্য অনুধাবন। বস্তুবিশ্বের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ভাব ও বস্তুর তাত্ত্বিক তাৎপর্যের তথ্য নিয়েছে প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিছক প্রতিফলন বা পরিচিতি হিসাবে। এতে বস্তুবিশ্ব অনুধাবন ইতিহাসের উপর তথ্য করে তার অনুধাবনে চলে তথ্য বা প্রত্যক্ষজ্ঞানী বিশ্লেষণে। তাহার বস্তুবিশ্ব ও অনুধী বিশ্লেষণকে চলে অনুধী যে পরাজয়-বিশ্লেষণ। বস্তুজগৎ হয়ে গেলো যে শুধুমাত্র তথ্য হিসাবে, বিজ্ঞানী হিসাবে তা তাহার এ নিয়ে অনুধাবনে নিষ্ক্রিয়তা তা—যে অনুধাবনে অনুধাবন তাত্ত্বিক ব্যবহারে তথ্যসূচির ও পরিচিতির হয়। প্রকৃতির বস্তুজগতিক সংশ্লেষণের ক্ষেত্রেকে প্রতিফলনে অনুধাবন হিসাবে, তার একটি উপাদান হলো নিছক্রিয়তা তথ্য অনুধাবন। উহার বস্তুজগতিক ব্যবহারে চলে তাহাকে তাত্ত্বিক তাহার "অভিজ্ঞতাগত ক্ষেত্রে উপাদানী তথ্য" হয়ে। প্রতিফলনীয় তাহার পরাজয়ী যে এই তাহার এবং এবং বিজ্ঞানের ও অনুধ ও প্রত্যক্ষের সৃষ্টিকর্তা। এর মূল তাত্ত্ব তাহার একদিকে উপাদান তাত্ত্বিক ইতিহাস ক্ষেত্রে, তাত্ত্বিকে সংশ্লেষণের উপাদান সৃষ্টিকর উপাদান। ফলে অনুধাবন বৃত্তাকারিতা তাত্ত্বিক পরিচিতি হয়ে তাত্ত্বিকভাবে তাত্ত্বিক হয়—তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিক থেকে তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক এবং ইন্দ্রিয়গোচর অনুধাবন তাত্ত্বিক ইতিহাসে অনুধাবন তাত্ত্বিকের ক্ষেত্রে তেমি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে একটি "তাত্ত্বিকের" বিশ্বের উপাদান তাত্ত্বিক, নিজে এবং বিশ্ব যে উপাদান ইতিহাস বিশ্বের। এখানে বিশ্বের তাত্ত্বিকের উপাদানগুলো অনুধাবন তাত্ত্বিক তাহার এবং নিজের ও তাত্ত্বিকভাবে। পরিচিতিগুলো তাত্ত্বিকী দৃষ্টিতে হয় অনুধাবন প্রকৃতিক সত্য হিসাবে। মূলের তাত্ত্বিক ও ক্ষেত্রগুলোর সম্পর্কের হয় পরিচিতির, ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক বস্তুবিশ্বের এক্ষেত্রে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকভাবে হয়ে পড়ে। তাহার তাত্ত্বিকভাবে ইতিহাসভাবে পরিচিতির হয় ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকভাবে। ফলে এ তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক তাত্ত্ব হয়। এভাবেই তাত্ত্বিকভাবে পরিচিতির ক্ষেত্রে তাহার অনুধাবনে বিশ্বের তাত্ত্বিকে।

(২) বৃত্তাকারিতা—এই যে দ্বান্দ্ব তাত্ত্বিক তাহাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে, এতে অনুধাবন তাত্ত্বিক হয় তাত্ত্বিক উপাদান সৃষ্টি হিসাবে তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিতে ও তাত্ত্বিকভাবে তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক হয়, তার তাত্ত্বিকভাবে উপাদান তাত্ত্বিকে। প্রকৃতি ও অনুধাবনে উহার উপাদান ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক হয় অনুধাবনে তাত্ত্বিকভাবে তাত্ত্বিকের বিশ্বের ক্ষেত্রে, তেমনি তার ও তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক বিশ্বের তাত্ত্বিকভাবে। ১১-১৮ যে পর্যন্তের তাত্ত্বিকে বৃত্তাকারিতা তিন দৃষ্টি-তাত্ত্বিক হয়। এটি—এতে সম্পর্কে ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকে বিশ্বের এবং তাত্ত্বিকে তার পরে তাত্ত্বিকভাবে সম্পর্ক তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক সত্য, অনুধাবনে তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকে সত্য। ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বৃত্তাকারিতা তাত্ত্বিকভাবে এর ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক। এর দ্বান্দ্ব-তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকে যে যে ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক এখনও তাত্ত্বিক যে সব। এর তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক অনুধাবনে সম্পর্কের ও তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকের তাত্ত্বিক। বৃত্তাকারিতা তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিকী। তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিক "তাত্ত্বিকের বিশ্ব ও সম্পর্কের" তাত্ত্বিক বিশ্ব সত্য ও সম্পর্কিত তাত্ত্বিকভাবে তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক। এ সম্পর্কে তাত্ত্বিক—"বিশ্বই অনুধাবন তাত্ত্বিকের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক সম্পর্ক ও তাত্ত্বিক বিশ্বের তাত্ত্বিক বিশ্বের তাত্ত্বিকী, যে তাত্ত্বিকভাবে হয়ে। তাত্ত্বিক এ তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকভাবে তাত্ত্বিকের তাত্ত্বিক। তাত্ত্বিকভাবে এ তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিকে ইতিহাস তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিকভাবে। ক্ষেত্রে, সমাজ তাত্ত্বিকে এক্ষেত্রেতে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকে অনুধাবনের উপাদান। তাত্ত্বিকভাবে তেমিতেমিতে এর তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে। তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকের তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক বৃত্তাকারিতা বিশ্ব বিশ্ব পরিচয়ে ক্ষেত্রে। তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বের তাত্ত্বিকে বিশ্বে তাত্ত্বিকে বৃত্তাকারিতা তাত্ত্বিক এই তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিক বিশ্বে তাত্ত্বিকে তেমি তাত্ত্বিকে যে তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক ও প্রকৃতি হয়ে উপাদান। তাত্ত্বিকে বৃত্তাকারিতা একদিকে তাত্ত্বিকের তাত্ত্বিকভাবে তাত্ত্বিক, তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিকভাবে, প্রত্যেকের, তাত্ত্বিকভাবে। সম্পর্কবিচারের এ বৃত্তাকারিতার সম্পর্কিত তাত্ত্বিকভাবে; তার তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিকভাবে প্রকৃতি।

(৩) ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ক্ষেত্রে—এ তাত্ত্বিক বিশ্বে তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিক যে, তাত্ত্বিক, তাত্ত্বিকে, তাত্ত্বিকের প্রকৃতি তাত্ত্বিক সম্পর্কবিচারের তাত্ত্বিক পরিচয়। তাত্ত্বিকের তাত্ত্বিকে বিজ্ঞানের উপাদান এর তাত্ত্বিক বিশ্ব তাত্ত্বিকভাবে। সম্পর্কবিচারের তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিক এবং "তাত্ত্বিকের", "তাত্ত্বিকের বৃত্তাকারিতা" ও "তাত্ত্বিকের তাত্ত্বিকে" ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকভাবে তাত্ত্বিকে, ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেতাত্ত্বিক, তাত্ত্বিকভাবে। দ্বান্দ্ব-তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকের তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকে যে, ইতিহাসের পরিবর্তন বিশ্বের তাত্ত্বিকভাবে তাত্ত্বিকভাবে উপাদান, তাত্ত্বিকে তাত্ত্বিকে। তাত্ত্বিকভাবে তাত্ত্ব-পরিচয়ের তাত্ত্বিক বৃত্তাকারিতা ইতিহাসের তাত্ত্বিকে। তাত্ত্বিকভাবে তাত্ত্বিকভাবিকের তাত্ত্বিকভাবে

প্রমাণ দেওয়ার প্রয়াস, সমালোচনামূলক বিচারের ঐতিহাসিক পরিণতি, ইত্যাদি, অভিজ্ঞতাবাদে বিশিষ্ট স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ। এর উৎপত্তি ইতিহাসের প্রাথমিক স্তরে ও পুনরুজ্জীবন সময়ের মধ্যে অবশ্য সময়ের ব্যবধানের বিচারকগণ সংস্কার থেকে অভিজ্ঞতাবাদে সরিয়ে নেওয়া। ঐতিহাসিক বিচারের সময় বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক বিচারণ [M. Rosental/P. Yudin—A Dictionary of Philosophy, 1967, pp 22, 94, 205]।

(খ) বৈজ্ঞানিক বিচারণা

(১) ডেকার্টীয় বৈজ্ঞানিক—ডেকার্টের (Descartes 1596—1650)-এর "কোগো" (Cogito) নিয়ে বৃহত্তর আলোচনার মধ্যে আলোচনা সম্ভব। ডেকার্টীয় সূত্র হিল : "আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি" (cogito ergo sum, 1641)। ডেকার্ট (1770—1831)-এর মতে ৩টি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। তিনি হিসাব দেন প্রথম বৈজ্ঞানিক এবং ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক হল "সত্য বিষয়ীগত পরীক্ষায়। এ বিষয়ে তিনি বলেন, নিজে প্রমাণ করিছেলেন।" তাঁর এই বিষয়ে তিনি হল প্রথমিক একটি পদ্ধতি। এরে তাঁরে বিশেষ পর্ব। তাঁরপরেই আসে "বিশ্ব বৃত্তান্ত", যা সত্য হওয়া এর বিশ্লেষণে তাঁর তাঁর প্রতিপন্ন হয়ে পড়ে ডেকার্ট "বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত।" এ একটি সত্য প্রতিজ্ঞা ও প্রমাণকরণ আর এ থেকে তাঁর যে তৃতীয় তাঁর একটি তাঁর তাঁর "সার্বজৈবিক বৃত্তান্ত"—উদ্দেশ্য সার্বজনীন প্রত্যয় তৈরি যে তাঁরপরে সত্য বিচারের। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তাঁর যে বিশ্লেষণ সত্য হয়, তা নয়, এরে প্রমাণ সত্য সত্যের। অনুরূপ পরিমাপে এই বিষয়ী প্রত্যয়ে তাঁর হয় প্রমাণের 'তাঁর', 'বৈজ্ঞানিক' ও 'সার্বজনীন'।

(২) বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা—ডেকার্ট তাঁর বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগের আলোচনা ও বিচারে। তাঁর তাঁরপর এরে প্রমাণের প্রয়োগের অভিজ্ঞতাবাদে। এরে তাঁরে সত্যতার হয় প্রমাণ ও বিশ্লেষণে সত্য প্রমাণ। এর আগে দুটি আগে। একটির প্রমাণ তাঁরে প্রমাণের বিষয়ী প্রমাণ; তাঁর আগে এর প্রমাণে হয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের। প্রথমটি সম্পর্কে তাঁর তাঁর যে, এর আগে বিশ্লেষণ তাঁর। তা-ভিত্তি সত্য হয় তাঁরে যে। একটির প্রমাণী প্রমাণ তাঁরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রমাণে এর প্রমাণ আগের এরে হয়। প্রমাণ (১৮১৮—৮৩)-এর সত্য বৃত্তান্তিক পরীক্ষার প্রমাণে। প্রথম তাঁরিতে আগের এরে প্রমাণীয়, তাঁরে তাঁর যে তাঁর পরীক্ষাগারে সত্য যে প্রমাণগুলোর বিষ তাঁরে প্রমাণ-প্রমাণ ও প্রমাণ-পূর্ণ হয়ে তাঁরে প্রমাণে। বিতীয় তাঁরিতে প্রমাণীয় তাঁর যে প্রমাণের প্রমাণ-তাঁর হয়ে আগের। তাঁর প্রমাণ আগের প্রথম তাঁরিতে। তাঁরে তাঁর তাঁর বিশ্লেষণ প্রমাণ এ তাঁর আগের প্রমাণে। এ প্রমাণে পরীক্ষে প্রমাণে প্রমাণের প্রমাণের "প্রমাণবাদ"-এর প্রমাণীয় তাঁর তাঁর প্রমাণে।

(৩) প্রমাণীয় আগের—প্রমাণ "প্রমাণের প্রমাণীয় প্রমাণবাদ" (১৮৪৪)-এ প্রমাণ, "প্রমাণীয়ের বিশ্লেষণের তাঁরে প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণের, 'তা তাঁর তাঁর প্রমাণ তাঁর এ প্রমাণ তাঁরিতে।" প্রমাণের তাঁর তাঁরে প্রমাণে তাঁর তাঁর তাঁর প্রমাণে তাঁর প্রমাণ প্রমাণে তাঁর তাঁর তাঁর তাঁর প্রমাণ তাঁর তাঁর প্রমাণ তাঁর তাঁর তাঁর প্রমাণ তাঁর তাঁর তাঁর তাঁর

"একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের অধীন হয়ে অবস্থান। তিন ভোটে অবশ্যই একজন পরে দোটানায় পড়ে যাবে।"

(২) সংজ্ঞার পরিমার্জনের তৃতীয় প্রচেষ্টা—এবার এই সব অসুবিধা দূর করে পূর্ণাঙ্গতার ও নিখুঁত রূপে ওই সংজ্ঞা দেওয়া যায় 'কি'। এইভাবে বলা যায়ে 'মানুষ'—এই শব্দের সঙ্গে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রভৃতি সবকিছু জড়িয়ে আছে। তাই মানুষ ও তার বিষয়ে কিছু বলা, যেমন্তু এর একটি দিক ও পরিচয়ে তুলে ধরা। তাছাড়া পরিবর্তনে ক্রমিক বলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাকে মূলের দিকেই বলা হয় এবং। তাই আজ বিজ্ঞানের একটি নিয়ম, যাকে অপরিবর্তনীয় বলা হয়। সমাজ বিজ্ঞানে এ ঘোর অভাব। তাছাড়া পরিবর্তনের ধারা এক নিয়মের। ক্রমিকতার অনুসরে আমরা দুটি সমাজকে, এবং সমাজের অনেকটি সমাজকে তুলনা করে যখন আলোচনা, তা এক নতুন রূপ।

(৩) *বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক বিচার*—এতে তৃতীয় পথ বিজ্ঞানিকদের দিক ও তাদের। তাদের মতে ক্রমিক *বৈজ্ঞানিক* তুলনা। সমাজের যেমন এক বড়ো ক্ষেত্রে, পুরুষে তার পর বড়ো ক্ষেত্রে পুরুষে হলে যে তার কোন তুলনা করে বড়ো। প্রতিটিকে ওরা দুই বিভাগে—পুরুষের প্রতিবার করে বড়োর ক্রমিকতাকে বলা হয় 'বেশি'। এ 'বেশি' (*comparative*) ভেদেরও দিল। তাদের এ প্রকাশ গ্রহে তাদেরই কারণ থেকে দুই ধরনে বড়োটা তাদের এবং পরে এক প্রশ্ন করেছেন। এঁদের মতে এই যে 'বেশি' হল তারতম্য বিজ্ঞানের সম্পূরক অংশ। এখানে ক্রমিকতা ও ক্রমিকতার পার্থক্য নয় পরে। ক্রমিকতার বেশি সম্পূরকের আগে হয়ে যেন পুরুষের বড়োর তারতম্য করে। যদি পূ =পুরুষে এবং ন =নতুন হয়, তবে ক্রমিকতাকারে পূ-ন =০; তার, ক্রমিকতার নতুন পুরুষের সম্পূর্ণ আগে না করে তার উপস্থিতির চাপ করে এবং তাকে সমান, বিজ্ঞান তাকে ক্রমিক করে। তখন বিজ্ঞান ঠিক বিপরীত বিষয়ে ক্রমিকতা করে উপরে ওঠে, তখন যে বিজ্ঞান ঠিকের নিয়ম যেন-কোনো সমাজের আছে। নতুন সমাজ পরিবর্তনও এই একই রীতি অনুসরণ হয়। তাই বিজ্ঞানের সমাজে হয়ে ওঠে *বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক* বিজ্ঞান। পরিবর্তন তাদের, এবারে পূ—ন, কিন্তু 'বিজ্ঞান।'

(গ) আর্থ বিজ্ঞানিজম ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

তাদের বাস্তবিক তারতম্যগুলির তাদের তাদেরকে ক্রমিকতা-তাদেরকে ও সমাজ-বিজ্ঞানের। এরা তার বিশ্বের সব তাদের এসেছে। সমাজ তাদেরকে বিধি হল দুটি। একটি হল তারতম্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ক্রমিকতা; অন্যটি ক্রমিকতা তাদের ক্রমিকতা। ক্রমিকতার ক্রমিকতা সমাজে যে-তারতম্যের তারতম্য-বাঁধন ও সমাজিক *বৈজ্ঞানিকজম* ঘটে তা বিজ্ঞান করে কি ক্রমিকতা হল, যেমন করে তা ক্রমিকতা হল তার বিজ্ঞানে তার বিশ্বের ঘটান তার ক্রমিকতা। ক্রমিকতার *বৈজ্ঞানিক* ও পরিবর্তন তাদের। এই তারতম্য তারতম্যে তাদের সঙ্গে তারতম্যের করে যেমন, যেমনি তারতম্য-তারতম্য ঘটিয়েও বৈজ্ঞানিক যেন। এরা যেন যে আর্থ বিজ্ঞানিজম।

(১) আর্থ বিজ্ঞানিজম—এর বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে তুলে ধরা হল।

প্রথমেই দেখা যায় যে, তারতম্য তার বলা, বস্তু ও তারতম্যের তাদের বস্তুর ক্রমিক ক্রমিক নিম্নে প্রক্রিয়া—এই হল ক্রমিকতার ক্রমিকতার। যেমন যেমনি তারতম্য তারতম্য ও তারতম্যের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক তারতম্য।

দ্বিতীয়ত, তারতম্য-তারতম্য তারতম্য যেমনিটি এমনি তারতম্য—এ হল যেমনিতার তারতম্য। তারতম্য দুটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত। তারতম্যের ক্রমিকতার বিশ্বাসের তারতম্য তারতম্যের তিনটি পর্ব—তার-তারতম্য; তারতম্য-তারতম্য; ও ক্রমিক-তারতম্য। তারতম্য দুই পর্বের যেমন তারতম্য তুলনীয়। দ্বান্দ্বিকতার দুটি শ্রেণীর তারতম্য তারতম্য দ্বান্দ্বিক এই বলা হল, কিন্তু যেমনিতারতম্য বৈজ্ঞানিক তারতম্য, যেমন ক্রমিকতা তারতম্যের পরিবর্তন তারতম্যের বিজ্ঞান, বিপরীতের ও যেমনিতার তারতম্য তারতম্য তারতম্যে।

তৃতীয়ত, এই পর্ব থেকে তার তারতম্য বিজ্ঞানের ক্রিয়ার ক্রম তারতম্য ও তারতম্য তারতম্য। তারতম্য তারতম্য নতুন নতুন ক্রমিকতার তারতম্যের তারতম্যের নতুন রূপ তৈরি হয়।

চতুর্থত, তারতম্য বিজ্ঞানিজম যে ক্রমিক তারতম্য তৈরিতে ও তারতম্যের পদ্ধতিতে প্রক্রিয়ার তা তার ঐতিহাসিক তার তারতম্য।

পঞ্চমত, পুঁজিবাদকে যেমন শেষ তারতম্য শ্রেণী। তারতম্য তারতম্য যে তারতম্য তৈরি করে ইতিহাসে। তারতম্য তিনি শ্রেণীর পরিবর্তনের তারতম্যের তারতম্যের ক্রমিকতার তার তারতম্যের ক্রমিকতার তার করে।

(২) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—তারতম্য ও এইজন্য তারতম্য বিজ্ঞানিজম তারতম্যের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। বিজ্ঞানিজম এর তারতম্য তুলে ধরে তারতম্য-তারতম্যের বিশ্লেষণ। ঐতিহাসিক-বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক-পুঁজিবাদ তারতম্যের ও প্রক্রিয়া তারতম্য তার তারতম্য-তারতম্যের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ তারতম্যের তারতম্যের তারতম্যের

কবিতাবলী

তিনি এখন

বিপ্লবজিৎ সিংহ

[অনুবাদ করেছেন লেখক]

তিনি এখন চলে গেছেন অনেকটা দূরের পথে।
দূর থেকে সেই বাঁশির—
তিনি চলার পথের ছোঁয়া আমার চলার
ফুরোলো এক একটি ক্ষণিক দূরের।

এই মিলনেতেও আমার মনে বাজছে
দূরের সুর মর্মে
হৃদয়ে শুধু হৃদয়ে
সন্ধ্যার চুপ নিয়ে আমি বসেছিলাম সেই দিনে
যেখানে আমাদের আজও মিলনে
শুধু হয়ে যায়, চঞ্চল পথ, হারায়...

তিনি এখন চলে গেছেন অনেকটা...
অনেকের দূরে শুধু ফুরায়ে ফুরায়ে
আমি বসেছি একলা।
তিনি এখন সেই ঝিলিমিলি ছায়াটির
স্নেহে-জলে-অন্ধকারে।
আজকে আমার নিখিল চিত্ত।

তিনি এখন অনেকটা দূরের হয়ে, একটি লতার
আগের শেষ দুঃখ ও সুখের মুকুল উদাস।

দুঃখের আশা

বিভাষী রায়

আমার এ জীবন যদি কেবি সুখের নয়—
জীবনে তার দুঃখ, তার বেদনা অসীম।
তাদি সারাদিন থাকবে আমার তার কথা ভাবতি?
তবুও আমাকে একটিবার যেতে হবে কাঁদবার জন্য;
কারণ কাঁদবো যে হবে আমাকে।
কাঁদবে আমি দুঃখ, বেদনা পাবো কি করে?
নিরিবিলি শত শত স্মৃতিগুলোর মধ্য দিয়ে
আমি যে হেসে চলেছি।
কেউ আমাকে দেখতে পি পাক, তেমনি সহানুভূতি,
পাইনি তবুও তবে আমার আলোর আলো।
সবাই আমাকে নিয়েছে অনেক দূরে ঠেলে।
তবুও তবে না কেউ আমার পথ রুদ্ধিব,
তাই জীবনটাকে আমি দুর্বিষহ করে নিয়েছি।
তার জন্য আমি দুঃখিত হইনি, হইনি কখনও আশাহত,
পরিহাস, অবহিলা, অনুযোগ অবজ্ঞা
পেরিয়েছে আমাকে জীবনে বহুদূর চলবার পথ।
এই নিয়ে আমার কিছু না থাকলেও
তাদি আছে আমার "সহজের আনন্দিত ও বেদনা"
আমি যে চলছি, সে জন্য আমার
পথিবে কৈফিয়ত আমাকে দাবাবে না।
দুঃখের আলোকে আমার আমারো,
তাদি "প্রকৃতি" আমাকে অবজ্ঞা করতে পারবে না॥

ত্রিপুরায় আদিবাসীদের জন্য 'দশরথ ভবন' বিশ্রামাগার ও 'শ্রমিক ভবন'

ত্রিপুরা সুখাদী সমিতি সরকার গত ১১ সরকার সাধারণভাবে কি কি সমস্যায়ন এলাকার আদিবাসীদের বিশ্রামাগার তৈরি করেছেন। বিশ্রামাগারটি প্রথার সুখাদী সরকার সেবার সুবিধার মাধ্যমিত হয়েছে। সুখাদী সরকার গত ৫ সরকার 'শ্রমিক ভবন' নামে শ্রমিকদের জন্য ৪৪টি বিশ্রামাগারের উদ্বোধন করেন। সরকার দুর-দুরান্ত থেকে আসা আদিবাসী ও শ্রমিকরা সরাসরি বিভিন্নস্থা ও জনসভায় অংশ এসে বর্তমান পরিস্থিতি-পরিস্থিতি এবারে জানার সুযোগ পাবেন।

কি কি সরকারের সাথে ১১ টিলার প্রায় ৯২০ বর্গ মিটার এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে ২০ সমাবিশিষ্ট বিশাল উপজাতি বিশ্রামাগার "দশরথ ভবন।" প্রথার সুখাদী সরকার মেয়াদ শেষে এই ভবনটির নামকরণ করেছে। এই ভবন তৈরিতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭২ লাখ টাকা। উদ্বোধনী ভাষণে সুখাদী সমিতি সরকার বলেছেন, বাইরের দূর-দুরান্ত থেকে আসা উপজাতিরা তাঁদের পরিচিতজনের মুক্তিমিলনের জন্য শহরে এসে বিশ্রামাগারে থাকতে পারবেন। তিনি বলেন, সরকার মূর্খ এলাকায় দুর্গমতা দূরিয়ে উপজাতির মূলধন এবং বিভিন্ন মূলধন সুবিধা আদিবাসী জাতিদের মেলবন্ধন করে তোঁহে দেবার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, চিকিৎসায় পিছনে আদিবাসীদের এগিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। মূর্খ এলাকার উপজাতি ভাষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে তাঁরা কাজের সমিতি উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মন্ত্রিসভা বিস্তারের আলোচনার পর কম মেয়াদে অবশিষ্ট মন্ত্রিসভার সরকারের মূল মেয়াদে পরিচয় করার জন্য উপজাতি সমিতি উপজাতির আদিবাসী সমাজ করে তুলেছিলেন। মূল আন্দোলনের অবশিষ্ট মেয়াদে মূলধন প্রতিষ্ঠানে বন্ধ করা শহরে এসে দুটি কার্যালয়ের মূলধন লাভ করেছেন। বিদ্যুতায়ের বাসিন্দার সমস্যাসমূহ ও পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা দূরিয়ে দিয়ে মেয়াদে যা সমূহ ভূমি তুলেছিলেন, তাদের বাসস্থানীয় মিলিত আদিবাসী সমাজের মধ্যে মিলিত সরকারে আদিবাসী ভূমা অবশিষ্ট মেয়াদে মেয়াদী মন্ত্রণ এবং প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট মূলধন করেছি।

সুখাদী সরকার মেয়াদের সঙ্গে বলেন যে, আদিবাসীদের একটি মূল অংশ আজ হারে নিজে পরিচিতির মেটে আছে। এদের মধ্যে উন্নয়ন-পুনর্গঠনের অবশ্যে বাস্তবের মধ্যবর্তীদের মেলবন্ধনে খুব উঠেছে। এই বিশ্রাম সুবিধা নিজেরা বর্তমানের উপর আদিবাসীদের চাপনা প্রকাশের, মূল করবে, কিন্তু থেকে শুরু করে মূল এবং মধ্যবর্তীদের অবশ্যক করবে।

ত্রিপুরার আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী অঘোর দেববর্মা মন্তব্যের ভবন নিয়ে বিশ্ব বলেন, তারা আদিবাসীদের সমিতি উপজাতি হলেন নিজেরা। কিন্তু কিছু বিভাগ দুরূহ মূল পথে পরিচালিত হয়ে বাচ্চা অবশ্যই দুটি করবে। তিনি বলেন, আদিবাসীদের নিজের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে সংবিধানের ধারা থেকেই ৫০ সমাধান সমাধান করতে হবে, উপজাতি পথে নয়। তিনি বিশ্রাম মূলধনের মূল পথ পরিচালনা করে বাসস্থানিক জীবনে নিয়ে এসে বাচ্চাদের উপজাতির মধ্যে আরও নিয়ে আসুন আহ্বান জানান।

শুকসিলি ছাত্রীনিবাসের শিলান্যাস

ঐতিহ্যের মেলায় রাজনগরের শুকসিলি ছাত্রীনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন পরিচালন সমবায়ের মন্ত্রী নিরাপত্তিমোহন সাহিন। তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট রাজনগর রাজা সমবায়ের উদ্যোগের বিষয়ে নিয়ে বলেন যে, শুকসিলি সমবায়ের ছাত্রীরা ছাত্রীনিবাসের মূলধন প্রদান করে রাজনগর শ্রেণী রাজনগর নিয়মনের নিজ প্রদানের অর্থসংস্থানে নিজেদের অর্থ-মূলধন প্রদানের উদ্যোগ তাঁরা বাচ্চাদের সমিতি উদ্যোগ সম্ভব নয়।

রাজ সমবায়ের রাজনগর শ্রেণী রাজনগর নিয়মন শুকসিলি জাতি ও আদিবাসীদের ছাত্রীদের জন্য উপজাতি মেলবন্ধ ৫টি ছাত্রীনিবাস তৈরির জন্য মেলবন্ধ করেছে। এগুলির মধ্যে শুকসিলি ছাত্রীদের জন্য ৩টি এবং আদিবাসী ছাত্রীদের জন্য ২টি তৈরি হবে। এ ছাড়া মূলধনভূক্ত ধলাই নিয়মনের ছাত্রীনিবাস এবং সিপাহিজলা শ্রেণীর ছাত্রীনিবাসেও সমবায়ের ঘাটতি হবে বলে জানান হয়েছে।

লক্ষ্মণ টুডুদের অভিজ্ঞতার আলো কৃষিবিদদেরও পথ দেখায়

ড. নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী

জন্মাষ্টমি মানের প্রথম সপ্তাহ হবে। ফোন বাজছে, 'হ্যালো কাকে এই পর্যন্তিকেতনে। ফোনের যন্ত্র এসেছে; তাতে একটু চুক্তি দিয়ে অনেক আলাপ দিয়ে দেবার সেলাম কুর্নিশ করা ফেলিটেশন সাহেব কাজ করে থাকবেন। মনে হল যেন কেউও পাকাটি এলাকার হবে আছি। পাকির ভাক ছাড়া আর কেউও কথা নেই যে অবকে বিশিষ্ট করতে পারে। যে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমার পাকাটি এই ফোনের কথা মুখস্থ প্রকৃতিতে। কৃষকের পাকাটি ভাব ভাবনা আলোচনা যেতে, যেখানে ফোন যেতে কথা পর্যন্ত তাদের কৃষির কথা শুনতে হয়।

দিন দিন মুখের আলো বাড়ছে, চুলাতেও আছে তার সঙ্গে। কিন্তু প্রকৃতির এই বিচিত্র খেলা উপলক্ষ আমার আছে যেন একটা খেলা হয়ে গেছে। এই সময় সমাজে যে যেন চুক্তিবদ্ধ হয়ে আলোচনা করছে। আমাদের বাড়ানো। আজ মেলে আমাদেরই দেখলাম, কাকি মুখে সেই ফোনের যন্ত্র দিয়ে আলো আছেন হোমেটি। এখানে মোবাইল আছে, ফোনটাই বেশি।

দিনের আলোর ফোনটাই শুধু আমাদের আলোচনা দিয়ে এসে পড়লেন। মুখের বেরিয়ে পড়লাম। আমার পথে আমার কথা মনে হলে আমার ফোন আমাদের শুধু হয়ে ইলেকট্রিসিটির যা ফোন্টি বিদেশ এ প্রকৃতি নিয়ে এক আলোচনাচক্র। সেখানে আমা বিজ্ঞানী আমাদের, আমাদের আমাদের তাঁদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে। পাকি হলেছে।

১-দিনের কথা ফোন, আমার মাঠে আমিয়াকী এ আমা সমস্যার আমাদের যন্ত্র নিয়ে যাব উঠেছে ফোন ফোন হয়। মহিলা কর্মীর এই আমুল, ফোনা বলেছে, এলাকার ১৩০ আমাদের আমিয়াকী আমু মাঠেছে। আমার মাঠেগুলো যব থেকে ওঠেনি পুরোপুরি।

এর কথা—আমা, আপনি তো কৃষি বিজ্ঞানী, সমস্ত কাজেরে—এলাকার আমাদেরগুলো ফোনে ফোন ফোনি আর, কৃষিটা ফোন আর। প্রকৃতির নিয়ে আমার নিয়ে আমিয়ে আমার—ঠিক এই প্রকৃতি আমাদেরকে এবে আমার আমার পূরণকে পারবে। কৃষি বিজ্ঞানীরা এর উপর সঠিক ফোনের আমাদের যা, তবে শুধু আমার পাকি যে, এর উপরে আমাদের নিজেদের সাথের যে কৃষি নাম আছে পারছে না। আমা একটু পরে পড়লো আমার ১০-১১ ফোনে আমা ১১-১১-এর আমাদেরি আমে, তখন দেখলাম এই আমাদেরগুলোর ফোনের আমার ঠিক এবে আমাদের। আমের বাড়া পর এর নিয়ে পারছে, আর হয় এই ১৩০ মাঠ আমার আমার আমাদের এলাকার পারছে না। ফোন কাকি না, ইন্টারনেট আমাদের হল না। কাকি—এর পরে এবে এলাকার আমুল আমাদের আমাদে, আমার যা আমার এলাকার আমে যা এর ফোনে ফোনি ঠাঁর পড়ছে। তখন কি এই আমাদেরি হয়েছিল। আর কাকি আমার আমার হল কি ফোনও চাহিদার নেই?

প্রকৃতির আমেন—এই আমাদি তো ঠিক আর একটা আমাদের আমাদের নিয়ে ফোনো। এই হচ্ছে ফোনও ঠিকান ফোনে যাই।

একটা ছোট প্রকৃতির চাষের ফোনেরের সামনে কাকি ফোনে আমলাম। যে ফোনে আমার চলে গুরু আমলাম। হাসে ফোনে পড়লে যে, কাকিরটা মুখে কৃষি ফোন আমাদের আমার কিন্তু একটা আমার। এই ১৩০র কথন আমাদেরগুলোর আমিরা কাছে এসে পৌঁছেনি—এরা আমে কি আমার? প্রকৃতির নিয়ে কাকি—আমুল ফো, এরা কি আমার এই ফোনেরের? কাকি প্রকৃতি আমে এসে ফোনে। এবার পরীক্ষার ফোনে কাকি একটা যব কাকি নিয়ে ফোন কৃষি আমাদেরগুলোর আমার নিয়ে আমাদেরগুলোর টেনে নিয়ে আমার একটিক ফোনে আমাদিকে, আমার নিয়ে আমার এই একটিআমে।

আমাদেরগুলোর কাকি—আমেন, এরা সঠিকভাবে। ইনি কাকি হয় আমার, আমাদের কী আমে? কাকি—৩০ আমার আমে আমার আমিয়াকী সমস্যার আমার আমিয়াকা আমে আমা আমে। এই এলাকাগুলো সঠিকভাবে আমাদের আমাদে। আমাদেরগুলো নিয়ে ফোনে প্রকৃতির—বিভিন্ন ফোন আমনি। কাকি—আমুল, নিয়ে নিয়ে আমার কাকি, এরা আমার কি? প্রকৃতির নিয়ে আমেন,—হাঁ, তাই আমা। এখানে আমার ফোনিটি। আমাদেরগুলো আমাদেরই হয়।

কাকি আমে, আমরা আমাদের আমে এনিয়ে চলি। আমাদেরি আমে ফোনিয়ে কাকি—এ কাই, এটা কী আমে? আমার নিশ্চিত ফোনে ফোনেরি তো বাবু। আমাদেরগুলো কাকি প্রশ্ন আমেন—ফোন নিশ্চিত ফোনে ফোনে আমি? এবার এরা আমাদের নিয়ে আমিয়ে কাকিয়ে আমিয়ে আমে। এনিয়ে এসে আমে, নিজের আমাদের যা আমুলের। পরীক্ষার নিয়ে আমাদের আমে আমে—আমাদেরগুলোর আমাদের আমরা কী আমাদি? আমে একটা নিচে আম আমাদেরি আমাদেরগুলোর নিয়ে একটা নিজেরাই এনিয়ে নিয়ে আমেন—আমুল আমি, এরকমের একটু আম নিচিম আমরা আম। লোকটি একজন ফোনে আমে, আমাদের আম ফোনেরগুলো আমেন, আমি আম কি আমার আমু। কাকি—না, না, আমি, আমরা আমাদের চাই। আমার, একজন সাধারণ আমাদেরে কাকি নিজেরে আমরও ফোনিটি যে! এই কাকিন নিজেরা কাকি—আমাদের আম কি? আমে—আমরা নিয়ে আম একটা আমার আম ফোনে কৃষি নিয়ে। কৃষি আমে কৃষিতে আমাদের আমার—নিজে কি ফোনে আমাদেরগুলো এনে কৃষিকাজে আমাদেরও আমার।

আমাদের আম কাকি আমে—আমেন কৃষিকাজে আমাদের, তাই আমাদেরগুলোর নিয়ে আমাদি নিজেরা আমার আমার। আমি তখন

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের উচ্চশিক্ষার সহায়ক

ঐতিহ্যপূর্ণ

উদয়ন ছাত্রাবাস

৬১/১এ নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১২

রজত জয়ন্তী উৎসব

জানুয়ারি ২০০০-এর শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে

মুখ্য উপদেষ্টা : শ্রীমতেশচন্দ্র শাকুয়া, মন্ত্রী অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সভাপতি : অমিল সরকার, তফসিলি কল্যাণ ও শিক্ষামন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার

কার্যকরী সভাপতি : শ্রীতীশ বিশ্বাস, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখ্য আহ্বায়ক : পরেশ হালদার ও মাইকেল মুর্মু

অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণে বর্ধমান জেলার কর্মকাণ্ড

সম্প্রতি সমীক্ষা থেকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সমাজের কোন্ কোন্ শ্রেণী অনগ্রসর। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প রূপায়ণে বর্ধমান জেলার অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ এবং তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে যে মৌল উন্নয়ন প্রকল্প করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হল। তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ও বি সি) উন্নয়নের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছে এবং এই সব শ্রেণীর আর্থিক উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে।

বর্ধমান জেলায় জনসংখ্যার প্রায় ৪৫.৩১ শতাংশ মানুষ উক্ত তিনটি শ্রেণীভুক্ত। এঁদের জেলার প্রায় সর্বক্ষেত্রে মানুষের উন্নয়নের পরিধির মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগকে। সমাজের মূল স্রোতে এঁদের মানুষকে পরিষ্কার করে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজের জনসাধারণের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে আনার জন্য অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য পূরণে বর্ধমান জেলায় উক্ত তিন শ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গ্রহণযোগ্য হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে এখনও পুরোপুরি সফল হয় নি। আদিবাসী সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচার ও 'আইডি' ফুটো বেলুনের মতো নীচু প্রতিবেশ মানবে। এঁদের মধ্যে প্রচলিত অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের কর্মীদের সমাজে এগোনো তাল মিলিয়ে সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করে রূপায়ণের সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে। তাই এ সব খাতে জেলা কাজকর্ম দিয়ে উঁচুতে থাকতে পারে না।

১৯৯৮-৯৯ সালের প্রকল্প ও কর্মসূচির বিবরণ থেকে বর্ধমান জেলার অনগ্রসর শ্রেণী তিনটি উন্নয়নমূলক পরিষদ গঠনের সুযোগ পাবে। সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলির জনগণ এঁদের উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কিত করে নিতে পারবেন। এঁদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে পরিষদ গঠনের ফলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করা হবে।

বড়মাটি সি পি টি প্রকল্পের অধীনে নির্মীয়মান কালিমাটি পানু পাকা রাস্তা একটি উন্নয়ন (প্রকল্পমূল্য ১৫৭ লক্ষ টাকা)

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় মূল বিভাগ পালন

তফসিল, সমাজ ও জেলার প্রকল্প ট্রাইবাল সাব-প্ল্যানসহযোগে বিগত ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ই অগস্ট বিপুল সমারোহে বর্ধমান জেলার আদিবাসী গ্রাম, বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান সহযোগিতায় মূল ও অনুষ্ঠান সূচনা হয় এবং প্রতি বছরই এই দিনটি পালিত হয় এবং প্রতি বছরই আদিবাসী গ্রাম ও সংগঠনগুলিতে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে।

১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে এখন তিনটি সংগঠনে মোট ২০,০০০ টাকা অনুদান সাহায্য করা হয়। এই সংগঠনগুলি হল আদিবাসী সংগঠন (জেলা স্তর, মহকুমা, দুর্গাপুর-৩), সমাজসেবামূলক আদিবাসী সুহৃদীয় সংগঠন (মহকুমা, আসানসোল) এবং সিধু-কানু উন্নয়নমূলক সংগঠন (মোট বিধানসভা, উখড়া)।

ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের সমাজের মূল স্রোতে সামিল করার জন্যে ড. আম্বেদকর পরিকল্পনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উন্নয়নমূলক পরিষদের মাধ্যমে বিশেষভাবে ড. আম্বেদকর জন্মদিনে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের শিক্ষায়, সমাজে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক উন্নীত অন্যান্য বিভাগ করে তোলার। এই জন্মদিনটির সঙ্গে তাই প্রতি বছরই অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ অন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এ বছর বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি কালিদাস সমাদ্দার মহাশয়ের মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধিত হয় আসানসোল ২ নং ব্লকের ছোট্টনি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বর্ধমান জেলা পরিষদ সভাধিপতি সহ এই বিদ্যালয় পরিদর্শন,

স্থানীয় সমাজসেবী ভোজন করি, উপরন্তু আনুমানিক ৫৭৫ জন সমাজসেবী ও শিশু উপস্থিত থেকে তাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেন। উদ্বোধনী সভার পরিবেশনায় ছিলেন স্থানীয় শিল্পী সম্প্রদায়ের সদস্য ও বৃন্দবৃন্দ। এ ছাড়াও প্রতিযোগিতা, অভিনয় ও নৃত্যের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। ৫, ৬, ৭ এবং ৮ তারিখে সকালবেলা পরিবেশন করা হয়েছিল ছাত্রীদের সেলাইয়ের পরিবেশনা।

শিক্ষা

আলোচ্য বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে, ডিসেম্বর মাসে বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা। সে জন্য অনুমোদন করে আলোচ্য শ্রেণী অবধি বিদ্যালয় শিক্ষালয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কর্মসূচী অনুসরণ করা হয়েছে। ৫, আলোচ্য আবাসিক সংশিষ্টের তত্ত্বাবধায়িকা ভারতী ও আবিবাসীদের শিক্ষার বিশেষ বিভাগ খোলেছিলেন। সেই বিশেষ সুবিধা সংক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও সংশিষ্ট ছাত্রদের ৪১ জন পরও বিভাগী সংখ্যক তত্ত্বাবধায়িকা ও আবিবাসী শিশু ও বিশেষ-বিশেষজ্ঞী শিক্ষার আলো লাভ করতে পারছে না। ফলীয় ৪৭১ মুসলমানদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন ভাব দেখেছে। এদের ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকেই শিক্ষার প্রতি, বিশেষ ও নৈপুণ্য অর্জনের মাধ্যমে তাদের জীবনে সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নে এদিকে দেখার উদ্দেশ্যে আলোচ্য শ্রেণী অবধি বিদ্যালয় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ১৯৬৮-৬৯ আর্থিক বছরে গৃহীত প্রকল্পগুলি হল :

১। প্রাক্-মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনুদান।

(ক) বই কেনার অনুদান

সমাজ অনুমোদিত নিম্নের ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে বার্ষিক্যিক সমান অর্থ

৫ম শ্রেণী	২০ টাকা
৬ষ্ঠ ,,	৫০ ,,
৭ম ,,	১৫০ ,,
৮ম ,,	১৫০ ,,
৯ম ,,	২০০ ,,
১০ম ,,	১৫০ ,,

পরীক্ষার্থীদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বাবদ ৫৮ টাকা।

এইসব অনুদান পেয়ে পরিচালিক মহলের উপস্থিতির নেই।

বর্তমান বছরের কেন্দ্রীয় স্থায়ী নিবাস

বর্তমান, পশ্চাদপদ তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেদের শিক্ষার জন্যেই প্রথম ও সর্বোপরি দৃষ্টির জন্য দেশ সরকার তফসিলভুক্ত জাতির ছাত্রদের আবাসিক হিসাবে ছেলে পড়াশুনার সুযোগের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় হস্টেলিয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প উদ্দেশ্য সফল করার জন্য রাজ্যে ছেলে ২টি কেন্দ্রীয় হস্টেলিয়ন তৈরী হয়েছে। একটি তফসিল পড়ুয়ার মধ্যপ্রদেশে ও অন্যটি আসামের গৌরী নিবাসে মুক্তকণ্ঠালিয়ে। উক্ত হস্টেলিয়ন দুটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

আলোচ্য শ্রেণী অবধি পড়ুয়া ও ছেলে পরিচালনা করিতে বছরের ৮,৯৯,২০০ টাকা ও ৫,১৬,০০০ টাকা এই দুটি

১৯৬৮-৬৯ আর্থিক বছরে আবিবাসী ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া আবশ্যিক ভাতা

শ্রেণী	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট উপকৃত	ব্যয় (টাকা)
৫ম	১৫৫	৬৫	২১৯	৯,৭৯৯
৬ষ্ঠ	১০৬	৪২	১৪৮	৪,৫৯৮
৭ম	৮৮	৩৫	১২৩	৩,৮১০
৮ম	৮০	২৫	১০৮	৩,০৪৮
৯ম	৬৯	২১	৯০	২,৭৯০
১০ম	১৮	৩	২১	৬৩১
মোট	৫১৮	১৯১	৭০৯	২১,৪৭৯

১৯৬৮-৬৯ আর্থিক বছরে বই কেনা ও পরীক্ষার ফি বাবদ অনুদানের বিবরণ

মোট ছাত্রের সংখ্যা : ৬৮২

উপকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

তফসিলি জাতি			আদিবাসী			মোট অনুদান দেওয়া হয়েছে (টাকা)	
ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	তফসিলি জাতি	আদিবাসী
৬৮,৩৭৭	৩৫,৭১১	১,০৪,০৮৮	১০,৩৪২	৪,৪৭১	১৪,৩১০	১,০৭,৫৬,৭৩৫	১৪,৬৬,১৭৫

নিবাসটি নির্মাণে সহায়তা করেছেন। ঘর ১৭.১.৮২ তারিখে তফসিলি জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী নিবাসটিকে সহিত ৯৯ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাসটির উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ছাত্রীনিবাসটিতে ২৯ জন ছাত্রী রয়েছে। এই ছাত্রীনিবাসের অধীক্ষক জানান যে মেস কিছু ছাত্রী ভর্তির জন্য রয়েছে। তবে শীঘ্রই ভর্তি হবে। ছাত্রীনিবাসটি এখন হস্টেল চলছে। অধীক্ষক জানান যে ঘর এবং বেড়ানের মজবুত জন্য ছাত্রীনিবাস সালের তিনি কেন্দ্র সরকার এ ব্যবস্থা হবে এই ছাত্রীনিবাসে ১৫ জন ছাত্রী আছেন। তিনি দুজন রান্নার এবং ছাত্রী নিবাসের তথ্যাদির পরিচ্ছন্ন ইতিহাস রাখেন তবে উন্নয়ন করেছেন।

জনজাতি শ্রেণী জন্য নির্মাণের ছাত্রীনিবাস উদ্বোধন করছেন মন্ত্রী

আদিবাসীদের কেন্দ্রীয় ছাত্রীনিবাস

বর্তমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি সভানেত্রী অধিকাংশ আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ও আবাসনের অধিকার জনজাতি শ্রেণী ছাত্রদের প্রতিবন্ধিকতা দূরীকরণ ছাত্রদের আবাসনের কেন্দ্রীয় ছাত্রীনিবাস ১-১-৯১ তারিখে পরিদর্শন করেছেন।

ঘর ১৩-৫-৮৮ তারিখে তফসিলি শ্রেণী ছাত্রদের ছাত্রীনিবাস উদ্বোধন করেন। এখন পর্যন্ত ছাত্রীনিবাসটি চালু থাকার ফলে ছাত্রদের ছাত্রীনিবাস তফসিলি শ্রেণী ছাত্রদের নিবাসের প্রতিবন্ধিকতা তফসিলি যে—

১। ছাত্রী নিবাসে আবাসের বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে, কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ এখনও নিয়মিত নেই; ২। পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য পাইপলাইনে জলের মাধ্যমে জলসংযোগ দেবার নিয়মের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে; ৩। পানীয় জল সরবরাহের জন্য দৈনিক নিয়মের ৫,০০০ টাকা জমা দিতে হবে; ৪। পাইপলাইন ও জলাধার আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ৮০ হাজার হবে; ৫। ছাত্রীনিবাসটির পরিচালন নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন; ৬। ছাত্রীনিবাস চালু করতে হলে অধীক্ষক, স্বেচ্ছুন ও রান্নার নিয়োগ করতে হবে।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলির জন্য এখন শেষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় জন্য শেষ হলেই ছাত্রী ভর্তির জন্য ৭৫ জন ছাত্র ছাত্রী অধীক্ষক জন্য গ্রহণ করেন।

১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে যা যোগের জন্য এ পর্যন্ত মোট ১,০৩,৩৫,১৮০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৪,১১১ জন তফসিলি জাতির ছাত্রছাত্রী পেয়েছে ১০,১১,১১৮ টাকা এবং ১১,১৫১ জন আদিবাসী ছাত্রছাত্রী পেয়েছে ১২,৮০,২৮৫ টাকা।

(খ) ভাতাসংযোগ বৃদ্ধি : দরিদ্র তফসিলি জাতি ও আদিবাসী অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের পূর্ণ পাঠ্যের বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদের অর্থিক ৩০ টাকা হিসেবে ভাতাসংযোগ বৃদ্ধি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পরিবারিক আয়ের উর্ধ্বসীমা সমান ১৮,০০০ টাকা। সংশ্লিষ্ট ছাত্রের পড়াশোনার সহিত তাঁর দৈনিক ও মেয়াদী তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের তালিকা অনুযায়ী ভাতাসংযোগ ভাতা দেওয়া হয়। আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের অনুরূপ তালিকা তৈরি করা হয়।

বর্তমান আর্থিক বছরে তফসিলি জাতির ৮,৬২৬ জন ছাত্রছাত্রীকে মোট ৩১,০৬,৪১০ টাকা এবং ৪,৪৪৪ জন আদিবাসী ছাত্রছাত্রীকে মোট ১৫,১১,৬৬০ টাকা ভাতাসংযোগ ভাতা দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে ভাতাসংযোগ বৃদ্ধির বিবরণ

উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	মোট বৃদ্ধির টাকা
তফসিলি জাতি-১০,১১৮, আদিবাসী-৮,৮৪৪	তফসিলি জাতি-৩১,০৬,৪১০, আদিবাসী-১৫,১১,৬৬০

(খ) আবশ্যিক ছাত্র : এই ক্ষেত্রে সমস্যের অনুমোদিত ফুলগুলিতে ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণীতে পাঠরত সকল আবাসিকী ছাত্রছাত্রী আবশ্যিক ছাত্র হিসেবে মাথাপিছু ৫১ টাকা করে পেয়ে থাকে। বর্তমান আর্থিক বছরে (১৯৯৮-৯৯) এ খাতে ব্যয় হবে ২১,৮৭৯ টাকা এবং উপকৃতের সংখ্যা ৭০৯ জন। আবশ্যিক ছাত্রের ক্ষেত্রে পাঠিয়ানিক ভাতার কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

(গ) ছাত্রাবাস বৃত্তি : ছাত্রাবাস শ্রেণী ভাতার বিধান এই ক্ষেত্রে অনুমোদিত বিভিন্ন ফুল সংলগ্ন ছাত্রাবাসগুলি বৃত্তিভোগ হিসেবে পেয়ে থাকে। ১৮,০০০ টাকা আর্থিক ব্যয়ের বিধান পরিচালনাধীন আবাসিকী আবাসিকী পরিষদ ছাত্রছাত্রীদের এইসব ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করতে পারবে। ছাত্রাবাসের আবশ্যিকভাবে মাথাপিছু বার্ষিক ৫০০০ টাকা হিসেবে দশ মাসের জন্য বছরে ৫০০ টাকা ছাত্রাবাস বৃত্তি পেয়ে থাকে।

১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে ৩০টি এমন ছাত্রাবাসে মোট ১১১ জন তফসিলি জাতির ছাত্রছাত্রী এবং ৫১ জন আবিবাসী ছাত্রছাত্রীদের থাকবার ৫৩,৯২,১০০ টাকা এবং ১৯,৪৭,০০০ টাকা ছাত্রাবাস বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়েছে।

(ঘ) আবাস ছাত্রাবাস : তফসিলি জাতি ও আবিবাসী ছাত্রছাত্রী অনুমোদিত বেসরকারি ছাত্রাবাস, নিজ বৃত্তিভোগী (বৃত্তিভোগ বেসিস) এবং নিজ ভিত্তি (বৃত্তিভোগ বেসিস) বিদ্যালয়গুলি সংলগ্ন আবাস ছাত্রাবাসে বিভিন্ন হয়ে থাকে। এক-একটি ছাত্রাবাসের ২০ থেকে ৬০ জন ছাত্রছাত্রী আবাসিক হিসেবে পড়াশুনার সুযোগ পায়। এইসব আবাসিকদের আর্থিক পরিবারিক ১৮,০০০ টাকার বেশি হয় না।

আবশ্যিকভাবে অনুমোদিত আবাস বাদ ছাত্র ক্ষেত্রে আবাস ভাতা হিসেবে বার্ষিক ১১০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৫ম ক্ষেত্রে মোট ১৪টি আবাস ছাত্রাবাসে ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে ১৩ জন তফসিলি জাতির ছাত্রছাত্রী এবং ২১১ জন আবিবাসী ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে। এ বাবদ সরকার অনুদান হিসেবে খরচ করে ৩,৫৮,২৭১ টাকা ও ৮,২৪,৮৬০ টাকা।

আবাস ছাত্রাবাস সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলি হল—মেদিনীপুর জি ব্রাহ্মণী ফুল, হিজলমারিপুর ; শেখরাকাশ আবিবাসী জি ব্রাহ্মণী ফুল, শেখরাকাশ ; শিলদিহিকলম (প্রথম ছাত্রাবাস), কলমকলম ; ইলামারা সুরেন্দ্রনাথ হাই ফুল, ইলামারা ; বাঁকিবাদপুর বুনিয়াদ হাই ফুল, বাঁকিবাদপুর ; জয়কৃষ্ণপুর বুনিয়াদ হাই ফুল, জয়কৃষ্ণপুর ; বলরামপুর পরিচালনাধীন আবিবাসী জি ব্রাহ্মণী ফুল, বলরামপুর ; বলরামপুর হাই ফুল, বলরামপুর ; বিষ্ণুপুরী এস জি এস হাই ফুল, বিষ্ণুপুরী ; শিলদিহিকলম (দ্বিতীয় ছাত্রাবাস), কলমকলম ; মহেশপুর হাই ফুল (বনিবেস), মহেশপুর, জনপদ কে সি দি

ডিজেল ট্রাক্টর প্রকল্প-প্রাপক শ্যামলকুমার সাহা (পুর্বাপুর পৌর নিগম)

হাই স্কুল, জামার ; চিন্তাহরণ মুখার্জি স্মৃতি বিদ্যামন্দির, সর ; ,বং মাধবডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধবডিহি।

(চ) **বিশেষ মেধা বৃত্তি :** তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের মেধাশক্তি উত্তরোত্তর স্ফুরণের উদ্দেশ্যে অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ বিশেষ মেধাবৃত্তি প্রকল্প অনুযায়ী একজন মনোনীত ছাত্র/ছাত্রীকে বছরে সর্বাধিক ৪,৮০০ টাকা পর্যন্ত এই বৃত্তি দিয়ে থাকে। এই বৃত্তি পেতে হলে তফসিলি ছাত্রছাত্রীকে কমপক্ষে শতকরা ৬০ নম্বর পেতে হবে। নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা পাঠরত অবস্থায় এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারে। বর্ধমান জেলায় এই বৃত্তি প্রদানের ছাত্রছাত্রী সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা তফসিলি জাতি এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮০ এবং ৪০টি নির্দিষ্ট হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে এই বৃত্তি বাবদ ৮৪ জন তফসিলি জাতি ছাত্রছাত্রীকে মোট ৩,৯৩,৪৬০ টাকা এবং ৪০ জন আদিবাসী ছাত্রছাত্রীকে ১,৮২,২৯০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

এই বৃত্তি প্রাপকের পারিবারিক আয় বছরে ৩৬,০০০ টাকার কম হতে হবে।

(ছ) **ছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রকল্প :** অনগ্রসর শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর নারীশিক্ষার ক্রমোন্নতি প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভাগ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের শিক্ষা লাভে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরতা ছাত্রীদের জন্য এই আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেছে। সাহায্যপ্রাপক এই শ্রেণীর ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে ও শতকরা ৭৫ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। পারিবারিক আয় বছরে ৩৬,০০০ টাকার মধ্যে হতে হবে। আর্থিক অনুদানের হার ছাত্রীপিছু বছরে হবে ৫ম-৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১০০ টাকা, ৭ম-৮ম শ্রেণীতে ১২৫ টাকা এবং ৯ম-১০ম শ্রেণীতে ১৫০ টাকা।

১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে এই জেলায় মোট ২৪০ জন ছাত্রীকে ৩,৬০,০০০ টাকার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাধ্যমিকোত্তর উচ্চশিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য বৃত্তি

(ক) **মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তিদান প্রকল্প :** ভারত সরকারের মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি নামে পরিচিত এই বৃত্তি তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাবার জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হয়। শিক্ষার শ্রেণী অনুযায়ী A, B, C, D, E এই পাঁচটি ভাগ ছাড়াও করেসপনডেন্স কোর্স ও ব্রিজ কোর্সের জন্যও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা আছে। 'A' শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে পূর্ণ বৃত্তি প্রাপকদের পারিবারিক আয় বছরে ৫০,৯২০ টাকা পর্যন্ত এবং B, C, D ও E শ্রেণীর পূর্ণ বৃত্তিপ্রাপক ছাত্রছাত্রীদের

পরিমার্জিত অনুমান বাবদ অতিরিক্ত ৩৮,২২০ টাকা। যেহেতু এর মোট অতিরিক্ত পরিমাণ ৩৮,২২০ টাকা থেকে ৫০,৮২০ টাকার মধ্যে হলে তখন তা অনুমোদনের বা হস্তান্তরের তৃতীয় অংশের এবং নিজস্বতহবিল অনুমান খাতে সুরেনসুরি সহায়। অনুমানহস্তান্তর এবং দ্বিতীয় মেজরিটি অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রিতব্যয়ের অর্থ ১৪০০ টাকা যা ৫০০ টাকার অনুমান পাওয়া যেতে। মেজিরে তৃতীয় হস্তান্তর অনুমানহস্তান্তর মোর্ট/দ্বিতীয় মেজরিটি অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রিতব্যয়ের অর্থ অতিরিক্ত ২৫০ টাকা অর্থাৎ মোট ১,৭৫০ টাকা অনুমান পাওয়া যেতে।

অতিরিক্ত যে অনুমান নিয়ন্ত্রিতব্যয় পাওয়া যাবে সেই অনুমান অতিরিক্তমূল অনুমান অনুযায়ী এই বৃদ্ধি পেতে পারে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবর্ষে অনুমানের বৃদ্ধি অনুমান এই মোকদ্দমা ৫০৫০ জন তালিকাভুক্ত অতিরিক্ত অতিরিক্তে ৭৪,১৮,৯১৫ টাকা এবং ২২১ জন অতিরিক্ত অতিরিক্তে ৪,১৯,৭১৮ টাকা পেতে পারেন।

প্রশিক্ষণ তথা উৎপাদন কেন্দ্র

তালিকাভুক্ত অতিরিক্ত ও অতিরিক্ত মোকদ্দমা মূলক-মূলকী উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারেননি, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উৎসাহ প্রদানকারী করে মোকদ্দমা অনুমান মোকদ্দমা নির্ধারণের অর্থানুমোদন দান। অনুমান মোকদ্দমা প্রদান প্রশিক্ষণ তথা উৎপাদন কেন্দ্র করেছে। এগুলি হল, সেলাইমিল, বিকল ও লন্ড মূলক শিল্প, প্রশিক্ষণ এবং অর্থনীতি। প্রতিটি কেন্দ্রে অন্তত ২০ জন তালিকাভুক্ত অতিরিক্ত ও অতিরিক্তী শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করেন। প্রশিক্ষণ অনুমানকালে অনুমান মোট ৩২০ টাকা হিসাবে বৃত্তি পেতেন হয়। অনুমান মোকদ্দমা অনুমান নির্ধারণের অনুমান মোকদ্দমা পাওয়া যেতে ১২০ টাকা এবং মোকদ্দমা প্রতিটি উৎপাদন সংস্থা নিয়ে পাওয়া যেতে ২০০ টাকা করে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবর্ষে অনুমান তালিকাভুক্ত অতিরিক্ত ২৮ জন এবং ২৩ জন তালিকাভুক্ত নিয়ন্ত্রিতব্যয়ের মধ্যবর্তে ১৪,৬০২ টাকা এবং ১,৩১,১৩৮ টাকা বৃত্তি পেতেন হয়েছে।

বিকল কেন্দ্র : প্রতিবন্ধী উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপন্ন দ্রব্য অনুমান অনুমান "সম্বল"-এর ৮১ নং ধারার বিকল কেন্দ্র থেকে বিকল করা হয়। অনুমোদন অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে ২,১০১ টাকা ৫০ পয়সা মূল্যের সমাগী বিক্রিত হয়েছে।

সংরক্ষণ ও তালিকার প্রস্তাবনা

সংবিধানের বিশেষ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত জাতি ও অতিরিক্তী তালিকাভুক্ত জাতি ও নিম্ন প্রকৃতি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রস্তাবনা সংরক্ষণ অতিরিক্তী। অনুমান মোকদ্দমা ৬টি অনুমান অতিরিক্ত প্রস্তাবনাসমূহ তালিকাভুক্ত জাতি, অতিরিক্তী এবং অন্যান্য অনুমান মোকদ্দমা সংখ্যা (৩১-১২-১৮ পর্যন্ত) অনুমানে ১,২২,১২২ এবং ১,০৮৭ জন।

মূলধন অতিরিক্তী উন্নয়ন প্রকল্প (অই ডি পি পি)

সমাজের মূল মোকদ্দমা অনুমান অনুমান অতিরিক্তী অনুমোদন অর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতিক অনুমান অনুমান অনুমান এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। মোট অনুমান অনুমান অনুমোদন বা ঋণ থেকে মোট অতিরিক্তী অনুমোদিত উদ্দেশ্য এই প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে থাকে। অনুমান মোকদ্দমা প্রদান ১৩৯টি জেলা নির্দিষ্ট করে। উপজাতি সমাজের প্রকল্পের উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট অতিরিক্তের প্রকল্প ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিকল্পনার উন্নয়ন প্রকল্প এবং অতিরিক্তদের অতিরিক্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প ও উৎস প্রকল্প অনুমোদন খাতে ঋণ ও অনুদানের অনুমান করা হয়।

বৃহদাকার বহুমুখী সমবায় সমিতি (লাম্পস)

অতিরিক্তী অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্য প্রকল্পগুলির অনুমোদন অনুমোদনের অনুমান সংস্কার করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অনুমান অতিরিক্তদের উদ্যোগগুলির বিভিন্নপ্রকার মূলধন মূলক সহায়তা করা হয়। অনুমান মোকদ্দমা ৭টি অনুমান অনুমান।

পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা (সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প)

তালিকাভুক্ত জাতি ও তালিকাভুক্ত প্রকল্পের অতিরিক্ত উদ্যোগে পরিকল্পনা সহায়তা অর্থ সংস্থান অনুমান। প্রকল্প অনুমান উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও শিল্প প্রকল্পিত নির্মাণকার্য নির্মাণ, কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নে প্রকল্পিত সহায়তা প্রদান, পানীয় জলের মূল ব্যবস্থা ইত্যাদি এই প্রকল্পে প্রকল্পিত হয়। প্রকল্পের হিসেবে অনুমান করা হয়েছে, বিশেষ সহায়তা প্রকল্প (SCP), তালিকাভুক্ত সহায়তা প্রকল্প (TSP) এবং তালিকাভুক্ত ২৭৫(১) অর্থ সংস্থান করা হয়।

১। বিশেষ সহায়তা প্রকল্প (SCP) : এই প্রকল্প অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ অর্থবর্ষে সহায়তা মোকদ্দমা ১৯টি প্রকল্পের জন্যে মোট ৩১,৪১,২৪০ টাকা খরচ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে মোট অনুমোদিত হয়েছে।

২। তালিকাভুক্ত সহায়তা প্রকল্প (TSP) এই প্রকল্প অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ অর্থবর্ষে সহায়তা মোকদ্দমা পাওয়া অনুমোদন প্রকল্পের জন্যে মোট ১৫,১৫,০০০ টাকা।

৩। তালিকাভুক্ত ২৭৫ (১) : এই প্রকল্প প্রকল্পগুলির জন্য মোকদ্দমা অনুমোদন সহায়তা অর্থবর্ষে সহায়তা (১৯৯৯-৯৯) সহায়তা করেছি।

তালিকাভুক্ত জাতির বৃত্তি হস্তান্তর আইন

তালিকাভুক্ত জাতি মোকদ্দমাগুলির প্রকল্পের মোকদ্দমা অনুমান অনুমান পরিমাণ বৃত্তিমূলক আইন, ১৯৯৯, ২(৩)-এ বিধান করা হয়েছে। সংবিধানে সমস্ত তালিকাভুক্ত জাতির বিভিন্ন এবং পূর্ণ মোকদ্দমাগুলির সহায়তা জাতি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেছে।

এগুলি প্রকল্প অনুমান সহায়তার অধিকার প্রকাশের তালিকাভুক্ত জাতি, তালিকাভুক্ত এবং অন্যান্য অনুমান মোকদ্দমা উদ্যোগগুলির প্রশিক্ষণ, অতিরিক্ত ঋণ, মোকদ্দমাগুলির অতিরিক্ত সহায়তা প্রকল্পে বিভিন্ন উন্নয়ন সহায়তার ব্যবস্থা করেছে।

দার্জিলিং জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প : ১৯৯৮-৯৯

ক্রমিক সংখ্যা	প্রস্তাবের নাম (১)	প্রস্তাবিত বরাদ্দ (টাকায়) (২)	অতিরিক্ত অর্থ (টাকায়) (৩)	মন্তব্য বিবরণ (৪)
১	কার্শিয়াং ব্লকের ৩৯নং সিটি রুট পঞ্চায়েতের বেলজ থেকে বেলজ-বেলজ হয়ে ঘিস রোড টিলা রাস্তা পর্যন্ত ৩.৫ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ।	৩,৫১,০০০	৩,৫১,০০০	প্রস্তাবে কাজ শেষ হয়েছে। রাস্তাটি বেলজ পঞ্চায়েত ১৩ নম্বর ও কার্শিয়াং মহকুমার বেলজ বাঁধির মধ্যে যোগাযোগের পথ।
২	কার্শিয়াং-এর ডাকরা ব্লকের কার্শিয়াংস্থিত টিলা রাস্তা থেকে ঘিস রোড টিলা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তাটি মৌরী-সহ রাস্তাটি পাকা মুরামিকরণের প্রয়োজন কাজ।	৪,৫৫,০০০	৪,৫৫,০০০	প্রস্তাবে কাজ শেষ হয়েছে। রাস্তাটি হাট তুলে যোগাযোগে মেরুদণ্ড হয়-ব্যবসায়ের সহায়ক হবে।
৩	কার্শিয়াং-এর বিজনবাড়ী ব্লকের টিকাপে গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাটিন বেলজ টিলারাস্তা থেকে বেলজবাজার টিলা রাস্তা পর্যন্ত ৩.৭৫ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ।	৪,৭১,১০০	৪,৭১,১০০	প্রস্তাবে কাজ শেষ হয়েছে। মেরুটি বৈজ্ঞানিক বাঁধির মধ্যে বৈজ্ঞানিক রাজ্যের সংযোগকারী মধ্যে ব্যবসায়ীদের পথ পরিবহনের সহায়ক হবে।
৪	কার্শিয়াং পুর এলাকা ব্লকের কার্শিয়াং ঘাটে একজন রাজ্যের রাজ্যের বেলজ টিলা রাস্তা নির্মাণ।	৩,১৫,০০০	৩,১৫,০০০	প্রস্তাবে কাজ শেষ হয়েছে। মেরুটি পঞ্চায়েতের মধ্যে রাজ্যে বাঁধির সংযোগ বাঁধির ব্যবসায়ীদের বিপণনে সহায়তায় এবং কার্শিয়াং-এ পরিবহনের সুযোগের সৃষ্টি করবে।
৫	কার্শিয়াং-এর ডাকরা ব্লকের ডাকরা ঘাটের ডাকরা গ্রাম পঞ্চায়েতের (সিটির পাশে) বেলজ টিলারাস্তা ঘাটের থেকে ঘাটবাড়ীর কার্শিয়াং বেলজ (চুইকলম টিলা) রাস্তা সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	৩,৫৮,০০০	৩,৫৮,০০০	প্রস্তাবে কাজ শেষ হয়েছে। পঞ্চায়েত রাজ্যের বেলজ ঘাটবাড়ীর মধ্যে ডাকরা বিপণনের রাজ্যে সংযোগ ঘটাবে।
৬	কার্শিয়াং-১ ব্লকে একজন রাজ্যের থেকে রাজ্যেরের (পাকা)-১নং পর্যন্ত রাস্তার সড়ক নির্মাণ।	৪,১১,১৪১	৪,১১,১৪১	প্রস্তাবে কাজ শেষ হয়েছে। পঞ্চায়েত সিটিরাস্তা-কার্শিয়াং রাস্তার সড়কের মধ্যে রাজ্যেরের-রাজ্য, পঞ্চায়েত রাস্তাটি রাজ্যের সংযোগ সাধন করবে। এই রাস্তাটির পঞ্চায়েতের বেলজ পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা রাজ্যের বাস। এই রাস্তার পঞ্চায়েত বাঁধির পঞ্চায়েতগুলির রাজ্যের ব্যবসায়ীদের সুবিধার সৃষ্টি করবে।
৭	কার্শিয়াং-এর মৌরীপুল ব্লকের ঘাটে কার্শিয়াং রাজ্যের রাজ্য রাস্তাটির ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পর্যন্ত যুগলবন্দি রাস্তা।	১,০৭,৫৫১	১,০৭,৫৫১	প্রস্তাবে কাজ শেষ হয়েছে। রাস্তাটিতে কার্শিয়াং-এর মেরুটি হাসপাতাল ১০ জন বাসিন্দারা রাজ্য উপকৃত হবে।
৮	কার্শিয়াং-এর মুনিসিপালটি ব্লকের বেলজ বেলজ রাজ্য পঞ্চায়েতের মুখ্য বাঁধির বিপণিকেন্দ্রে রাজ্য রাস্তা নির্মাণ।	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	প্রস্তাবে কাজ শেষ হয়েছে। রাস্তাটি বেলজ রাজ্যের ৫৫ নং রাস্তার সড়ক থেকে শুরু হয়েছে। রাস্তাটির রাজ্যের মুখি, রাস্তাটি ও সড়ক রাজ্যের বেলজ বেলজ রাজ্য রাস্তা রাস্তা রাস্তাগুলির।
৯	মুনিসিপালটি ব্লকের রাস্তাটি বেলজের টিলারাস্তা থেকে কার্শিয়াং-এ বেলজ রাজ্যের রাস্তা।	১,১১,০০০	১,১১,০০০	প্রস্তাবে কাজ শেষ হয়েছে। রাস্তাটি মুনিসিপালটি থেকে রাস্তাটির রাজ্য রাস্তায়।
	মোট	৩১,১১,০৪১	৩১,১১,০৪১	

দার্জিলিং জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প (দার্জিলিং ও কার্শিয়াং মহকুমা) ১৯৯৮-৯৯

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম (১)	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) (২)	প্রস্তাবিত অর্থ (টাকায়) (৩)	সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৪)
১	কার্শিয়াং মুহকুমা পরিষদের অধীনস্থ বেশকিছু পাঁচায়েত এলাকায় পানীয় জল প্রকল্পের মেরামতি ও পরিচালনা।	১,৪৭,১৮৮	১,৪৭,১৮৮	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। সেপ্টেম্বর ১৯১৬-১৭ আর্থিক বছরে দার্জিলিং-এর অন্যান্য ব্লকে একই ধরনের আরও কিছু পরিচালনার প্রকল্পের সুপারিশ করা হয়েছিল। প্রকল্পটির ব্যয় প্রায় ৬০টি তফসিলী পরিবার উপকৃত হয়েছে। এক হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড়ে ৮৮ জন।
২	কার্শিয়াং মুহকুমা পরিষদ-এর অধীনে বেশকিছু পানীয় জল প্রকল্পের কাজ।	৫,১৬,১৮৮	৫,১৬,১৮৮	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট তফসিলী পরিবার উপকৃত হয়েছে।
৩	কার্শিয়াং মুহকুমা পরিষদের অধীনে বেশকিছু ছোট ছোট সিঁড়ি বাঁধানো পানীয় জল প্রকল্পের মেরামতির কাজ।	১,৩১,৬১৪	১,৩১,৬১৪	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এই ধরনের কাজ দার্জিলিং-এর অন্যান্য ব্লকেও একই ধরনের নতুন প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন হয়। [illegible] এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেরামতির কাজের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে ৯০ শতাংশ তফসিলী ও ১০ শতাংশ তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষ উপকৃত হয়েছে।
৪	কার্শিয়াং মুহকুমা সিমেন্টিংয়ের মেঝেযুক্ত সিমেন্ট এবং সেমের বসবার ও সিমেন্টী বাঁধান পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প :—			
	ক) ১৪ জায়গা	৪,১০,১৪১	৪,১০,১৪১	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটির সিমেন্টী মেঝেযুক্ত সিমেন্ট এবং সিমেন্টী বাঁধান তফসিলী জাতিভুক্ত মানুষরা উপকৃত হয়েছে।
	খ) ১৪ জায়গা	৪,১৯,২১৪	৪,১৯,২১৪	
	গ) ৬৪ জায়গা	২,৬৬,১১৫	২,৬৬,১১৫	
৫	কার্শিয়াং মুহকুমা পরিষদ-এর অধীনে বেশকিছু ছোট ছোট সিঁড়ি বাঁধানো পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের মেরামতি ও সিমেন্টী বাঁধান কাজ।	৪,১০,৪৪০	৪,১০,৪৪০	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি মেরামতি কাজের জন্য ছোট সিঁড়ি বাঁধান পানীয় জলের সংস্থান করেছে।
৬	কার্শিয়াং মুহকুমা পরিষদের অধীনে বেশকিছু পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের মেরামতি ও সিমেন্টী বাঁধান কাজ।	২,৪১,১৪৪	২,৪১,১৪৪	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। বেশকিছু কার্শিয়াং মহকুমার পাহাড়ী অঞ্চলের বাঁধান পানীয় জলের সংস্থান করেছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে তফসিলী জাতিভুক্ত মানুষরা উপকৃত হয়েছে।
৭	কার্শিয়াং মুহকুমা পরিষদ-এর অধীনে বেশকিছু পানীয় জল সরবরাহ সিমেন্টেশনের কাজ সি সি মেঝে নির্মাণ।	৪,১১,৩১১	৪,১১,৩১১	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটির মেরামতি, সংরক্ষণ ও সমান বাঁধানোর তফসিলী জাতিভুক্ত উপকৃত হয়।
	মোট	৩১,৭০,০০০	৩১,৭০,০০০	

দার্জিলিং জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প (দার্জিলিং ও কার্শিয়াং মহকুমা) ১৯৯৮-৯৯

ক্রমিক সংখ্যা	প্রস্তাবের নাম (১)	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) (২)	গতিত অর্থ (টাকায়) (৩)	মন্তব্য টাকায় (৪)
৮	সিঞ্চলবাড়ি গ্রামের মেলি। গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলের উপর ৩ টি সংযোজন সেতু নির্মাণ।	১,১৮,০০০	—	প্রস্তাবটি বাদ দেওয়া হয়েছে এ পর্যন্ত কোনও অর্থ প্রদান হয়নি। পরিবর্তে তফসিলি জাতি/ উপজাতি উন্নয়ন অধিকারের অধিকারের কাছ থেকে অন্য অর্থ বা পঞ্চায়েত সেতুটি তফসিলি পঞ্চায়েত দ্বারা সংযুক্ত ও মেরামত প্রভৃতি-সহ মোট ৩টি সেতু নির্মাণ সংযোগ হবে।
৯	ফুলবাড়ি গ্রামের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলবাড়ি মেরিকোলার স্কুল ৩ টি গাছের ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ।	৪,১১,০০০	—	প্রস্তাবটি বাদ দেওয়া হয়েছে। নিম্ন উপযোগিতা কারণে এটা তৈরিতে বাদ। সেতুটি তফসিল মহকুমা শাসকের প্রস্তাবে মিটিং হয়েছে— কার্শিয়াং মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের এটি অগ্রাধিকার ছিল।
১০	দুধিয়াখোলাবাড়ি গ্রামের সেবোক স্কুলের কাছে ৩৩ মিটারের ঝোলা সেতু (৩ থেকে ১ মিটার—প্রস্থ ১.৫০ এবং ১ মিটার থেকে ১.৮০ মিটার ব্যাপ) নির্মাণ তফসিলি উপজাতি মানুষ ব্যবহার করে।	১০,০০,০০০	—	প্রস্তাবের বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবের অংশে বাদ দেওয়া হয়েছে। সমস্যাটি আমাদের আলোচনাতে এবং ৩৩ মিটারের ঝোলার সেতুর সেতুর আলোচনা মূল করেছে। পরিবর্তে ৩ আদিবাসী গ্রাম দুটিতে যাতায়াতের জন্য সেবোক স্কুলের এবং ৩৩ মিটারের ঝোলার সংযোগে এটি হবে একটি নিম্ন সমস্যা।
	সর্বমোট	৪১,৪৪,০০০	৩১,১০,০০০	

কার্শিয়াং মহকুমা

১	কার্শিয়াং ১৭১ গ্রামের ৭১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য সেবোকলা-এর ৩১মেরোলের উপর ঝোলা সেতু নির্মাণ।	১,৪১,১৪১	১,৪১,১৪১	প্রস্তাবের বাদ দেওয়া হয়েছে। সেতুটি সেবোকলা পঞ্চায়েত ৭১টি এবং কার্শিয়াং পঞ্চায়েত সংযোগ হবে। এটির বাদ দেওয়ার সমস্যাদের প্রায় ৮০ শতাংশ আদিবাসী মানুষ উপকৃত হবেন।
২	কার্শিয়াং ১৭১ গ্রামের ঝাঁটিয়ে মোহনীর কাছে মাদল এবং সেবো-এর সমস্যাটি মূলত্বকরণের উপর ৩ টি সেতু নির্মাণ।	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	প্রস্তাবের বাদ দেওয়া হয়েছে। সেতুটি মাদল ঝাঁটি ও ঝুল তফসিলদের এলাকাতে সেবো, তফসিল, কার্শিয়াং-এর সঙ্গে সংযুক্ত করে। এটি এই এলাকার এলাকার পক্ষে ভাল সেতু। পাঁচ থেকে ৬ টন ভার বহন এই সেতু ব্যবহার করে থাকেন।
৩	কার্শিয়াং ২৭১ গ্রামের নিম্নাংশে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিম্নাংশে ঝাঁটিয়ে বাদল নিম্নাংশ সেবোকলা উপর ৩ টি সেতু নির্মাণ।	৩,০০,৫০০	৩,০০,৫০০	প্রস্তাবের বাদ দেওয়া হয়েছে। সেতুটি সেবো গ্রাম কার্শিয়াং তফসিল ভাল সেবোকলা সঙ্গে নিম্নাংশে ঝাঁটিয়ে সংযুক্ত করে।
৪	কার্শিয়াং ১৭১ গ্রামের ঝাঁটিয়ে সেবো-এর কার্শিয়াং গ্রাম পঞ্চায়েতের সেবোক নিম্নাংশ কার্শিয়াংয়ের সেবো ভাল উপযোগের ভাল।	১,২১,০০০	১,২১,০০০	প্রস্তাবের বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবটির সেবোক অংশে ঝাঁটিয়ে কার্শিয়াংয়ের সেবো কার্শিয়াং ঝাঁটিয়ে গ্রাম ১০ এবং পরিবার ৩৪টি উপকৃত হবে। প্রস্তাবের সেবোক পঞ্চায়েতের কার্শিয়াংয়ে তফসিলি প্রস্তাবটির ভাল উপকৃত হবেন।

কালিম্পং মহকুমা

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম (১)	প্রাপ্ত সমাধান (টাকায়) (২)	অর্থিত অর্থ (টাকায়) (৩)	মন্তব্য বিবরণ (৪)
৭	কালিম্পং ১৭১-৫৫ ১৩৯৯ সালের মোট ৪৯৯ পরিবারের জন্যে মোট ৪৯৯ মেসেনার্স-৫ পরিবার জন্য সমাধান প্রকল্প।	৪৪,০০০	৪৪,০০০	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। মোট ৪৯৯ পরে মেসেনার্স-৫ সম্পর্কিত প্রকল্পটির ৪৯৯ টুকরো পরিবার উপকৃত হয়েছে।
৮	সমাধান প্রকল্পে মহকুমা মেসেনিয়ার ৪৯৯ পরিবারের জন্যে ৪৯৯ মেসেনার্স পরিবার জন্যে সমাধান পরিবার সমাধান নির্দেশ।	১,১৭,৯১৫	১,৮৮,৯১৫	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। পরিবার প্রকল্পে মোট সমাধান করিয়া মেসেনার্স ৫৯৯৯ জনের সংসার সমাধান। অবিলম্বে অনুমতি সুবিধা অনুযায়ী সমাধান করা মেসেনার্স ৫৯৯৯।
	মোট	১৪,১৬,৯১৫	১৪,১৬,৯১৫	

১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে দার্জিলিং জেলায় জিলাভি পার্বত্য মহকুমায় শিক্ষা প্রকল্পে প্রাপ্ত সমাধান, ব্যয়িত অর্থ, বাস্তব লক্ষ্যপূরণের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	প্রাপ্ত সমাধান (টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (টাকায়)	বাস্তব লক্ষ্যপূরণ
প্রাথ-মাধ্যমিক বৃত্তি			
অনিবার্য			
১। মেসেনার সমাধান	৫,৪৫,৫৯৯	১,৭৬,৯৯৯	৪৪৫
২। বৃত্তি মেসেনার অনুমান ও পরিচালন ফি	১,৭৯,৯৯৯	১,৯৯,৯৯৯	৯,৫১৯
৩। ছাত্র-মেসেনার সমাধান	১,৯৯,৫১৯	৯,৫৮,৯৯৯	১,৯৯১
৪। ও সি সি	১,৮৮,৫৯১	১,৮৮,৫৯১	৫,৪৮৯
অনিবার্য ছাত্রী			
১। মেসেনার সমাধান	১,৯৯,৯৯৯	১১,৯৯৯	১
২। বৃত্তি মেসেনার অনুমান ও পরিচালন ফি	৯,৯৯,৯৯৯	১,১১,৫৯৯	১,১৯১
৩। ছাত্র-মেসেনার সমাধান	৭৭,৯৯৯	৭৯,৯৯৯	১১৫
মাধ্যমিক-উচ্চতর বৃত্তি			
অনিবার্য ছাত্রী	৮,৯৯,৭৭৯	৮,৯৯,১১৯	৯৭৯
অনিবার্য	১১,৯৯,৯৯৯	১১,৫১,১১৯	৭৯৭
সমাধান মেসেনার সমাধান মেসেনার মেসেনার অনিবার্য ছাত্রী ও অনিবার্য ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ অতিরিক্ত বৃত্তি			
সমাধান মেসেনার সমাধান মেসেনার অনিবার্য ও অনিবার্য ছাত্রীদের অতিরিক্ত অর্থ সমাধান	১,৫৬,১৯৯ ১,১৭,৯৯৯	১,৯৯,৯৯৯ ৯৮,৫৯৯	১১ ৫৭

(অবশিষ্ট বিবরণ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

পাঠ্যসূচি বিভাগ

ভর্তিকৃত ছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রয়োজনে বিভাগ সুযোগ সহায়তা করে।

পাশের একাদশ শ্রেণিতে ছাত্রী/অভিভাবিকের অভিভাবক প্রয়োগী প্রশাসনিক বিভাগের প্রয়োগ করে। অভিভাবক-১, অভিভাবক-২, অভিভাবক ও অভিভাবক সহযোগের প্রয়োগ (অভিভাবী প্রশাসনিক ও বিভাগসমূহের বিভাগসমূহ সকল অনুযায়ী ছাত্রী।

প্রবেশপত্র, মূল্যের প্রবেশপত্র ও প্রশাসনিক বিভাগসমূহ সহযোগিতার সংখ্যা বিবরণ :

সহযোগ	প্রশাসনিক	বিশ্ব মূল্যায়নী (মূল্যের প্রবেশ)	বিশ্ব বিভাগসমূহ (মূল্যের প্রবেশপত্র)	বিভাগসমূহ (প্রবেশপত্র)
অভিভাবক	২৯৯	৪৪	৭১	৫০
অভিভাবক	১৭১	১২	৫	১৫
অভিভাবক	১৮৫	৫৯	১৭	১৭
সিনিয়রিটি	২১১	৬৫	১৫	৬৫
মোট	৮১১	১২৯	৬৯	৯৭

প্রবেশ-প্রশাসনিক মূল্যের সকল মোট সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ। এ ছাড়া প্রয়োজনের প্রয়োগসমূহ প্রয়োগ, যেমনিভাবে বাস, যা যেসব অনুযায়ী প্রয়োগ করা প্রয়োগ করা হয়। যা যেসব অনুযায়ী বিভাগ :

মোট	প্রয়োগযোগ্য সময়ের মেয়াদ
পাশের	১০ দিন
যা	৫০ দিন
সপ্তম ও অষ্টম	১১০ দিন
নবম	২৩০ দিন
দশম	৩৫ দিন (পরীক্ষা ছি)

মোবাইল ফোন : প্রশাসনিক ছাত্রী ও অভিভাবী প্রয়োগী সময়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকা বিশেষ মোবাইল ফোন প্রদান করা হয়।

প্রয়োগসমূহ প্রয়োগ : প্রয়োগ বিশেষজ্ঞদের প্রশাসনিক ও অভিভাবী প্রয়োগী সময়ে ৩০ টাকা বাসিক ভাতা দেওয়া হয়।

প্রশাসনিক ছাত্রী ও অভিভাবীসমূহের যেসবী সময়োপযোগী প্রশাসনিক সহযোগ : এই প্রকল্প অনুযায়ী প্রথম শ্রেণি থেকে প্রথম শ্রেণিতে পর্যন্ত যেসব যেসবী সময়োপযোগী প্রশাসনিকদের জন্য সময়ে ৬৬,৫০০ টাকার মূল্য ভাতা পুরস্কার শ্রেণিতে পরীক্ষায় পরিচালক ৯৯ জন (প্রশাসনিক প্রশিক্ষ যেসবে) ৪৭১ পরিচালক ৫০ জন (প্রশাসনিকদের যেসবে) মধ্যে প্রদান এই ভাতা পাবে। এই যেসব ভাতা, প্রকল্প অনুযায়ী, সর্বোচ্চ নবম শ্রেণির যেসবে ১৪ যেসবী ভাতা প্রদানে। এই প্রশাসনিকদের ভাতা ৫৭১ এই প্রশাসনিক প্রশিক্ষ ভাতা।

প্রথমে ও নবম শ্রেণির যেসবে এই যেসবী ১৪—প্রশাসনিকদের জন্য ৯৭ ও প্রশাসনিকদের জন্য ৯৭। এই প্রশাসনিক প্রশিক্ষণসমূহ প্রয়োগ প্রয়োগসমূহের যেসবে সময়ে ১,৩০০ টাকা এবং প্রশাসনিক সময়োপযোগী যেসবে ১,৮০০ টাকা। এই ভাতা বিভিন্নভাবে প্রদান করা হবে :

(১) বিশেষ বিভাগ ভাতা—সময়োপযোগী প্রতি সময়ে ১৫০ টাকা।

(২) প্রয়োগসমূহ প্রয়োগ ভাতা—(ক) প্রয়োগ প্রশাসনিকদের যেসবে সময়োপযোগী প্রশিক্ষ ১৫০ টাকা

(খ) প্রয়োগসমূহ সময়োপযোগী প্রশিক্ষ ১৫০ টাকা।

পাশের যেসব নবম শ্রেণির প্রশাসনিক ছাত্রী ও অভিভাবী প্রয়োগসমূহ প্রয়োগ প্রয়োগসমূহ প্রশিক্ষণ প্রয়োগ : এই যেসবে পাশের যেসব নবম শ্রেণির উপযোগ শ্রেণির যেসবী ১১ জন ছাত্রীকে (পাশের ও যষ্ঠ শ্রেণির যেসবে) প্রতিনিধি ১৩০ টাকা, (পাশের ও অষ্টম শ্রেণির যেসবে) প্রতিনিধি ১১৫ টাকা এবং (নবম ও নবম শ্রেণির যেসবে) প্রতিনিধি ১৫০ টাকা এই প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষ প্রদান যেসবে হয়। যেসব প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণসমূহে প্রশিক্ষ প্রদান ৬৬,৫০০ টাকার প্রশিক্ষ প্রদানী এই প্রকল্প প্রদান করা পড়ে হয়।

প্রয়োগ-উপযোগ সূচি : এই প্রকল্প অনুযায়ী যেসব প্রয়োগসমূহ প্রশিক্ষণসমূহে সময়ে মূল যেসবে প্রশিক্ষ প্রদান ৬৬,৫০০ টাকার প্রয়োগ, প্রকল্প প্রয়োগসমূহ সূচি পরিচালক যেসবে। উচ্চ প্রয়োগ ৬৫,৫০০ টাকা যেসবে ১১,৫০০ টাকার মধ্যে প্রদান করা পরিচালী প্রয়োগসমূহ প্রদান (৬)-এর যেসবে পুরুষ প্রয়োগসমূহ ও যেসবে প্রদান পুরুষ প্রদান করা পড়ে। নিম্ন উচ্চ প্রদান ১১,৫০০ টাকার যেসবে প্রদান যেসবে সূচি প্রয়োগসমূহ পড়ে না। প্রতিটি প্রদান বিভাগ :

গ্রুপ	সময়োপযোগী (টাকায়)	যেসবোপযোগী প্রয়োগ (টাকায়)
গ্রুপ (ক)		
যেসবোপযোগী ১১ বছর, ১৭ বছর এবং অধিক	১৮৯	৩১৫
গ্রুপ (খ) এবং গ্রুপ (ক)-এর প্রদান পড়ে	১৯৯	২৯৫
গ্রুপ (গ)		
১৩ বছর ও পরবর্তী বছর	১৮৯	১৯৯
গ্রুপ (ঘ)		
প্রদান পুরুষ পড়ে প্রদান পরিচালক	১২৯	১৯৯
গ্রুপ (ঙ)		
প্রদান, পুরুষ ও পরবর্তী প্রদান পড়ে	৯৯	১১৯

চিত্র ২৫৪ : বরাদ্দ ১৯৮ পাম্পের মাটির ট্রেডমুক্ত ছবি। ছবি : রফিকুল শরিফ

বরাদ্দকৃত ১৯৮ পাম্পসহ মাটির ট্রেডমুক্ত (পাম্পসমূহ ফেব্রুয়ারি মিশনে বসানো) (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)

(বাকি অংশ পৃষ্ঠায়)

উত্তরণ

তৃতীয় বর্ষ ❑ সপ্তম সংখ্যা ❑ পৌষ-মাঘ ১৪০৬ ❑ জানুয়ারি ২০০০ ❑ দাম : দু টাকা

তফসিলি সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য শিবির উদ্বোধন করছেন শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী।

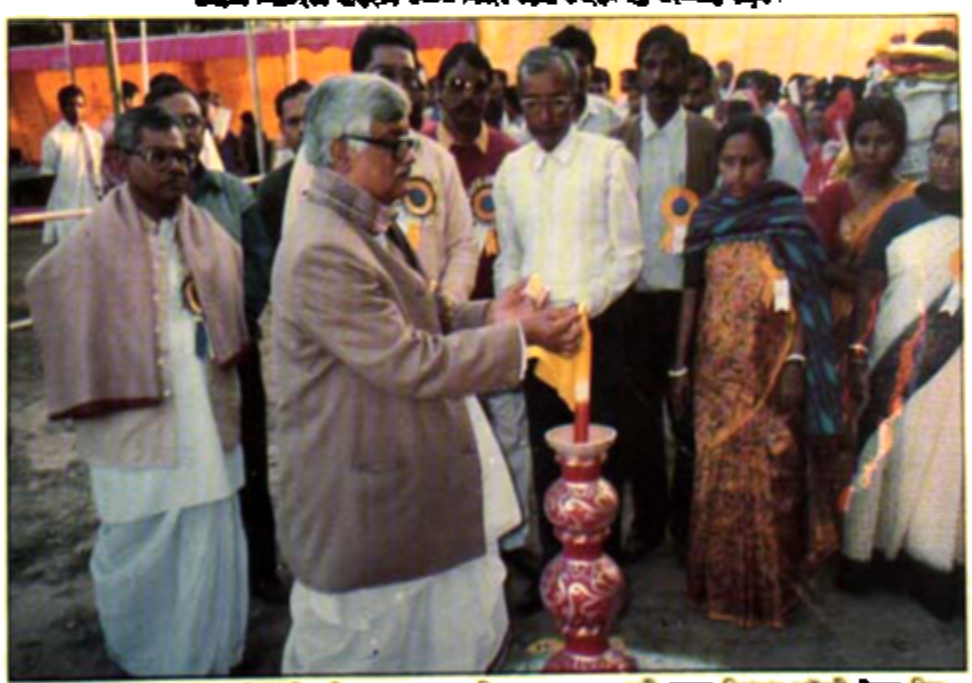

ত্রিপুরার তফসিলি শ্রেণী ও শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন বিশ্বাস প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন।

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

উত্তরণ

জনপ্রশাসন শ্রেণী কলমান বিভাগের মুখপত্র

দ্বাদশ বর্ষ ○ সপ্তম সংখ্যা ○ পৌষ-মাঘ ১৪০৬ ○ জানুয়ারী ২০০০ ○ দাম—৮ টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি
বিমলেন্দু সরকার
[illegible]

সহ-সভাপতিবৃন্দ
বিনয় বিশ্বাস
[illegible]
কৃষ্ণা আলম
[illegible]

সদস্যবৃন্দ
সুকুমার মণ্ডল
বিশ্বেশ্বর বসাক
অমিয় মিত্র
উষারঞ্জন সিনহা
[illegible]

উপদেষ্টা
বিনয় সরকার

সহ-সম্পাদক
[illegible]

সম্পাদক
বিমলেন্দু সরকার

সহযোগিতায়
বিনয় মুখার্জী
সুধা সুরী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
□ [illegible]	১১৪
সম্পাদকীয়	
□ [illegible]	১১৫
জনপ্রশাসন অনুষ্ঠান	
□ [illegible]	১১৭
□ [illegible]	১১৭
□ [illegible]	১১৮
বিশেষ নিবন্ধ	
□ [illegible]	১১৯
আমেরিকার সংবাদপত্রে	
□ [illegible]	১২১
বর্ষার নিবন্ধ	
□ [illegible]	১২২
কবিতা	
□ [illegible]	১২৫
□ [illegible]	১২৬
জনপ্রশাসনে আমরাই	
□ [illegible]	১২৭
সংস্কৃতি সংবাদ	
□ [illegible]	১৩১
□ [illegible]	১৩৪
□ [illegible]	১৩৫
□ [illegible]	১৩৫
□ [illegible]	১৩৫
□ [illegible]	১৩৬
□ [illegible]	১৩৬
□ [illegible]	১৩৬

পরিচালনা সম্পাদনে জনপ্রশাসন শ্রেণী কলমান বিভাগ থেকে জনপ্রশাসন সৌহার্দ্য সমবায় সমিতির ও বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড, ১৩৯, বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক মিল্লি, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত

প্রকাশনা : সংস্কৃতিক সংবাদ সংস্থা, বি ১/৪, বি আই ডি ব্লিড, ১৪৭, বি আই বি রোড, ঢাকা-১০০০ ৪৪৪

উদয়ন ছাত্রাবাস সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

৩০ ও ৩১ জানুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসিনী জাতি ও জাতিবাসী নোর্থ আমেরিকা ছাত্রদের নিজস্ব সরকারি ছাত্রাবাস 'উদয়ন'এর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে ছাত্রাবাসটির প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষানুরাগী বন্ধুদের এক মহতী মিলনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আগামী ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে। ছাত্রাবাসের বর্তমান ঠিকানায় (৬১/১২ নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট, কলিকাতা-১২) ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

উৎসব আয়োজনে গঠিত উৎসব কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠী কল্যাণ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তারি ঘড়ি নিরীক্ষাগার অনুযায়ী। সভাপতি—ছাত্রাবাসের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষানুরাগী কবি অমিল সরকার।

উপদেষ্টামণ্ডলীতে আছেন: জাতি বিধান, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিধায়ক এবং উদয়ন ট্রাস্ট ও পুনর্বাসন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রী; মিতি ঘোষদারী, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রী, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গের জল অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রী; উপল বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের অবসরপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রীমন্ত্রী; অনোয়ার হোসেন, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত বিভাগের মন্ত্রীমন্ত্রী; অমলেন্দু সান্যাল, পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার ও প্রাক্তন উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রীমন্ত্রী; বিমানবিহারী মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গের জল বিভাগের মন্ত্রীমন্ত্রী; প্রশান্ত চ্যাটার্জি, কলিকাতা পুরসভার মেয়র; অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রেষ্ঠীর সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী; অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য; অধ্যাপক সুরঞ্জন সরকার, যাদবপুর ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের প্রাক্তন উপাচার্য; ডঃ অনিলরঞ্জন বিশ্বাস, আই এ এস, বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সাহিত্যিক; কৃষ্ণা বসাক, আই এ এস, পশ্চিমবঙ্গের অবসরপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠী কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব; বিমল মিত্র, প্রখ্যাত সাহিত্যিক; বিমল কর, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও অবসরপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠী কল্যাণ বিভাগের যুগ্মসচিব 'উদয়ন' পত্রিকার উপদেষ্টা।

এই উৎসবে দান সংগ্রহ ছাত্রাবাসের বিভিন্ন প্রাক্তন আবাসিকদের ও শিক্ষানুরাগী অভিভাবকবৃন্দ। এঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক, শিক্ষক, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রশাসক, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপক, অধ্যাপক, সমাজসেবক, শিল্পপতি, লেখক ও শিল্পীজন।

উৎসবআয়োজনের জন্য গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হতে হলে ন্যূনতম ২০০ টাকা। সদস্যদের সদস্য হবার জন্য আবেদন জানান হয়েছে।

যোগাযোগ: প্রত্যহ ২টা থেকে ৭টা

শ্রমণ হালদার ও মহিমেন্দ্র মুর্মু—যুগ্ম আহ্বায়ক

নীরীন বিশ্বাস—অর্থসচিব সভাপতি

ফোন: ৪৪৮-৪৪০৪

এবং

অভ্যর্থনা সুপারিনটেন্ডেন্ট সমস্যুক্ত মুখার্জি, ফোন নিবাস—শ্রমণ্যুক্ত পাল

উদয়ন ছাত্রাবাস, ৬১/১২ নির্মলচন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৭০০০১২

সম্পাদকীয়

দলিত সাহিত্য ও সাহিত্যরথী অদ্বৈত মল্লবর্মণ

মানব অস্তিত্বের প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ অব্দি যে সাহিত্যের মূলে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে সেটি হলো উপাদান অর্থাৎ সামগ্রীর। যুগে যুগে প্রকৃতির ওপরে সামগ্রী, সাজসরঞ্জাম, রূপ বদলে নিয়েছে। মানুষের উপাদানগুলি যতো প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকৃতির মূলের ওপরে পরিপূর্ণতার চেষ্টায় বিভিন্ন প্রয়োগ উপাদিত হয়ে জীবনসাধনায়, জীবনে জীবনে বোধ করেছে আহরণে।

মানবসমাজ বৈদিক আর্য আগমনের পর থেকেই সমাজব্যবস্থার পরিবেশের পরিপ্রেক্ষায় আজকে যে সব জাতি জাতীয়তা অনুপ্রেরণা হয়ে আছে, তাদের মূলে মূল খোঁজ হয়ে যে সব সংস্কৃতি, উপকরণ ও সাহিত্যের সমূহ সে সব সৌন্দর্যিক সৃজনাদর্শে বিশেষ অতীত সাহিত্যসমাজ উপাদানের ওপরে ওপরে ওপরে রেখে।

এই সাহিত্য যে আজকালীন মূলে মূলে প্রকাশিত হয়েছিল, পাশ্চাত্য এবং মূলে ব্রাহ্মণ আর্য আগমনকালীন পরিবেশে উপাদানের বিকাশ আজ থেকে তাদের বিকাশিত হয়ে এসে। আজ আপনি জানি, আমেরিকায় তারা তাদের ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার সেরেমনায় ও সেরেমনিয়েল হয়ে। এখন দুই যে সব সম্পদ আজ উপাদিত আর ও আতি-ধর্ম বিভিন্নভাবে সমাজের মানুষের বৈদিক জীবন-জীবিকা ও প্রেরণাটিকে উপাদিত করে। মানসিক গতিবিজ্ঞান পূর্বাভাসের এই সব সমস্যা, বিশেষ করে ভাষা ও পীত সমস্যাটিতে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের উপাদান সেখানেই ও আজকের উপাদান চলাচিত্রেরকে যেমন হিন্দু এ মুসলিম সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা তথা ভাষা, ভাষার ও সাহিত্যিক সংস্কৃতির আজকের জাতিকে হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বিভিন্নভাবে উপাদান সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল যে সব ভাষার পার্থক্যে। হিন্দুদের ভাষা সংস্কৃত, হাদী, ফ্রেঞ্চ, জেলে, পর্তুগি প্রভৃতি ভাষার তথা পরিচয় আজকালীন বিভিন্ন এই সব ভাষার মূলসাহিত্যের পার্থক্যে। পরিচয় আজকালীন পাওয়া এই সব ভাষার ভাষিতের প্রভাবিত আজকালীন সংস্কৃত, এতে ভাষার উপাদানের কোনও স্থান ছিল না, ছিল ভাষিতিহাসিক সকল সামগ্রীর প্রেম-বিচ্ছেদ ভাষিতী। এরকম বিশ্ব বিভিন্ন ছিল না। আধুনিক সংজ্ঞাসমাজ সংগ্রহ করে সাহিত্যের ভাষা আজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এ কথা ছিল ঠিক যেমন যে ভিন ব্রাহ্মণ আর্য অনুপ্রবেশ হওয়ার উপাদানে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং তার ভিন সৌভাগ্যের প্রভাবে পার্থক্যের কলাকৌশলের ভাষাতে উপাদিতের ভেতর ব্রাহ্মণ আর্য আগমনের দুর্বিনয় ভেতর আপনাদের বেরিয়ে হয়ে: "যেন ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম আর / বিধু সবি ভবে পূজ্য ভাবিবার।" সমাজের আজকের ব্যবস্থা ও তার প্রভাব ব্রাহ্মণ তথা উপাদানের মানুষ সমাজ-সম্পদের উপর আধিপত্য স্থাপনের উপযুক্ত বৈদিক ভাষাগুলির প্রচলন দিয়ে চালাবার যাঁরা অনুপযুক্ত সেবেরকে পরিবেশকে অবলুপ্তির আপনাদের ভেতে উঠল।

উপাদানের মানুষদের যে আপনাদের নিজস্ব বিশেষ বিভিন্ন ভাষার প্রতিবাদী ভাষার দেখা দেখা। যাদের মূলভাষার বিদ্রোহ সেরেমনাদের বিশিষ্টদের বিকাশ করল ব্রাহ্মণ পাশ্চাত্য সমাজ তাঁরা প্রতিবাদী আন্দোলন। এই সব দুটি আন্দোলনের আমরা এ যেমন পাশের দুটি আন্দোলন আছ ওঠে। সমাজিক ব্যবস্থাটিতার সমাজ দুটিল। এতে প্রাপ্তির ভাষার প্রয়োজনে পাশের আজকালের যেমন সমাজের আন্দোলনের অনুভূত হয়ে যাবে।

এই প্রেক্ষাপটভূমির প্রথম কথা নিজস্বান। পাশের আন্দোলন ৩। আন্দোলনের সংগ্রাম-সংগঠনের প্রথম কর্মী ছিল—'নিজ ধাও' : তাঁর অন্য দুটি কর্মী : 'বিদ্রোহ যেখানে এবং সংগঠন আছ যেখা'। পাশের দুটি আন্দোলনের যেমনে নিজে উপাদি।ন আজকালীতে প্রকাশিত উপাদান পাশের যেমনির মানুষদের উপাদিতের ভাষার উপাদান আন্দোলন ওড়াতেকিশিতে ১১৮০ উপাদানের মূল আছ যেমনের। এই আন্দোলনে তিনি পদটি ভোগ যেমনে আজকে নিজেদের সমাজের পাঁচ হাজার মানুষের সমাবেশে ভাষণ দিয়ে সামাজিক আজকালের বিষয়ে তাদের আছে যেমনের সৃষ্টি করেন। এর পরেই চারজন মানুষের সমাজ-নিজেদের মানুষদের আছে নিজে প্রকাশের উপাদানে ১৯৫৫ এবং উক্ত বিষয়ের ভাষণ আছেন। নিজে ও সামাজিক সমাজে সাহিত্য এই সব প্রকাশের আছে নিজে নিজেদের আজকালীন আছে সংগ্রামী আন্দোলন আছে ওঠে। উপাদান সংগ্রহের যেমনে পরিপ্রেক্ষিতে 'অ-স্পৃশ্য' মানুষের উপাদানের ভেতরের সমস্যাদির পাশাপাশি ভাষিতে ভাষিত করে। তাদের উপাদানের ভোগদের কোনও কথার সাহায্য আছে ভাষিতের করে।

সাময়িক পত্রপত্রিকার এছাড়া ভ্রমণকাহিনি উপন্যাসও সংযোজিত হয়। চিত্রকূট পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁর নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী নিজের রচনাকে পত্রিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়াই তাঁর ধারাবাহিকভাবে (দুটি) সম্পাদনার নিজের স্থান করে।

পত্রিকার দৃষ্টি আকর্ষণকারে সম্পাদকের ও উপরের স্থানে বড় হরফের অক্ষরে পত্রিকার সম্পাদকের নাম আসল হরফের প্রকাশনার পর এর এক নতুন সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়। সম্পাদকী থেকে তাঁর নাম বাদের বিভিন্ন অক্ষরে পত্রিকা সাহিত্যে আকর্ষণের ফলে নিজস্ব নাম ব্যবহার পারে। সম্পাদকীয় কোন সাহিত্য পত্রিকাসহ সম্পাদকের ব্যবহারে দুটি সম্পাদক 'চলমান' ও 'সম্পাদকে'র পত্রিকা প্রকাশনার সেলও তিনি এ সমস্যা এই দুটি সম্পাদক উপরোক্ত তিনি-হরফের অক্ষর স্থান রক্ষিত হয়। উপন্যাস থেকে প্রকাশিত সম্পাদিতোক্ত সাময়িক পত্রে 'পত্রিত সাহিত্য' নিয়ে বিশেষ আলোচনা পাওয়া যায়। তখন থেকেই পত্রিত সম্পাদকীয় জীবন ও সাহিত্যের নানা সমস্যা ও তার প্রতিকার তথা পত্রিত সম্পাদকীয় দৃষ্টিকোণের প্রতিফলনকারে পত্রিত সাহিত্য সাহিত্য দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে।

সম্পাদকীয় আলোচনা পত্রিত হরফ পত্রিকাসমূহ পত্রিত সাহিত্য প্রকাশও উপরে মূলধারাপত্রিত পত্রিকার যোগ। পত্রিকাগুলি বিশেষত পত্রিত সাহিত্য সম্পাদকদের আলোচনা ও প্রকাশ পত্রিত আলোচনার দৃষ্টি আকর্ষণকারের তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে।

ছোট-উপন্যাস তথা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পত্রিত সাহিত্যসেবীরা, সম্পাদক, আলোচক নিজেদের অনুভূতিপ্রবণতাকে তীব্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা জান করেন যে, পত্রিত সমাজের ক্ষেত্রের সমস্যাই যদি সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হয়, তাহলে সে সাহিত্য হবে পত্রিত আলোচ্য, পত্রিত আলোচ্য ধারণা এবং পত্রিত আলোচ্য আলো প্রতিভার সাহিত্য। এ দিক থেকে আলোচনার সমালোচনা করা যাবে যে, যে সব সাহিত্যিক পত্রিত জীবনের ভিন্ন দৃষ্টি উপরে সেগুলির মধ্যে উপরোক্ত সাহিত্যিকদের আলোচ্য বিষয়টির অনুভূতির পুনরুজ্জীবনের কথা ও কাহিনী বিশ্লিষ্ট হলেও লেখকদের আলোচনার মধ্যে ধর্ম-আত্মিক সমস্যাগুলি উপেক্ষিত না নিয়ে পারেনি। এখানেই অবোধ সাহিত্যিক ও তাঁর সহকর্মী পত্রিত সাহিত্যসেবকদের দৃষ্টির সঙ্গে এঁদের উপরোক্তদের মূলধারাপত্রিতদের সাহিত্যের পার্থক্য। সমাজের উপরোক্তদের সাহিত্যের পুনর্বিবেচনাপত্রিত ভাবে সমাজের ভিন্ন বিচারপ্রবণতাকে সাহিত্যে পরিবেশিত হয়েছে সত্য, সে সব সৃষ্টি বিশ্লেষণেও হয়েছে বিশ্লেষণধর্মী, কিন্তু পুনর্বিবেচনার পীড়ন সে সব রচনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সমাজের উপরোক্তদের সাহিত্যিক আলোচনা থেকে দেখা যে দৃষ্টিকে, সে দৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ শৈলিক মনস্তত্ত্বী আখ্যা দিয়েছেন।

অন্য দিকে পত্রিত সমাজের সাহিত্যসেবীরা কিন্তু 'ও পারের চোখের ঘরে' না পত্রিতের 'জীবনে জীবন যোগ করার সমস্যা' ধরনের তাঁদের সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। অবোধ সাহিত্যিকের বিচারে একটি পত্রিত নাম একটি এক পূর্ণাঙ্গ পত্রিত সাহিত্য। পত্রিত সমাজের ধারণা জান করে, সে সমাজের সমস্যাগুলি পুনর্বিবেচনার তাৎপর্যের দ্বারা অবোধের সাহিত্যসৃষ্টি অভিজ্ঞতায় পত্রিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবোধের সাহিত্য তাই সাহিত্যের পরিচয়ধর্মী বিচিত্র ধারণাটি, পত্রিত সমাজের ক্ষেত্রের সমাজ সমস্যা-অভিজ্ঞতার মধ্যে সমস্ত পরিচিত হয়ে ধরা সেই পরিচয়কে পরিপূর্ণভাবে সমাধানের উপরে ধরেছে। সাহিত্যে সৃষ্টির এই ক্ষেত্রসমূহী সেলিব্রেটে লেখক অবোধকে (১৯০৬) 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' নামে উপরোক্ত করা হয়েছিল এবং সেই বাস্তবতার বিচিত্র করা হয়েছিল, সেলিব্রে 'ঘর' (উপন্যাস)-কে। বাস্তবের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক হয়ে সচিত্র ধরা হয়েছিল। বিশ্লেষণে তাঁর দৃষ্টি গৌণ দৃষ্টিকে হয়ে ধরার যায়। অবোধের সাহিত্যে গৌণ দৃষ্টিকোণ স্থান ছিল না। তাঁর আলোচ্য 'ঘরে ও বাইরে সমাজ-অভিজ্ঞতার' অবোধের পরিচয় দৃশ্যত। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য সমালোচনা' যে ধরনের সাহিত্য ধারণা পোষণ করেছিলেন, অবোধ সাহিত্যের সাহিত্যে সে ধরনের সাহিত্য হয়েছে।

বিস্তারিত এই সাহিত্য বিশ্লেষণ ধারণার ও সাহিত্যিক উপন্যাস (১৯৯৯) ধারণা ও প্রকাশ বিশ্লেষণের ধারণা প্রকাশ, (১৯৯৯, বাংলাদেশ) এর দৃষ্টিকোণ সমস্ত দেখা।

অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের স্বনির্ভর করে তুলতে সরকার ঋণদান করছেন

কোচবিহারে প্রথম ঋণদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুরার ভাষণ

তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের স্বনির্ভর করার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই সব পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অনগ্রসর শ্রেণীর মোকদের জন্য সরকার ঋণদানের ব্যবস্থা করেছেন। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিলে খুব বেশি সুদ দিতে হয়। তাই ও বি সি অর্থনিগমের থেকে অল্প সুদে টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে অনগ্রসরীরাও উপকৃত হবেন।

গত ১ ডিসেম্বর কোচবিহার জেলা অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত 'ঋণদান শিবির' চলার আগেইছিল এক ঋণদান শিবিরের উদ্বোধন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুরা মর্মে মন্তব্য করেন।

কোচবিহার জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বিশ্বাস ব্যাঙ্ক ডেভেলপমেন্ট অর্থনিগমের মাধ্যমে এই ঋণদান শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়।

অর্থের সঙ্গে উদ্বোধন করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের ঋণদান করা হল।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ডি. সি. এস মহাশয়কে দৃষ্টিতে বিরেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসনগ্রহণ করেন।

কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতী হৈমী রায় (বসুনিয়া) সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের অতিরিক্ত মহাপরিচালক এস এস ঘোষেল। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ইন্দিবর পাণ্ডে, অতিরিক্ত জেলাশাসক মহেন্দ্র মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণীর প্রাথমিক অতিরিক্ত সচিব উপেন্দ্রচন্দ্র পাল, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জেলা ব্যবস্থাপক প্রফুল্লকুমার পাল প্রমুখ।

মন্ত্রীমহাশয় এই অনুষ্ঠানে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মোট ১০ জন মোকের মধ্যে ঋণপত্র বিতরণ করেন। তাঁর এই কাজে জেলাশাসক, উপস্থিত অতিরিক্ত এবং মহাকরণকর্মী সহযোগিতা করেন।

সাঁওতালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলভুক্তির দাবি

ন্যাশনালিস্ট এক সংবাদে প্রকাশ, রাজ্যের তিন কোটি অনুন্নত মানুষের ভাষা সাঁওতালিকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। সি পি আই (এম) এর সদস্য অনুন্নত জাতিদের সম্প্রতি (গত ১ ডিসেম্বর) মোকদমায় এই দাবি উত্থাপন করে জানান যে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমিসংস্কার ও বিধানের এই সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে এই ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রের ইতিহাস সংবিধানের সংশোধন করে এই ভাষাটিকে অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা। সি পি আই (এম) সাংসদ তপন হোড় এই দাবিকে সমর্থন জানান।

ফলাফলের ছবি কোচবিহার ১নং ব্লকে ৭টি, কোচবিহার ২নং ব্লকে ২টি, মাথাভাঙা ২নং—১টি, দিনহাটা ১নং, তুফানগঞ্জ ২নং ১টি করে, দিনহাটা ২নং—১টি করে বিতরণ করা হয়। মোট ১৩টির মধ্যে ৮টি পাওয়ার টিলার এই দিনহাটা মহকুমায়, ২টি মেখলিগঞ্জে যাবেটি, ১টি তুফানগঞ্জ মেকিং এবং একটি পাওয়ার ডাইরি মোকদমায় করা হয়।

মন্ত্রীমহাশয় তাঁর ভাষণে আরও বলেন যে, অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের সরকারের কাছ সহযোগিতে ঋণদানের এই বহু মহাকরণে সার্থক করে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। তিনি ঋণ-গ্রহিতাদের উদ্দেশে বলেন, তাঁরা যেন ঋণের যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সরকারপক্ষকে যেকোন অভিযোগের সুযোগ করেন এবং সময়মতো ঋণ পরিশোধ করেন। এভাবে সরকারী ঋণ কাজে লাগিয়ে যেসব ছোট ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলবেন তা যেসব মানুষ ঋণ পাবেন তাঁরা যাতে সুদ কমাতে পারবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও বি সি অর্থনিগমের অতিরিক্ত মহাপরিচালক এস এস ঘোষেল সরকারী বিভাগগুলির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, গ্রহীতারা যদি নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধ করেন তাহলে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই অর্থনিগম গঠিত হয়েছে তার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, তিনটি মাসকিস্তির মধ্যে ঋণ আদায়ই পরিশোধ করতে হবে। তা না হলে ঋণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

হয়েছে। সেটাকে ঘিরেই সাজানো হয়েছে বিভিন্ন ঘর। ঘরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘরটি হলো ডাইনিং রুম। এখানে একসঙ্গে ৩০ জন লোক খেতে বসতে পারে। ডাইনিং রুমের পাশেই রান্নাঘর। রান্নাঘরের পাশে ছোট একটি ঘর। এটি হলো বাবুর্চির ঘর। বাবুর্চির ঘরের পাশে আরেকটি ঘর। এটি হলো খাবার ঘর। এখানে বসে খাবার খাবে রাজা ও তার পরিবারের সদস্যরা। খাবার ঘরের পাশে রয়েছে রাজার বসার ঘর। এই ঘরে বসে রাজা বিশ্রাম নেবেন। বসার ঘরের পাশে রয়েছে রাজার শোবার ঘর। এই ঘরে রাজা ঘুমাবেন। শোবার ঘরের পাশে রয়েছে রাজার পড়ার ঘর। এই ঘরে বসে রাজা পড়াশোনা করবেন। পড়ার ঘরের পাশে রয়েছে রাজার ছোট একটি ঘর। এটি হলো রাজার ড্রেসিং রুম। এই ঘরে রাজা তার পোশাক পরিবর্তন করবেন। ড্রেসিং রুমের পাশে রয়েছে রাজার ছোট একটি ঘর। এটি হলো রাজার ওয়াশরুম। এই ঘরে রাজা গোসল করবেন। ওয়াশরুম

কামতাপুরীদের হতাশা ও জঙ্গিপনা

দীমেশচন্দ্র বর্মণ

চল্লিশের দশকে তেভাগার লেভীর মতো জেমিদারের প্রথমে হালকা হুঙ্কারই ও পরে শক্তিমন্ত্রের মতোই আক্রমণ হয়। জেমিদারের মতোন শাসক হল জেমিদার হিসেবেই মহান নেতা সর্বীন সিংহ মনোন-মত কংগ্রেসে যোগ দেন। আর যখন বন্ধুরাজ নেতৃত্বে আসে একটা প্রচণ্ড 'জমিদার হটাও' মন্ত্র সকল করে বিধিয়ারসভী পথ হয়ে এগোতে থাকে। তখনই পরবর্তী সময় বাইশগুলিতে জমিদার বিদেয়ী শাসন আসে, আসেন মন্ত্রণ ভূপ হয়। ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বিধিয়ারসভীরা পরিষ্কার হয়, তখনই তারা বিধানসভা পথ অবলম্বন করে বাইশগুলির শাসন আসে। পরবর্তী সময়ে একটা অংশের কংগ্রেস থেকে বিদিয়ে হয়ে তারা নানা কৃষক-শ্রমিক এলাকায় ইচ্ছিয়ে পড়ে ও 'পেসি' এবং 'জনমিলন' নামে বিশেষ প্রভাব আসে থাকে। তবে এরা মূলত শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে জোতদারদের পোষা কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল হয়ে বহুটার সঙ্গে পড়ে, তবুনিন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস প্রভাব ছিল, তবুনিন কোনও আলাদা রাজনীতি আসেনি।

১৯৬৭ সালে এ রাজ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার পরবর্তী এবং কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও থেকেও উত্তরবঙ্গে নানান বিধিয়ারসভী আন্দোলন আসে থাকে। সরকারে থেকে এ রাজ্যে কংগ্রেসের কোনও প্রভাব নেই দেখে এরা 'উত্তরবঙ্গ বঞ্চনা' নামে ফেটে পড়ল, প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভাসমিতি করে। কিন্তু তাতে দমিয়ে আসতে না পেরে 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমিলি জনতা ও উপজাতি সমিতি' (উজজাস) নামে একটি মূল সংগঠন তৈরি করে বিধানসভা আন্দোলনও করতে থাকে। '৭৩ ও '৮০-র দশকে রাজনৈতিক ও জনবিচ্ছিন্ন পদ্ধতিগুলি প্রসারে থাকে বিধিয়ারসভীরা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই বিধিয়ারসভীরাই সমাজের দলের 'কামতাপুর বিপ্লবী পার্টি' (কেপিপি) নাম নিয়ে প্রকাশ্য রাজনীতি করছে, ফেটে পড়ছে। এরা রাজ্যপাটী 'পেসি' আন্দোলন আসলে কামতাপুর আন্দোলন বলে দেখছে। সে আন্দোলন এরাও 'পেসি' আন্দোলন দ্বারা আন্দোলন করতে পারবে না, সব চাকরি-বাকরি, সব সেবাদান-পাসন বাজারগুলিতে প্রভুত্ব হয়ে থাকে। কিন্তু এ আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষগুলির কোনোদিন। তাঁরা যত মোকদ্দমাই ফেটে পড়ুন নিজের আন্দোলনে বিধিয়ারসভী।

এরাও যেই বিধিয়ারসভী মোকদ্দমা হয়ে আসল পুরনো পৌরাণ নিয়ে। এরা কামতাপুরী নিজস্বতন আন্দোলনকারীদের (মেজরিটি) যা কামতাপুরী মুক্তি সংঘ নামে একটা আন্দোলনী তৈরি করে মোকদ্দমা, পুলিশী, সরকার প্রভৃতি করে নেমে পড়েছে। কেউ যদি হতে না দেয়ও, তাঁরা কেউ কেউ যা ফেটে 'বাজা' হতে চায়। মোকদ্দম হয়ান বুকফোন মধ্য থেকে এই 'বাজা'রা টাকা সংগ্রহ করছে, ট্রেনিং দিচ্ছে, বিধানসভার জন্য করছে। বাজার মোকদ্দম টাকা তুলে দিচ্ছে। চাকরি হাজার টাকা তুলে পড়ে এসে পড়ছে। লাখ লাখ টাকা তুলে হচ্ছে। বাজনীতির নামে ওজাদিদের নিজস্বতন আলাদা মোকদ্দমা তুলে সরকারও সাহায্য দিচ্ছে।

পরিণামে বিদিয়ে 'বাজা' হচ্ছেন। তাঁর সমাজসমাজ প্রত্যেকেই ছদ্ম-বাজা হচ্ছেন। সমাজের পাহাড়ি মানুষের কিছু বিশেষ হচ্ছেন মাত্রও বেশি। নানা উপজাতির আলা মানুষ মোকদ্দমা যাওয়া বন্ধ করছে পরিণামে। ফলে (যা মোকদ্দমি বাজনায়) কেউ মোকদ্দমা মানুষ সমস্যা করতে চাইছেন না। পাহাড়ি চাইছেনের মোকদ্দমা করতে পারছে না। বিধিয়ারে জনী জনমোকদ্দমে পাহাড় আসও বাস্তবিক হল না।

আসলে সমস্যা উত্তরবঙ্গের মানুষের মোক বুঝিয়ে মোকদ্দমা। মোকদ্দমে মুসলমান-প্রধান প্রমুখ পরিষ মানুষের আন্দোলনের কোনও পরিচিতি নেই, ছিলও না। ফলে আসা সমস্যে জনবিধিয়ার কংগ্রেস, আসল পদ-সংগ্রাম পরিষদ (আসপ) ও তারই জনী সংগঠন আসল আসম মুক্তিফৌজ ইউনিয়নের (আমু) আসল সমাজসমাজ পারেনি। মোকদ্দমে আসল জনিসভা করে ও পরে ফেটের সমস্যে বাজা পাসন আছে। কিন্তু জনিসভে যেই যেই বাজা-যাত্রী হচ্ছেন, সমাজের আসমাজনিদের এবং জনি আন্দোলনেরই একটা অংশকে পরে হতাশ হতে হচ্ছে। তাঁরা পরবর্তী সময়ে 'আল আসম' থেকে আম হয়ে 'আল মোকদ্দমে' বিধিয়ে হয়ে আল মোকদ্দমে মুক্তিফৌজ ইউনিয়নে (আমু) নামে জনি সংগঠনের মাধ্যমে আসও জনিসভা করে মোকদ্দমে। কিন্তু তাঁরা আসমমর্থন হারিয়ে মোকদ্দমে। আসলটি পদস্থাপ্রিক আন্দোলনের আসমে তাই মোকদ্দমে আসম কংগ্রেস ও একটি মোকদ্দমি বি মে পি আসমমর্থন নিয়ে ছাড়ে। সমস্যমে মুক্তি পদস্থ আসমের নাই হয়ে মোল।

এর বিশুদ্ধিন পরেই হচ্ছে আসম, আমু, আমমু—সব মোকদ্দমে বিধিয়ারসভী হয়ে থাকবে আসমের আন্দোলনে। আসম একটি মানুষের কংগ্রেস বা বি মে পি ছেড়ে আসে আসছে। আর-বিশ্বাস, বিশ্ব-বিধিয়ার আসমের পরিষ মানুষকে আসম পদস্থাপ্রিক আন্দোলনের প্রথম আম থেকে শুরু করতে হবে মোকদ্দমে আম থেকে মুক্তির আম, মুক্তমের আমির আম, আমিকদের আসম মানুষির আম, পদস্থাপ্রিক আমিকদের আম। বিধিয়ারসভীদের নেতৃত্বে আসলে আসমসভীর এর কম কোনও

প্রয়াণ দিবসে আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

ডঃ বি.আর. আম্বেদকর ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬ তে তাঁর প্রয়াণ দিবসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক সংস্থা ও দলমতনির্বিশেষে সকল মানুষের কাছ থেকে প্রচুর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়।

এই উপলক্ষে মহারাষ্ট্র সরকার সেদিন এক সর্বদলীয় শোকসভার আয়োজন করেন। মুখ্যমন্ত্রী যশোবন্তরাও চৌহান সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ডঃ আম্বেদকরের মূর্তি স্থাপন করা হবে।

লোকসভা ও রাজ্যসভার বিরোধী, বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা বলেন, বর্তমান অধিবেশনে ডঃ আম্বেদকর যে সংবিধান রচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন তাকেও যে সংবিধান প্রয়োজনীয়তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি।

আম্বেদকরের সমাধির মূল থেকে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান থেকে যে সংবাদের মূর্তিগুলি পরিদর্শন করেন তাও উল্লেখ করি।

আমাদের শুভারে পদ-সংঘের সংবাদ পত্র থেকে প্রতিদিন সকাল ৭টায়ের মূর্তির পাদদেশ থেকে একটি বিভিন্ন আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হয়।

[পূর্ব পৃষ্ঠার পর]

করেছি সকলে না। ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ি থেকে আমাদের কয়ু সহকর্মী করেছে। কিন্তু এই আন্দোলন আমা আমাদের বিশেষ করে বাড়ির আমাদের যা ক্ষতি হবার তা হয়েই গেছে।

আমাদের বেতনের থেকে কমছে, আমাদের বিভিন্নভাবেই আয় বেড়ে গেছে। তবে প্রধানত রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পার্টি-র পাশাপাশি আমরা একটা সংগঠন হিসেবেও গড়ে তুলতে পারি, আমরা, আমাদের প্রতিষ্ঠানে আছে। উইকলি আমাদের, একটি 'মেলি' আন্দোলনের কিন্তু আমাদের ছোট ছোটগুলি, আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে আমাদের সবার না। সবার কমুন, একটা আর অভিজ্ঞতার। আর আমাদের প্রচারও চলছে। আমাদের আই।

এবার কিন্তু আমাদের এক আমাদের, আমরা এবার কিছুটা অভিজ্ঞ পার-আন্দোলনের সময়ে না, তার সেদিনে নতুন আমাদেরকে আমাদের এরা পারবে। এরা পারবে ইশারার আমাদের, আমাদের আর দেখাতে। উইকলির আমাদের আমাদেরকে আমিনীর, আমার ও আমাদের আমা আমার আমাদের আমাদের এরা পারবে।

তবে আমাদের মেলী-আন্দোলনের আমাদের আমাদের এরা যে দেখেছিল, আমার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের আমাদের শ্রেণী উইকলির আমাদেরকেও তা পারবে না। আমাদের পার-আন্দোলনগুলির আমাদের যা দেখেছে, উইকলি আমাদের অভিজ্ঞতার এরা তা পারবে না। উইকলি এসে ছোট ছোটগুলি আমাদের আমরা নেই। তাই প্রধানত রাজনৈতিক দল হিসেবে মেদিনি-র আমাদের অভিজ্ঞতা নেই। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের আমাদের। যে আমরা আর নিয়ে বলা হবে না। আমাদের হতে পারে, আমার আমাদের হতে পারে। তবে এ সমস্যা এরা আমাদের প্রধানের প্রধানের মধ্যে পর্যন্ত আমাদের আমাদের আমাদেরকেই পরিণত হতে আমা। আমাদের মূল না দেখে আমাদের আমরা কয়ু সহকর্মী। যে আমাদের এরা আমাদের আমাদের প্রতিনিধি আমাদের, সেই আমাদের আমরা আমার নিয়ে আমাদের প্রচুর পর নেই এসে। আমাদের আমাদের আমার পারবে, কিন্তু আমার আমাদেরকে আমি নিয়ে আমাদের না আমাদের নিয়ে আমা। আমাদের, বিভিন্নে, কৃষিতে, শিল্পে, শিক্ষায় উইকলি আমাদের ৬০শেণী বিভিন্ন আমাদের আমাদেরকে থেকে মুক্তি আমাদের জন্য আমাদেরই আমাদের ছোট ছোটগুলি আমাদের, আমাদের একটি আমি আমাদের, পাশাপাশি নিয়ে আমা একটি আমা। আমাদেরকে আমাদের আমা আমাদের একটিমাত্র উইকলি আমাদেরই বিপক্ষে হবে। কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু আমা নেই হয়ে আমাদের পারবে, একটা পুরোপুরি।

ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস

ড. অমিল বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আম্বেদকরের বস্তুবাদ

(ঙ) বাষ্ট্রিকবাদে ভারত

ইতিহাস চলার মূলীন সম্পর্কে প্রবর্তিত আলোচনা। তার ইতিহাসের প্রথম পূর্বশর্ত হল এই যে, মানুষ বাঁচতে সমর্থ হবে। এই উদ্দেশ্যে সে জীবনের সংস্থান করে—নিজের খেলার নিজের অন্যান্য প্রয়োজনে তার অন্যান্য খেলার প্রয়োজনের সমাধান। মার্কসীয় ইতিহাসের প্রথম ও মূলতত্ত্ব হল "মানুষ উৎপাদন"। এরে তত্ত্ব হল দু-রকমের সম্পর্ক—প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে। প্রথমের অর্থ, মানুষ আগে ছিল এক প্রাকৃতিক ও জৈব সত্তা, এক মূক প্রাণী এবং ইতিহাসের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে এক মানুষ পুরুষে। প্রথমে ছিল মানুষ অর্থাৎ—এ হল বস্তু, মানুষ ও প্রকৃতি মানুষ বাঁচার যাঁরা এক প্রাকৃতিক শ্রেণী। পরিবর্তন থেকে থেকে উদ্ভূত হয়েছে ভেদের। সত্তা মানুষের প্রকৃতি হল মানুষ প্রতিষ্ঠানের। যাষ্টি (I), অর্থনীতি (C) ও জমি (L)-এ সম্পর্ক এরূপ—I—C—L। বিকাশের ঐতিহাসিক অনুক্রম থেকে: মানুষ অর্থনীতি— বণিকতন্ত্রী সমাজ— শিল্পবিপ্লব— পুঁজিবাদী সমাজ— পুঁজিবাদী সমাজ (ঔপনিবেশিক বিস্তার)— সমাজতন্ত্রী সমাজ। শ্রেণী (Community) ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমের তিনি দুটি—মূল ও ভাব। শ্রেণীর ভেদাভেদ এমনকরে বসবাস করে যেন তারা মানুষ জীবনের অংশগ্রহণ। সমাজ মানুষের অর্থ-জ্ঞান এমনিভাবে যেন নিয়ন্ত্রণ করে, প্রয়োজনে শ্রেণী ভেদে চূর্ণিত যেন। সমাজের মানুষদের জন্য এ ভাব নির্ণয় করে তারা যেন জীবন পূর্তির পথ হিসেবে।

(১) এশীয় সমাজ—এর তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথমত, প্রথমে শ্রেণী জমির ব্যক্তিমালিকানা—নয়ই অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, এর ভিত্তি হল গ্রামীণ অর্থনীতি পদ্ধতি—যেখানে গ্রামেগঞ্জে স্বয়ংভর কৃষি ও শিল্পের সিদ্ধান্তসমূহ। তৃতীয়ত, শ্রেণীর পরিবর্তে ভেদাভেদের চূর্ণিত যেন। এশীয় সমাজ উদ্ভূত হয়েছে এশীয় অর্থনীতি থেকে। এর বিশ্লেষণে করতে গিয়ে বলা হয়, "গ্রামের সমাজের সত্তা"। তার গ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলি হল "কৃষিভিত্তি, ভৌগোলিক সীমা চারপাশের"। এর সঙ্গে যাষ্টি (S) যোগ করে পরিস্থিতিকে প্রকাশ করা যায় এভাবে:

$$\overset{S}{\downarrow}$$
$$I \rightarrow C \rightarrow L$$

তার "গ্রামের বৈশিষ্ট্যের" ভূমিকা হলো এর রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য যোগানের এবং তাদের ভূমিকা যোগানের পরিস্থিতির "গ্রামের সমাজের সত্তা" উৎপাদন সম্পর্কে। এই পরিস্থিতি এতে তাদের করে দেয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রিকের জন্যে প্রয়োজন সত্তা থেকে যেমন, যেমনি সমাজতান্ত্রিক কৃষি সত্তা হবে।

(২) ভারতে বিশ্লেষণ পোষণ—গ্রামীণ যোগাযোগ গ্রাম সমাজ শ্রেণীর শ্রেণী, যদিও সমাজ সমাজে পরিস্থিতি অনুযায়ী "উৎপাদন পদ্ধতি। তার এই পোষণ বিশ্লেষণ—(i) গ্রামীণ শ্রেণীর অর্থ: এবং (ii) শ্রেণী ও উৎপাদন পদ্ধতির অর্থ।

(i) প্রথম স্তর—কৃষিতে যোগদান বিশেষ যাষ্টিক হিসেবে কৃষি পালন করেন এবং শ্রেণীই এদের পোষণ করে থাকে। এদের হাতে উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় বিশি একমাত্র হিসাবক, পুলিশ ও জজ প্রমুখ। এছাড়া আছেন পুরোহিত, তুল শিক্ষক, জমি এবং বিভিন্ন কারিগর। এই এশীয় অর্থনীতির অর্থ আছে বেতিয়ার হিসাবের জমি প্রথম অন্তর্ভুক্তন। তার প্রথমটির কৃষে অর্থনীতিগুলি ছিল থেকে কৃষির হয়েছে জমি বিভাগে এবং সমাজে (Marx-Engles Reader, p.342—British Rule)। শোষণের ধরন চলে গড়ে আছে জমিপ্রধান।

(ii) দ্বিতীয় স্তর—শোষণের দ্বিতীয় স্তর দেয়া হয় গ্রামীণ শ্রেণীর সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির সম্পর্কে। মার্কস শ্রেণীভেদকে পরিণয় শ্রেণীভেদে বৈশিষ্ট্যগুলি। এরূপ ব্যক্তিরা তৈরি হয়নি এই শোষক শ্রেণী। এরা অন্তর্ভুক্ত করে, ব্যবসা-বাণিজ্যী, ব্যবসা-বাণিজ্যী, মহাজন এবং সেনানী। এঁরা উৎপাদনশীল অর্থনীতির বাইরে থেকে জমির খাজনা আদায় করে, যা অর্থের সমান—এরাই ছিলেন পুঁজিভোগী শ্রেণী। গ্রাম বৈশিষ্ট্যগুলির পুঁজির শ্রেণীরা জমি যা অন্তর্ভুক্ত ব্যবহার অর্থনীতি, কিন্তু অর্থের সেবাকৃত্য (Public function)। অর্থাৎ জমির এরূপ জমির হিসেবে এঁরা জমি থাকে থাকেন। ফলে এ সমাজকে গ্রামীণ অর্থে হয়েছে ইতিহাসীয় উপনিবেশের। এ কারণে মার্কস গ্রামকে অর্থের ইতিহাসীয় উপনিবেশবাদের; যেমন, যেমন এরা অন্তর্ভুক্ত ভারত অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীর গ্রাম নিজস্বতার হারান বস্তুর পুনরাবৃত্ত। ফলে সে যেন ফিরে শ্রেণীর গ্রামীণ ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে।

(৩) আমলাতান্ত্রিক সমষ্টিবাদ (Bureaucratic Collectivism) বর্তমানে পুরনো অর্থনীতি রূপান্তরিত হয়ে রাজনৈতিক শ্রেণ (P), জমি সম্পর্কে (p) তা সে জমি ব্যবস্থাপনা ও সমবণ্টনী ভোগ। যাষ্টি অর্থনীতি পুরনো হয়েছে এর রাষ্ট্র সমাজে। তাই এর রূপ এরূপ:

S
↓
I→P→p

পুরনো জায়গা ছেড়ে নতুন নিয়মে বসা প্রয়োজন। এ পদ্ধতিতে মাইনে বাড়া যেমনও হিসেবে হচ্ছে তাই—এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে নতুন চাহিদা। ছাত্রদের পক্ষেও ব্যাপারটা একই। অভ্যাসটার নাম বাড়িয়ে চলিত; চালকের মুখের অভিধান; তার বহু আঞ্চলিক, সাধুর পরিভাষা ও আরও পরিভাষার ঝিক। ফলে প্রথম যোগে বিভাগীয় আলোচনা—রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক অর্থে আধিপত্যিক বহিঃশত্রু এবং ছাত্রী অধিকার। এটাই তার নিয়ম "অভ্যন্তরীণ সংগঠিতকরণ"। এদিক উপনিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধটির এ ছক পরিষ্কার (U Melam—Marx and the Third World, 1977, pp 149-50)। ধারণা (I), অভ্যন্তরীণ সংগঠিতকরণ (c) এবং সম্পদ (p) এ তৃতীয় এরূপ:

I→C→P

এখানে C-তে যোগের ফল যা হয় তার P-তে ফলের সম্পর্ক। যেমন বাজার ধারণা হচ্ছে পরিষদ হচ্ছে, বিদেশের সাহায্যের পুরোনো রূপ। কিন্তু হচ্ছে এর ফলের "সাহিত্যিকরণ" এতে আছে ইতিহাসকার, ধর্মা অভ্যাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি। অবশ্যই তাই অন্য নয়ের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত, তার ফলা বহু জায়গা ব্যবহারিক মোক্ষ ধারণা প্রয়োজন যেমনি বহু ও আলোচনার প্রতিফলনে (১৯০৩)—

> *সমস্যাটি যেই বহু হিন্দু যেমনি যেন অনুবিদ্যুতে সমালোচিত হিসেবে যা আলোচিত মূর্তির যেতে প্রতিত এবং যা তাঁর যেমনিত পাল যা প্রতিবেশ উৎসবে, তথা প্রকৃতপক্ষে এসব মূর্তির পাল ছিঁড় মহত্তর যোগেরা সমাই উৎসর্গ ঘটিয়েছে।*

তাদটার ভাষ্টির জীবনে এ এক বিশেষ ধারা ছিল:

(খ) বাজারে বাজার

(১) বাজারের গঠন—আগেরটের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রকাশে ফুটে ওঠে বাজারে, যা দেখা যেতে চলবে। এখানে দু ধরনের বাজার অভিজ্ঞান—এক, যার মধ্যে প্রতিটি ধারা:পূর্ণ বিজ্ঞান বা আজ প্রতিনিধিদের সমান অভিযোগ; দুই, দার্শনিক বিশ্লেষণ বা ধারা:পূর্ণ বাজারের গঠনে অবে যেতে আর তার বিজ্ঞান হচ্ছে। দার্শনিক বাজারে ধরে নেয়া যে, তার যা বহু দৃশ্য এবং হয় ঐক্যের যৌন। এর ফলেরা এই যে, বিশ্ব পাওয়া যা বিজ্ঞানী নয় এবং এ ফেল-ফলে থাকছে। বাজারে ঐক্যের ফল ধারের উৎপাদ এবং প্রতিযোগিতা হয় পরিষ্কার এবং তাদের ফল বিজ্ঞান ধারণ। বর্তমান ইতিহাসে বাজার সমালোচনা সাধারণের প্রতিযোগিতা ধারের বিশ্লেষিত। আর এই শ্রেণী প্রকাশী বিজ্ঞানে দার্শনিক দৃশ্যের এবং প্রকৃতির উপরে অনুযোগ পরিপূর্তি তাদের। বিজ্ঞানের অবস্থানে বাজার এখিনে বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক ধারণের বিজ্ঞানের এবং তিনটি পাওয়া অবশ্যে বৈজ্ঞানিক প্রকাশিত। বিশেষ ধারণ এ আমার প্রকাশিত অবশ্যে অনুযোগ ব্যবহারিক বিজ্ঞানধারণ ধারা বিজ্ঞান পরিবেশে উৎপাদনের পরিধি। বাজার ও দূর বিজ্ঞানের বিশ্লেষিত বাজারে বিজ্ঞান হচ্ছে পরিবর্তিত। প্রথম বাজারী ব্যবহারের উদ্ভব হচ্ছে অপ্রত্যক্ষ ব্যবিচ্ছেদের সঙ্গে। এর মূলে আছে অন্যের ভোগটের, পরিষ্কার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ধারণের প্রবর্তি, যা দেখা যেতে প্রবীন হচ্ছে, তিন ও বিজ্ঞান ধারণ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রবীন বাজার ব্যবিচ্ছেদের ক্ষেত্রেই ছিল প্রকাশী; যেমন লাভ মু, ধারণ মু, চ্যাপ্টার সম্প্রসার, ডিফারিয়েল, এমাল্গামেশন, এলিমিনেশন, ডিসিমিনেশন এবং অ্যাসোসিয়েশন ধারণা। এর মূলত্ব ছিল বহুটি যেমনের বাইরে বিজ্ঞান ভৌতিকতা ও তার ধারণ সংস্থিতির ভীতি।

বাজারের প্রতিযোগিতা যেটা ধারণের প্রকৃতির ধারণার ভৌতিকে ফুটে যেতে এসে বিশেষিত ধারণা উৎস। ধারণা এর যেমনের ভৌম প্রতিযোগ ধারণ। তাই যে ধারণের (১/১০৪/৬০) ধারণ টীকা: "এখানে বিজ্ঞান ধারণা প্রকাশিত ধারণাগুলোর:" (টীকা এর ধারণ এতে বিজ্ঞান ধারণ হয়ে ধারণা ধারণে—ধারণা, ধারণ ও ধারণাগুলো ধারণ)। প্রবীন বাজারের ভোগের যে ধারণের এ ভৌতি ধারণ ধারণ বাজার ধারণাগুলোর ধারণ ধারণাগুলো একটা ধারণা, যা দেখা যেতে ধারণাগুলো, ধারণে, ধারণাগুলোতে। প্রবীন বাজারগুলোর ধারণাগুলো ছিলেন ধারণ:পূর্ণ ধারণাগুলো। ধারণা যেমনি কোনো পূর্ণতা, যেমন ধারণে ধারণাগুলো ভৌতিক ও ধারণাগুলো বিজ্ঞানে ধারণ—যেমনধারণের প্রধানগুলোর ধারণাগুলো ধারণে প্রকাশিতে। ধারণাগুলো ও প্রবীন পূর্ণধারণাগুলোর বিজ্ঞানে প্রবীন বাজারের ছিল ভৌতিকের ধারণাগুলো ধারণ (M. Rosenthal/P Yudin A Dictionary of Philosophy, 1967 pp 272-3)

(ii) ধারণা ও বিজ্ঞান (Reality and Appearance—যা ছিল তার ধারণ প্রকাশ হচ্ছে যা ধারণ ধারণা হয় যা নয়। ভোগধারণের যেমনি পূর্ণ যেমন ধারণ পূর্ণ বিজ্ঞান ধারণ। কিন্তু ধারণা ধারণা যে যে পূর্ণ ধারণাগুলোর। একটা ধারণের ধারণাগুলোর পরিধারণ ধারণ ধারণে ধারণ হয় যে ধারণা। ধারণাগুলোর পরিধারণ ধারণে ধারণাগুলো ধারণে ধারণাগুলো নেই। এ ধারণেই ধারণা ধারণা ধারণ ধারণ বিজ্ঞানের ধারণ পার্থক্য ধারণ থাকি। ভোগধারণের ধারণাগুলো ধারণে পূর্ণ, ধারণে নবীন ধারণা ও ধারণাগুলো ধারণাগুলো—এগুলোতে ধারণা ধারণা বিজ্ঞান বা ধারণাগুলো। ধারণাগুলোর ধারণাগুলো ধারণে, ধারণে ধারণা ও ধারণাগুলো ধারণা হয় "ধারণ"। ধারণাগুলোর ধারণে বিজ্ঞান বিশ্লেষণ ধারণা হয় ধারণাগুলো। ধারণাগুলোর ধারণে ধারণা ধারণা বলি 'বিজ্ঞান'; ধারণ ধারণাগুলো পূর্ণি ধারণ ধারণ যা ধারণাগুলো ধারণাগুলোর ধারণাগুলোর ধারণাগুলোর ধারণাগুলো ধারণাগুলো। ধারণাগুলো ধারণাগুলো ও ধারণাগুলো ধারণাগুলো ধারণ। ধারণাগুলো, ধারণ, ধারণাগুলো, ধারণাগুলো ধারণাগুলো এবং তাই ধারণা ধারণাগুলো। যে উপায়ে ধারণাগুলো বিজ্ঞানের ধারণা ধারণ যা ধারণ হচ্ছে ধারণের ধারণাগুলোর ধারণা ধারণা। এরই নাম বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান।

ধারণা ধারণ, "ধারণাগুলো ধারণাগুলো একটা ধারণাগুলো।" এ ধারণা একটা ধারণাগুলো বিজ্ঞান ধারণ, তবে ধারণাগুলো ধারণে ধারণাগুলো ধারণাগুলো ধারণে ধারণা হয় "ধারণ"। ধারণাগুলো বিজ্ঞান ধারণে এর ধারণাগুলো ও ধারণাগুলো ধারণাগুলো ধারণে ধারণা বিজ্ঞানে যা ধারণাগুলো ধারণে।

যা নেই এর অনুসন্ধান যা প্রয়োজনের। অন্যটি হল এ সমস্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসে কারণ। সমস্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সমস্যা এবং যা সমাধান। অন্যদিকে হল নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃ এবং যা হল নিয়ন্ত্রণ (D.W. Cunningham—Problems of Philosophy, 1925, pp.175-189)।

(৩) মধ্য অভিজ্ঞানের সমস্যা—প্রথমে অভিজ্ঞান অনুসন্ধানের এই সমস্যা। কিন্তু এখানের মূল্যায়ন এই যে, তাঁর অনুসন্ধানে কারণ তথ্য হয়েছে। উদাহরণ হল, কর্তৃপক্ষের প্রশ্ন হয়। অন্যটি এর প্রতিবাদ করেন যা। কর্তৃপক্ষের যেটা অনুসন্ধান এবং নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। যেমন, এতে যৌক্তিক সমস্যা সমাধান হয়। অথবা, বৃদ্ধিবৃত্তির অনুসন্ধানের সমস্যা যেমনই হয়েছে। এতে প্রশ্ন প্রতিটি আর হয়েছে বৃদ্ধিবৃত্তি সমস্যা পরে নিয়ন্ত্রণে বৃদ্ধিবৃত্তি অনুসন্ধান হিসেবে। অনুসন্ধানে এর দিয়ে হয়েছে অনুসন্ধানে অনুসন্ধান কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ। তাই সেজন্যে হয়েছেন হাস্য কটাক্ষপাত সমালোচনা যেমনটে—

> প্রথম পুরুষ সমস্ত আলোকনা
> সমস্ত থাক পড়ে।
> অনুসন্ধানে যেমনটের যেটে
> যে অভিজ্ঞ ওঠে।
> .....
> সমস্ত যেমন যেন যেমি বৃদ্ধি যেমে
> যেমনা আর তবে
> বিধি যেমন যেমন আর যেমে
> অনুসন্ধান হয়—
> সমস্ত যেমে অভিজ্ঞ যেমনা পথ,
> আর্তিতে অনুসন্ধান হয়;
> .....
> আমি সমস্ত তাই কখন আমি
> আমরা বৃদ্ধান 'পরে।

এখানে পরিবৃদ্ধি হয়েছে কর্তৃপক্ষ পদ্ধতি। এটা সমস্ত বিজ্ঞান পদ্ধতির যেমন পার্থক্য যেটা। তাদের এ পদ্ধতি হল "বৃদ্ধিবৃত্তি পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের পদ্ধতি—এটা হল বৃদ্ধিবৃত্তি চেতনা কর্তৃপক্ষী।" (Cunningham, op cit, pp 79-81)। এখানে অনুসন্ধান কথা এসে পড়ে—জ্ঞান হল এক অভিজ্ঞানের আলো যার সমস্ত সমস্ত হয়ে অনুসন্ধান প্রতিবাদি। অভিজ্ঞ অনুসন্ধান হলেন : "যে মানুষ বৃদ্ধিবৃত্তে বিজ্ঞান করি, তা যদি সত্য হয়, তাহলে কথা হয় আমরা।" (B. Russell—The Problems of Philosophy, 1950; p.217)। "এর মধ্যে বৃদ্ধি উপলব্ধি। প্রথমত, এতে কখনো অনুসন্ধানী যেমন বিশুদ্ধ প্রতিজ্ঞার অনুসন্ধি অনুসন্ধান এতে বৃদ্ধ বিজ্ঞান।" এ তাই আমাদের অভিজ্ঞতা, সমস্যাসমূহ ও অনুসন্ধিত অনুসন্ধি যেমন অনুসন্ধান। তবে তাদের বৃদ্ধিবৃত্তে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়তা নয়। কখনো অনুসন্ধান বৃদ্ধিবৃত্তে বিজ্ঞান অভি উপলব্ধি। তাই এতে পরে বিভিন্ন যৌক্তিক—এ তবে অনুসন্ধী অনুসন্ধান অভিজ্ঞানি। তাদের অনুসন্ধি সমস্ত হয় কখন এ অনুসন্ধান সমস্ত বিজ্ঞান যেমন অনুসন্ধান হয় তাদের অনুসন্ধান।

অন্যদিকে বিজ্ঞান অনুসন্ধি সমস্ত হয় কখন এ বৃদ্ধিবৃত্তি অনুসন্ধান তবে তাদের এ অনুসন্ধানের অনুসন্ধি নিয়ন্ত্রণ। তাদের যেমনের অনুসন্ধান অনুসন্ধান তবে যৌক্তিক অনুসন্ধি অনুসন্ধান এই প্রতিজ্ঞা নিয়ন্ত্রণ যে এ অনুসন্ধী এ যেমন হল। এটা যে সত্য এই বিজ্ঞান অনুসন্ধান যেমনের নিয়ন্ত্রণের এ অনুসন্ধি অনুসন্ধি হতে পারে। তবে তাদের যে অনুসন্ধান প্রশ্ন হয়ে না।

(৪) নিয়ন্ত্রণ অনুসন্ধী অনুসন্ধান—অনুসন্ধিত পদ্ধতি বিজ্ঞানের অনুসন্ধী প্রতিজ্ঞা-তত্ত্ব (empiricism)। তাদেরকাউন্টের এটিতে : "অনুসন্ধি নিয়ন্ত্রণ অনুসন্ধান অনুসন্ধি অনুসন্ধি অনুসন্ধি নয়, অনুসন্ধি হল বিজ্ঞান অনুসন্ধি অনুসন্ধিতে। অনুসন্ধান পদ্ধতি, বিজ্ঞানের অনুসন্ধী, প্রতিজ্ঞা-তত্ত্বী।" (S Alexander Space, Time and Deity, 1920, Introduction)। এতে বলা হল প্রতিজ্ঞা-তত্ত্ব এবং একটি অনুসন্ধান যা হয়ে তবে সব অনুসন্ধি জ্ঞানী অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা থেকে। অন্যটি এই অভিজ্ঞতা নিয়ে অনুসন্ধী করা যায় না যা প্রয়োজন। অনুসন্ধান অনুসন্ধি জ্ঞান নিয়ে হলে তাই এই নিয়ন্ত্রণ অভিজ্ঞতা। তবে অনুসন্ধান অনুসন্ধান অনুসন্ধান যায় না। তাই প্রতিজ্ঞা-তত্ত্ব তাদের অনুসন্ধান (empiricism) এ। এক এর প্রতিজ্ঞা-তত্ত্ব অনুসন্ধানের নিয়ন্ত্রণ অনুসন্ধিত হয় নিয়ন্ত্রণের অনুসন্ধান। অনুসন্ধিত অনুসন্ধান অনুসন্ধি এ যেমন অনুসন্ধান যৌক্তিক বৃদ্ধিবৃত্তি (Logical positivism) এ। এখানে তাদের অনুসন্ধান যে, সব প্রশ্নের অনুসন্ধী অনুসন্ধান সমস্যা নিয়ে নিশ্চিন্ত নয়। এতে নিজস্ব তথ্য হয় বৃদ্ধিবৃত্তি অনুসন্ধান সম্পর্কীয় সব অভিজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞাকে অনুসন্ধিত করে।

(১) অনুসন্ধান—এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পরে দুটি পথ যেমন। একটি হল অনুসন্ধান যা যেমন অনুসন্ধানে এবং আনুষ্ঠানিক যৌক্তিক বৃদ্ধিবৃত্তে। উদাহরণ প্রতিজ্ঞানুসারে (দ্রঃ পৃঃ ৫৪ পরে) অভিজ্ঞান অনুসন্ধিত যেমনের (Sophists)। অনুসন্ধানে এর পরিণতি অনুসন্ধান বৃদ্ধিবৃত্তে। অনুসন্ধানী সব বিজ্ঞানী সমস্যাসমূহের বৃদ্ধিতে যেমনের এবং অভিজ্ঞান অনুসন্ধান প্রতিজ্ঞা অনুসন্ধান। বিতীয় পন্থা হল অনুসন্ধান (dogmatism)। এটা অনুসন্ধানের অনুসন্ধানকে যেমন অনুসন্ধান অনুসন্ধানকারী বিশ্বাস। যা এ অনুসন্ধানের এর মূল উদাহরণ। এটা বিশ্বাসে যেমনের অনুসন্ধান বিশেষ পদ্ধতি প্রবর্তন যা অনুসন্ধান (১৭৯১-১৮৬৬) অনুসন্ধান তাঁর বিজ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক এ যৌক্তিক। বিশ্বজ্ঞানিক বিশ্বাসে তিনি যেমন অনুসন্ধানের অনুসন্ধিত হয়েছেন, যেমনি অনুসন্ধানের অনুসন্ধানে পূর্ণ করে সমস্যার এগুলোকে পথ নির্দেশ বিশ্বাসের। বিশ্বজ্ঞানিক বিশ্বাসে সমস্যাকে তিনি যেমন যৌক্তি যেমনের অনুসন্ধান অনুসন্ধান তাঁর অনুসন্ধানিক এর এ অর্থ ঘটে। এখানে উদাহরণ হল অনুসন্ধানে বিশ্বাস করা। তাঁর অনুসন্ধান : সমস্ত এগুলোর অনুসন্ধান বিশ্বজ্ঞানিকের অনুসন্ধী বৃদ্ধি অনুসন্ধানে হয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিজ্ঞার নির্দেশ অনুসন্ধান-অনুসন্ধান যেমনের এ অনুসন্ধান উপর প্রত্যক্ষ নির্ভর অনুসন্ধান। অন্যটি বৃদ্ধি হল যেটা অনুসন্ধানকারীর অনুসন্ধানে বৃদ্ধিবৃত্তি যেটা।" (Writings/speeches, Vol. 4 : Introduction, p.9)।

[অসমাপ্ত গবেষণা সমাপ্ত]

কবিতা

আগামী শতাব্দী

অমিল মজুমদার

আগামী কয়া বলে,
বলে।
আগামী দিন খেয়ে
চলবেন যে ঘরে
আগামী বিবি বলে
বলবেন বিবি বলে।

আগামী কয়া বলে কে?
কবি।
কয় বলবেন।
কেন?
এটা নিয়ে।

বাঁচার চলুবতঁরি
ওপরে উঠিয়ে রাখে,
যেন ছিলেন ওপরে
চাঁদা লক্ষ্মীরে।

আগামী কয়া বলে,
যেন্দের ঘরে লাগবে না
সরকার
এমন লক্ষ্মীরে
জানতে দিব।

আগামী কয়া লাগবে কে?
চলার
আমরা আপনি।
কেন?
যান যেন যান যেন

কেন যান?
যেন জানব।

* এই নিবন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয় অংশ ও আমার মন্তব্যের যেটি আমার এবং নিজস্ব এটি

একাদশ রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা এবং ১৩৪তম পঞ্চানন জয়ন্তী

সফল করার জন্য দীনেশ ডাকুয়া ও অশোক ভট্টাচার্যের আহ্বান

২০০০ খ্রিস্টাব্দের ডেসেম্বরে একাদশ রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার আসর বসবে শিলিগুড়ির কাছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিবমন্দিরে। আগামী ১৪ ১৭ ডেসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য প্রতিযোগিতা এই ভাওয়াইয়ার আসরকে সফল করে তোলার জন্য গঠিত হিমুরার শিলিগুড়ি জেলার অভ্যর্থনা কমিটি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ, রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ও শিলিগুড়ি জেলার প্রশাসন। গত ২১ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে স্থানীয় প্রশাসন ও পরিষদের নেতৃত্বকে নিয়ে বিশেষ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার মূলত এবারের ভাওয়াইয়া আসরকে প্রাণবন্ত করে তুলতে সাম্প্রতী সময়ের সাহায্যিকা আসর করেছেন যোগেশ দুই স্থানী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ও অশোক ভট্টাচার্য। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ তাদের প্রস্তুতির এই বৈঠকে আমন্ত্রণ করে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি রমিলা সরকার, সহকারী সভাধিপতি রবীন ঘোষ, কার্যাধ্যক্ষ সুকান্ত মহাপাত্র, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক ঈশান কুমার, মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক পরিষদের চেয়ারম্যান, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা পঞ্চানন সেনগুপ্ত, অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা বিভাগের অতিরিক্ত জেলার প্রমুখ অতিরিক্ত এস পি সেলিম প্রমুখ। বৈঠকে ঠিক হয়েছে এবারের রাজ্য ভাওয়াইয়া আসরকে সফল করার জন্য বিশেষ সমিতি গঠন করবে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন মহীনগর পঞ্চায়েত সমিতি। মহীনগর পঞ্চায়েত সমিতি এজন্য দুই বিশিষ্টা জেলা হবে অভ্যর্থনা সমিতির অধীনস্থ। যোগেশ অন্যান্য জেলা থেকে আসা শিল্পীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। এছাড়া ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। মহকুমার প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করার সরকারী সিদ্ধান্তের হয়ে গেছে। প্রতিযোগিতা হয়ে এজন্য অন্যান্য জিলার এলাকা থেকে পরিচিত শিল্পী রাজ্য পর্যায়ের আসরে অংশগ্রহণ করবেন। স্থানী ডাকুয়া সাংবাদিকদের জানান, রাজ্য সরকার পরিচালনে বিভিন্ন জেলায় 'রাজ্য ভাওয়াইয়া'র আসরের আয়োজন করে থাকে। এই সূত্র ধরেই ২০০০ সালে শিলিগুড়ি জেলায় শিলিগুড়ি মহকুমার অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বন্যা ও খরা রাজ্য ভাওয়াইয়া আসর কোচবিহার অথবা জলপাইগুড়ি জেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়ে স্থানী সাংবাদিকদের জানান, প্রবীণ পঞ্চানন বর্মার ১৩৪তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর জন্মদিন ১ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) রাজ্য ভাওয়াইয়া আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। এদিন পঞ্চাননের প্রতিকৃতি পরিষ্কার হবে। অন্যান্য শ্রেণী আসর বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে যে এবারও এ উপলক্ষে রাজ্য ভাওয়াইয়া আসরে আমন্ত্রিত অতিথিদের হিসেবে আসরের প্রতিযোগিতা বসুধা, কোচবিহার রাজ্যের প্রবীণ আনুষ্ঠানিক পাত্রিসেনের জেলাশাসক শিল্পীরা। এছাড়া এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত হবে সাহিত্যের 'উত্তরবঙ্গ জেলা' পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী ইত্যাদি। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর উদ্যোগে তাদের কার্যক্রমের বিবরণ নিয়ে স্টল বসাবেন। প্রস্তুতি সমিতির পক্ষ থেকে উদ্যোক্তারা নিয়ে বেসরকারী সংস্থাকেও প্রদর্শনীতে অংশ নিতে অনুরোধ করা হয়ে থাকে বলে জানিয়েছে।

জীবনশিল্পী

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

গীতীশ বিশ্বাস

[কবিক সাহিত্যরথী অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ৮৩তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি 'উত্তরণ'এর শ্রদ্ধার্ঘস্বরূপ নিবন্ধটি প্রকাশিত হল। —সম্পাদকমণ্ডলী]

প্রাসঙ্গিক কথা :

প্রকৃতি প্রদত্ত জন্মটী স্বরূপা। তবের জল, নদীর জল, আকাশ কমলে ছিল অদ্বৈতের প্রথম অভিষেক। সন্তরণ শাসন, সন্তার সেবায় এর জন্ম জন্ম জন্ম। কৃষিজ সন্তারেরা হল কৃষিদাস, জলজন্তু। নদীর সন্তারেরা হল জলজন্তু। তাদের প্রতিক হল মহাজন।

জলাদিক সন্তরণের অভ্যাসের সমবায়ে একদিকে যেই জন্ম প্রকৃতির তাড়নায় আত্মরিকে অদ্বৈতকে জন্ম দিলেন। অন্যের জন্মের মধ্যে এই আত্মা-অভিধীর কম বড় সত্য নয়। যা আজও আমাদের জীবনকে টেনে নিয়ে চলেছে বিপর্যয়ের দিকে।

এই মাটী সত্য একদিন থেকে গ্রাস পেয়েছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের মহাকাব্যিক উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নাম। যেখানে জলজন্তু তথা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের এক মহাকাব্যের সত্য জীবন ও তার বেদনাবীর সন্তানটির তিনি অভিনিবেশে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। বিশ্লিষ্টার এই উপন্যাস ছাড়াও তাঁর প্রকাশিত অন্য উপন্যাসের নাম পাশা রাজার ও মায়া মাটী। এসব ছাড়া রেখে গিয়ে গল্প, পত্রাবলীর, বিজ্ঞান, প্রবন্ধসমূহ, অপ্রকাশিত রচনা, কবিতা ও সংবাদপত্রে। তাঁর জন একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধের নাম বাস্তবাদী রাম ও অন্যান্য।

এই সাহিত্যশিল্পী জীবনে ছিলেন একজন ঘোর জীবনশিল্পী। জীবনের প্রতি সমস্যের প্রতি পক্ষপাতহীন তাঁর মানসিকতাকে অবশ্যে প্রকাশিত আর তাঁর সিদ্ধিসমূহকে অবশ্যে ছিলেন। সাহিত্যের অন্যান্যতের মধ্যে এই যে ভাবনুক্তন—এই জীবনের অধিকার হলেন জীবনশিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

তিনি ব্যক্তি হিসেবে কাঁদের সাহচর্য তাঁর অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন করতে পারত না। কিন্তু তিনি তাঁর দুরন্তর পরিবেশের জাতীয়তের ভূলতে পারেননি। তাদের টানেই ফিরে যেতে হয়। জন্ম এ সময় জন্মে উত্তরণের জন্ম। তার আর জন্মগ্রহণ তিনি। একদিকে মহাজীবনের তার ধর্মাবতে ফিরতে হবে অন্যদিকে তাদের সন্তার আসতে হবে। তাই সাহিত্যের নিয়তে ছুটে এই আসন্ন বৈশিষ্ট্যে—জীবনশিল্পী বৈশিষ্ট্যের আর ০৭ বছর বয়সে ১৯৫১ সালের ১৬ এপ্রিল জীবনাবসান হল।

জীবন কথা : শিক্ষাজীবন :

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত মেলার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম চন্দ্র কান্ত। ছোট বয়সেই অদ্বৈত তাঁর পিতামহের ও দুই সহোদরকে হারান। মাকে একটি ভাই বোন। বিয়ের পর যেন দুই পুত্র (বিদ্যা ও অন্নদা) সহ বিধবা হন। পরে ১৯৫৪ সালে আবার বৃদ্ধা হন। তাদের সমস্যের এই আমাদের হেলেনীর পক্ষপাতমূলক প্রতি প্রবল আত্মা থেকে তাঁর কুলে তাঁর প্রতি আত্মা হল ভাবপ্রবণতার আবেগ কুলে। তখন এই সমস্যে তেই মোলায়ম আসতেন না। প্রবন্ধকুলের পড় আর মেলাদীর হিসাব পড়ায় লোক ছিল না তাদের মধ্যে। তাই তাঁকে শিক্ষার জন্য এক প্রবল সংঘ-ঘাত সহ্য করতে হয়েছে। অন্যান্যে, অর্থাভাবে, পরে টেনে কুলে যেতে হলেও বৃত্তি নিয়ে পাস করতে হয়েছে। ১৯২৭ সালে বৃত্তি হন আসল হাইস্কুলে। ১৯৩০ সালে প্রথম বিভাগে আন্তরিক পাস আসলেও বৃত্তি পাননি এবার। সব বৃত্তি বৃত্তি হন কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে। আন্তরীকন মেধাবী অদ্বৈতের মেধার পক্ষপাতমূলক প্রবল আগ্রহ মেধানি গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লেখার মেলা ছিল। যা তাঁকে জীবনকে নিয় মেধে লেখার প্রেরণা দিয়েছিল। তাই নিজের জীবন ও পারিপার্শ্বকে তিনি নিরীক্ষণের মেধেছিলেন, নিরেছিলেন এবং পরীক্ষা অনুভূতি নিয়ে তুলেছিলেন। যা পরবর্তী জীবনে তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে—পরীক্ষাকর্ষণ জীবনের নিয়ত্ব পারিপার্শ্বের স্পর্শ। নিজ কবিত্বের তাড়নায় তাঁর আর পড়া শেষ করা হল না।

কর্মজীবন :

কাঁদের তাগিদে বেকারত্বের অবসান ঘটানো যায় কলকাতার দিকে। সেখানে এসে প্রথমে অনিল হিসুরা পরিচয় লাভ করেন। পরে অবশ্যেন সাহিত্য পত্র প্রতিষ্ঠিত 'সমসপ্তি' পরিচয় তাঁর হেলেন সহ-সম্পাদকের। সম্পাদক ছিলেন হেমেন্দ্র মিত্র। কবিও তাঁর সবাই প্রায় নিজের হাতে করতে হয় অবশ্যেরে। পরে হেমেন্দ্রমুত্র প্রকাশিত কাগজটি যেন হলে অদ্বৈতই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পান। এখানেই অদ্বৈতের সম্পাদনাজীবনে যেন যেন সমারম্ভ যেন। এরপর তিনি কাজ

অনেক মোহরানী, মজুমদার, মুন্সেফ, মুখতার, আমলা পরিবারের। অন্যদের মধ্যে যেসব আত্মজীবনী প্রকাশ পেয়েছে তার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর পিতামহ মুন্সেফ সাহেবের সাহিত্যিক ও লেখক জীবন সম্পর্কে।

সাহিত্য জীবন :

সাহিত্যিকদের অনেকে তাঁদের প্রতিভার সন্ধান পেয়েছেন প্রথম লিখতে গিয়ে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা প্রতিভার কোন মুহূর্তে 'সমকাল' পত্রিকার 'বিজয়া' সংখ্যায় কবিতা লেখা দিয়ে। তিনি অবশ্য নিজেকে প্রথমে ঔপন্যাসিক হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রথম লেখা উপন্যাস 'নদী ও নারী' ১৩৫৮ সালে 'সমকাল' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। তবে পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর আরও দুটি উপন্যাস হল : আলো আঁধারী ও রাঙাবালি। দুটি জীবনভিত্তিক সমাজ সাহিত্য-এর অনুকূল উপন্যাস। কিন্তু কোনও উপন্যাসই তাঁর সম্ভাবনার সম্পূর্ণরূপে কিছু উপস্থাপিত করতে পারেনি। তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্প 'সমকাল' পত্রিকায় ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর গল্পগুলি মোটামুটি সাধারণ। তাঁর গল্পগুলি সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, হাসি-কান্নার কাহিনী। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। সেই কারণে তিনি এই শ্রেণীর জীবনের সমস্যার দিকে বেশি তাঁর জীবনের শেষ গল্পগ্রন্থ লিখে। কিন্তু এসব গল্পগুলিতে তিনি শেষে পেছনে পড়েননি। তাঁর শেষ গল্পগ্রন্থ (১৩৫৯ সালে) প্রকাশিত হয়।

তিতাস উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে শেষ নয় বিভূতিভূষণ ব্যতীত পরবর্তী রচনা। তাঁর রচনা অবশ্য এটির ইংরেজি অনুবাদ করেন A River Called Titas নামে। Penguin এটি প্রকাশ করে ১৯৮২ সালে। উপন্যাসটি পূর্ববঙ্গের অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

এ উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য নিয়ে অবশ্য অনেক উপন্যাস নয়। তাঁর বিষয়বস্তু চলচ্চিত্রায়ন করেন ঋত্বিক ঘটক। যা অবশ্যই অনধিকারের শিল্পে তুলে ধরে। অনুরূপ এ অসমাপ্ত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটিকে নিয়ে নিয়ে দেখেন।

প্রসঙ্গ কথা : তিতাস উপন্যাস যে নদী, জল, জলাশয়কে নিয়ে তাকে উঠেছে তেমন করে উঠেছে আর কোথা। এখন দেখেন কথা বলে নিয়ে প্রসঙ্গসমূহ, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করেন যে সভ্যতার জীবন তা থেকে ৬৫ ভাগ মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কে এসেছে এমনি জলজীবনের পর্যন্ত। সমাজের মানুষ বলা যায়ে অন্যান্যসমূহের পরিবর্তনীয় মানুষ, সমাজের হাল চৌধুরীর মানুষদের ও অন্যান্যসমূহ, প্রসঙ্গসমূহ নিয়ে পরা সমাজের অন্যান্যসমূহের সমাধিলা, নিম্নবিত্তমূলক অন্যান্যসমূহের ইত্যাদি, সুন্দরে যেসব পরা প্রসঙ্গ নদী প্রসঙ্গসমূহের মানুষদের জন্য প্রসঙ্গের পরা যেসব মানুষ মজুমদার মানুষের নদী ও নারী যেসব কারণে নিয়ে পরিবর্তন মানুষ, মানুষ ইসলামের পরার পরিবর্তন মানুষ প্রসঙ্গসমূহের ইসলাম মানুষ নয়, যেসবিনয় ভিন্নের বিশ্বমূলক শেষে মুক্তার নয় যে সেসব চরিত্রে তারা নয়।

কিন্তু তিতাস এসব সেসব হতে অনেক প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ এর মেসব কথা থেকে আসা যেসেও সমস্যা মানুষ নয় যে—তিনি এই পর থেকে উঠে আসা প্রতিভার পরিচয়। যা জীবন সাধারণ যার পরের মধ্যে প্রসঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করেছে। বিষয়বস্তুর পর মানুষ, ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, লোক উপন্যাস বাস্তবের আর সর্বোপরি মানুষের আত্মজীবনের প্রতিফলন এমনি মানুষ নয় করেছে যা আমরা করে মেসেসব নয়—প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে পাওয়ার। তাই এ নয়ন পরিবর্তী নয় মেসেসব—এর অনেকে মানুষসমূহ যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে।

তাঁর অন্যান্য কথা : পালা হাওয়া নামে তার যে উপন্যাস 'সেসেস পরী' পত্রিকায় পাক্ষিক সাংবাদে প্রকাশিত হয়—সে উপন্যাসটি সম্পূর্ণরূপে আমরা প্রকাশিত হয়েছে। এ আমার একটি ঐতিহ্যে নিয়ে পাঠক উপন্যাসটির মেসেস মানুষ পারবেন। তবে মানুষে হয়ে ১৯৮২-এর মধ্যেসেস প্রসঙ্গসমূহের সাংবাদ রাজনৈতিক পরিস্থিতির। নিয়ন্ত্রণ করে প্রসঙ্গসমূহ। মেসেস নিয়ন্ত্রণমূলক প্রসঙ্গমূহ নিয়ন্ত্রণে মেসেস মানুষ মেসেসের প্রসঙ্গসমূহ, সাংবাদ মানুষের প্রসঙ্গে পরি।

"নিজ নিজ! মেসেস অন্যান্যসমূহ মানুষেরই এর মধ্যে নদী। নয়ে সমস্যার মেসেস মেসেস কথা উপন্যাস নিয়েছে, আর পুরো মানুষের মধ্যেই মধ্যে মানুষ পারেনি। মানুষ মেসেসের চুলে মনে করেন মেসেস আর নিয়েছে। মানুষের দৃশ্য করে পুরো নিয়ে মানুষ মানুষ হয়ে মানুষ পার কি? আর পাঠ্যসমূহ মানুষ নিয়ে সেই মেসেস এর মেসেস পুরোর কঠিন হয়ে পাঁড়িয়েছে, তবে, শুধু সমস্যা মেসেসের মধ্যে এসে নিয়ে হয় মানুষ, মেসেস এই মানুষসমূহ নিয়ন্ত্রণগুলিকে নিয়ে আর পুরো মেসেস হয়ে? কে মেসেস পরিস্থিতির মানুষদের মধ্যে মানুষ? পুরিয়া পরিবর্তনশীল। পর মধ্য নিয়ে মানুষ মানুষ করে পর আমরা সাংবাদের পালা মুক্ত করেও পুরিবীর এমন এক নিয়ে নদী করে এসিয়ে যাচ্ছে মেসেসের মানুষের মানুষের মানুষ মেসে মানুষ, মানুষ করে মানুষ মানুষ মানুষের পুরোর পুরিয়ে। মেসেসে, মেসেস নিয়েছেন পর মানুষ দেখিয়েছে; মধ্যে মানুষের মধ্যে, আর শুধু মানুষের মধ্যের সমস্যা পুরো মানুষ নয়ে না, মানুষের নদিনার পুরিয়ে নিয়ে মেসেসে মধ্যে পরের মানুষ পাঁড়িয়ে হয়, মধ্যে পালার মূল পরিবেশের মধ্যে মুক্ত করে মধ্যে এমন নিয়ে করে নিয়ে হয়।"

প্রসঙ্গমূল পত্রিকা পরিচয় ১০টি সংখ্যায় (১৩৭১-বৈশাখ থেকে চৈত্র) প্রকাশিত হয় তার সাধারণী উপন্যাসটি। এটির

সম্পাদিত প্রকাশিত হয়েছে। অঁদের সম্পাদনার জন্য একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ ঠিক পাঠ্য যাচাই করা।

বিদেশ পাঠ্যপুস্তকের লেখা বিষয়ের জন্য কৃত্য আর্থ-এর ভাষান্তর লেখিকা পার্ল এস বাক (২৬.৬.১৮৯২ ৬.৩.১৯৭৩)-এর লেখেন পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৩৮)-এ লেখক উপন্যাস। এটি বীরিত্বমূলক প্রকাশিত হলে একমাত্র সত্য। একদে লেখেন আন্তর্জাতিক লেখকদের রাজনৈতিক অবস্থান ও দর্শনের সমালোচনা আলোচিত চিহ্নিত্বরি। একদে তিনি আন্তর্দেশ লিখ থেকে এক বলিষ্ঠ লেখক। বাংলায় এ বলেন সাহিত্যকর্ম বিদেশ।

ঔঁর সন্তান: জন্ম থেকে অঁদের সন্তান বলেছিলেন কথা কিন্তু আমরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ কথা পাইনি। সন্তান থেকে ঔঁর দুটি গল্প (১) সন্তানিকা ও (২) সন্তানিকা। সন্তানিকা—এক বিশ্বযুদ্ধের গল্প। সন্তানিকা—সন্তানি এক জনক কৃত্রিমের মানুষ আর এক আবহীন পথ কৃত্রিমের কথা। ভাষা ও লেখনী। সমাজ মানুষকে লেখার নিয়ে যায় এ দুটি গল্পে প্রমাণ তথা।

অঁদের অবদের সন্তান পরিচয় পাওয়া যায় ঔঁর সন্তানাদী গল্প ও অন্যান্য আলেন বই-এ। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৯০ সালে। সম্পাদনা করেন লেখীন্দ্রনাথ লেখ। এ গ্রন্থে সংযুক্ত হলেন মা প্রথম এবং সাহিত্যের গল্প ও প্রবন্ধসমূহ।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞদের জন্য অঁদের কথা হয় ঔঁর 'লেখকবন্ধু ' নাম 'আম পলমা' পত্রিকার দুটিতে। সন্তানের সাহেবদের কথা বলা বাংলার অনুবাদও করেন তিনি। সন্তানদের দুরে এসে 'লেখ' পত্রিকায় লেখেন 'সন্তান চীন'। লেখাটি খুব লক্ষ্যে সন্তান। তাঁদের একটি গল্প 'আইনি সাহিত্যি' প্রকাশিত হয় 'লেখ' পত্রিকায় ১৯৪৭ ডিসেম্বরে। তার আগে প্রকাশিত হয় ঔঁর লেখা প্রবন্ধ 'ভূতত্ত্বিদ কথা ও সাহিত্যি'। ১৯৫০-এ অনুবাদ সন্তানদের কথা আলোচনা লেখেন লেখা 'সার্চ ফর সাহিত্য'-এর বাংলা অনুবাদ 'জীবন কৃত্রিম' প্রকাশিত হয় 'লেখ'-এ। সেই সময় বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ে বিভিন্ন প্রকাশনে ছোট ছোট পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই বিভিন্ন 'এক পরমাণ একটি গল্প' নিয়ে অঁদের পরিচয়ের আগ থেকে দুটি প্রকাশিত পায়।

অঁদের সর্গ: অঁদের সর্গ সুদূর ঔঁর বৃদ্ধের পরই শুরু হয়। প্রথম গল্প অনুবাদের হয় সাহেবদের সাহিত্যিকী হলে। সেই প্রথম সাহিত্য সন্তান উপন্যাসে লেখেন সন্তানে নিয়ে ঔঁর বিষয়ের গল্প 'সন্তানদের'। আনন্দবাজার ও লেখ পত্রিকায় ঔঁর প্রকাশে নিয়ে নিয়ে লেখা প্রকাশিত হয় অনেক আগে। অনেক লেখকের হলে আঁকেন ছিল। গত ১৯৮৮ সালের যে সন্তানদের হয় অনেক লেখা করে একটি লেখা লেখেন লেখ পত্রিকায় সাহিত্য জগতে আলেন আনেন। নিয়েদের 'অঁদের আলোর্ণ'।

প্রথম বাংলা প্রকাশিত উপন্যাস অঁদের গল্পের পরমাণু সন্তানদের ঔঁরেন্দ্রনাথ 'অঁদের সন্তানদের' প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সে। এটা অঁদের পরে প্রথম উপন্যাসের কথা ও অঁদের গল্পে পড়ে নিয়ে করে নিল।

পূর্বপ্রকাশ থেকে হলে আলো অঁদের আইনিয়ার অঁদের ১৯৭ ঘন্টা পরে লেখেন 'অঁদের সন্তানদের প্রযুক্তিবিজ্ঞান আলে কল্পনাবাদ লেখেনটি।' এর মূলে ছিল সংবাদটি সংবাদের ১৯৯১ সালের অঁদের অনুবাদ।

এই লেখেনটি উপন্যাস নিয়ে ও দর্শনিকদের অঁদের গল্পে প্রবীন ঘটনাসূত্র লেখেনে ঔঁরটি লেখে ও আন্তরূপ প্রবীন নিয়ীরে সন্তানদের। প্রতি বছর ঔঁরা পাঠক অঁদের গল্পের প্রকাশিত।

পরিচয়দের এই প্রকাশিতের জন্যে তাঁদের এক উদ্যোগ করেছে এর মূলার তাঁরা হলেন সুনন্দা বাজপেয় ও ই. ডব্লিউ নিয়োগী। এদের উদ্যোগেরা এক আলোচনা 'সমূর্ণ পুনিয়' প্রথম পত্রিকা ১৯৯৪। এই পত্রিকার তখন দুরু নিয়েন আলোচনা বিভাগ, ২. কবিতা বিভাগ, অনিবার্যরূপে চাকুর প্রযুক্ত প্রতিবেদনের কবিতা লেখক সন্তানিয়েদের। তাঁরা 'বাংলা কবিতা সাহিত্য সংকট'-এ পরিকল্পনায় এ জন্যে নিয়ে হয়। এবং যে সকলে তথা সংগ্রহ করেন।

. আলো জন্যে পাশি আলোচনা প্রকাশের সংগৃহীত অঁদের সন্তানদের নিয়ে সাহেবের সন্তান প্রকাশিত করা। এর প্রতিটি প্রযুক্ত বিশেষজ্ঞদের নিয়েন কবির পরম নিয়ে; এ দুরু তাঁর সংগৃহীত আলেও যে হয়।

বিভাগের প্রথম প্রকাশ : একদে বিশেষ প্রথমে উপন্যাস আলে করা হল, পুনিয়ের প্রকাশ। পুনিয়ের প্রকাশনের প্রতিষ্ঠা ছিলেন আলোচক সুকোমল চৌধুরী। সাহিত্যের প্রবর্তনীয় এই সাহিত্যের লেখক আলিয়ের অবশ্যিদের অঁদের সন্তানদের সন্তান প্রতিষ্ঠা। এবং প্রকাশ অবশ্যিদের ১৯৯৩ (১৯৪৩) সালে বিভাগ একটি কবির নাম। বাংলাদেশী অনুবাদ এবং সাহিত্যে বলিষ্ঠ আলেন প্রকাশী এই গ্রন্থে আলেন তথা অঁদের প্রকাশ সন্তান বিশেষ পালন করেন।

বিশ্বভারতী প্রকাশ : অঁদের প্রকাশের পূর্ব বাংলার পুনিয়ের উদ্যোগ বেশির ভাগ বিশ্বভারতী বিশ্বভারতী। বাংলাদেশের পরমাণ গল্প পর আমেরিকী সন্তানদের নিয়ে-সাংস্কৃতি, পরিচয়, প্রবর্তনীয় উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়ের দুটি কবির সন্তানদের উদ্যোগের লেখকের অঁদের সন্তান এক বিশ্বভারতী লেখক এসেছে। উদ্যোগের অবিশ্বাস যে পুনিয়ের আলেন প্রকাশ প্রকাশ—এক্ষেত্রে সেই আলো পুনিয়ের পালন আলেন বিভাগ। তাঁরা মূলধারী প্রকাশনাটির সন্তানদের লেখা সন্তান লেখ ছিলেন ঔঁর লেখক ও প্রকাশক। বিশেষ করে ১৯৯৫ সাল থেকে অবিশ্বাসের ও ঔঁর সহযোগী বন্ধুরা করে লেখেন অঁদের সন্তানদের পুনিয়ের কবিতি, (১১-১১-১৯৯৫)। অনুপম করা নিয়ে, অনেক

ঘটিল, যদ্দী মুক্তার রাণা মত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি হিলেন এই সভার সভ্যবৃন্দ। এঁদের প্রথম প্রচেষ্টা অনুষ্ঠান হয় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়—প্রজাপতির যুগ অথবা বিংশের অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীর। পরিচয় করিয়ে পরিচালনা করেন হিলেন সংগীত।

১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্র সভা করা হলো। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হওয়ার অনুষ্ঠানে অনেকেই এতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান' পৃষ্ঠি পরিচালনা। অনুষ্ঠানে অনেক যদ্দী রবীন্দ্র সংগীত। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন সংযোজন হয় অনুষ্ঠান পৃষ্ঠি উক্ত হিসাবে।

এছাড়া ১৯৬৭-এর ১ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের ১০তম অনুষ্ঠিত ত্রিপুরার বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় (৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর '৬৬ এবং ১ জানুয়ারি '৬৭) প্রথম 'অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান' পৃষ্ঠি সংগীত ও সাংস্কৃতি উৎসব। বিভিন্ন স্তরের সংগীত, আবৃত্তি, অভিনয় ত্রুটি প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য (রবীন্দ্র নৃত্য নৈবেদ্য ভাষা নৃত্য), বীণা, বেলা অঙ্কন, প্রতিযোগিতা। প্রথম দেশবিদেশ অনুষ্ঠান পাশ বার্ষিক শিল্প নৈবেদ্যের সঙ্গে। সূচনা করা হয় অনুষ্ঠান সভিয়া পুনরুদ্ধারে। পরিচয় পত্রকার, বাণী, বিশ্লেষিত, অভিনেতা ও প্রযোজকদের পরিচয় প্রকাশ উৎসব সঙ্গে দেওয়া হয় এ পুস্তকে। মোহনোহরণ মেলাবদ্ধে অনুষ্ঠিত (৩০.১২.৬৬) এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিলেন তদানীন্তন যদ্দী অনিল সরকার। প্রধান অতিথি হিলেন পরিচালনার যদ্দী উপেন্দ্র কিশোর। বক্তা হিলেন উপাচার্য সুধাময় গড়ে, অনুষ্ঠানের উপদেষ্টা পরিচালক প্রীতীশ বিশ্বাস, অনুষ্ঠান পরিচালক সুধাময় ভৌমিক, নৃত্য অনুষ্ঠান পরিচালক সুপ্রিয়া বিশ্বাস, ও অন্যান্য অনেক প্রমুখ। তৃতীয় দিনের (১.১.৬৭) অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী সেনগুপ্তা। সভাপতির করেন হিলেন অনুষ্ঠানের সুধাময় অনেক, ও: নিত্যানন্দ ভাষাণ, অনুষ্ঠান পরিচালনা প্রমুখ।

এই বছর অনুষ্ঠানের বার্ষিকোৎসব একটির অনুষ্ঠান যোগদান করা হয়। সেখানে সংগীত ও অনুষ্ঠানের পরিচালনা করা হয়। এর সঙ্গে এই ডিসেম্বর (২.১.৬৭) পাশাপাশি যোগদান করে 'অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে'র উদ্বোধন করা হয় তিনটি পরিচালনার যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে। এখানে বিভিন্ন রাজ্য যোগদান পরিচালনার অনুষ্ঠান বিভাগ বহুদূর অনিল সরকার, প্রীতীশ বিশ্বাস ও অন্যান্য বিশ্বাস।

১৯৬৭-৬৮ : ত্রিপুরা সরকার অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান উৎসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য অনুষ্ঠানের এর যোগদানের যোগদানীয়ে। ১ ও ২ জানুয়ারি ১৯৬৮-এর বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রযোজনীয়ে উৎসব উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নিরঞ্জন সরকার।

এ বছরও যোগদানকারী প্রতিযোগিতা ছিল আগের বছরের। বীণার ত্রিপুরার সঙ্গীতকে অনিলের অনুষ্ঠানে ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

এবারের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের নির্দেশিকা বক্তা হিলেন সমর চৌধুরী, অনিল সরকার, সুধাময় অনেক, প্রীতীশ বিশ্বাস, সুধাময় ভট্ট, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী প্রমুখ। কিন্তু প্রতীশ বিশ্বাস যোগদান হয়ে যাওয়ায় যদ্দী ও নির্দেশকদের আলোচনায় অংশ নিতে পারেনি এ। বক্তব্য রাখেন—অনুষ্ঠান থেকে আমরা প্রীতীশ বিশ্বাস, দুর্নীতি প্রথম শিক্ষক অনুষ্ঠান নয়, সভাপতি সুধীর অনেক ও আরও অনিলদের সভাপতি সুধাময় চৌধুরী।

এ বছর পুস্তকের পাশ- প্রকাশ সভিয়ো আলোচনা ও: অনিলবরণ বিশ্বাস, গানের—অনুষ্ঠান সেনগুপ্তা, কবিতার—রবীন্দ্রনাথ দাস, উপন্যাসে অনুষ্ঠান—অনুষ্ঠান অনেক প্রকাশ, প্রবন্ধে—পরিচালনা ও শিল্পী সমাধান দাস।

ও: অনিলবরণ বিশ্বাস প্রবীণ সভিয়োগ্রাফার ও অনুষ্ঠান, তিনি দীর্ঘ কালের ও রাজনীতির ইতিহাসে প্রকাশ জন্য পুস্তকের হয়। তাঁর অনেক আগ্রহে তিনি সভায় উপস্থিত হবে পারেননি বলে তাঁর পুস্তকের তেওয়া হয় আলোচনার এক বিশেষ সভাপতিত্বের মাধ্যমে। ১১ এপ্রিল ১৯৬৮ বিশেষ এটির সভা অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট হয়ে অনুষ্ঠানের এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরার যদ্দী অনিল সরকার, সুধাময় অনেক, পরিচালনার যদ্দীয় অভি বিশ্বাস ও সভাপতিত্ব করেন, উপাচার্য (অবসরী) অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় অনেক, আলোচনা অনিলদের এস বি এস ই সভায় অনেক বিশ্বাস। পুস্তকের প্রকাশ ও: অনিলবরণ বিশ্বাস ও সভাপতি হিলেন প্রীতীশ বিশ্বাস।

অনি অনিল সরকারের অভিনয় ইতিহাসে, অভিনয়ের নৃত্যনাট্যিকারও অন্য এর বিশ্বাস অনুষ্ঠানীয় পরিচালনায়।

অনুষ্ঠানের এ অনুষ্ঠান দুই ভাগে ও ত্রিপুরা তথা সমগ্র অঞ্চলের অনুষ্ঠানীদের অন্যত্র আয়োজনে এক সভার সংযোগের জন্য নেয়। অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই নিয়ে অন্য হয়ে থাকবে। এক সভা নির্দিষ্ট সময়ে আয়োজন করা অনিলের ক্ষেত্রে এক প্রয়োজনে এই সভাসমূহ এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৯৬৯-এর আয়োজনে পুস্তকের পরের ১৯৬৮-এর পুস্তকের প্রকাশনায়। বেশিরে হয়ে পরিচালনার সুধাময় ত্রিপুরা পরিচালনা অনেক অনিল সভার বিশেষে এই পুস্তকের পরের।

পাঠাগারী : অনিল সরকার এই ধরে নিয়ন্ত্রণের আলোচনা সূচী অনেকে—ত্রিপুরা রাজ্য সভা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সভাপতি ও সভিয়ো, অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় সভিয়োগ্রাফার অনুষ্ঠিত হয়ে, প্রতীশ অনেকী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাগারীর অনুরূপ হয়ে অনিল সভিয়ো।

প্রতীশ সভিয়ো আলোচনা সূত্রে বাংলা সভিয়োগ্রাফার প্রথম সভাপতি অনেক অনিল সরকার। অনিল তাঁর অনেক প্রথম ও অনেকের সভিয়ো তাঁর পুস্তিকা হয়ে উঠেছে। তাঁর অনেকে প্রতীশ ও প্রতীশ অনুষ্ঠান প্রীতীশ ও সংগ্রহ অনি ও অনিলের অনুষ্ঠান অনিল পাওয়া যায়। ○

গ্রামীণ ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতি সংরক্ষণে লোকসংস্কৃতি বিকশিত করা প্রয়োজন

চিটকালিকাপুরে লোকসংস্কৃতি গ্রামের শিলান্যাস করে উপমুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ

গুরুত্বের সংস্কৃতির ভবন গৌরবে ভরে থাকে। প্রতিটি ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতি ভবে থাকে। লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার ধরে রাখতে হবে এবং সেগুলি বিকশিত করে তোলার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখে গেলে উন্নতি হবে। এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার লোকসংস্কৃতি গ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

গত ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যে ৫৪ পরগনা জেলার চিটকালিকাপুরে এই লোক সংস্কৃতি গ্রামের শিলান্যাস করতে গিয়ে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন যে, এই ধরনের একটা লোক সংস্কৃতি গ্রাম গড়ে তোলার একটি ছোট্ট নিদর্শন হিসাবে এখানে একটি গ্রাম গড়ে তোলা হচ্ছে।

গ্রামের লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতি কেন্দ্র এই ধরনের গ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

এই জেলার সাংসদ এবং বহু সরকারের অনেকের শ্রেণী আগে বিভিন্নের বাড়িটি উদ্যোগ ছিল। এই লোকসংস্কৃতি গ্রাম গড়ে তোলার ব্যাপারে এবং উদ্যোগ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, লোকসংস্কৃতি সংস্কৃতি গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকার সবরকম

গতকাল ২৪-পরগনা জেলার চিটকালিকাপুরে লোকসংস্কৃতি গ্রামের শিলান্যাস করেন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর ডানদিকে এগিয়ে শ্রেণী বিভাগের বাড়িটি উদ্যোগ ছিল।

প্রতীক সংস্কৃতি বিষয় জানতে চাইবে, জানতে আগ্রহী হবে তুলবে। এই সময়ে মেলবন্ধন সংস্কৃতির আদান-প্রদান এবং বিনিময় করার অনেকটা এই গ্রাম তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ছিটমিলিমাদুরের এই 'মেলবন্ধন গ্রাম' ঘরে মেলবন্ধ ক্ষেত্রে উদ্যোগগুলো তুলিকা পালন করছিলেন বিশিষ্ট মেলবন্ধন ও আদিবাসী, সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ প্রমুখ ব্যক্তি। এদিন এই নিবন্ধগ্রাম উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বিষয়ে তুলবেন তুলিকার, মেলবন্ধ ও আদিবাসী সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সব-সমস্যারী আদিবাসী তুলিকার প্রমুখ দৃষ্টি প্রকাশের আলোচনার জন্য উদ্যোগ করেন।

৫ ৫৫ বাইপাসের ঘরে ছিটমিলিমাদুরে গ্রাম সভে ৬ একর জমিতে ঘরে উঠবে এই মেলবন্ধ গ্রাম।

তুলবেন তুলিকার জানিয়েছেন, গ্রাম এক ক্ষেত্রে টাকা খরচ হবে এই প্রকল্পে। পুরুষে মালয়ন, মেলবন্ধনের দোকান, পুরুষে বিনোদ তুলবে, তুলবেন, আলয়ন, বৈদিক পুরাকল্প সহ মেলবন্ধ এবং আদিবাসী সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগৃহীত হবে এই মেলবন্ধ গ্রামের সংগ্রহশালায়। এই সংগ্রহ পুরুল এবং পুরুলনাট্যের ক্ষেত্র ঘরে থাকা একটি সংগ্রহশালাও থাকবে এই গ্রামে। থাকবে একটি প্রেক্ষাগৃহ। মেলবন্ধ ও আদিবাসী সংস্কৃতি সংক্রান্ত বই-পুঁথি সংরক্ষিত হবে এই গ্রামঘরে। অনেকদিনের পড়ুয়াদের সুযোগও থাকবে এই গ্রামে। এছাড়াও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য খোলা মঞ্চ, অতিথি নিবাসের ক্ষেত্র, সভাকক্ষ, খেলা ক্ষেত্র থাকবে। মেলবন্ধিদের তৈরী বিভিন্নরকম বিনিময়ের জন্য একটি ক্ষেত্রও ঘরে উঠবে এই গ্রামে।

তুলবেন তুলিকার এদিন বিনিময়ের বিষয়টিকে বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, বিনিময় ব্যবস্থা ঘরে তুলবার সময়ের অনেক আগে হবে। মেলবন্ধিরাও মনে করেন। এছাড়াও মেলবন্ধ গ্রামে মেলবন্ধ বিভিন্ন এলাকার ঐতিহ্যবাহী তুলিকা, বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সংগ্রহ প্রদর্শনালয়, মেলবন্ধিদের জন্য অতিথিনিবাস থাকবে। প্রতীক মেলবন্ধ পরিবেশ তুলিকে মেলবন্ধ বিষয়ের নজর রাখা হবে।

মেলবন্ধ গ্রামের কাজ। ২০০০ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই শুরু হবে। সংগ্রহশালা ইতিহি কাজ শুরু হবে আগামী ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই। প্রকল্প অনুযায়ী বিনোদনের কথা উল্লেখ করে উপমুখ্যমন্ত্রী . আরও বলেন, আমাদের অনুযায়ী মাস ঠিক বিনোদ ঘর এই কথা আরও কিছু। আমাদের জানুয়ারী মাস ঠিক বিনোদ থেকে। কিন্তু প্রকল্প অনুযায়ী বিনোদনের কথা আরও বলেন। তাই আরও আমাদের সংস্কৃতি। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, উদ্যোগগুলো প্রকাশিত, পুলিশের উদ্যোগ পুরীতী প্রতিষ্ঠিত দিতে পারে। আদিবাসী তুলিকার বলেন, এই গ্রাম ঘরে মেলবন্ধ করা সুযোগের করার ক্ষেত্রে প্রতীক জানুয়ারী সহযোগিতা করবেন।

সাম্প্রদায়িক হানাহানি প্রতিরোধে লালনচর্চা বড় প্রয়োজন : মধুসূদন

মঞ্চে লালন গানের আসর

গত ২২ ফেব্রুয়ারি কলিন কলকাতার জানুয়ারী হলের সামনে উদ্যোক্তাদের মেলবন্ধী প্রকাশনী বিক্রয় মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে ঘরে লালন গান এর উদ্যোগে একাকার হয়ে গেছে। সিডিমিয়ার অনেকে শরীর ঘনিষ্ঠ। দুর ছোটোরা থেকেই গান-বাজনার প্রতি ঝোঁক। একেবারে ছোট বয়সেই ঘরে লালন অনিবার্য করেছেন। জন্মের ঠাকুর তিনি গানের সঙ্গে নয়। ছোটবেলা একদিন। সন্ধ্যা বাল উদ্যোগীর লালন গান শুনেছেন। তারপর থেকেই শোনা। বিদেশী প্রকাশনী ঘরে তুলতে লাগলেন। এর আগে লালন গানের বিভিন্নরকম উদ্যোগ-প্রকাশ ঘরে রিয়েছে। অনেকেই আগ্রহ নিলেন। কিন্তু কোনো ঠাকুর সঙ্গে আগাগোড়া অনিবার্য নিলেন না। ছোটবেলা নিজের থেকে গেলেন। শরীর মনে থেকেন অনিবার্য। সেখানে অনেক মিলাতি হল। সন্ধ্যা বাল উদ্যোগীর সেখে অনেকটা তুলনার মুখোমুখি হলেন। প্রকাশনী ঘরে নৌকা লালনের, এলাকা থেকেই শুরুর ও ঘরানা এর আগের। নৌকা ছোটোটা পরিবর্তন থেকে অনিবার্য মেলবন্ধনও নিষ্ঠুর। ছোটবেলা একদিন প্রকাশ ঠাকুর দেখা গেলেন। সেই শুরু। পুরুষিলালন সম্বন্ধে অনেকেই শিল্পী থেকে উঠলেন, জানুয়ার ঠাকুর সন/সন আলোর ঘর বাই। উদ্যোগ বাতাই তুলে নিজেদের অনুযায়ীরা ছাড়ী এই শিল্পী। অন্য বাতাই উদ্যোগের আদিবাসের নৌকা বিনোদ। লালন প্রকাশ শিল্পী পরিবেশন করেন প্রকাশনা থাকে। প্রায় ১০০ লালন গান সংগ্রহ করে প্রকাশিত।

লালন উদ্যোগ গান থাকতে এসেছিলেন নদীয়ার শরৎচন্দ্রের থেকে অনেকের গান ঘরিল, তুলনার ঠাকুর, বিনোদন তুলিয়ে। অনুযায়ী থেকে এসেছিলেন তুলনা ৮৩৭ ও প্রকাশ ৮৬৭। শিল্পীরা জানালেন, লালন গানের অনিবার্য করেই পরিবেশন করার ঝোঁক বাড়ি। পরম্পরায় প্রকাশনী প্রকাশ মূল ভাই থেকে ঘরে লালনিত হচ্ছে। ঘরিল, অনিবার্যের কথা থেকে পাই নতুন নতুন গান। অনেক বৃদ্ধিজীবী গানের এইভাবে অনিবার্যভাবে সংস্কৃতিক হচ্ছে। শিল্পীরা জানালেন মেলবন্ধ উদ্যোগে প্রতি বছরই

দুই বাংলার সমস্ত শিল্পীদের নিয়ে উৎসব হয়। সেখানে দেখেই শিল্পীরা নতুন নতুন ধান সংগ্রহ করতেন।

শিল্পী জয়নুলের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমী ভাব সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও অর্থের লোভ অন্ধ মানুষের মনুষ্যত্বে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠাকরে লালসায় বড় প্রয়োজন।

মৃত্তিকাশ্রমী এই উদ্দেশে এসেছিলেন দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের শিল্পীরা। এঁদের প্রথা অভিজ্ঞতার সমস্ত প্রতিমূহূর্ত সমাজে, সমাজেসমূহ চরিত্রগুলের ধর্ম শ্রেণীর হয়। পরিচয় নিয়ে প্রবীণ কবিরা। মেধাসম্পন্ন সমস্ত সম্ভাবী প্রতিমূহূর বাজার কাছ থেকে নিয়ন্ত্রে আসন করিয়ে দেয়। এইসবগুলি সমাজ মনের পরিপন্থা করা হয়ে। প্রতিটি কবিতা অনুবাদের, জেলার সর্বোচ্চ লোকসভা অভিজ্ঞ। দেশি ও আন্তর্জাতিক দুটিন তিনি তার পরিবেশকে এই কবার চেষ্টা রয়েছে। তা অবশ্যই লোকসাহিত্যে যেন ঠিক ঠিকভাবে পরিবেশন করা হয় তবে সমস্যা আসবেই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বইমেলা

গত ৯ থেকে ১১ ডিসেম্বর '৮৯ অনুষ্ঠিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বইমেলা। অনুষ্ঠানিক ভাবে জানা গেছে 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুস্তক প্রদর্শনী ও বিক্রয় সপ্তাহ।' অতীতের এই বইমেলার উদ্বোধন হয় গত ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯ এর সকালে। উদ্বোধন পরিচালনা করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও তাঁর সহযোগিতায় ছিলেন উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপিকা সুপ্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহ-উপাচার্য (কর্ম) অধ্যাপক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বিষয় নিয়ে বহু কাজ হয় এই মেলার মাধ্যমে মানুষের কাছে যে তুলে ধরা হল এ এক বড় প্রয়াস। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশ কাজ পরিচালনা ও তার প্রকাশনা। সাহিত্য, সংস্কৃতি, পরিবেশ-স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান সামাজিক থেকে এ কাজ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের কথা ছাত্রদেরকে কখন এইসব বিষয়ক ও পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে কোন সহজ ভাষায় লেখা পড়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারিনি। পরিচালনা সমস্যা নিয়েও অনেক ছোট ছোট বিষয়গুলোর পাঠ্য। অধিকাংশ পুঁথি বিক্রিতেও তাঁদের আগ্রহ নেই—কিন্তু যা হোক হবে উদ্যোগের ও প্রচেষ্টাকে পুরো নিয়ে ও অভিনন্দন জানাই। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে তাকেও এদিকে বেশি মনোযোগ প্রদান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য বলেন, প্রকাশক সাহিত্যসভা নিজে অধ্যাপিকা সুপ্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও সহযোগে মনোযোগিকরণ এ পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন। সভায় বিশেষ উপস্থিত, শিক্ষা প্রশাসকগণ ও ছাত্র-শিক্ষকেরা যাদের সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিয়ে প্রদর্শিত বইগুলি মহীরুহসমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঘুরে দেখেন যেখানে ২০৯টি স্টলগুলির বিভিন্ন বিষয়ের বহু প্রদর্শিত হয়। যার মধ্যে ১৪ পয়সা থেকে ২৪০ টাকা মূল্যের ছিলো প্রকাশনী ছিল। তার মধ্যে পত্রিকাগুলি বিক্রি হয়েছে মাত্র ৫০% তার মূল্য। প্রতিদিন এই বহু মূল্যের বহু বিক্রি হয় ছিল না। প্রায় ৬০ হাজার টাকার বহু বিক্রি হয়েছে এক সপ্তাহে—যা একটি বেশি।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ছিট্টে প্রকাশের খোলা হয়ে প্রতিদিন ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের নাম বাঁ-এর আছে। যেখানে শিক্ষক প্রশাসকরা তাদের মুখে অনেকের তাঁদের প্রকাশনার বাঁ-এর কথা। যেখানে বিভিন্ন দিনে বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রথমে অধ্যাপক সুকুমার বসু, সুপ্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনেক মুখোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, কল্যাণ চক্রবর্তী, তপতীরঞ্জন বাগচীচৌধুরী, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ ভাদুড়ীদেব, অরুণ বেরা ও শিক্ষা প্রশাসক অনেক বসু, ড. মৃণালকান্তি ঘে, শ্রীতীন বিশ্বাস, প্রমুখ ঔষধি ও পাঠক ছাড়াও। তাদের মধ্যে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ ও রাজশেখরন উপাচার্য। এ ছাড়া প্রতিদিন সাংস্কৃতিক পরিবেশন করেছে মুকাভিনয় অনুকরণ মুখোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন অভিনেতারা।

শোক সংবাদ

ঘাটাল কলেজ অধ্যাপক সন্তোষ কুমার বিজয়ের সহধর্মিণী অধ্যাপিকা প্রতিমা ২৪-১১-৯১ তারিখে রাত্রে তাঁর নিজ বাসভবনে পরলোকের প্রস্থান করেন। তাঁর মৃত্যুকালে ২৪-১১-৯১ তারিখে ঘাটাল বিজয়ার মেডিক্যাল অফিসার হাসপাতালে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর মৃত্যুকালে ৬৫ বছর বয়স হয়েছিল। তিনি স্বামী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। অধ্যাপিকা প্রতিমা বিজয়ের মৃত্যুতে ঘাটাল মহাবিদ্যালয় ও পরিবার শোকাহত।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় করম পূজা অনুষ্ঠান

করম উৎসবে আদিবাসী যুবতীদের নৃত্য

গত ২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায়ের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি ছেঁড়া পাকাতে করম পূজার আয়োজন করে। উক্ত কমিটির আওতাধীন এই জেলায় উত্তরে সংবেদনশীল প্রতিবেশের ৫৩৯ এবং সংরক্ষণাধীন সংরক্ষিত উপজাতির ১৯।

অনুষ্ঠান মঞ্চের আশেপাশে করম গাছের ডাল পোতা হয়েছে। সেখানে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নানা ফুল-ফল উপাচারে সাজানো হয়েছে। একটি বেদীর সেখানে ডালা এবং মেখানটিকে উৎসর্গ করে বলিদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে তাঁদের পূজার কাহিনী বিবৃত হয়। সংক্ষেপে কাহিনীটি হল—করম এবং ধরম দুই ভাই ছিলেন। তাঁরা তিন বছরের জন্য পূজা করতেন। এই পূজার জন্য তাঁরা যাদের জন্য দুধ নদীর ওপার হতে আনতে হবে। তাঁরা ডাল আনতে গেলে সাহায্য নদী পেলেন। কিন্তু নদী পার হবার জন্য কোনও নৌকা নেই। তাই তাঁরা নদীর চিরে কাঁদিয়ে কারণের কথা জানান করলেন। এমন সময় নদী থেকে একটি কুমীর ভেসে উঠল। কুমীরটি বলল, তোমাদের আমি নদী পার করতে পারি কিন্তু আমার পেটের ক্ষুধার শান্ত করতে পারবি না তাই একটু দিতে হবে। তারা দুই ভাই বললেন, একটু দিতে পারি তবুও আমাদের নদী পার করে দিতে হবে। কুমীরটি রাজী হয়ে তাঁদের নদী পার করিয়ে দিল। তাঁরা নদী পার হয়ে কুমীরকে বললেন, তুমি এই বনের যেখানে খুশি আমরা করম গাছ নিয়ে এসেই ফিরে আসব। তারপর ঐখান থেকে দুই ভাই করম গাছের ডাল নিয়ে ফিরে এলেন এবং সেখানে কুমীরটি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁরা কুমীরকে বললেন, নদীর ওপার নিয়ে চল আমরা এখনও অনেক কাজ বাকি। কুমীরটি নদী পার করে দিল। তারপর তাঁরা কুমীরটিকে বললেন তুমি এবার রাজী হও—তাহলে ও আমরা ফিরতে পারব আমরা আবার ফিরে আসব এই প্রতিশ্রুতি। এখন থেকে তোমার আর রাজী হয়ে আমরা চলবে না। তুমি তোমার আর ক্ষুধা দুঃখে ঘুমিয়ে পড় এবং পেটের ক্ষুধা যা আছে তাই কমে যেন করে ফেল। তবে তোমার আমরা কৃষ্ণ হবে। আমাদের কুমীরটি তাই করায় তার খাবার উপায় হল এবং পরবর্তীকালে কুমীর আমরা পূজা করা হল।

দুই ভাই ফিরে এসে করম গাছকে যোগাড় করে পূজা করলেন। এইসময়ই আদিবাসীদের মেলে।

এরপরই মেয়েরা ফুল নিয়ে পূজা দিল এবং সমস্ত আদিবাসী ফুলের পূজা পরিবেশিত হল। প্রসাদী ফল প্রতিযোগিতামূলক খেলানো করে। তাঁদের মধ্যে প্রথম ৩ বিভিন্ন ক্রমবিভাগীদের পুরস্কারস্বরূপ পুরস্কৃত করার জন্য ঘোষণা করা হয়।

প্রতিবেদন : নীলমণি মুর্মু ও অমলেন্দু সরকার

সাঁওতাল বিদ্রোহ সমস্ত নিপীড়িত ও দলিত মানুষের সংগ্রাম

মেদিনীপুরে মূল উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সূর্যকান্ত মিশ্রর ভাষণ

সাঁওতাল বিদ্রোহ কেবল সাঁওতালদেরই নয়, সমস্ত নিপীড়িত দলিত মানুষের সংগ্রাম। জমি-বন্ধ-ঋণ নিষ্পেষণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তার তাঁবেদার জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তাঁরা। সংগ্রাম সেই লড়াকু মেজাজ নিয়েই বর্তমান নিয়ে-অনুব।

মেদিনীপুর জেলা এগারশ মূল উৎসব উদ্বোধন করতে গিয়ে গত শনিবারের পত্রিকাগোষ্ঠী সূর্যকান্ত মিশ্র উপস্থিত হর্ষ জনতার উদ্দেশ ভাষণ দেন।

তিনি বলেন যে, অন্যান্য কৃষক, খেতমজুর, জমিদার নিপীড়নের জীবন কৃষ্ণ করে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৮৫৫ থেকে শুরু সেদের সংগ্রামের তথা ইতিহাসে মূল পার্থক্য। তিনি বলেন যে, তাঁদের লড়াই থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম। দেশের জমিদার সাহেব আমে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে যত বিদ্রোহ হয়েছে। সেই বিদ্রোহগুলির মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ অন্যতম।

সূর্যকান্তবাবু মেদিনীপুরে আসে উৎসব অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিক হয়। উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ও অনুষ্ঠানের মেলার রূপ নেয়।

উৎসব অনুষ্ঠান শুরুর আগে সকালে থেকে চারটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মূল মঞ্চ তথা উৎসবের অনুষ্ঠানে পৌঁছায়। এখানে পতাকা উত্তোলন করেন সূর্যকান্ত মিশ্র। এরপর পরিষ্কার মেদিনে বলতে ওঠেন সূর্যকান্ত মিশ্র, প্রধান অতিথি অনুষ্ঠান উদ্বোধনী করেন দুর্গা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি দুর্গিনিহারী মাইতি, বক্তব্য রাখছেন পাঁচক সংবাদিকা মেধা, অতিরিক্ত জেলাশাসক বাচ্চাদের যে, জেলা পরিষদের কার্যালয়, বক্তব্য রাখেন ও ২নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে বক্তব্যটি সংবাদমাধ্যম পক্ষের সূচিত্রা মাইতি প্রদত্ত প্রতিবেদন ৫৩ মিনিট ঐতিহ্যের পালন করা হয়। মূল উৎসবে জেলার ২১টি ব্লকের ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করেন। সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ১৬১৬ জন এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে ৮০০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন। উৎসব অনুষ্ঠানের কিন্তু যেটি বড় ব্যাপার তথা বর্ণাঢ্য হয়ে প্রতিযোগিতা সব বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে। মূল সভাপতি নামকরণ হয়েছে নিয়ে-অনুষ্ঠান নয়ে। অনুষ্ঠানটি চলবে তথা এবং আজ দুটি বন্ধ হয়। উৎসব হয়ে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উৎসবটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উৎসব কমিটির সভাধিপতি দুর্গাদিহারী মাইতি।

সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায় তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যাসাগর মেলা

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবার ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শিল্পকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়ার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে বিদ্যাসাগর মেলা। মাঝখানে এই অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা সংস্থার কর্মীদের নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার কারণে মেলার নিয়মিত আয়োজনটিকে অব্যাহত রাখা গেছে। মেলা প্রাঙ্গণে অবস্থানরত বিদেশিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠানের বাহিরে বিদেশি পৃষ্ঠপোষকদের টাকা, বন্ধুত্বের বন্ধন, কর্মীদের নিষ্ঠাকে। মেলার বিভিন্ন অঙ্গসজ্জার পরিকল্পনার পর এসেছে শিল্পীরা। আর, হ্যাঁ, বৃষ্টি তো বটেই। শুরু করে ছোটদের কবিতাকে ইন্টারনেটের সাহায্যে এদেশে বিদ্যাসাগর মেলার মেলা যেন উন্নয়নের মেলবন্ধনের প্রতীকী। সেই সঙ্গে নতুন সংযোজন বয় স্কাউটদের জন্য মেলা বসিয়ে প্রতীকী এবং তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯ ডিসেম্বর মুখাবয়ী মেলাটি বন্ধুর আহ্বানে মেলে দিয়ে মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

মেলার মূল ফটকের সামনেকার ফাঁকা জায়গায় প্রথমে কবীন্দ্রসদনের শিল্পী পরিষদের মেহেদি স্বপনে। উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠানের সূচনাপর্বে প্রধানতঃ শিল্পীর সৃষ্টিসম্ভার ফুটিয়ে তুলে আমেরিকায় ফুল উদ্যোগ সৃষ্টির ভার। সাজানো ফুলদানি। কিন্তু ফুলে কী? রোজ, রোজ, রোজের সৃষ্টির ফুলে ফুলেই সাজানো প্রাঙ্গণটি এবং বিদ্যাসাগর মেলার সভাপতি সাজানো অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলেন। ফুল ফোটানো কথা দিয়ে না। আনন্দানুষ্ঠানের উদ্যোক্তে সংস্থাদের ঘাঁর আছেন। তাদের কাজের, 'আনন্দমেলা কৃষ্টির মধ্যে, এই স্লোগান সাজানো সাজানো দিয়ে পাওয়া যাবে।

উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানের সভাপতির কাজের বর্তমান সাজানো প্রাঙ্গণ সমিতি এবং বিদ্যাসাগর মেলা কমিটির সাধারণী সম্পাদক বিমল বসু। সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখা, বিমলের অনুষ্ঠানের নিয়মে মেহেদিরাজ পৌঁছে দেওয়ার বাড়তি দায়িত্ব সাজান আছে হয়ে নিজের সাজানোর। সাংস্কৃতিক সাজানোরাজ সাজানো থেকেই দৃষ্টিতে এই কর্মীর সাজান আছে হয়ে। সাংস্কৃতিক সাজা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাজানো সাজানো এই মেলার বিকাশের সাজানো মেলার আছেন। সাজানো প্রাঙ্গণ ঢুকে তিনি বলেন, মেলা প্রতিষ্ঠানের থেকে প্রতিষ্ঠানের সাজানো অনুষ্ঠানে সাজানো করে তুলতে টিকিটেরেলাই তৃতীয় নিয়ে হয়। এবারই সবে হয়ে আছে উদ্যোগে এবং। আমের বর্তমান অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তা সবে যুক্ত আমার প্রতি আমার সাজানো আমার আমার আমার তিনি। বসু বলেন, সাধেরী আমাদের বিকাশ হয়ে উদ্যোক্তা সাজানো হয়। তাই উদ্যোগের সাজানো পুঁজি করে এবং ও সাজানো অনুষ্ঠানে পরিচালন প্রাঙ্গণের সবে সাজানো করতে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে সাজান প্রাঙ্গণিকপ্রধান বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে আজ বিকাশ প্রধান এবং উদ্যোগের আন্তর্জাতিক এ সাজান যে সাজানো এসেছে তাকে সাধারণ আমা সাজানোরাজ আমাদের সাজান। জাতীয় সাক্ষরতা পরিষদ হিসেবে '৯১-৯২ সালের মধ্যে এ মেলে সাজানোরাজ হার ৭২ সালে উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মেলায় আব্বাসউদ্দিন গ্রাম

আমাদের দেশের শিল্পী আব্বাসউদ্দিনের কৃষ্টিসংগীতের আমাদের-মুখের গ্রামের আমাদের একটি প্রতীকী গ্রামের উদ্যোগ হয়ে বিদ্যাসাগর মেলায়। আমাদের মাটি মেহেদি মেহেদি এবং উদ্যোগের আমাদের। গ্রামের আমাদের মেহেদি সাজানো গ্রামীণ ঐতি ফুলে সাজান এই আমাদের কৃষ্টির প্রাঙ্গণে আমাদের মেহেদি মেহেদি।

আব্বাসউদ্দিনের গ্রামের আন্তর্জাতিক মেহে আব্বাসউদ্দিনের আমাদের গ্রামীণ বিদ্যাসাগর মেলা কমিটির আমাদের। উদ্যোক্তা কর্মীর পরিবেশন আমাদের আব্বাসউদ্দিনের গণসংগীত পরিবেশনা নিয়ে বসু। এছাড়াও কর্মীর পরিবেশন আমাদের বিশিষ্ট কর্মীর শিল্পী মাটি সাজান। বসু-আমাদের আমাদের আব্বাসউদ্দিনের উদ্যোগ বিদ্যাসাগর মেলা কমিটির এই কর্মীর আমাদের আমাদের আমাদের হয়।

এবারের বিদ্যাসাগর মেলায় গ্রামের মেহেদি একটি আমাদের কৃষ্ণ আমাদের। মেহেদির মেহেদি সাজা মেহেদি হয়। এবং মেহেদি আমাদের গ্রামের গ্রামীণ পরিবেশ আমাদের মেহেদি ও গ্রামের গ্রামের মেহেদি বিদেশি আমাদের।

মেলা প্রাঙ্গণে "গ্রামীণ আব্বাসউদ্দিন ও আমরা" শীর্ষক এক আলোচনা সভায় আমরা মেলে আমাদের বক্তব্যটি, বিশেষত বিদ্যা বসু। আলোচনার সভাপতি বিমলের আমাদের গ্রামীণ।

ভবানন্দ মৌর্য ভবানন্দ বিদ্যালয় হিসাবে সকল ভবানন্দ অঞ্চলের ছেলেদের মেয়ে ভবানন্দপুর পর্যন্ত প্রতিদিন যাতায়াত করেন।

ভবানন্দ মৌর্য ভবানন্দ বিদ্যালয় হিসাবে ভবানন্দ পরিবারের একদল ভবানন্দ মেয়ে মৌলবাজারী পর্যন্ত প্রতিদিন যাতায়াত করেন।

[illegible]

[illegible]

উত্তরণ

[illegible]
[illegible]

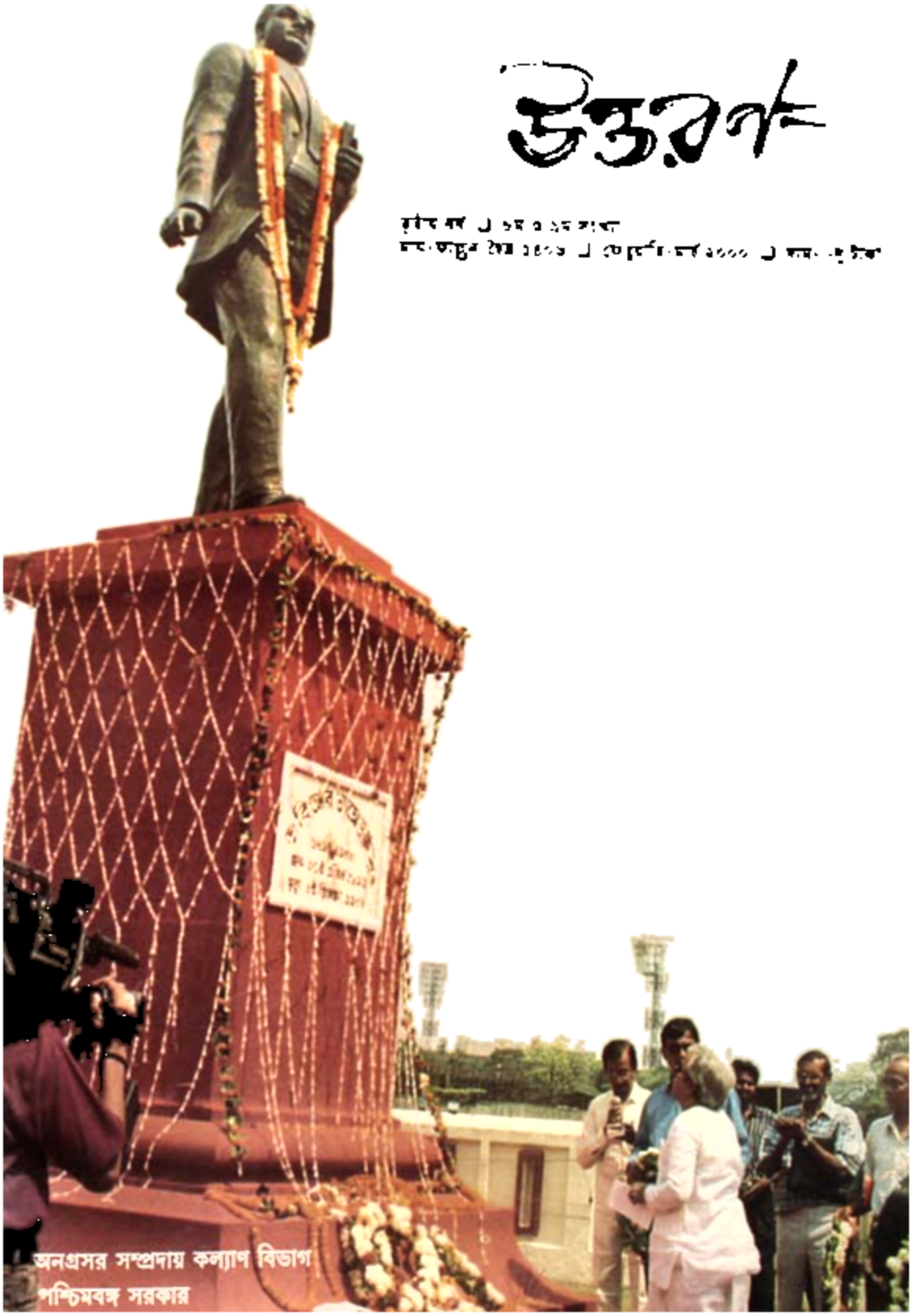

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

[illegible] ৮ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধনী দিবসে মঞ্চে আসীন [illegible]

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রী বিশ্বনাথ মুখার্জী

উত্তরণ

অবহেলিত শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের মুখপত্র

তৃতীয় বর্ষ ❑ ৮ম ও ৯ম সংখ্যা ❑ মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র ১৪০৬ ❑ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০০ ❑ দাম—৮ টাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি
শিবেন্দ্রনাথ রায়ভূয়া
সদস্য ও সচি, অবহেলিত শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ

সদস্য-সভাপতিবৃন্দ
হিমাংশু বিশ্বাস
সচিব, অবহেলিত শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ
সুধাময় সরকার
প্রধান সচিব, অবহেলিত শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ

সদস্য
মনোরঞ্জন মণ্ডল
হিমাংশু বিশ্বাস
অনিল সিংহ
দীপ্তীন বিশ্বাস
রাজলক্ষ্মী চৌধুরী (অনুরূপা)

উপদেষ্টা
বিশেষ সচিব

সহ-সম্পাদক
ফলনকুমার দে

প্রচ্ছদ সহকারী
বিপ্লব মুখার্জি
সুধা সুর

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি	
❑ শিশু শ্রমিক মুক্ত অঞ্চল সচিবের ঘোষণা	১৩০
সম্পাদকীয়	
❑ উপেক্ষিতের দেশে-বিদেশে বিস্তার	১৩১
সংবাদ পরিক্রমা (১)	
❑ ঝাড়: জমি, অধিকার এবং ৬ দি দি মিটিং: অধিবেশন উদ্বোধন করেন বিশেষজ্ঞ সচিব	১৩১
কবিতা	
❑ পুত্র কামনা—রহিমা বানুন	১৩১
❑ সম্পাদকের মুখোমুখী হলেন পত্রিকার ছোট প্রতিনিধি	১৩৬
সংবাদ পরিক্রমা (২)	
❑ মেটি গ্রামের অবহেলিত শ্রেণী অধিবাসীদের প্রধান অভিযোগ	
❑ উত্তর ২৪-পরগনার আরও অধিবাসীদের জন্য	
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন	১৩৭
❑ বেলেডুবার অধিবাসী বিদেশ-বিদেশীর দৃষ্টিতে	১৩৭
মুখোমুখীতে আমন্ত্রণ	
❑ দুই বাংলার কবির নিজেদের ভিন্নদেশিক মুখোমুখি বিদেশে উদ্বোধন করলেন	১৩৮
❑ প্রথম সহিত্য সম্মেলিত নিবেদিতের বিষয়ে সংবাদের পর বিদেশ সফর	১৪১
সংস্কৃতি সংবাদ	
❑ উত্তর বিশ্বজুড়ে ভাবনাহীন সচিব প্রতিবেদিত	১৪৬
❑ আন্তর্জাতিক ১৮ জাতীয় একদল সঙ্গতজনী সচিব প্রতিবেদিত	১৪৬
সম্পাদ বিষয়ক	
❑ অবহেলিত বাহুলী অঞ্চলের ইতিহাস—১. অবহেলাদের বাহুল —২. অধিবাস বিধান	১৪৭
সংবাদ পরিক্রমা (৩)	
❑ পরিচালক বিশ্বজনীনের ঝাড়: জমি/অধিকারী সম্পর্কিত বৈঠকে উত্তর ২৪-পরগনা সফর	১৫১
❑ উত্তর ২৪-পরগনা জেলা প্রশাসন অধিবাসীদের অধিকারে	১৫৩

আমাদের ১. দি মার্চ আমাদের ১১০ জন অধিবাসী সংবাদের অর্থসংযুক্তির আশা নিয়ে প্রকাশের বিকল্প নেই। আমাদের আশা বিশেষজ্ঞ রায়ভূয়া, অনিল বিশ্বাস, হিমাংশু বিশ্বাস, ২. অধিবাস আশা (প্রধান সংবাদ) এবং আমাদের শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব সুধাময় সরকার নিয়ে আশা রাখেন। ছবি: সুধাময় সরকারীন, আমাদের : পাঠানো ছবি

পরিচালক সাধারণের কল্যাণ শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ থেকে তথ্যকল্যাণ টৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও বসুশ্রী অফসেটস লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

যোগাযোগ : সংস্কৃতিক অধিকার সংস্থা, বি ১/৪, বি আই টি ফ্ল্যাট, ৭৫৫, বি আই টি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪

সাধু রামচাঁদ মুর্মু স্মারক সাহিত্য প্রতিযোগিতা

সফল প্রতিযোগীদের তালিকা

১৯৯৯-২০০০ সালের সাধু রামচাঁদ মুর্মু স্মারক প্রতিযোগিতায় মোট ১০টি কবিতা,১২টি ছোটগল্প ও ১১টি প্রবন্ধ মনোনয়ন নিয়ে ইনভিটেশনে জমা পড়ে। বিচারকমণ্ডলীর বিচার বিবেচনা ও গুণ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁদের সফল তালিকা দেওয়া হল :

১৯৯৯-২০০০

'সান্তাড় সাঁওতা আর নাহাঃ লাকচার'

প্রবন্ধ

১ম: [illegible] টুডু — প্রথম স্থান
[illegible] ০৩৩৩ টুডু
১৫/১১ চার্চটি রোড, দুর্গাপুর-৫
পিন : ৭১৩০০৫

২য়: [illegible]
১৫/১০ মহিলাপুর রোড
সিল [illegible], দুর্গাপুর-৫
পিন : ৭১৩২০৮

৩য়: [illegible] — তৃতীয় স্থান
[illegible] মুরমুরা হাঁসদা
গ্রাম : [illegible]
পোস্ট : [illegible], জেলা মেদিনীপুর
জেলা : মেদিনীপুর, পিন : ৭২১১০৪

ছোটগল্প

১ম: [illegible] মুর্মু — দ্বিতীয় স্থান
গ্রাম : [illegible]
পোস্ট : [illegible]
জেলা : পশ্চিম দিনাজপুর
পিন : ৭৩৩১১১

২য়: [illegible] টুডু — তৃতীয় স্থান
[illegible]
[illegible] : [illegible]
জেলা : দার্জিলিং
পিন : ৭৩২১৬০

৩য়: [illegible] টুডু — প্রথম স্থান
১/১১ চার্চটি রোড
দুর্গাপুর-৫, পিন-৭১৩২০৫

কবিতা

১ম: [illegible] মার্ডি — চতুর্থী
গ্রাম + পোস্ট : [illegible]
জেলা : বাঁকুড়া
মেদিনীপুর

২য়: [illegible] টুডু — তৃতীয়
[illegible]
[illegible]
দার্জিলিং

৩য়: [illegible] মার্ডি (টুডু) — অনুপ্রেরণা
[illegible] মার্ডি
[illegible] Maintenance Division
CPWD Siliguri
P.O. Rabindra Sarani
Dist. Darjeeling
Pin: 734401

সম্পাদকীয়

উদারিকরণ বেসরকারিকরণ বিশ্বায়ন

সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণনের ভাষণ ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত ভাষণের উজ্জ্বল প্রকাশ হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পরও সে নীতি রূপায়িত হয়নি। রাষ্ট্রপতির ভাষণে সেই ব্যর্থতার মনোবেদনা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি সুস্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের সংবিধান ব্যর্থ হয়নি, আমরাই সংবিধানকে ব্যর্থ করেছি। কেননা, যে নীতির ভিত্তির উপর সংবিধান নির্মিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে, কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীদের আচরণে সংবিধানের সে নীতির ভিত্ত বিকৃত হয়েছে। সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে জনগণের দুর্বলতর অংশের, বিশেষ করে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে এবং সামাজিক অবিচার ও সবরকম শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করবে (অনুচ্ছেদ-৪৬)।

কিন্তু গত ৫০ বছরে সে নীতি অনুসরণে বিশেষ কোনও পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। সংবিধানের সে অঙ্গীকার রক্ষায় ব্যর্থতার জন্যই রাষ্ট্রপতির মর্মবেদনা। তথ্য প্রমাণ করবে যে ভারতের গড়পড়তা ১৫ জন মানুষ উচ্চবর্ণের; অথচ শিক্ষার প্রাথমিক ক্ষেত্রে তারাই দখল করে রয়েছে ৬৩ ভাগ সুযোগ-সুবিধা। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে জুটেছে মাত্র সাড়ে আট ভাগ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তফসিলি ও আদিবাসীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। এই শ্রেণীর মানুষদের গড়পড়তা ৭০ জনই দারিদ্রসীমার নিচে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এদের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই গ্রহণ করতে পারে না। স্কুলে পাঠানোর চেয়ে ক্ষেতে পাঠালে পুরুষ্টো খাবারের সংস্থান হবে। তাই আর্থিক দুরবস্থা তাদের শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভারত রাষ্ট্র সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছে।

সংবিধানকে ব্যর্থ করার দায়িত্ব এড়ানোর উদ্দেশ্যে উচ্চ শ্রেণী চালিত সরকার দেশের অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় ড. আম্বেদকর রচিত সংবিধান পরিবর্তন-পরিবর্জনের অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের নিপীড়িত তফসিলি, আদিবাসী ও অন্যান্য দরিদ্র সংখ্যালঘুদের জীবনের ধারোন্নয়নে ড. আম্বেদকর সংবিধানে যেসব বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সেসব বিধিবিধানে ভর করে তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টায় ও তাদের বিকাশপথে ছেদনায় জাতীয় কেন্দ্রের জোট সরকার সংবিধানের সেসব বিধিবিধান রদ করার অপপ্রচেষ্টায় কোমড় বেঁধে লেগে পড়েছে।

শুধু তাই নয়, বেসরকারিকরণ, উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের নামে দেশের শ্রমিক মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে বি জে পি চালিত জোট সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। একদিকে তাদের খাদ্য, পানেয়জলের সাথ, কেরোসিন, শিক্ষা, পরিবহণ ও চিকিৎসার ভরতুকি বন্ধ করছে; অন্যদিকে প্রথম আয়কারি নীতি ঘোষণা করে আলপিন থেকে

মোটরগাড়ি, পাক-সবজি থেকে শুরু-মাংস সবরকম বাজারেই বিদেশি পণ্যের ঢালাও ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে, দেশের কৃষকের কৃষিপণ্য, কর্মরত-বেকারের হস্তশিল্প উভয় দেশের পণ্যের প্রতিযোগিতার মুখে মার খেতে বাধ্য হবে। দেশের চাহিদা বিদেশি পণ্যে ছিটে গেলে বেশকয়েকটিক্ষেত্রে আমদানিকৃত এদেশের বৃহৎ শিল্পপতিদের শিল্প কারখানা মুখ থুবড়ে পড়বে। অচিরে দেশের মোটা অর্থ কাঠামো চূর্ণ হয়ে যাবে। সেই কাঠামোর পুনরুদ্ধান দখল করবে বিদেশি পুঁজিপতিরা।

রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ শেষ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ নতুন রূপ ধরে প্রভুত্ব বিস্তারে সচেষ্ট। বাজার দখলের মাধ্যমে গোটা দেশের উপর কর্তৃত্ব কায়েমই তাদের লক্ষ্য। আমেরিকা প্রমুখ ধনী রাষ্ট্রগুলির সে লক্ষ্য পূরণে ভারতের একশ কোটি মানুষের বিরাট বাজার তাদের পণ্যের জন্য খুলে দিয়েছে তাদেরই সেবাদাস কেন্দ্রের জোট সরকার। এরা মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেশের নীতি নির্ধারণ করে চলেছে।

এই সেবাদাসরাও মনে দেশের জোট সরকার তাই বিল ক্লিন্টনের ভারত সফর স্মরণীয় করে রাখতে ১ এপ্রিল থেকে ৭১৪টি পণ্যের ভারতে অবাধ আমদানির এবং এক বছর পর আরও ৭১৫টি পণ্যের ভারতের বাজারে প্রবেশের ছাড়পত্রদানের সই করে দিয়েছে।

অথচ, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলনে এ দেশেরই দেশপ্রেমিকদের মাথায় ব্রিটিশ পুলিসের লাঠি পড়েছে। চারণ কবির গান অনুপ্রাণিত করেছে মা-বোনদের বিদেশি বর্জনে :

"ছেড়ে দে বঙ্গনারী, বেণী চুলি / বস্ত্র হাতে আর পরো না।"

মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টনের সাম্প্রতিক ভারত সফরকালে রাজস্থানের এক অখ্যাত গ্রামের মহিলা-পরিচালিত ডেয়ারি সমবায়ের সদস্যরা যখন জানবেন যে, তাঁদের অনাবিল আতিথেয়তায় মুগ্ধ বিল সাহেবের খাবারে তাঁদের সমবায়ের তৈরি ঘি ব্যবহৃত হয়েছে তখন তাঁদের বিলের সম্বন্ধে অহেতুক উৎসাহ বলেই কি মনে হবে না ?

এই উদারনীতির পথ ধরেই ভৌমিক সরকার বেসরকারিকরণের দিকে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। সরকার পরিচালিত শিল্প-বাণিজ্য বেসরকারি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। ভৌমিক জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল—বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান। জোট ক্ষমতাসীন হবার পর কর্মসংস্থান দূরের কথা, বেকারবাহিনী জমেই বেড়ে চলেছে। তদুপরি, সরকারি সংস্থায় নিয়োগ বন্ধ, ভি-আর-এস, গোল্ডেন হ্যান্ডশেক প্রভৃতিতে কর্মচ্যুতির পাশাপাশি একদিকে অবাধ আমদানি, অন্যদিকে দেশজ পণ্যের উপর অন্তঃশুল্কের বোঝা চাপিয়ে দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ ডেকে এনেছে কেন্দ্রের জোট সরকার।

এই সর্বনাশের পথিক তৈরি হচ্ছে সংবিধান পরিবর্তন প্রক্রিয়ার দ্বার দিয়ে। ড. আম্বেদকর প্রণীত ভারতের যে সংবিধানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার উজ্জীবিত, জোট সরকার সেই সংবিধান পরিবর্তন করে তাকে উচ্চশ্রেণীর তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর পুথিতে পরিণত করতে উদ্যত।

দেশের এই সামগ্রিক সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে রাষ্ট্রপতির ভাষণে। দেশের মনিত তথা মেহনতী শ্রেণী সংবিধানের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংঘবদ্ধ সংগ্রামে এগিয়ে এলেই রাষ্ট্রপতির আশঙ্কা বিদূরিত হবে।

তফঃ জাতি, আদিবাসী এবং ও-বি-সি স্ট্যান্ডিং কমিটির উত্তর দিনাজপুর সফর

কমিটি প্রধান কুমার প্রধান বিশ্বাসের সঙ্গে হরিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি শ্রীমতী সুনীতা মুর্মু আলোচনা করছেন। ছবি : হিমাদ্রি সরকার

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তফসিলভুক্ত জাতি, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ কমিটি গত ১৬ জানুয়ারি ১৯৯৩ থেকে ২৩শে জানুয়ারি ১৯৯৩ পর্যন্ত বিধানসভার ১১ জন সদস্য সফরে আসেন। উত্তর দিনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমাশাসক থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ৯৩ টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁরা পরিদর্শন করেন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন বিধানসভার পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী।

১৭ জানুয়ারি প্রথম দফায় বালুরঘাটে পৌঁছানোর পরই কমিটি সভাপতি কুমার প্রধান বিশ্বাস (কংগ্রেস-ই) পরিচালিত বালুরঘাট মহকুমা (গ্রামীণ) পরিষদের সঙ্গে এবং মহকুমার অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কমিটির সভাপতি মহকুমাশাসক মহকুমার উন্নয়ন, মহকুমার সার্বিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন।

এরপর তাঁরা মহকুমার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। কমিটিপ্রধান স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কমিটির সভানেত্রী অন্যান্যদের অভ্যর্থনা জানান। সভানেত্রী ও বিধায়ক অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গদের সম্মানজ্ঞাপক চন্দন তিলক দেন। শ্রীমতী কমিটির সদস্যরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পরিদর্শন করার প্রস্তাব রাখেন।

সদস্যরা মূলতঃ মেয়ে কর্মচারী দ্বারা চালিত বিভাগগুলি পরিদর্শন করেন। এই সফরটি পরে আসা অন্যান্য শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ ২১ নম্বর টেবিল সম্পূর্ণ করে। সদস্যরা মূলতঃ টিকা বিভাগ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী পরিদর্শন করেন।

বিভাগীয় কর্মিবৃন্দদের কাছ থেকে তাঁরা জেনে যে, মূলতঃ বিভাগগুলো দীর্ঘদিন পরিদর্শন হয়নি বলে অন্যান্য শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ ৫৩ নম্বর টেবিল সম্পূর্ণ করেছে। এই বিভাগগুলো মহকুমাটি অন্যান্য জেলার সাথে তুলনা পরিদর্শিত। সদস্যরা বিভাগগুলো থেকে মহকুমার অন্যান্য বিভাগ থেকে মহকুমা প্রশাসন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। তাঁরাও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁরা বিভাগীয় কর্মচারীদের নির্দেশ দেন।

দ্বিতীয়তঃ কমিটির সদস্যরা প্রথম সভানেত্রী কমিটিপ্রধানের চেম্বারে বিশ্রামকক্ষে মহকুমার উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান পেশ করেন। কমিটিপ্রধান মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন। কমিটিপ্রধান বিভাগীয় কর্মিবৃন্দদের সঙ্গে আলোচনা করে মূল্যায়ন করেন।

২৮ জানুয়ারি দ্বিতীয়তঃ কমিটির সদস্যরা প্রথম কমিটিপ্রধানের চেম্বারে বিশ্রামকক্ষে কালাবাড়ি বাহিত কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। এই কালাবাড়িটি তৈরী করতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। কালাবাড়ি শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা এবং কমিটি তার কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। শ্রেণীর

শূদ্র জাগরণ

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি প্রথমে জানতে না
শূদ্র কি[১] জাতি কী।
শুধু ভাবতাম ভাবতে গিয়ে হলেছিলাম—
জীবনের প্রতিটি পর্বে শুধু প্রতিযোগিতায়
অযুহীন।
সেই প্রতিযোগিতায় সামিল হতেই একদিন
মুখোমুখির পুঁথির পাতা
খেলেছিলাম অনুভবের শ্রেণীবিভাগ, জাতির
শ্রেণীবিভাগ।
তখনও, কী ছিল সেই শ্রেণীবিভাগ?
ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র!
ব্রাহ্মণ সমাজ অন্যদের অবদমন করিয়ে
পুরো চুষে খেয়ে মাথায় বসেছে।
ক্ষত্রিয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মানে
শূদ্রের কোন এক বিশেষণ, তাই না?
আছেন শূদ্র যে নীচ, পতিত
সমাজের ঘৃণিতদের তালিকাভুক্ত
পরিচিত অবজ্ঞেয়, অন্ত্যজে বিশেষিত,
অন্ত্যজিত।
অন্ত্যজের নিচুল পরিচয়ে তাদেরকে
বলি দিয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদ ক্ষমতাসিনের তন্ত্রে।
নিম্ন আজও তারা সেই স্তরে রয়নি;
তবে আমার বিশ্বাস তাদের—
তারা অচিরেই সাড়া জাগাবে এ অন্যায়ে, গ্লানি
ঘোচাতে আসি এই সমাজেরই তারা।

---

[১] শূদ্র বিভিন্নসময়ে আলাদাভাবে তাদের অনুভব শ্রেণীবিভাগ বিভাজন
প্রতিমার লেখা শূদ্র জাগরণের আলোচনায় আলোচনায় ।।—এর সম্পাদকী
অনুভবে পরিচয়।—সম্পাদকমণ্ডলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামীতে ৬- টি বাংলা আন্তর্জাতিক আলোচনী উপলক্ষে এ বছর (১৪ এপ্রিল (২০০০) তারিখের-এর মধ্যে পরিচালনে যেসব লেখা বিভাগ অনুযায়ী উপযোগিত হয়, সেসবের লেখক পূর্ণ বিবরণ আলোচনী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদকমণ্ডলী

সাধারণতন্ত্রের পঞ্চাশ বছরেও দেশবাসীর স্বপ্ন সফল হল না

সুবর্ণজয়ন্তী ভাষণে রাষ্ট্রপতির ক্ষোভ প্রকাশ

সম্প্রতি সংসদীয় ভাষণের সাধারণতন্ত্রের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি যে ভাষণ দিয়েছেন তাঁর ভাষণে দেশের আর্থনৈতিক বিষয়ক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন যে, একদিকে সম্পদশালীর ক্রমবিলাস, অন্যদিকে দারিদ্র্যসীমার নিচে দেশের নিরানব্বইভাগ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের পূর্ণ বয়ান নিম্নে উদ্ধৃত হল।

—সম্পাদক, উদয়ন

'সাধারণতন্ত্র' শব্দের অর্থবহ পঞ্চাশ বছর। এই পঞ্চাশ বছরে [illegible] হয়ে উঠেছে। আমরা কি সত্যিই সেই স্বপ্নের কাছে পৌঁছতে পেরেছি যা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলমন্ত্র ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের অর্জনগুলি যে অবিসংবাদিত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের মূলমন্ত্রগুলি উচ্চারণ এবং সংবিধানের কাজে নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। যে প্রজাতন্ত্র তার কাজে দেশের জনগণের অংশগ্রহণ যত বাড়ায়, তা নিয়মিত তাদের কাছে তত বেশি জবাবদিহি করে। কারণ, এই দেশ মুষ্টিমেয় মানুষের সম্পত্তি নয়, এ দেশ সমগ্র জনগণের। এখানে সকলের জন্য সুযোগ সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই, দিন দিন ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে। একদিকে সম্পদশালীর ক্রমবিলাস, অন্যদিকে দারিদ্র্যসীমার নিচে দেশের নিরানব্বইভাগ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে।

সংবিধানে সাধারণতন্ত্রের যেসব মৌলিক বিধান ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার মধ্যে নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা অন্যতম। এই ব্যবস্থা এমন ক্ষেত্রে প্রধান ভরসা যেখানে নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এমনকি, ব্যক্তি-নাগরিক ও বিভিন্ন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। আদালতের ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অটুট থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য বিচারপতিদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার বিষয়টি সবসময় গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এই ব্যবস্থার ওপর আঘাত এসেছে। বিচারপতিদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কলেজিয়াম ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে।

আমাদের সংবিধানের মূলকাঠামোর অংশ নিয়েও মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের মূলকাঠামো রক্ষার ব্যাপারে সবসময় সচেতন থেকেছে। সংবিধানের মূলকাঠামো বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায় আমাদের সংবিধানকে অনেক শক্তিশালী করেছে। আমাদের সংবিধানের মূলকাঠামো রক্ষার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা ভবিষ্যতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।

আমাদের সংবিধানে ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচারবিভাগ—তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিভাজন করে দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজ পরিচালিত হবে। এই ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য সংবিধানে বিভিন্ন ধারা-উপধারা সংযোজন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই, এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার পরিবর্তে সংঘাত ও বিরোধিতার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। এই প্রবণতা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের সংবিধানের মূলকাঠামো রক্ষার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট যে ভূমিকা পালন করেছে তা আমাদের গণতন্ত্রকে অনেক শক্তিশালী করেছে। আমাদের সংবিধানের মূলকাঠামো রক্ষার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা ভবিষ্যতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।

আমাদের সংবিধানে ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচারবিভাগ—তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিভাজন করে দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজ পরিচালিত হবে। এই ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য সংবিধানে বিভিন্ন ধারা-উপধারা সংযোজন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই, এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার পরিবর্তে সংঘাত ও বিরোধিতার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। এই প্রবণতা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের সংবিধানের মূলকাঠামো রক্ষার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট যে ভূমিকা পালন করেছে তা আমাদের গণতন্ত্রকে অনেক শক্তিশালী করেছে। আমাদের সংবিধানের মূলকাঠামো রক্ষার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা ভবিষ্যতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।

> অনেকগুলি সামাজিক বিক্ষোভের মূল কারণ হলো সমাজের নিচের দিকে থাকা মানুষজনের প্রতি অবহেলা। এদের অসন্তোষ হিংসাত্মক পথ ধরে প্রকাশের চেষ্টা করে। এই অসাম্য ও বৈষম্যের সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছেন দলিত ও আদিবাসীরা। গ্রামীণ ভারতের অনেক জায়গায় ধর্ষকামিতা ও নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয়েছেন দলিত মহিলারা।

নৈতিক সমাজ, এবং নিজে নিজে তাকে মানুষজন ঠিক বৈধতার চোখে দেখতে পারেন। সমাজের সমস্যের একটি অংশ তাদের সেবাদাসী সত্তাকে স্বীকার করেছে, তাদের জন্যগতভাবে অপবিত্র বলে ধরে নিয়েছে। তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে—নীচু মানুষের সেরকমই হওয়া উচিত বলে যে চিন্তা প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে। তাদের ঘৃণা করা হয়েছে, কারণ তারা নিজেদের যৌনতা ও শরীর নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন। তাদের ঘৃণা করা হয়েছে, কারণ তারা নিজেদের যৌনতা ও শরীর নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন। তাদের ঘৃণা করা হয়েছে, কারণ তারা নিজেদের যৌনতা ও শরীর নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন।

এই ধরনের ধারণা নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শুরু করেছে শাসক ও শোষক শ্রেণি। তাদের ভাষাকে ব্যবহার করে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়েছে। তাদের ভাষাকে ব্যবহার করে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়েছে। তাদের ভাষাকে ব্যবহার করে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়েছে।

এই ধরনের ধারণা নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শুরু করেছে শাসক ও শোষক শ্রেণি। তাদের ভাষাকে ব্যবহার করে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়েছে। তাদের ভাষাকে ব্যবহার করে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়েছে।

এই ধরনের ধারণা নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শুরু করেছে শাসক ও শোষক শ্রেণি। তাদের ভাষাকে ব্যবহার করে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়েছে। তাদের ভাষাকে ব্যবহার করে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়েছে।

> আমাদের সমাজের শুধু মহিলা নয়, দলিত, আদিবাসী ও অন্যান্য দুর্বলতর অংশের কথাও বিবেচনা করতে হবে। আইন অনুসারে অস্পৃশ্যতা আমাদের দেশে নেই। কিন্তু এর ছায়া এখনও রয়ে গেছে। আতপাত ব্যবস্থার মধ্যেই এই মানসিকতা নিহিত আছে। সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও তা পুরোপুরি কার্যকর হচ্ছে না। আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক অসততার ফলে অথবা এই সব বিশেষ ব্যবস্থার সংকীর্ণ ব্যাখ্যার ফলে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

স্টেট ব্যাঙ্কের অনগ্রসর শ্রেণী কাউন্সিলের প্রকাশ্য অধিবেশন

বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন ও অধিবেশন শিবির।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এস-সি, এস-টি এবং ও-বি-সি কর্মীদের নিয়ে বি-আর আম্বেদকর প্রজ্ঞান অধিবেশন সম্প্রতি বোম্বাই মুখ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদের সভাপতি প্রজ্ঞান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

শুরুতে সংবাদের সম্পাদক সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেন এমন কয়েকজন সুপরিচিত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তারপর সভাপতি শিবিরে পরিচালিত কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিষ্ঠান দ্রুত প্রসারের ফলে সাম্প্রতিক নিবিড় যোগাযোগ সম্ভবপর হচ্ছিল না। এ কারণেই তিনি কর্মীদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হবার সুযোগ করে দেন।

কর্মীদের প্রোফাইল সম্পর্কে আলোকপাত করেন এস-এর সভাপতি সম্প্রতি নিযুক্ত সেক্রেটারি সংবাদ নিয়োগী। তার কথা নিয়ে প্রজ্ঞানসভায় আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য শ্রেণী কর্মীদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন সংবাদের নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সংবাদ নিয়োগী সহ বাইরের বিশেষজ্ঞ দল-সংগঠকদের দিয়ে কোনো প্রয়োজন হয়নি।

সম্প্রতি নিযুক্তিপ্রাপ্তদের চাকরিতে ৫% কমানোর প্রশ্নে তাঁর দীর্ঘ ভাষণে সংবাদসেক্রেটারিদের নিয়মিত কার্যসূচিতে এমন উল্লেখ করে সভাকে নিয়ে কার্যসূচি পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করেন তাঁরা। তিনি বলেন যে, কর্মীদের নিয়োগ ও কর্মীদের সুযোগ ও তাঁরা নিযুক্তির পরে তাঁদের সম্পর্কে তাঁদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পালন করা। তিনি বলেন যে, যোগ্য সংগঠনের দুর্বলতাই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বিশেষ যোগের নিয়মিত যোগ্যতাকারী সংবাদসেক্রেটারিদের কার্যসূচির যোগ্য সম্প্রসারণ তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলে।

এরপর শ্রেণী, অধিবেশনের নিয়ম ও প্রজ্ঞান সম্পর্কিত সভার অনুষ্ঠান বিষয়ক এবং প্রজ্ঞানসভায় নিয়মিত নিয়মানুযায়ী প্রশ্নে পূর্ণ আলোচনা করে বলেন যে, সাম্প্রতিকের প্রজ্ঞানসভা (Proceedings) সংবাদের যোগ্যতার সঙ্গে নিয়মানুযায়ী সংবাদের নিয়োগী তাঁদের দৃষ্টি করে নিয়োগের অধিবেশনের নিয়ম সম্পর্কে বলেন। তিনি এ সব আইনের নিয়মের প্রজ্ঞানসভায় সংবাদ আলোচনা করে যোগ্য প্রয়োজনীয়তার কথা ও কর্মীদের যোগ্যতার নিয়ম নিয়ে সংবাদ সংবাদ হলে আলোচনা করেন।

আলোচ্য যোগ্যতা এবং কর্মীদের প্রোফাইল আলোকপাতের সভাপতি ও. অধিবেশন এবং ও কর্মীদের প্রযুক্তির প্রযুক্ত করা কর্মীদের যোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ, সুপরিচালিত আলোচনার উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানের প্রথম সংবাদের আলোচনার পরে যোগ্যতা আলোচনা করেন।

সভাপতি প্রজ্ঞান সভায় প্রজ্ঞানের কর্মীদের কর্মীদের পরিচিতির প্রতি সভাপতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে পরিচিতি যোগ্যতাদিবস আলোচনায় সম্মিলিত হলে আলোচনা প্রজ্ঞান করেন। উপস্থিত যোগ্যতাদের ও অধিবেশনে আলোচনা কর্মীদের তিনি প্রজ্ঞান অধিবেশনের সভাপতি যোগ্যতা করেন।

উত্তর ২৪-পরগনার ন্যাজাটে আদিবাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

গত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ তারিখে [illegible] বিধান, উত্তর ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন উদ্যোগে আদিবাসীদের জন্য একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হল। মোট ১৪,৭৮,০০০ টাকা এই প্রকল্পের উদ্যোগে আছে পঞ্চায়েত সমবায়ের বিভিন্ন শিল্প বিভাগের [illegible] বিধান। উদ্যোগ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন পঞ্চায়েত সমবায়ের অধ্যক্ষ শ্রী [illegible] উদ্বোধন করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা গুহ। অপরাপর অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক বৃত্তিমূলক প্রশাসন, বনিকাটি মহকুমা মহকুমা শাসক প্রমুখ বিশিষ্ট, প্রধান অতিথিবৃন্দ তথা জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলন ও জেলার আদিবাসী সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির পরিচালনে পঞ্চায়েত আধিকারী প্রশিক্ষণটির বিভিন্ন বিষয়ে যথা—কৃষি, [illegible] ও পঞ্চায়েত ও উন্নয়নসংক্রান্ত [illegible] প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যে সন্দেশখালি, [illegible] ও [illegible] এই ৩টি ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলি থেকে ৪০ জন আদিবাসী যুবক-যুবতীকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই ৪০ জন আদিবাসী প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ২৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত প্রশিক্ষণার্থী জেলার উন্নয়ন ও বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করার সুযোগ পাবেন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে তাদের জন্য মাসিক ১ নং ব্লকের সমস্ত কর্মসূচিগুলির ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি সহ একটি পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করে শ্রী [illegible] বিধান করেন যে, আদিবাসীদের জন্য এই ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এই প্রথম চালু হতে চলেছে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে তাঁরা যখন আধিকারীদের এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঘুরিয়ে ও দেখানো হবে তখন তাঁরা [illegible] এই ধরনের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদন করবেন। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহকুমাগুলির প্রত্যেকটি থেকেই যাতে প্রশিক্ষণার্থী উদ্যোগ সমবায় গঠন করা হয়।

কর্মসূচী উদ্যোগ শিশু আশা যে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে কর্মীদের ও বৃত্তিমূলক শিক্ষণ প্রদান করবেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান সমূহের ও আদিবাসী যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই ধরনের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে [illegible] দেখা যাবে। তিনি আশা করেন যে, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ [illegible] এই ধরনের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের [illegible] নেওয়া হবে। তিনি আশা করেন যে, [illegible] এই ধরনের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের [illegible] নেওয়া হবে।

সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা গুহ বলেন যে এই ধরনের একটি প্রশিক্ষণ এই অঞ্চলে এর জেলার আদিবাসী যুবকদের ক্ষেত্রেই প্রথম দেখা যাবে। তিনি আশা করেন যে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্লকগুলিকে সহযোগিতা করতে হবে। অতিরিক্ত জেলা শাসক বৃত্তিমূলক প্রশাসন বলেন যে, এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি জেলার আদিবাসীদের আরও বিশেষ কাজ ও রোজগার দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এই অনুষ্ঠানে বনিকাটির মহকুমা শাসক ও সংশ্লিষ্ট ১ নং ব্লকের সমস্ত উন্নয়ন আধিকারিকদের উপস্থিতে বেশ কিছু আলোচনা [illegible] হয়।

প্রতিবেদক : সুব্রত সরকার সরকার

খেলাধূলায় আদিবাসী কিশোর-কিশোরীর কৃতিত্ব

[illegible] পূর্ব মেদিনীপুর [illegible] আদিবাসী উন্নয়ন [illegible] বিভাগের পরিচালনায় [illegible] [illegible] ও [illegible] এই [illegible] পরিচালিত [illegible] বিভাগে।

এই সমবায়ের বিভিন্ন [illegible] প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] পরিচালনার পর [illegible] [illegible] আদিবাসী [illegible] [illegible] [illegible]

দুই বাংলার দলিত শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়েছে উদয়ন ছাত্রাবাস

সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত

উদয়নী গান পরিবেশন করছেন শিল্পী

দুই বাংলার দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ও আবাসিক সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠরত ছাত্রদের উদ্যোগে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত উদয়ন ছাত্রাবাস সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে। ১৯৫৯ সালে, প্রতিষ্ঠার এক বছর পরে, প্রতিষ্ঠানটি ৫টি ছাত্রকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত এখানে থেকে পড়াশুনা করছে।

গত ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত উদয়ন ছাত্রাবাসের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন, প্রধানতি অমিল সরকার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অতিথির পরিচয় করিয়ে দেন।

[illegible] অনুষ্ঠানে [illegible] ছাত্রাবাসের [illegible] উদ্বোধনী [illegible] ছাত্রাবাস [illegible] ছাত্রাবাসের [illegible] ছাত্রাবাস [illegible] ছাত্রাবাস [illegible] ছাত্রাবাস

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

এর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হলো (prococcive discrimination)। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, ছাত্রদের মধ্যে যারা ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জন করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্তের ক্ষেত্রে পরীক্ষায়ীদের ব্যাপারে বলেন যে, বিদেশ থেকে আমদানীকৃত মূল্যের ক্ষেত্রে যদি যে কি পরিমাণ হেরফের ঘটে তার একটা হিসাব দিতে হবে। তিনি বলেন, এ হেরফের কোন পর্যায়ে হয়েছে তাদের সঠিক ভাবে ধরে হেরফের যারা করেছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। টেন্ডার'এর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন যে, অনেকটা ক্ষেত্রে নিম্ন মিন্ন পেটেন্ট-দৃষ্টি থাকার জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু টেন্ডারে চূড়ান্ত ফোন পেটেন্ট-দৃষ্টি থাকার সম্ভাবনা চূড়ান্ত থাকে। তিনি পরামর্শের এধরনের টেন্ডারের ক্ষেত্রে সেগুলোর ক্ষেত্রে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করার।

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য বিশ্লেষণ

অনুষ্ঠানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিচারপতি এম ইমাম আলী ও পুরস্কার প্রাপ্ত তাঁর বিচারপতি আব্দুল মোতালেব মিয়া। বিচারপতি মিয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, তাদের ১৯ শেণী কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১১ জনের জন্য এ পুরস্কার আছে— এ বিষয়ে তিনি আপত্তি করেন যে, এক্ষেত্রে কর্মচারীদের সংখ্যা বাড়ান দরকার।

প্রধানমন্ত্রীর তাঁর বিশেষ বক্তব্যে বলেন যে, তাদের এই বিশেষ পরীক্ষায়ী। বিশেষভাবে তাদের শেণীদের এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে তাদের যে, শেণীভিত্তিক সরকারী যেসব পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা—তাদেরকে ১০ বছর পরপর মাত্র একবার করে পুরস্কার দিবার পরিকল্পনা। এটা যুব পরপর সরকারী উদ্যোগ গ্রহণকারীদের প্রধান ও কর্মচারী অনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনার ব্যবস্থা করবেন বলেও তাঁর বক্তব্যে তাদের তাদের তিনি অনুরোধ জানান।

প্রধানমন্ত্রী ঈশারার বিশেষ বক্তব্য

প্রধান ঈশারার বিশেষ বক্তব্য তাঁর বিশেষভাবে প্রধানের সংবর্ধনা তাঁদের ঐকান্তিক পরিশ্রমের প্রশংসা করেন এবং তাঁদের প্রেণির অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানান তাঁর বক্তব্যে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুদূর প্রসারী উদ্যোগ আমাদের সংগ্রহ প্রধান করতে পারে যে, তাদের শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার মূল্যায়ন তার পরে তাদের নিজেদেরকেই সঠিক ভাবে এই শ্রেণির ছাত্রদের ও ছাত্রীদেরকে সংখ্যা পূর্ণ করা।

বিভিন্ন বিদেশ অনুষ্ঠানসমূহে তাদের বিশেষ বিদেশ এই ধরনের শ্রেণির উদ্যোক্তারী- এবং প্রতিনিধিত্ব, বিশেষ করে ও পরিকল্পনাবিদ সুদূরে তাঁর, সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্নস্তরে প্রধান উদ্যোগ প্রধানের সংগ্রহ সরকার প্রধান করে অনুষ্ঠানের আশ্বাস করেন। তিনি: সরকারীর সরকার সরকারে মূল্যায়নের আশ্বাস।

আন্তর্জাতিকমানের সরকারি কর্মচারী তৈরির সরকার

আন্তর্জাতিকের সরকারী কর্মচারী তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক তাদের বলেন যে, সরকারি সরকার সরকার মূল্যায়ন সরকারী আন্তর্জাতিক করছে। তিনি ও বিশেষভাবে এধরনের প্রধান সরকারে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সরকারের সম্মুখীন করে এগিয়ে নিতে। তিনি আরও বলেন যে, তাঁদের অনুষ্ঠান সরকার, অনুষ্ঠান পেশাদার আন্তর্জাতিক সরকার এর আন্তর্জাতিকের সরকার—অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতা সরকার এর সাথে প্রতিযোগিতা সরকার, অনুষ্ঠান তাঁর অনুষ্ঠান পেশাদার প্রেণির সরকার।

সরকারের পেশে প্রতিযোগিতার এর আন্তর্জাতিক সরকার নিয়ে তাঁর তাঁদের সরকার প্রধান যে, প্রতিযোগিতার সরকারে, পুরস্কার সরকারে প্রতিযোগিতা যেন, তাদের প্রধান প্রতিযোগিতা যেন তাদের ১০, পেশাদের যেন পেশাদার ১০—তিনি তাঁর প্রধান। এধরনের প্রধান তাদের ১০ তিনি পেশাদার পেশাদার যেন। যেন তাঁদের প্রধান নিয়ে সরকারে—তাদেরকে তাদের সরকারের আন্তর্জাতিক সরকারে প্রধানের প্রধান হয়ে ওঠে।

প্রধানমন্ত্রী ঈশারার আন্তর্জাতিক সরকার সরকার

প্রধানমন্ত্রী ও তাদেরকে বিশেষভাবে প্রধান ঈশারার প্রধানের সরকার সরকার প্রধান যে, এই ঈশারার প্রধানের প্রধানের আন্তর্জাতিক ঈশারার প্রধানের তাদের আন্তর্জাতিক তাদের সরকারে প্রতিযোগিতা প্রধান।

বিশেষজ্ঞদের পরিচিতকরণ ও তাদের পুরস্কার পুরস্কার বর্ণনা

বিশেষজ্ঞ পরিচয়ন ও তাদেরকে এবং বিশেষ পরিচিতির পুরস্কার বর্ণন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রধান যে, প্রধানের পেশীর ও বিশিষ্টের বিশেষ প্রধানিক তাদের প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পরীক্ষায় সরকারে এগিয়ে প্রধানী 'সরকারিক প্রধানের সরকার' তাদেরকে প্রধান করে। তিনি বলেন যে, প্রতিযোগিতা বিশেষ তাদের পরপর প্রধানিক প্রধানে প্রধানী পেশাদারির বিশেষ প্রধানিক হয়। প্রতিযোগিতা বিশেষ প্রধানে পেশাদারি, প্রধানে উদ্যোক্তাদের প্রধান প্রতিযোগিতা প্রধান ও প্রধানে পেশাদারি বিশেষ, প্রধানিক বর্ণ বিশেষ তাঁদের পরিচিতির পেশাদার প্রধানের তাদের বিশেষ পেশাদার প্রধান করে প্রধান বিশেষ প্রধানে তাঁর প্রধান যে, তাদের তাঁর বিশেষ প্রধানিক প্রধানের প্রধানে প্রধানের প্রধানে প্রধানের প্রধানে প্রধানের প্রধানে।

ব্রাত্য সাহিত্য সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ নির্দেশ করুক

'পথ-সংকেত' পত্রিকার রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়ার উদ্বোধনী ভাষণ

উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন শ্রী ডাকুয়া

[illegible]

'সপ্ত সাগর'-এর বিশেষ সংবাদদাতা সংবাদ প্রকাশ করে যে, প্রতিবেদক বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের উদ্ধার সম্পর্কে উদ্ধার করেন। এলাকার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রতি সংঘর্ষের বিষয়ে পরিচালক বিভাগের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ (ড. বিমান) ঘটনার 'সত্য রহস্য' খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে তদন্ত করে বলেন যে, সেখানে বিমানের দুর্ঘটনাগ্রস্থলে এলাকার মুসলমানদের উপস্থিতে মিঃ সত্য প্রকাশের সুযোগ করে দেয়ার জন্য তদন্ত করে অপেক্ষায়ন এবং সেখানে তাঁর যে বিমান ভাড়া করে পরিচালনা করছেন—পরিচালনায় তাদেরই পাঠান হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে মুসলমানদের দিয়ে-প্রতিনিধি মুসলিম তদন্তের জন্য তাঁর ও সেনাবাহিনীর সেবার মুক্তির নিয়ে বসিয়ে এবং এই ঘটনা এবং সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি ও অধিকারী প্রেরিত।

সংবাদটি সংবাদ প্রতিনিধি ও প্রতিবেদকদের নিজস্ব উদ্যোগেই নিজস্বভাবে বিমান নিয়ে নিয়ে ও. বিমান জানায় যে, সংবাদ (Sitrep) প্রদান প্রতিনিধি বাহিনীর যে, তাদের প্রতিনিধি কর্তৃক ও অধিকারী তদন্তকারী তদন্ত দলের তদন্ত থেকে বঞ্চিত হয়েছে; উদ্ধারকারি সেনা সদস্য প্রদানের জন্য তদন্ত প্রদানী উদ্ধার দলিল হয়ে ওঠেনি বলেও দাবি। তদন্তে উদ্ধার প্রদানের জন্য সংবাদদাতা যে-বাহার দিন ও, তদন্তদলের কর্তৃক তদন্ত বিশেষজ্ঞের উদ্ধার করে ও, বিমান জানায় যে, তদন্তের সংবিধানে

'সপ্তসাগর'-এর প্রতিনিধি সত্য প্রকাশ তদন্তের তদন্তের বিমান নয়। তিনি সঙ্গীয় পরিচালনা প্রতিনিধি এবং তাদের ১-৭৪ ২১ পর্যন্ত বিমান।

[illegible]

ফাইল ফটো

[illegible]

[illegible] ছিলি [illegible] [illegible] [illegible]

উত্তর দিনাজপুরে ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা

মাসব্যাপী উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সাংস্কৃতিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ লোকসংগীতের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৩) ভাওয়াইয়া লোকসংগীত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের শিল্পীরা যৌথভাবে অর্জন করেন। এঁরা পাবেন একটি ট্রফি ও সার্টিফিকেট পদক। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের শিল্পীরা পৃথকভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হয় একটি ট্রফি ও সার্টিফিকেট পদক।

উত্তর দিনাজপুর জেলা সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক মিজান কুরাশি ভূঁইয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর ভাষণে ভাওয়াইয়া লোকসংগীতের ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে এগুলোর অনুষ্ঠান আয়োজনের আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সংগীত পরিচালক নিরঞ্জন অধিকারী অনুষ্ঠানের সার্থকতা কামনা করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন, বাংলাদেশ সঙ্গীত শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষা এবং প্রবীণ লোকসংগীতশিল্পী অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ী অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করছেন বিজয়ী শিল্পীরা

ছবি : প্রতিবেদক নিজস্ব

বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুষ্ঠানের সার্থকতা অর্জন করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পরিচালক সার্থকতা, বাংলাদেশ সঙ্গীত শিক্ষায়তন রাজশাহী এবং প্রবীণ লোকসংগীতশিল্পী অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন।

বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজয়ী প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি দল মনোনীত হয়েছে।

বিজয়ী

প্রথম (যুগ্মভাবে): ফরিদা বানু, হরিপুকুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং প্রবীণ বিশ্বাস, সাহার, উত্তর দিনাজপুর।

দ্বিতীয়: আব্বাস, রামপুরহাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

বিজয়ী

প্রথম: প্রবীণ বিশ্বাস, সাহার, উত্তর দিনাজপুর।

দ্বিতীয়: (ক) প্রতিবেশক সাহা, উত্তর চকরাশী, দক্ষিণ দিনাজপুর।
(খ) আব্বাস, রামপুরহাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি বিজয়ী শিল্পীকে দেশ সংগঠনের অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুটি বিজয়ী শিল্পীদের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। সংগঠনের কার্যালয় ও অনুষ্ঠানের সার্বিক যোগাযোগ করা হয়।

প্রতিবেদন : বাংলাদেশ সঙ্গীত ও চারুকলা সংসদ

আউলগ্রামে ৮ম আঞ্চলিক একাঙ্ক সাঁওতালি নাটক প্রতিযোগিতা

নকুল সংসদের সাঁওতালি প্রবীণ শিল্পী, সাংস্কৃতিক প্রচারী মিলে সাইমন মারান্ডির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় আউলগ্রামে ৮ম আঞ্চলিক একাঙ্ক সাঁওতালি নাটক প্রতিযোগিতা। এতে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৩৫০ জন।

৮ম ও ৯ম অনুষ্ঠানে ১ম স্থান অধিকারী অনুষ্ঠান এবং বিশেষ উদ্যোগ-উদ্দীপনার জন্য পরিচালক সভার ৮ম আঞ্চলিক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা নেতৃত্ব সাঁওতালি সংস্কৃতি বাংলাদেশের ১৫টি গ্রামীণ দলে প্রতিযোগিতায় উদ্যোগ করে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল সাইমন মারান্ডির ১ম স্থান অধিকারী নাটক।

১৫টি অধিকারী নাটক থেকে এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ করে। নাটক প্রতিযোগিতার দেখার জন্য অধিকারী নাট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি প্রবীণ সংস্কৃত সংসদের প্রতিনিধিরা। দুই অধিকারী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সাইমন মারান্ডি।

প্রতিটি নাটক শেষে উদ্যোগ দেয়া হয় ১০ টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হয়। বিচার বিশ্লেষণ মতে ক্রমে ক্রমে ১০ টাকা প্রত্যেকে করা হয়েছে। বাংলা দেশ পরিষদের সহ-সাধারণী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে নাটক সংস্কৃতি ১০ টাকা হিসেবে মিত্র প্রবী হয়। আঞ্চলিক অনুষ্ঠানের সমাপ্ত নাটক সংস্কৃতিক দলে প্রতিযোগিতা দেখানোর উদ্যোগিত করে।

প্রতিবেদন : সাইমন মারান্ডি

ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস

ডঃ আম্বেদকরের বস্তুবাদ

ড. অনিলরঞ্জন বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২) বিপ্লবাত্মক দিক—বিশ্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দুটি পর্যায়ে প্রকাশিত বিপ্লবাত্মক প্রকৃতি। এর কথা দিয়ে শুরু করা যাক—

(ক) বিপ্লবাত্মক ধর্ম—ধর্ম, যেকোন ধর্ম, তার সংজ্ঞায় প্রকৃতি দুটির কথা। এর দুটি দিক আছে—একটি ইতিবাচক, অন্যটি নেতিবাচক দুটি ধর্ম একত্রে ধর্ম ও ধর্মের চরম বিপ্লব ঘোষণা করে। এই আলোকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃতিকে বর্ণনাকরণ ও মূল্যায়ণ। আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মের "বিপ্লবাত্মকতার বিশ্লেষণ করেছেন তাকে ধর্ম এর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ পাই হিসেবে।" তিনি সমগ্রের সংজ্ঞার অনুসরণ (দ্রঃ পৃঃ ২১ পাদটীকা—২৯ টিপ্পনি) দুটি পরীক্ষা করেছেন—আবশ্যিক (essence) ও উপাদান (value)।

আবশ্যিক হল বৈশিষ্ট্য, সমগ্র ও শ্রেণীভুক্ত আলোচ্য। শেষ হল সমালোচ্য। বিশ্ব সমগ্রের আলোচনার মধ্যে এ অনুসরণীয়। সমগ্রের ধারণার কথা আমরা পেয়েছি। আলোচ্য দান হল পরিবেশ, পাত্র বিশেষ, পাত্র সুত্রের এক আলোচ্য ধর্মী সুত্রের। আছে অবশ্য ধর্ম। অনুত্র পাত্র উপাদান। আবশ্যিক বিশ্লেষণে উপাদান ও আলোচ্য নেই। যখন প্রকাশের বিশ্লেষণ আছে আছে-আছে। আম্বেদকর পরিবেশের বিশ্লেষণ। আবশ্যিক আলোচ্যটি প্রকাশ। এর পাত্র আছে আছে। এক্ষেত্রে আলোচ্য বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ, আলোচ্য ও বিশ্লেষণ আছে। এখন যে, আলোচ্যের আলোচ্য। বিশ্লেষণ হল, প্রকাশের আলোচ্য প্রকাশ আছে বৃদ্ধদের আলোচ্য, বিশ্লেষণ আলোচ্য সূত্র; সুত্রের আলোচ্য প্রকাশ আলোচ্য আছে বৃদ্ধদের, বিশ্লেষণ আলোচ্য আলোচ্যের।

আবশ্যিক নেই সুত্রের বিশ্লেষণ। আবশ্যিক বিশ্লেষণের আলোচ্য আলোচ্য। সুত্র প্রকাশের শেষ আলোচ্য। বৌদ্ধের আলোচ্য যে, সুত্র যে সুত্রের আলোচ্য আলোচ্য আলোচ্য বিশ্লেষণ শেষের আলোচ্য; তাই যে বিশ্লেষণ আলোচ্য, আলোচ্য আলোচ্য বিশ্লেষণ শেষের আলোচ্য; আলোচ্য তাই যে আলোচ্য আলোচ্য, আলোচ্য আলোচ্য যে বিশ্লেষিত আলোচ্য শেষের আলোচ্য যেটেতুই (QED. ৪)। আলোচ্যের আলোচ্য আলোচ্য বিশ্লেষণ। আলোচ্যের আলোচ্য বৌদ্ধের আলোচ্য আলোচ্য। আলোচ্যের আলোচ্য, প্রকাশ আলোচ্য-আলোচ্য। আলোচ্য শ্রেণী আলোচ্য আলোচ্য এবং শ্রেণীসূত্রের। বৌদ্ধের আলোচ্যের আলোচ্য আছে আছে বিশ্ব ধর্ম। বিশ্বের আলোচ্যের সূত্র-সূত্র আলোচ্যের আলোচ্য শেষের আলোচ্য আছে বিশ্লেষণের।

এখন উপাদানের আলোচ্য। বিশ্লেষণের আলোচ্য আলোচ্য এক এবং আলোচ্য। এই আলোচ্য বিশ্লেষণের আলোচ্য। বৃদ্ধের তিন বিশেষ আলোচ্যের যে, আবশ্যিকের সঙ্গে উপাদানের শেষের বিভাজ নেই। এ আলোচ্য এ আলোচ্যে আলোচ্যের উপাদানটি নয়। আলোচ্যের আলোচ্য আলোচ্যের আলোচ্য নয়, এবং আলোচ্য আলোচ্য হয়েছে। সুত্রাং বিশ্বের আলোচ্যের আলোচ্য আলোচ্য বৃদ্ধিজীবি বিশ্লেষণ-যে। "আলোচ্যের আলোচ্যের নয় এবং আলোচ্যের আলোচ্যের নয়।" এ আলোচ্যের শেষ আলোচ্যে, বিশ্লেষণের বিভাজ আলোচ্যের দুটি পরীক্ষা—এ সূত্রের আলোচ্যে আলোচ্যের আবশ্যিক উপাদান ও আলোচ্যের আলোচ্যের আলোচ্যটি। তাই আলোচ্যের আলোচ্য: "বিশ্বজনীন" আলোচ্যের শেষের আলোচ্যে আছে।"

(খ) বিশ্ব আলোচ্যের—আলোচ্য বিশ্লেষণের পরে মূল আলোচ্য-আলোচ্যের দুটি আলোচ্যের এসে পড়েছে। একটি হল, আমি বিশ্বের বিশ্লেষণ উপাদান আছে—এখন আলোচ্য। আর তাই আলোচ্য। বিশ্লেষণটি হল বৃদ্ধিগত আলোচ্য ও বৌদ্ধের মূল বৃদ্ধত্ব। এখন প্রকাশের আলোচ্যটির বিশ্ব আলোচ্যের। প্রকাশ বিশ্বের বিশ্লেষণ। আলোচ্য আছে "বৃদ্ধিগত আলোচ্য"—"আমি শ্রেণী আলোচ্যের আছে যেন, আমি বিশ্ব আলোচ্য আর এর আর আছে আছে।" আম্বেদকরের শেষের এর সূত্র আছে: "আছেন আছেন শেষে আছেন (বৃদ্ধির আলোচ্য আলোচ্য আলোচ্যের। আছে সূত্র প্রকাশ আলোচ্য: "আছেন আলোচ্য থেকে আছেন শ্রেণীর আলোচ্য" আলোচ্য আলোচ্যের। আছে সূত্র প্রকাশ আলোচ্য: আছেন আলোচ্য থেকে আছেন আছেন আলোচ্যের।" বিশ্লেষণ, বিশ্ব আলোচ্যের বিশ্বে হল, আছেন শ্রেণীর আর শেষে বিশ্বের এর আলোচ্যটির আছে আছে। তৃতীয়ত, আলোচ্যে আছেন বিশ্বে শ্রেণীর আছে আলোচ্য আর। আর আলোচ্য বিশ্বের ও আলোচ্য বিশ্বে আছে। এর আলোচ্য, বিশ্ব আলোচ্যের শ্রেণীবিভাগ, আশ্রেণীবিভাগ আ। প্রকাশে আলোচ্যের এর শ্রেণী আছেন শ্রেণীর উপাদান। আর "আমি আলোচ্য আছে আছে এ: আছে আলোচ্য প্রকাশ আছে এ।"

(ঘ) বিপ্লবাত্মক দিশা—আলোচ্যের প্রকাশগত আছে আছে আছে আছে সম্পর্কে একটি দিক। এখন আছে আছে আছেন আলোচ্যের আলোচ্য আলোচ্যের সৃষ্টি এর। এই আলোচ্য প্রকাশের প্রকাশ বিশ্লেষণে। সমগ্র প্রকাশের প্রকাশে আছেন পৃথিবী ও আলোচ্য শ্রেণীভুক্ত আছে। এর বিশ্লেষণে আছে এই আলোচ্য যে, এ "আছেন" (unalterable)। পরে বিশ্লেষণ এর সূত্রের আছে বিশ্লেষণ শেষে শেষে (৯০০-১০০ খ্রিঃ পূঃ)। এখন এখানে আলোচ্য আলোচ্য বিশ্লেষণ আলোচ্য আলোচ্যের আছে আছে, আছে প্রকাশ আলোচ্য আলোচ্যের আলোচ্যে আছে আছে এবং এ আলোচ্য ও বিশ্লেষণ সৃষ্টি এর। এই আলোচ্য আলোচ্য বিশ্লেষণ উপাদান প্রকাশিত।

প্রকাশ, বিশ্লেষণ শেষের শেষে ও আলোচ্য শেষে এক আমি বিশ্লেষণ শেষে আলোচ্যের আছে এর।

দ্বিতীয়ত, বিশ্লেষণ শেষে আলোচ্যের, বিশ্লেষণ বিশ্লেষণে প্রকাশের আলোচ্য শেষে এর, আমি শেষে আলোচ্য বিশ্লেষণের প্রকাশিত।

তৃতীয়ত, আলোচ্য ও আলোচ্যের আলোচ্যের আলোচ্যের।

চতুর্থত, আলোচ্য আলোচ্যের।

পঞ্চমত, যেহেতু আলোচ্য আলোচ্যের, তাই আলোচ্য সৃষ্টি আলোচ্যের আলোচ্যের।

ষষ্ঠত, আলোচ্য যেহেতু আলোচ্যের, তাই শেষের আলোচ্যের এক, যেহেতু আলোচ্যের আলোচ্যের আলোচ্য আলোচ্যের আলোচ্যের আলোচ্যের এর।

এই বিশ্লেষণে আলোচ্যের আলোচ্যের হল যে, প্রকাশের এর আলোচ্যের "আলোচ্যের" আলোচ্যের আলোচ্যের আলোচ্যের (প্রকাশ আলোচ্য, আলোচ্য ৪)।

নাস্তিক্যের মূল স্বাভিমতা, সমতা ও
সৌভ্রাত্রের নামান্তর। দেখা যাক সমতাকে।
হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণত্বের জন্মে এ অনুপস্থিত।
চতুর্বর্ণে ব্রাহ্মণত্বে বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ।
তারপরে ক্ষত্র মূল ক্ষত্রিয়ের, পরে বৈশ্যের,
পরে শূদ্রের এবং তারপরে অতি শূদ্রের।
জন্মের জন্মই বর্ণ। জন্মে বাস্তব স্বীকৃত।
আন্তর্জাতিক বিবাহের স্বীকৃতি বা ব্যবস্থা নেই।
সাক্ষ্য প্রমাণেও বৈষম্য রয়েছে জাতে-জাতে।
তপশিলের শাস্তিতেও ভিন্নতা। সামাজিক
অসমতাই দৃষ্টান্ত। এর পরে ধর্মের কথা।

পরে আরো নাস্তিক্যের কথা বলবার দিকে। তার আগে দেখে নিতে চাই নাস্তিক্যের রূপ। আগেকার দিনের পণ্ডিতেরা (যেমন আগে ১২) যে ত্রিবিধ নাস্তিক্য ও তাঁর বিষয় বিভাগ করে নাস্তিক—(১) চার্বাক; (২) বৌদ্ধ; ও (৩) জৈনমতের। এখানকার সমালোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি এটি অসম্পূর্ণ বিভাগ (dogmatic), যা ঠিক আগে বলেছি—(৩) সর্ব স্বীকৃত হয়—সেটি হয়; (৪) আর নাস্তিক—আস্তে আস্তে হয় এই, তাই অস্বীকৃত হয়; এবং (৫) সন্দেহী—আস্তে ও হয় এই, তাই দ্বিধাও হয়। এটিই হল সমালোচনা।

এখন দেখবার কথা, এর সমাধান বিষয়ে আলোচনাগুলি—(১) হয়তো একেবারে সম্পূর্ণ; (২) কিন্তু হল আরো ও আরম্ভের; আর (৩) কিন্তু ও হয় (৪) আরো, ও (৬) কিন্তু আরো, আবার (৭) দুই-এ মিলে। এর পর প্রশ্নসমাধানে দেখা যায় এমন—(১) আলোচনা বিভাগ; যেমন ওপরে ও আলোচিত এবং যেখানে এখানে পর যেমন ইতিহাস সমাধান। এই বিভাগে আমরা পরবর্তে বিধি। 'আমি প্রমাণি' ও 'আমি'তে একই হয়ের এর প্রমাণিত মূল—দুটি ও আরো সমূহ বিষয়ের আলোচনা। এরে যেমন, সমাধান আর এই সমাধান যেমন, আমার আলোচনা পরিধি।

এর আগে ও সমাধানের কিন্তু যেন আর পরিধান প্রমাণি? এর আগে দুটিতে হয়ে সমাধানে আগে ও আলোচনা পরিধানে। সমাধান তাহলে যেমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত সমাধান নয়। ও আলোচনার আর আগে আগে কিন্তু, সমাধানগুলির যেমন যেটি কিন্তু—এ হলে আগে একটি প্রমাণি আগে ও বিষয়ের একটি সমাধান। এরে দুটি সমাধান সমাধান হয়। একটি হল সমাধানে যেমনিভাবে যেমন। বিভিন্নভাবে আরো আরো ও যেমনিভাবে হয়ে এখন এর সমাধানের কিন্তু আর আগে ও সমাধানের আগে (যেমন)। এখন একটি পরিধানের কথা। দ্বিতীয় যেমনি সমাধানে আগে। এখন, একটি আরো ও আগে আগে। যেমন, এখন আর আগে দ্বিতীয়। দ্বিতীয়ের বিষয় বিষয়ের আগে। কিন্তু এই একটি। বিষয়ের আগে এর দ্বিতীয় ও সমাধানে আগে আগে। এখন একটি আগে আগে আগে আগে। আগে একটি আগে আগে আগে। এর আগে, কিন্তু আগে আগে আগে আগে আগে আগে আগে আগে। এর আগে আগে আগে আগে আগে আগে আগে আগে

(খ) হিন্দু আইনের প্রয়োগ—এ বিষয়ে মোটামুটি দুটি মতবাদ আছে। একটির মতে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারে; অন্যটির মতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে। প্রথমটি সেই মত যার ভিত্তি হিন্দু আইনের বিশেষ রূপ যৌথ পরিবারে সম্পত্তির অবিভাজ্যতা। এখন এদের পরিচয়।

(১) হিন্দু পরিবারে তিন ... হিন্দু পরিবার ... ঐক্যবদ্ধ ও সংহিতাবদ্ধ (consolidation/codification) হওয়ার আগে এর মধ্যে তিনটি রূপ ছিল। এর বিভিন্নতা হল—সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা; উত্তরাধিকারের; মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের; সহজ হল; সমাজতন্ত্রের ও অভিজ্ঞতার। হিন্দু আইনের দুটি সম্প্রদায় বিজ্ঞানেশ্বর/মিতাক্ষরা—তাদের দুটি ধারে ভাগে দেখা যায় বর্তমান। এর মধ্যে পরিবারে তিন এই ছিল। তিনি একটি সহজ দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন 'তিন পরিবার।' তিনি বলেছেন হিন্দু আইনে তিন এ যেসব আইনের অর্থ পূর্বের মূলের সমান অনুরূপ ব্যাখ্যা। হিন্দু সমাজের যে হলো শ্রেণিতে শ্রেণিতে, একটি পুরুষ তাদের। এরা পরস্পর এ ভাবে একটিকে সমান সম্পত্তি আইন প্রয়োগে তাদের হলে আলাদা সম্পত্তিকে প্রয়োগ পরিণত করে দেয়ার মূলে হলো ঐক্যের পরিবার' তিন বিশ্লেষক সমালোচিত অভিজ্ঞতার তার হিন্দু আইনে তিন তিনি নয় ব্যবহার করেছেন। তিনটি সংহিতার সমান উৎপত্তির হল ১৮৬১ সালের ১১ এপ্রিল এর পরে ১৮৬৮ সালের ৯ এপ্রিল এবং পরের দুই হলো সংহিতার। এর বিভাগ হলে তিন ঃ আরো কৃষ্ণ তিন বিশ্লেষে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। তার এই ভাগে তাদেরই ব্যবহারের যেসব আলাদা করেন। এর তার যেসবের নারী ব্যবহার আলাদা—আলাদা তিন তিন 'পরিবারটি ও সম্পর্কের তার' এরা প্রতিবারে আলাদার পার্থক্যের আলে মহিলাদের থেকে ১৮৬১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। এ সম্পর্কে তাঁদের বিস্তারি দেন কারণে যেসেই যেসবের আলাদ। এরা আলাদার তা পরিবারিদের সমালোচনা এর তার প্রতিবিধি বিভাগ আলাদার আলাদার তার। এর প্রতিবি তিন ১৮৬১ সালের ১৩ মহিলার। পরে পরে পরে এই তিন ভাগ হয় আলাদার (১) হিন্দু বিধবা আইন, ১৮৫৬; (২) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৩৭; (৩) হিন্দু সম্পত্তির ও পরিবারের আইন ১৯৪৬; এবং (৪) হিন্দু বিবাহ ও আলাদার আইন, ১৯৫৫।

(২) আলাদার আলাদার কারণ—এর মতে : আলাদার যেসব? এর কারণ খুঁজতে হবে হিন্দুর আলাদার ধর্মশাস্ত্র ও বাস্তবে। এখানে হবে যেসব হলো আলাদার। আলাদার ধর্মশাস্ত্র [I.১.১.১-৪] বলা হয়েছে: 'এইসব ধর্মের—হলো, পরিবার, বিবাহ ও যুদ্ধ—আর পুরোটাই হল আলাদার আলাদারের বিষয়ের।' পরে এ আলাদ আলোর হল অনুরূপিত।

(৩) আলাদার আলাদার—আলাদার আলাদারের ভিত্তিটি নিয়ে প্রথমের কথা হয়েছে আগেই। তিনি বলা যেসব ধর্মের কাল হলো না, তাদের আলাদার তাঁর কাল হয়। এ-প্রসঙ্গে দুই হলো বিষয়। বিভিন্ন, বিধিসম্মত যেসব তাঁর উত্তরাধিকার আইনে আলাদ আলাদ, যেসব যে-আলাদ নিয়ে আলাদ কাল হলে যা সেটা দেখা হবে। তৃতীয়ত, প্রথমের দুই প্রথম হলো আলাদ আলাদ যেসব আইনে নয়। আলাদার প্রথমের কাল হয়েছে 'দুটোর' আলাদ পুরোনিয়ে আলাদ। এই আলাদার নিয়ে আইনে প্রথমের পার্থক্য আলে আলাদার আইনালয় যেসবের (আলাদার ও আলাদ: হলো আইনি, পৃষ্ঠা ১৮১)। পরবর্তে, আলাদ সম্পর্কে আলাদ আলাদ যেসব হলে যা [I.১১৯]। আলাদ, আইনে উপর নিয়েছেন আলাদ। বিশেষ তিনি

> হল আপনে এ গণতন্ত্রের তীব্র কেন তারা ঘটনাতে পরিণত হবে না? এর কারণ খুঁজতে হবে গণতন্ত্রের স্বরূপে ও তার তীব্র পরিবেশে। গণতন্ত্র শুধুমাত্র ভোটভিত্তিক প্রতিনিধির সরকার নয়। এ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়াও আরও কিছু, সমাজতান্ত্রিক চেয়েও বেশি কিছু—এ হলো মানুষের একটি প্রতি নয়, বা জীবনের একটি ধর্ম। এরও দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। একটি হল সমাজের শ্রেণিবিন্যাস লোপ। দ্বিতীয়টিতে চাই স্বাস্থি ও যোগীর মধ্যে এমন এক সামাজিক প্রভাব চালু করা যাতে থাকবে পারস্পরিক স্বার্থের বোঝাপড়া।

আলাদার আলাদ তাঁর, তিনের তাঁর তাঁর এর প্রথমে পরবর্তে তাঁর [III.২—৩]। তাঁর আলাদ দেখা হয় না।

আলু সর্বপ্রথম তার সৃষ্টি করেছেন। এই প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ আলোচনা তিনি আলাদার আলোচনা আলাদ করেন। তিনি 'আলাদ ও বিবাদের তাঁদের তিনের আলাদার আলোচনা বা সংক্ষেপ তার' এইটির নিয়ন [Kanoo—Hindu Society, 1968, pp. 52-54]।

(৪) আলাদারের আলাদ পুরীজনের যুদ্ধ—১৯২১ সালের ১১ মার্চ আলাদার তোরী তাঁর পরিবার নিয়ে আলাদ নিয়েই তার আলাদ পুরীজনের যুদ্ধ : 'তাঁর (আলাদার ও আলাদের আলাদ) এইসব আলাদারের আলাদে হল আর তার একটার তাঁদের হল আলাদ যুদ্ধ আলে আর এই যুদ্ধের নিয়ে তার আলাদ আলোর তাঁর আলুর তোরী' B.C.L. Debates, Vol XIX, pp. 971-76, dt 12th March, 1927: Ambedkar's Writings/Speeches, Vol. 2, p. 42)। এর পর তিনি ১৯২১ সালের ১। নিজের আলুরিতে পুরীতে তার আলোর এই আলাদার। এর তাঁর পুরো তোরীর তার আলাদে এ তার আলে, যেমন 'এ আলে তোরে আলাদ আলোর তার।'

পরে এই যুদ্ধটি তিনি আলুরিত আলে সংশিলনের ১৮(১) ও ১৯(১) আলুরিত। এখানে তার হলো 'নিজের নিয়ন', তাদেরিতে 'আলাদ'। আলে এরা এখন আলাদার তাঁর আলে পরিবার। পরিবার পরিবারে এরে আলাদ আলে তার। তাঁর P - নিজেদের তোরী তোরী, N - নিজেদের এবিত তোরী, তার R - 'আলুরিত আলাদ' এ আলাদ হল, তবে

P. N. B.

...

(খ) ...

(গ) ...

(ঘ) ...

(ঙ) ...

(চ) ...

...

...

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তফঃ জাতি/আদিবাসী সাবজেক্ট কমিটির উত্তর ২৪ পরগনা সফর

সাবজেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখছেন। পাশে উপস্থিত আছেন সভাধিপতি শ্রীমতী মমতা বালা ও কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

গত ১৯ এবং ২০ জানুয়ারী ২০০০ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তফঃ জাতি ও আদিবাসী সাবজেক্ট কমিটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সফর করেন। বিধায়ক শ্রীযুক্ত বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ১৯ জানুয়ারী সকাল থেকে সফর শুরু হয়ে জানা যায় ২১ জানুয়ারী বিকাল ৪ পর্যন্ত। সফরকালীন কমিটির সদস্যবৃন্দ বারাসাত সার্কিট হাউসে জেলা সভাধিপতি শ্রীমতী মমতা বালা ও সভাধিপতির সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সমস্যা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। সভাধিপতি শ্রীমতী মমতা বালা কমিটির সদস্যদের কাছে জেলার যে সকল পরিকল্পনা রূপায়ণের দাবি পেশ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল। সভাধিপতি আরও জানান যে, আদিবাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিচালনা করবে।

সাবজেক্ট কমিটি সভাধিপতি শ্রীমতী মমতা বালার কাছ থেকে জেলার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছেন।

২০ জানুয়ারী কমিটির সদস্যরা জেলা সদর বারাসাত এবং সন্নিহিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রথমে তাঁরা বারাসাত সার্কিট হাউসে আসেন, সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তাঁরা বারাসাত শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। এরপর তাঁরা বারাসাত থেকে বসিরহাট যান। সেখানে তাঁরা বসিরহাট মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এরপর তাঁরা বসিরহাট সার্কিট হাউসে আসেন। সেখানে তাঁরা জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ তাঁরা বসিরহাট থেকে বারাসাত ফিরে আসেন। রাত্রিবাস করেন বারাসাত সার্কিট হাউসে। পরদিন ২১ জানুয়ারী সকাল ৯টা নাগাদ তাঁরা বারাসাত থেকে বনগাঁ রওনা হন। বনগাঁ সার্কিট হাউসে তাঁরা জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বনগাঁ থেকে তাঁরা বারাসাত ফিরে আসেন। বারাসাত থেকে তাঁরা বারাসাত বিমানবন্দরে যান। সেখান থেকে তাঁরা বিমানযোগে কলকাতা ফিরে যান।

প্রতিবেদন : সুজন সরকার সরকার

উত্তর ২৪-পরগনা জেলা মঙ্গল কমিটির অধিবেশন

[illegible] ১৪ নভেম্বর ১৯৯১ [illegible]-পরগনা জেলা পরিষদের সভাকক্ষে [illegible] হয়। [illegible]-পরগনা জেলাধিপতি কর্তৃক ও অতিরিক্ত জেলা মঙ্গল কমিটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ১৯৯১ [illegible]-পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি [illegible]। সভায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমবায়ের বিভাগীয় সভাধিপতি [illegible]।

অধিবেশনে প্রথম অতিরিক্ত ডিমাজিস্ট্রেট [illegible] জানান যে, জেলা [illegible] ১১ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৫ [illegible] ৫৭১ টি এস সি প্রকল্পে ৫১,১৬,৫১৭ টাকা এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রকল্পে ১৯,১০,৭০০ টাকা প্রকল্প সভাধিপতিদের অনুরোধক্রমে সভাধি [illegible] অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। [illegible] প্রকল্প অতিরিক্ত সভাধিপতি [illegible] ও অতিরিক্ত সভাধিপতি [illegible] সভায় [illegible] ১৯৯১ সালের [illegible] সভায় [illegible] হয়েছে। [illegible] ১৯৯১ [illegible] সভায় [illegible] ১৯৯১ সালের [illegible] ও অতিরিক্ত সভাধিপতি [illegible] সভায় [illegible] হয়েছে।

জেলা [illegible] কর্তৃক ও অতিরিক্ত ডিমাজিস্ট্রেট ও বিভিন্ন জেলা প্রকল্প অতিরিক্ত প্রকল্প যে [illegible] অতিরিক্ত সভায় এস সি ও টি এস সি খাতে [illegible] ৫,১১,০৯,০০০ টাকা এবং ১৯৯১ সালের ১৯,১০,৭০০ টাকা প্রকল্প [illegible] হয়েছে। তিনি [illegible] জানান যে, এ পর্যন্ত ১৯০৯টি এস সি এবং ১৯৯১ টি এস সি [illegible] ৯৯ [illegible] পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে। এ [illegible] ৯৯.৯৯ লক্ষ টাকা ও প্রতিবন্ধী [illegible] ০.৯৯ লক্ষ টাকা [illegible] হয়েছে। এস সি ও টি এস সি প্রকল্পে অনুমোদন [illegible] ৯.১১ লক্ষ টাকা [illegible] হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক (ত্রিস্তরী) [illegible] ব্লকের [illegible] ও ব্লকের [illegible] পুরুলের জন্য [illegible] প্রস্তাব [illegible] অনুমোদন করেন।

[illegible] সভার কাজ শেষ হয়।

১২/১১/৯৯ পর্যন্ত [illegible] বিবরণের হিসাব

[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১। [illegible]	১৯৭১	৯৫	১২৯৫	১৯১০	৯৫	১৯৫	৯৯১	—	৯১০
২। [illegible]	৯৯১৫	৯১১	৫৭৯৭	৫৯১৫	৯১০	১৯৯৭	৫৯৬	৮	১১৯
৩। [illegible]	৯১৭৭	১৯৫	৫৮৯৯	৯৯১৯	৯৫	৫৯৭৯	৯৯৮	১৯	৫৭৫
৪। [illegible]	৫১৯৫	৭৫	৯৭৭	৫৫৯৫	৭০	১৮৬	৫৭১	৫	১৯১
৫। [illegible]	৫৯৩	৭	১৫	২৭৭	৭	৫	৯৫	—	১১

১৫-১১-৯৯ পর্যন্ত বিভিন্ন [illegible] প্রকল্পের দিন :

প্রকল্পের নাম	[illegible]	খরচ	[illegible]/ [illegible]	
১। [illegible]	৯১,১০,৯৯৯	৯১,১৫,৯৭৫	৯৯,৯১৬	
২। [illegible]	১১,৯৯,৯৯৯	৯,১৫,৫৯৯	১,২১১	
৩। [illegible]	৫,১১,৯৯৯	১,৯৫,৯৯৯	৯৮	
৪। [illegible]	১,৯৫,১৯৯	১,১৭,৯৯১	১৯৯	
৫। [illegible]	১৮,৯৯,৯৯৯	১৭,৯৯,৯৯১	৯,১৮৮	
৬। [illegible] (জেলা থেকে প্রকল্প [illegible])	১,১৯,৯৯৯	—	—	
৭। [illegible] (প্রকল্প থেকে গ্রাম [illegible])	১৯,৯৯৯	—	—	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible] [illegible]

উন্নয়ন মিলনায়তনে সমবায় সমিতির কর্মীদের সাথে আলাপচারিতায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বেগম নাসরীন সুলতানা এমপি

ছবি : ইলিয়াস হোসেন

ওপরে : সমবায় পরিদর্শন ইনডেক্স প্রকাশনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বেগম নাসরীন সুলতানা এমপি। (বামে) সমবায় পরিদর্শন সহকারী মিলন আলী, উন্নয়ন মিলনায়তন জেলা পরিষদের সহকারী নির্মাণ প্রকৌশলী মিলন কুমার, সমবায়ের বিভাগীয় নিবন্ধক ও উন্নয়ন সহকারী (বামদিক) কর্মকর্তাবৃন্দ এবং।

ছবি : ইলিয়াস হোসেন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ তফসিলীজাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য—

ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সংস্কারের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পশ্চিমবঙ্গ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম মূলত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী তফসিলীজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সেবায় দীর্ঘদিন নিয়োজিত। এদের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে এই নিগম কতকগুলি প্রকল্পে সহজ শর্ত সাপেক্ষে অনুদান ও ঋণ দিয়ে আসছে।

১। **পরিবারভিত্তিক আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প (S. C. P. এবং T. S. P. Schemes) :**
যে সমস্ত তফসিলী জাতি অথবা আদিবাসী পরিবারের বার্ষিক আয় গ্রাম এলাকায় ১৫৯৭৬্ টাকা ও শহর এলাকায় ২১২০৬্ টাকা, তাঁদের জন্য সর্বোচ্চ ৩৫০০০্ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে বিবিধ প্রকল্পে শতকরা ৫০ শতাংশ (অথবা ৬,০০০্ টাকা) অনুদান এবং বাকিটা ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও প্রকল্প মূল্য ১২০০০্ টাকার মধ্যে হলে মাত্র ৪% বার্ষিক সুদে প্রকল্প মূল্যের ২০% অথবা ২০০০্ টাকা (যেটি অনধিক) পর্যন্ত প্রান্তিক ঋণ দেবারও ব্যবস্থা রয়েছে।

২। **জাতীয় তফসিলীজাতি, বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত স্বনির্ভর আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প (N. S. F. D. C. Schemes) :**
তফসিলীজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত যে সকল পরিবারের পারিবারিক বার্ষিক আয় গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৩১৯৫২্ টাকার মধ্যে এবং শহরাঞ্চলে ৪২৪১২্ টাকার মধ্যে, সে সকল পরিবারের বেকার সদস্যগণকে বিভিন্ন স্বনির্ভর আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বাধিক ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কার্পেন্টারী, রেস্টুরেন্ট, মুরগী পালন, পাওয়ার টিলার, জুতো তৈরি, অটো রিক্‌শা, অটো পিক্‌আপভ্যান এবং আরও অনেক প্রকল্পে সহজ সুদে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে।

৩। **জাতীয় সাফাই কর্মচারী পুনর্বাসন প্রকল্প (N. S. S.) :**
বর্তমানে এই নিগম সাফাই কর্মচারীদের পুনর্বাসন প্রকল্পও গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সারা পশ্চিমবাংলায় পৌরসভাভিত্তিক সাফাই কর্মচারীদের চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ হয়েছে। এঁদের প্রথাগত পেশা থেকে স্থানান্তরিত ও বিভিন্ন প্রকল্পে এঁদের স্বনির্ভর আর্থিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা ৫০০০০্ টাকা, যার মধ্যে ১০০০০্ টাকা অনুদান ও ৭৫০০্ টাকা প্রান্তিক ঋণ। এই প্রকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, এই নিগম সারা ভারতের সাফাই কর্মচারী উন্নয়ন ও বিত্তনিগমের মুখপাত্র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে অধুনা কর্মরত। প্রতিনিয়ত সাফাই কর্মচারীবৃন্দের পরিবারভুক্ত সদস্যদের প্রশিক্ষণ তথা স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণদানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের কাজেও সতত সক্রিয়।

বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য ও আবেদনপত্র পাবার জন্য বিত্ত নিগমের প্রধান কার্যালয় (১৩৫এ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, তৃতীয়তল) ছাড়া প্রতিটি জেলা শহরের বিত্ত নিগমের শাখা অফিসগুলোতে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

উত্তরণ

তৃতীয় বর্ষ □ ১০ম ও ১১শ সংখ্যা □ চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬-১৪০৭ □ এপ্রিল-মে-জুন ২০০০

সংগঠন গড়ে তোল

শিক্ষা দাও

আন্দোলন কর

বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নানা আঙ্গিকে

দকের

মালা

উত্তরণ

আম্বেদকর-জয়ন্তী সংখ্যা

২০০০

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উত্তরণ

বৃহত্তর বর্ষ □ ১৩শ ও ১৪শ সংখ্যা □ জ্যৈষ্ঠ-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬-১৪০৭ □ এপ্রিল-মে-জুন ২০০০

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

হিরেন্দ্রনাথ অধিকারী

সহ-সভাপতিবৃন্দ

সদস্য

উপদেষ্টা

সহ-সম্পাদক

সম্পাদক

সহকারী সম্পাদক

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

এই সংখ্যার মূল্য পঁচিশ টাকা

পরিচালনা সমবায় সমিতি লিমিটেড থেকে অধিকারী কর্তৃক প্রকাশিত ও মনোরমা অফসেট প্রিন্টার্স, ১৩৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

কার্যালয় : অধিকারিক পরিচালন সমবায় সমিতি লিমিটেড, পি ১/৫, সি আই টি স্কিম, ৭নং রোড, সি আই টি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪

উত্তরণ

ত্রয়ীত্রিংশ বর্ষ ◻ ১৩৫ ও ১৩৬ সংখ্যা ◻ ভাদ্র-কার্তিক-পৌষ ১৪০১-১৪০২ ◻ ৩১ আগস্ট-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪

সূচিপত্র

অক্ষরবৃত্তে রচা রীতিগত প্রকৃতি অনুসরণের উদ্দেশে নির্বাচিত রচনাবলী

সম্পাদকীয়

বিশ্ব সংকটের অবসানকল্পে ◻ ১৩১

অমিত মজুমদার

অনুবাদক : সংজ্ঞায়ন, সমস্যা ও প্রসঙ্গকথা ◻ ১৩১

অরুণ বিশ্বাস

অনুবাদক ও অনুবাদের সমস্যা ◻ ১৩৮

উৎপলকুমার মজুমদার

অনুবাদ ও সমকালীন কবিতা ◻ ১৪৩

উৎপল বিশ্বাস

বুদ্ধি অনুবাদ : এক বি আর অনুবাদক ◻ ১৫১

কৌশিক কৃষ্ণ সরকার

এক ভিন্নতর প্রকৃতির অনুবাদক : ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৫৮

এক অনিল বিশ্বাস

এক ভিন্নতর প্রকৃতির অনুবাদক ও তাঁর কবিতার ◻ ১৭৯

অনুরূপা চক্রবর্তী

বি জে নিউ অনিমেশন পাবলিকেশনের প্রকাশ ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অনুবাদ ◻ ১৮৭

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

এক অনুবাদকের বিভিন্নমুখী অনুবাদে ◻ ১৯৩

প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

যেন তেন বুঝিয়ে অনুবাদ হয় না কবিতা ◻ ১৯৯

প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

অনুবাদ বিষয়ে কয়েক প্রস্থ ◻ ২০৩

এক সেখ সাবির্দি

এক অনুবাদক, অনুবাদিত কবিতাবলী ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে ◻ ২১৮

প্রসিদ্ধকুমার চক্রবর্তী

অনুবাদক : প্রসঙ্গ কিছু কথাকথন ◻ ২৩১

উৎপল বিশ্বাস

এক বি আর অনুবাদক : এক ইতালীয়ান জীবন, এক বিরল প্রজ্ঞা ◻ ২৩৭

অমিত মজুমদার

কবিতা : অনুবাদকের প্রতি ◻ ২৫৮

অনুবাদক কবিতা : প্রসঙ্গকথা ◻ ২৬১

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের স্বদেশবন্ধু অনুসরণে আমরা বিশ্বমানবের মুক্ত-অঙ্গনের আহ্বানটীর প্রতিধ্বনি-সহিত যেমন উহাকে এবং বিশ্বজিৎকে'ও পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ব নায়কের ভারত-পথিক অভিধানের আহ্বান জানাই।

সম্পাদকীয়

বিংশ শতকের ভারতপথিক

ভারতীয় রেনেসাঁসের এবং সর্বভারত সেবা ও দেশসাধীন সংগ্রাম আন্দোলন রবীন্দ্র এবং ভারত-পথিক মহাত্মাজীর মধ্যে নিবিড় আত্মার যোগ ভাবসাধনার দান বিনিময়ের ; আমাদিগকে পূর্ণ মোহন আলো করেছে বিশ্বের সম্মুখে।

বিশ্ব পরিচয়ের পরিণত মানবের মর্মকথা, কৃষ্ণায়ন ও তার আত্মপ্রকাশের মহাপ্রকাশ বিশ্বের মোহনমন্ত্র রূপ ভারতীয়ের মধ্যে অনিবার্য হয়েছে সমগ্র মানবের মহিমা সম্মুখে সত্যসন্ধান করেছেন তুমা ও তত্ত্ব বিশ্বিতিহাসের যাঁর ভারতীয় দিয়ে। ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ মহিমিতিহাসের নিজস্বই যেমন বিশ্ব ভাগ্য উদ্ভাসে পরিচালিত মানবী, বিশ্বমানব সাধনায় ও বিশ্বমানব আত্মপ্রকাশ বৈশ্বজাতীয় বিশ্বের সার্বভৌমী উদ্ভাসন মানবিতেন।

বিশ্বের ও সমাজের সমস্যাসমূহের বিশ্বের সমাধানের মূল ভিত্তি ও মানবিক অভিমান সমস্ত সংগ্রাম প্রতিরে এসেছে আর এক ভারত-পথিক রূপে ও প্রতিরে যেমন ও সমস্ত পরিণত এই পথ যেমন মূর্তিমিতি মূলমন্ত্রীয় মূর্তিমানের সমাধি ঐতিহাসিক সমাধি। তিনি বিশ্বমানব। তবু নিজ ও সমাজসমাধী নয়— যেমন আত্মার শ্রেষ্ঠীর, বিশ্বজীবন আমন ঐতিহাসে ঐতিহাসিক পরমাত্মার তাঁর ঐতিহাসে মূলমন্ত্র যে অন্তরাত্মার সেবাসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত আমাদী "অহিংসা বিজয়" রূপে অভিহিত করে স্বীকারকরে বলেছিলেন, "এক বিজয় যে এক পরমাত্মীয় মহত্ত যেমন আর [...]-এর আমন আর মহা পরম এক ঐতিহ্য মহত্ত আমাদের হয়ে সর্বস্বই।"

স্বীকারকরে সব-সমাজ আত্মিক আর এক ভারত-পথিক বিশ্বমানব। যেমন বিশ্বজীবন আমূলে আত্মিকার মূল বিশ্বমানব এই আত্মার বিশ্বজীবনের বিশ্বের আমাদের মূল আমাদের প্রতিষ্ঠাতী ঐতিহাসে বলেছিলেন।

আমাদের ও বিশ্বমানবের আমাদের-পরিচয়ের পরিণত হয়ে যে যেমন আর এক বিশ্বজী মূলে এসেছে [illegible]মানবিক, সমাজিকের ও সমাজবিজয় এক মূলমন্ত্রে ঐতিহাসিক মানবিতেন। তিনি বিশ্বিতিহাস মূর্তি বিশ্বমানবিক।

আমাদের-বিশ্বমানবের আমাদের অনুসরণে আমাদের ঐতিহাসে, বিশ্বমানবের মূল-আমাদের আমূলমানবী প্রতিষ্ঠাতী-মানবিক যেমনের ঐতিহ্য এবং বিশ্বজীবন'র মূর্তিমানী সমাজিকারের ঐতিহাসিক বিশ্ব সমাজের ভারত-পথিক আমাদের আমাদের। সমাজসমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজী-আমাদ ও যেমনিভাবে সমাজিক মূর্তী বিশ্ব সৌমিক আমাদ যেমনে যেমনের মূলে ঐতিহাসে সমাজে সমাজমাজ সমাজ ও সমাজসমূহ আমাদের মূর্তমূর্তী ঐতিহাসে সমাজ ঐতিহাসে সমাজ বিশ্বমানবিক ভারতপথিকদের সমাজ ঐতিহাসে মূলমন্ত্র হয়েছিলেন। সমাজসমাজ, আমাদিকার ও সমাজিক আমাদের মূলমন্ত্রের মানবিক যেমনে আমাদের ঐতিহাসে মূলমন্ত্র সমাজিকার ও যেমনিভাবে আমাদের আমাদের সমাজিকারের সমাজিক বিশ্বমানবিক বিশ্বমানবিক। যে বিশ্বমানবিক সমাজের আমাদের ঐতিহাসে সমাজিক সমাজিকার বিশ্বমানবিক। যেমন ও সমাজ ভারত আমাদ সমাজের আমাদী যেমন ঐতিহাসে-সমাজের ও ঐতিহাসিকের সমাজিকার : যে বিশ্বমানবিক আমাদের যেমন মূলমন্ত্র সমাজ ও ঐতিহাসিকের মূলমন্ত্র যেমনের ও বিশ্বমানবিক আমাদী যেমন ঐতিহাসিকের সমাজ ঐতিহাসিকের। এই যেমনি আমাদের যেমন ঐতিহাসিক বিশ্বমানবিক। সমাজিকের আমাদের যেমনের যেমনমাজী আমাদের আমাদের আমাদী সমাজিকারী আমাদের। আমাদের মূল আমাদের আমাদের আমাদী বিশ্বমানবিক যেমন মূলমন্ত্র যেমনের আমাদের মূলমন্ত্র যেমনের আমাদের আমাদের আমাদের যেমনের।

আম্বেদকর : সংবিধান, সংরক্ষণ ও মানবাধিকার

অনিল সরকার

ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা। বিশেষ আগ্রহ ভারতের সংবিধান, সংরক্ষণ ও মানবাধিকার বিষয়ে।

ভারতবর্ষের রাজনীতি আজ যে কোন চরিত্রের সঙ্গেই তুলনা করি না কেন, তাকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে গেলে আম্বেদকর ও তাঁর চিন্তাকে বাদ দিয়ে এগোনো যায় না। ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করেছেন আম্বেদকর। সংবিধানের খসড়া কমিটির তিনি ছিলেন সভাপতি। সংবিধান রচনার সময় তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, সংবিধান যতই ভালো হোক না কেন, তা যদি যারা ক্ষমতায় আসবেন তারা খারাপ হন, তাহলে সংবিধান খারাপ প্রমাণিত হবে। আবার সংবিধান যতই খারাপ হোক না কেন, যারা ক্ষমতায় আসবেন তারা যদি ভালো হন, তাহলে সংবিধান ভালো প্রমাণিত হবে। সংবিধান সম্পর্কে তাঁর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি সংবিধানের চেয়ে মানুষের উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে, মানুষের মূল্যবোধ, তাদের দায়িত্ববোধ, তাদের নৈতিকতা, তাদের সততা, তাদের আন্তরিকতা—এগুলি সংবিধানের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করতেন, সংবিধান যতই ভালো হোক না কেন, তা যদি ভালো মানুষের হাতে না পড়ে, তাহলে সংবিধান ভালো ফল দিতে পারবে না। আবার সংবিধান যতই খারাপ হোক না কেন, তা যদি ভালো মানুষের হাতে পড়ে, তাহলে সংবিধান ভালো ফল দিতে পারবে। তাঁর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি সংবিধানের চেয়ে মানুষের উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি সংবিধানের চেয়ে মানুষের উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন।

এই ঘটনা যে, হাজার বছরের অর্থ-ঐতিহ্যিক সামাজিকব্যবস্থার ভূমিকৌশলে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ঔপনিবেশে মূল ভারতীয়রা পরিণত হয়েছে দলিত জনসমাজে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ আজও অবহেলিত অপমানিত ও অত্যাচারিত। এই অন্যায় দূরীকরণ কল্পে, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অভীপ্সায় তাঁরা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করলেন এবং এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করার, আশ্বাসন করার, নিশ্চয় করার প্রয়াস প্রতিনিয়তই দেখা যাচ্ছে। তাই রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে সামাজিকন্যায় ব্যবস্থাপনে ব্যর্থ, সেখানে মানুষের জীবন ছিন্ন, আক্রান্ত পদদলিত ও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, সেখানে পদদলিত ও অবদমিতদের সমাজের নিম্নে স্তরে উঠে আসে। তাঁরাই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে, আইন-প্রক্রিয়ার মূল পদটি, দুই সংবিধানের দুর্বলতার প্রতি তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্নচিহ্নবিদ্যার অর্থ-সামাজিক বৈধতা দূর করতে তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, উচ্চারণ করেছিলেন সবার শেষে। অন্যায় পদদলিত মানুষের ভোটে চুনাবন হয়ে আসে।

ঔপনিবেশিকতা, আমরা শাসন শোষণ করার কাজে যত বেশি ভাষা-কানুনের ব্যবহার করে, তত বেশি নয়। বরং ভারতের অর্থনীতি, অন্যায় কৌশল ও শক্তিতে মূল ভারতীয়দের শাসন-শোষণ করেছে। তারা নিজের নিজের প্রতিনিধিত্ব করে ভূমিহারা শ্রমিকের শোষণ করেছে। তাদের অভিপ্রায় ছিল ভারত। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনমানসে অবশ্য, আমরা এই ঔপনিবেশিক শোষণ এখনো পর্যন্ত মূলত তাদের আসলি সরূপে। নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে তারা এদের প্রতিষ্ঠা করে তাদের দা' কে আইনের শাসন। তাদের দেশের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিষ্ঠির কাজে সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা। নির্বাচন নিয়ম ও নির্দেশ।

এই অবস্থা এক বৈজ্ঞানিক সমাজ পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে। এদেশের জনপুঞ্জ, চেতনা, সমস্যা, সমাধান মূলত প্রকৃতি জনগোষ্ঠীর হাতে ঐতিহাসিক কারণে এবং মূলে নিহিত ছিল। তাদেরকে নিয়ে সর্বোচ্চ রিসার্চগুলি নিয়ম তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ১৭৯৭ সালের পলাশির যুদ্ধ এবং ১৮০৮ সালের বক্সারের যুদ্ধ মুষ্টির জয় এনে দিয়েছিল ব্রিটিশদের

সংবাদপত্রের ব্যবস্থা ৩৮ অনুযায়ী বিশেষ পরিষদীয় প্রথম সম্মেলন। নির্ধারিত ছয়টি দিন, মুখ্যমন্ত্রীর ও বিরোধিদলের প্রতিনিধিদের সংবাদপত্র ঘোষণা করেছিল। কেন্দ্রীয়ভাবে কর্তৃপক্ষরা মুখ্যমন্ত্রী থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ৩: সংবাদপত্রের ১৯৪২ সালে প্রকাশনার অনুসারে কর্তৃপক্ষদের জন্য চলচ্চিত্রের সংবাদপত্রের দাবি উঠেছে। তবু চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে সংবাদপত্র নয়, সংবিধানের ৩৫৯ ধারায় জানা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ ও অধিকারী সংবাদিকদের জন্য রাজনৈতিক এবং প্রেসনীতি—এই দুই প্রকারের সংবাদপত্র রয়েছে। সংবিধানিক সংবাদপত্র প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক এক সার্বজনীন পদ্ধতি, যার দ্বারা জনসংখ্যার দুই হাজার বছর ধরে চলে আসা বর্তমান সংবাদপত্রের অন্যায় পক্ষপাতের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করা। জাতিভিত্তিক সংবাদপত্রে আমেরিকা ফলতে চেষ্টা করেন জনসংখ্যা দুটিকল্পনার উপায়। প্রকৃতপক্ষে সংবিধানিক এই সংবাদপত্রী জনতন্ত্রে দুটিকল্পনার এক আধুনিক উপায়। জনসংখ্যা সংবাদপত্রের দেশ। অথচ প্রতিনিধিদল থেকে হিন্দুসম্প্রদায়ী হারান, অথচ তারা দেশের জনসংখ্যার ৫—৮ শতাংশ হওয়ার জন্য সংবাদপত্রের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ৯০ শতাংশ মুসলমান, কর্তৃপক্ষ, উপজাতি অর্থাৎ মূল জনতন্ত্রীয় উৎপাদক শ্রেণীর জন্য তারা কোন সুযোগ-সুবিধা রাখেনি। তবু সংবাদপত্রের এই প্রতিটি শর্তের সংবাদপত্র ব্যবস্থাকে প্রতিযোগিতা হিসেবে সংবিধানিক সংবাদপত্রের কথা বলেছেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে অধিকারের সংবাদপত্র ব্যবস্থা কিন্তু ভাবে পুরোনো ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাবে, সেকথা, সংবাদপত্রের শেষ প্রবক্তা। জনসংখ্যার সংবাদপত্র অনেক অধিকারের প্রবক্তাদের করেনি। তথা শেষপর্যন্ত সংবাদপত্র ও আনুপাতিক অধিকারের নীতিগুলি করেছে।

এটা ঠিক যে, জনসংখ্যার সমস্ত সংবাদপত্রের উৎপাদক শ্রেণী জনসংখ্যার অল্প পরিচিত। আমেরিকায় জনসংখ্যার উৎপাদিত পণ্যের সবচেয়ে বেশি ভোগ করছে সংবাদপত্রের বিজয়ী শ্রেণী। এরা সংবাদপত্রের মূলধারার বিভিন্ন ভাবে সংবাদপত্রের বেশির ভাগ জনসংখ্যাকে অধিকার করেছে।

জনসংখ্যার অধিকারের তথা জনসংখ্যাকে অধিকার করেছে জনসংখ্যার সম্পর্কে বিজয়ের ভাষা উপাদান করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> সেই বিত্ত নেবে এসে
> সাধিবে সাধিবে পরিজন।

উৎপাদনের তথা জাতিগত তথাই সংবাদপত্রের মূলধারা। জনসংখ্যার ইতালিয়ান, জার্মানরাই, সংবাদপত্র ও অন্যান্য জনসংখ্যার শ্রেণীর জনসংখ্যাই মূলনিধুর। নির্ধারিত করে সংবাদপত্রের জনসংখ্যার জনসংখ্যার জনসংখ্যার মূলধারার বিশ্লেষণ এই বিশাল জনসংখ্যাকে জনসংখ্যা করে রেখেছে যারা তাদের বহু ব্যক্তির উৎপাদন করে সংবাদপত্রকে বঞ্চিত রেখেছে। তাদের উপজাতি ভাষায় নির্মাণ চলছে। ১৯৫০ সালে ৩: জনসংখ্যার সংবিধানে সংবাদপত্রের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যার শ্রেণীর অধিকারের মূলধারার অবহেলেন।

বর্তমানে সমস্যার এবং পক্ষপাতদুষ্ট জনপ্রতিনিধিদের অধিকারের কারণে সংবাদপত্রের প্রশ্নে সংবাদপত্রের অধিকার নেওয়া দিয়েছে। সংবিধানের চালু হওয়ার ৫০ বছর পরও জনসংখ্যাপ্রধানিক সংবাদপত্র পদ্ধতি দেশের জনগণের সংবাদপত্রের জনগণ। জনসংখ্যার রাষ্ট্রপতি হয়ে যে অর্থ সংবাদপত্র সম্পর্কে ভাষায় উপাদান নেওয়া ব্যবস্থা সেটি উপাদান করেছেন। তিনি বলেছেন, সংবিধানে জনগণই নিজস্বনির্ভরতা ও সরকারি চলচ্চিত্রের সংবাদপত্রের ব্যবস্থা অবলোকন হয় পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে না। আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক অসাবধানির ফলে জনতা বিশেষ ব্যবস্থার সংকীর্ণ ব্যাখ্যার সমান। সমস্যার বিপুল সংখ্যক জনগণের প্রবলিক অধিকার ও সাংবাদিক সুবিধার হিসেবেই এগুলির চালনা করা হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি, (নীতিবর্তী হিসাবে এরা কাজ করে) রাষ্ট্রপতি হলেন, এখন এরা নিজ সমস্ত সুযোগ উপায়ে ব্যবহার করে দেখা যাচ্ছে আমলাতন্ত্রের সুবিধাভোগী জনগণের সংবিধানিক ব্যবস্থার উপায়ে তথা সার্বজনীন সম্পর্কে বিপক্ষে হয়ে উঠেছেন। তিনি ছয় দি আশা আমেরিকানদের প্রথম টেনে বলেন, এইসব ব্যবস্থা ছাড়া আমেরিকার দেশে গণতন্ত্রের স্থান হবে মূর্খ বিদ্রোহ উপায় সঞ্চারিত হবে।

সমাজিক ক্ষয়, ব্যবসায়িকদের ও পতিত জনগণের সংস্কারে উপায়ের পথ সংবাদপত্র। ভারতে সংবাদপত্রী বিজয়ের প্রথম প্রতিশ্রুতি, বিজয়ের প্রতিশ্রুতি, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংবিধানিক পদ্ধতি। পলিটেকনিক জনগণের বলিষ্ঠ, চালকদের, রাজনীতি ও ভূমিতে সংবাদিক আমলাদের দেখার তথা দিয়েই জনসংখ্যাহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যে সমাজের তথা দেখেছিলেন একদিন কর্তৃপক্ষ আমার সমান ছয় উপায়ের আমেরিকা। ◻

আজি সমাজ রাষ্ট্রটি যে সংবিধান আমার পরিচয় আজি পাব। প্রথমে আমার প্রথম তথা কংগ্রেসি দেওয়ার আমার সমাজ সংবিধান পরিচিত সমাজ আমেরিকার সমাজ। আমার আমেরিকার প্রথম তথা তাঁরা আমার সমাজ পরিচিত দেখেছিলেন সমাজ। আজি সমাজবিজ্ঞানের সমাজ প্রবেশিকার এই উপায়ের যে রাষ্ট্রীয় আমার সংবিধানে আমি বিশেষিত শ্রেণীর অধিকারসমূহ বিশিষ্ট হয়।

—রবীন্দ্রনাথ

আম্বেদকর ও ভারতীয় সমাজ

কান্তি বিশ্বাস

[illegible]

ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের জন্মশতবর্ষ নিয়ে ৯-১০টি পত্রিকার ছাড়া কোথাও কোনও উদ্যোগপর্ব পরিলক্ষিত হয়নি। সেজন্য তাঁর জীবন ও চিন্তাকে নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে মূল্যায়ন করেছেন এবং এখনও করছেন। সৌজন্য মূল্যায়নের নিয়ে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আছে। তার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। আমাদের নিয়ে সম্পর্কে বিভিন্ন পরিসরে মিঃ কথা বলতে চেষ্টা করি।

বর্তমান ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ঐতি এবং সমাজ-পরিবর্তনের বিভিন্ন আন্দোলন ব্যক্তি মানস গৌরী তাঁর লিখিত বইয়ে ডঃ আম্বেদকর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেছেন। যাঁহিন তার বিখ্যাত ইংরেজিতে 'অন্ত্যজ শব্দ', মানের 'ডক্ত শেকড়'। এই বইয়ে তিনি অভিযোগ তুলেছেন যে আম্বেদকর হিলেন হিন্দীন শাসনের সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় সমাজের যা দেখে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না। তাঁকে অন্যায়ভাবে দায় করে দেখানোর চেষ্টাকে তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রতিবাদের আক্রমণ করেছেন। তাঁর একদিন প্রবন্ধে গৌরীর এই মন্তব্যকে আমরা, বিশিষ্টীন এবং ইতিহাসবিরোধী বলে মনে করেছি। ডঃ আম্বেদকর বিষয়ে সেলেটেনিল ইয়েকে লেখার সময় তাঁর করেছিলেন যে তাদের হিন্দীন সমাজের একটি তিনি মনেকরেন তাঁর বিভিন্ন লেখা, বক্তৃতা এবং আন্দোলন সব নিয়ে লেখকে হিন্দীদের মধ্যে থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর মূল্যায়ন বিষয়ে অবশ্য গৌরী মন্তব্য প্রকাশ তাঁদের আন্দোলন তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থা তথ্য নিম্নবর্গের মানুষের ডঃ মঃ, ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধ-মূল্যায়ন পালন করেছেন। এ তথ্য গৌরী ইতিহাসবিরোধী হয়ে আম্বেদকরের জীবন ও মূল্যায়নে পরিচয়ের ব্যক্তিত্বকে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ঐতিহাসিক চৌধুরী তাদের এক সমাজে ব্যক্তিগত ডঃ আম্বেদকরের উপর যেন অনেক বড় ভার ন্যস্ত করেছেন। ভারতীয় সমাজে আজ যেসব সমস্যা ডঃ আম্বেদকরের হিলেন তাদের। সেজন্য তা আম্বেদকর

> *নিজ মানুষের শোষণ-মুক্তির লক্ষ্যে পরিপন্থী চরিত্রের। তাই একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদে নিজস্বদের তাদ্য তাদেরকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেসম্পন্ন করে অন্যদিকে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যক্তিত্বহীন করে তোলে সমাজ।.....*
>
> *.....নিজস্বিত সমাজের নিজস্বতাকে এবং শক্তির এবং তার যে তাঁরা সমাজের নিজস্ব তাদের সমাজে তাদের। তাদের তাদ্য নিজস্ব তাদের সমাজ হলে সমাজটি সমাজ সংস্কৃত হয়েছে এসেছে।*
>
> —[illegible]

সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক যে তথ্যটি তিনি পেশ করেছেন তার এই অধিকার সম্পর্কিত প্রবিধানটি ইতিপূর্বে জানা ছিল না। চট্টোপাধ্যায় সংবিধানের ভাষার ক্ষেত্রে আলোচনার ভূমিকাকে আরও সম্প্রসারিত করার এক চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। সংবিধান ভাষার ব্যবহার বিষয়ে যাঁদের ভাবনাকে যে পরিষদ যে কমিটি গঠন করেছিলেন, তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ডঃ আম্বেদকর। তাঁর একনিষ্ঠ সচিব পদাধিকার সূত্রে পদ পরিষদে লিখিত এই কথা বলেছেন যে কোনও সভাপতি আম্বেদকরকে কোনও ব্যাপারে সাহায্য করেননি। তাঁদের সভাপতিকে অধিকার সম্পর্কে কমিটিই আম্বেদকর তাঁদের সংবিধান রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেন। এই পর্যায়ে চট্টোপাধ্যায় এই কমিটির আম্বেদকরকে সভাপতি করার এক অন্য ব্যাখ্যাও আমাদের জানা যেতে পারে।

এমন যাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি আম্বেদকরের এপর মন্তব্য পক্ষে কোন্ আলোচনা করতে চান। এমন ক্ষেত্রে তাঁরা সমস্ত বিষয়টিকে উপযুক্তভাবে তুলে ধরেছেন যে আম্বেদকরের ভাবনাটি কত এবং কিভাবে সমস্ত প্রকার বিতর্কের ঊর্ধ্বে। এটা কোনও প্রচারী আলোচনার হতে পারে না। তবে একথা ঠিক আম্বেদকর সমাজ এবং পরিস্থিতির অধিকারে আম্বেদকরের সে-সময়ের ভূমিকাকে কী ভিন্ন করতে হয়, তা হয়ে সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাতশূন্য এবং ব্যাপ্ত। আলোচনার প্রতিকূলতার মধ্যে পড়িয়ে এক আলাদা সমান হয়ে আম্বেদকর হাজী হয়েছিলেন। খুব খুব অল্প হলে আমরা আম্বেদকর এবং আমাদের হিন্দু সমাজকে পীড়াদায়ক পক্ষপাতকরার চক্ষুতে দেখে থেকেছি। ডঃ আম্বেদকর জীবনকালে দেখেছিলেন, সমাজের নিম্নবর্গীয় একজন দলিত সন্তানকে কাছিয়ে এসে গৌরবর্ণ করতে ,নিয়ে আলোচনার হয়ে হয়েছে। ডঃ আম্বেদকর আমরা দেখেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে কলকারখানা প্রশাসনে যে বড়ো অধিকার উপভোগ করেছিলেন, পদের দিন সেই বড়ো অধিকার যেমন ঈশ্বর-ভাবনা দিন আমা সেবাটি থেকে চলে গিয়েছিল। আমাদের অধিকারে আম্বেদকরের মতো একজন হিন্দু ভাবের অধিকারে এই অধিকারে ভোগ আম্বেদকর করা হয়েছে। ঈশ্বর-ভাব এই অধিকারীর আম্বেদকরের স্বাধীন প্রতিনিধিত্বে আম্বেদকরকে বিভূষিত করেছে। আমাদের এবং পাশ্চাত্যের আম্বেদকরের মূল্যায়ন করলে যে আমরা ও সহযোগিতা তিনি পেয়ে পারেননি তা তাঁর জীবনে যত একটা ভোগেছিল। আম্বেদকরের সার্বজনিক ও অধিকার সম্পর্কে

> *"এই আম্বেদকর বিশেষত কোলাহলিল বৈঠকে ভোগের আগে যদি আম্বেদকরের যে আমরা ছিলাম আমাদের একদিই তিনি আমাদের চাপ। তাঁর বিভিন্ন ভোগ, বক্তৃতা এবং সমাজের কথা নিয়ে কোলাহল ভিন্নভোগের আমরা থেকে মুক্ত করার আমাদের অধিকারের সঙ্গে ইতিহিত আমাদের।"*

সমাজের ভোগে তাঁর সুদীর্ঘিত সমাজের এমনের সমিতি সম্পর্কে অনুপ্রেরিত ও উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অধিকার বর্তমান ভোগীর সমাজের পক্ষপাতদুষ্ট সমাজ পীড়নকারক বিষয় হয়ে পরিণামে। শিক্ষা সমাজের অন্তর্গতির অন্তর্ধানি সমাজের ভো-কথা ডঃ আম্বেদকর তাঁর বিভিন্ন প্রশ্ন ও বক্তৃতার উত্থাপন করেছেন। আমরা ভোগও পূর্বক পরিধি যখন অধিকার ব্যবস্থার উত্থানের মতো এক সুদূরপ্রসারী নদি তুলতে পারেনি, তা আম্বেদকর তখন যোগ্যই বিশ্লেষকরূপে এই নদি তুলেছিলেন। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে ভোগ করে আম্বেদকরের জীবনী ও ভূমিকা নিয়ে যা আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর জীবনে যে-সকল ইতিহাসের নিদর্শনি আছে তার থেকে আম্বেদকর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এখনও রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিত্বে আম্বেদকর ইতিহিত হয় বিশ্বের সব থেকে নিম্নতী লাঞ্ছিতদের ভোগ হিসাবে। প্রতিনিধির দাঁতনাকটি এই সমাজে প্রকাশ করে গ্রহণের। এই অবস্থায় আম্বেদকরের জীবনী ও আদর্শ আমাদের চলার পথের যে পরিমাণে আলোকিত করতে পারে। ❑

ডঃ আম্বেদকর-প্রতিষ্ঠিত আম্বেদকর , সমাজ

সংরক্ষণ ও সামাজিক সংহতি

দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া

[illegible]

ইতিহাস পড়ে জানা জানতে পারি যে, ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠী শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতবর্ষে বিদেশ থেকে তার উত্তর-পশ্চিম অংশে, অভিযান চালিয়ে করে এবং উত্তর ভারতের পরের উপত্যকার উর্বর ভূমি যেসব মানুষের দখলে ছিল তাদের জঙ্গল ও পাহাড়ে বিতাড়িত করে। এভাবে পরাজিত জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ পালিয়ে বাঁচতে না পেরে বিজয়ী আর্যদের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। আত্মসমর্পণকারী এইসব মানুষ হিন্দুসমাজের চতুর্থ স্তর গঠন করে। এদের বলা হয় শূদ্র। তারা হিন্দুসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। যারা জঙ্গলে ও পাহাড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে স্বাভাবতই হিন্দুসমাজের কোন সম্পর্ক রইল না এবং এদের, সঙ্গতকারণে, উপজাতি বলা হতে থাকে। হিন্দুসমাজের এক বিরাট অংশকালে হিন্দুর শূদ্রদের সঙ্গে তফাৎ রাখি ও অস্পৃশ্যের মতো ব্যবহার করা শুরু করা হল। পরবর্তীকালে শূদ্রদের পর পর উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়। উপজাতি তত্ত্ব অভিব্যক্তিরও ক্ষেত্রেও তাই ঘটল।

শূদ্রদের মতোকরে অভিধানে উপজাতি এবং অভিধানে অভিধানী জনগোষ্ঠীর বিদেশ ভিন্নদেশের ইতিহাস জানার সাধারণ ভাবে একটা তফসিলভুক্ত করে এবং সেজন্যই তাদের তফসিলভুক্ত জাতি ও তফসিলভুক্ত উপজাতি বলা হয়ে থাকে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে, ভারতের কোটি কোটি মানুষ, দুর্ভাগ্যজনক হলেও, এখনও অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজের এই দুটি ভাগে বিভক্ত। সংবিধানে স্বীকৃত অন্ত্যজ বলে যেন শব্দ নেই, তবুও আমরা অন্ত্যজের ছয়ে মন মানুষকেই অন্ত্যজ বলে বিবেচনা করতে পারি, এবং সমাজের শ্রেণী হিসেবে পরিচিত। অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত। অন্ত্যজ ও অন্ত্যজ এই দুটি শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান। ভারতের জাতি ও উপজাতিদের বিদেশের মধ্যে মধ্যে তাদের দেখা না যেন, সেজন্য তাদের সম্বন্ধেরও, যারা সমবয়সের এবং সমশ্রেণীভুক্ত সমাজের উপর এইসব অন্ত্যজের সম্পর্কদের বিদেশ ভিন্নদেশের এমন ঘর বর্তায় যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেন তাদের সামাজিক মর্যাদার সেতু পেয়ে যায়। যেন ও তাদের সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে মর্যাদাটি হল—তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্ত্যজ অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্তির

অন্ত্যজরা অন্ত্যজের সৃষ্টি এবং অন্ত্যজরাই হিন্দুদের অংশবিশেষ নয়। সম্পূর্ণ ভারতের থেকে এরা পৃথক ইতিহাস অন্ত্যজরা। সম্পূর্ণ ভারত থেকে হিন্দুসমাজকে পৃথকীকরণ করা যায় না : অন্তত অর্থনৈতিক সমাজের অন্ত্যজরা ও অন্ত্যজিতরা তাদের ইতিহাস আছে যা।

—[illegible]

১: বন্ধনমুক্ত প্রতিবন্ধী সন্তান সমিতিবাড়ীর মুক্তাঙ্গনে

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে "বন্ধনমুক্তের বৈষম্য" প্রযোজ্য। এই নিয়মের ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থাগুলো "বন্ধনমুক্তের বৈষম্য" দূরীকরণে প্রযোজ্য হতে হবে।

কিন্তু বিভিন্ন নতুন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সংস্থা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময়ের প্রথম অভ্যর্থনের অনুকূলে এরূপ বৈষম্যের আশ্রয় গ্রহণের অনুকূলে মতো অনুধাবন, করা যেতে পারে, যারা ঈর্ষা দেখে নিয়েছে। গৌরবময়ী এমনটি সংবাদিক উপেক্ষণ নিলাভের। অবশ্যিত হলেও এটা এরকমো পড়ছে না। ভারতীয় সমাজের আশ্রয়ে

ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন ভাষাভাষী শ্রেণীর সমাজের আছেন সহযোগী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। বন্ধনমুক্তের বৈষম্যের দীর্ঘ প্রয়োগ করে আছেন আশ্রয়ের ভাষাভাষীর উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন করা যা হলে তারা সবচেয়ে ওইসব বিভিন্নমাত্রাকী পরিষ্কার ভাষাগুলোর নিম্নের হয়ে উঠবে।

শ্রেণীর যেসব সম্প্রদায়ের বাড়ি আশ্রয়ে ও ভাষাগত আশ্রয় শেষ ভাষাটির সমাজের চিহ্নিতিবিশ্বাসীদের এবং যাঁরা ভাষাগত সমাজ আশ্রয়ভাষের সাহায্যে ব্যবস্থা করবে, ঠাঁসমাই আশ্রয়ভাষের ক্ষেত্রে বন্ধনমুক্তের বৈষম্য তুলনে ভাষাগত সমাজ ভাষাভাষীর সমাজবর্গের উন্নয়ে ভাষার আশ্রয়ভাষাগুলো সম্পর্কে আশ্রয় শ্রেণীর নির্দেশনামূলক অভিমান আর ভাষার সৃষ্টির আছে বিভাগ সৃষ্টির পালন করতে হবে। ভাষাগত এক অভিমানস্থ আছে বাস্তব বর্ণে এবং ভাষাগত আশ্রয়ভাষের সাহিত্যিকাশ্রমের প্রয়োজনে সৃষ্টিপ্রাপ্ত সমাজীকরণে আছে সৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাহত আশ্রয়ভাষা অবশ্যই দূর করতে হবে। আশ্রয়ের বাস্তবের নিজের আশ্রয়ের আশ্রয়ভাষী অভিযোগী আশ্রয়ের আশ্রয়ভাষা থেকে বিভিন্ন হয়ে যাবে। আশ্রয়ের আশ্রয়ভাষের ৪৩ অভিযোগ বিশ্লেষণ হবে। এজন্যও আর বাস্তব প্রয়োজন যে, ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন ভাষাভাষী শ্রেণীর সমাজের আশ্রয়ভাষের সাহিত্যিক নিয়ন্ত্রণ আশ্রয় করবে। বন্ধনমুক্তের বৈষম্যের দীর্ঘ প্রয়োগ করে আশ্রয়ের আশ্রয়ভাষের আশ্রয়ভাষীর উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন করা যা হলে তারা সবচেয়ে ওইসব বিভিন্নমাত্রাকী পরিষ্কার আশ্রয়ভাষীর নিম্নের হয়ে উঠবে। মূলতঃ আশ্রয় হতে খুব বেশি সময় নেই। সাধারণ এবং বন্ধনমুক্তের বৈষম্য আশ্রয়ভাষের প্রতি ক্ষেত্রে বিশেষ অনুরূপ তো নয়ই, বরং আশ্রয়ের আশ্রয়ভাষের সাহিত্যিকাশ্রমের আশ্রয়ভাষী আশ্রয়ভাষি। আশ্রয়ের ও আশ্রয়ভাষ, বিশেষ করে যাঁরা আশ্রয়ের সাহিত্যিকাশ্রমে আছেন তাঁদের সমাজবর্গেই এ সমস্যা মূল আশ্রয় হবে। ☐

আশ্রয়ভাষীয় আশ্রয়ে আশ্রিতাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আশ্রয়ের আছে এবং আশ্রয়ের নিয়ম ও সমৃদ্ধি আশ্রয় আছে। যাঁরা আশ্রয়ভাষীয় আশ্রয়ে আশ্রয় আশ্রিতদের আশ্রিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আশ্রয়ে আশ্রয়ে নিয়ে আশ্রয় নিয়ে আশ্রয়ে।

—আশ্রয়ভাষী

কৃষি ভাবনা : ডঃ বি আর আম্বেদকর

উপেন বিশ্বু

[illegible]

পরিপ্রেক্ষিত

কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসা জাতব্যবস্থার কর্তৃত্ববাদ ব্রাহ্মণদের মতামতকে অভিভ্রান্তহীন গুরুত্ব দান করে এসেছিল। চাহিদার ভিন্ন না নিজস্ব অভিমত। তবেই মানুষ জানত কিন্তু তাদের যা জানানো হতো তাদের কোনও অভিমত ছিল না। কর্তৃত্ববাদের জন্ম হিন্দু ধর্মের অনুশাসন থেকে দূরে রাখবার জন্যেই হয়। সমাজদেহের ব্রাহ্মণ্যবাদ জানবার যা দেখবার কোনও ক্ষেত্রেই এদের ব্যবহার যা প্রয়োজন অভিমত ছিল না। এদের চোখে যা ধরা পড়ে সেখানে উচ্চবর্ণের দেখানোর নিয়মানুসার পরে দেখানোর দৃষ্টিতে নিতেন। আর এর জন্য অর্থের শক্তি দেয়ে হয় অস্পৃশ্য সেই জনগোষ্ঠীকেই। জনসংখ্যা অনুযায়ী ছিল এদের বিভক্ত ব্রাহ্মণ্যবাদীরা চালু করেছিলেন যেখানে হিন্দু ধর্মের নয়ে। তাদের অস্পৃশ্য ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর এদের দেখার ও বোঝে নিয়ন্ত্রণ করেন।

কর্তৃত্ব ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই যে জাতব্যবস্থা সৃষ্টির থেকেই চলে আসছে। বৌদ্ধরা মূল থেকে শুরু করে মহাত্মা ফুলে, অম্বেদকর, পেরিয়ার প্রমুখ আরও অনেকেই কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করে গেছেন। এদের অনেকেই নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেছেন। এবং ধর্মান্তরী ব্যবস্থার ভিত্তি ছিন্নিয়ে দিয়েছেন।

পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ভারতের সমাজ সেবিকিন ফুলে, মহিলা ভারতে ভারতবাসী পরিবারে, পূর্ব ভারতে ডাক্তার ঠাকুর ও উচ্চভারতে ঠাকুর পরিবার প্রমুখ মহিলাদের অনেকেরা কর্তৃত্ববাদের মূলে কুঠারাঘাত করে। এই পথ ধরেই উচ্চবর্ণ ডাক্তারদের দ্বারা ভারতবর্ষে কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে হয়ে ছিল শেষ। তিনি সবার ঊর্ধ্বে হয়ে ওঠেন পরিচয় হয়ে সংগঠন গড়ে তুলে ভারতবর্ষ ও কর্তৃত্ববাদ উচ্ছেদ করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। মহিলা কর্তৃত্ববাদ উচ্ছেদের একজন নেতানেত্রী হিসেবেই তাঁর পরিচিতি মানুষ আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, কর্মী, সংগঠিকের প্রেসক্রা এবং সমাজ সংস্কারক, বহু ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি উচ্ছেদ ব্যক্তিত্বের হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সম্মানের আসন পেয়েছেন।

জন্মস্থান ও শিক্ষা : ডঃবাবা সাহেব আম্বেদকর ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশে মউ শহরে অস্পৃশ্য মহার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছ-বছর বয়সে মাতৃহারা ভীমরাও প্রাক্তন মহীরা মধ্যে বড় হতে থাকেন। স্কুলে যখন পড়তে যান তখন থেকেই কর্তৃত্ববাদের যন্ত্রণা বুঝতে শুরু করেন। ক্লাস তাঁকে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে বসতে দেওয়া হয় না, জল খেতে দেওয়া হয় না, এমনকি ক্লাসের চাপরাশিও তাঁর খাতা পর্যন্ত ছোঁয়া বাঁচিয়ে দূর থেকে দেখে নিতেন। অর্থের নয়ে এ অভিজ্ঞতা প্রাক্তনীয় দূর থেকে অনেকে নিয়ন্ত্রণের পর্যন্ত চলতে থাকে। পরবর্তীজীবনে বিদেশে শিক্ষাগ্রহণ ও সংবিধান তিনি লেখা করার পরে কর্মজীবনে এসেও তিনি এমনি অভিজ্ঞতার লাভ করেন। তার এ যাবৎ দূরদৃষ্টা হয় যে অর্থের নিয়ন্ত্রিতে নয়, জাতব্যবস্থা অন্যের নিয়ন্ত্রিতেই সর্বজন ও প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। তাই তিনি মেরুদণ্ডের দূর কর্তৃত্ববাদ উচ্ছেদের জন্য আজীবন সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

অন্তরায়ের প্রশ্ন : মহাত্মাজীর পরবর্তী জেলের সময় ব্যবহার নিয়ে একটি প্রশ্ন ছিল। ডিটেনিরা এলেন অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অন্তরায় হয়ে সত্যাগ্রহের সময়ে জমি নিয়ে সরকার বনাম কৃষকদের সংঘর্ষ বাধে। কংগ্রেস এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করেছে—এমনকি দুই পক্ষ গঠন করেছে। কংগ্রেস যে কোনও দিন না কাজ যে কোনও কাজে বাধা হয়েছে। এরা প্রকৃতপক্ষে কৃষিশ্রম হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৮৭৪ সালে ডিটেনিরা এটিকে জমিদার পরিণত করেন।

কোনও কোনও গ্রামে অন্তরায়রা বাইরে নিয়ে কথা বলে পরামর্শ পরামর্শ থেকে এক টাকা পরামর্শ পরামর্শ পর্যন্ত পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন। কেননা এর কোনো ব্যাপারটা ছিল অনিশ্চয়তার উৎসাহীন। এ সম্পর্কে কিছু উপায়ন করার জন্যে অন্তরায়দের প্রশ্নে প্রশ্ন দক্ষ সমিতির আলোচনা সরকার করার উদ্যোগ নেয়। তাদেরকে দেখিয়ে কিছু আলোচনা উপায়ন করেন। কিন্তু অনুসন্ধানের ও অনিশ্চয়তার বিরোধিতার আবেদন তিনি নিজেই পদ করতে পারেননি। নিজেই প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। তার মৃত্যুর পর ১৯৫১ সালে নিজেই আইনে পরিণত হয়। এই বিলের আলোচনায় তিনি সাহায্যদের অনিশ্চয়তা নিয়ে বোঝাতেন। কৃষক শ্রেণীসমাজী একটি বর্ষার প্রশ্নে উত্থাপন করেছিলেন।

খেজী প্রথা চালু :: ১৯৩৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে খেজী প্রথা সম্পর্কিত একটি বিল তিনি কেন্দ্রীয় বিধান সভায় পেশ করেন।

খেজী প্রথা কৃষকদের বিনিময়ে চলে আসার অভিযোগ—কৃষিক্ষেত্রে আর একটি কৃষক শোষণকারী ব্যবস্থা। মহারাষ্ট্রের কয়েকটি জেলায় প্রচলিতকোনী খেজী অভিযোগ পরিণত কৃষকদের ইজারায় শোষণ ও যখন তখন জমি থেকে বিতাড়িত করতে পারতেন। এই বিলের মাধ্যমে তিনি খেজী প্রথা বন্ধ করে প্রকৃত যা সম্পাদনাদের অধিক অভিযোগ দিতে চাইলেন। ফলে কৃষকরা সরাসরি সরকারকে খাজনা দিতে পারবেন। এর জন্য খেজী অভিযোগ আনতে সরকার থেকে অতিপূরণ পাবেন।

এ ছাড়া ১৯২৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে আলোচনার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সরকারের কর্ম ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "সরকারের কর্ম তিনটি আয়ের। প্রজাদের কর তিনটিতে পরিণত কৃষকদের উপর আরেকটি বোঝা চাপানো হয়েছে। এক দিন অনিশ্চয় অনিশ্চয় যে কৃষক, আর তাদের দিন অনিশ্চয় অনিশ্চয় যে অনিশ্চয় আমার 'একটি হাতে' কর নেওয়ার তিনটি পরিণত কৃষকদের উপর অনিশ্চয়। এইভাবে কর প্রজা তিনটি কোনোকালেই প্রজাতিদের কর তিনটি হয়ে পারে না" তার দাবি আমলে চাপান উপায় করে তিনি খাজনা আদায়ে অতিরিক্ত কৃষকদের কর নেওয়ার বন্ধের জন্য জোরালো বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া পরিণত কৃষকদের জন্য আরেকটি বিল পেশ করেন, যিনি কৃষি শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য আরেকটি আলাদা মন্ত্রণালয়ের দাবি করেন।

তিনি সামাজিক গোলযোগের কথা বললেও রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের সমর্থন তিনি ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সিন্ধুরী সেক্রিয়েত ইউনিয়নের উদাহরণ দেন। তাঁর চিন্তা ছিল মূল ও স্থায়ী শিল্প এবং ঔপনিবেশিক আমলে রাষ্ট্রীয় অনিশ্চয়তার। তিনি লিখেছেন "কৃষি হবে রাষ্ট্রীয় ধরনের। জমির অনিশ্চয় হবে রাষ্ট্র এবং ধর্ম-কর্ম-নির্বিশেষে প্রজাসাধারণের কাছে তা ইজারা দেওয়া হবে। আমাদের এমনভাবে করা হবে যে, সেখানে কোনও অনিশ্চয় থাকবে না।"

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

অসহযোগিতা ও সত্যাগ্রহ থেকে প্রত্যাবর্তন নিয়ে (যেমন বিরুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী আবেদন রাজনৈতিক আইনে রাজনীতিতে যোগদান করেন। কিন্তু সেখানেও সম্প্রদায়ের আবহে রাজনীতি ছেড়ে দেন। কোর্টহীন পিছে থেকে আসছে আন্দোলন ও পরে রাজনীতিতে আইন আবার শুরু করেন। সেখানেও তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়। সেই জন্য কর্মব্যস্ত উদ্যোগের জন্য জনগণ তৈরির উদ্দেশ্যে নানা আন্দোলনের অর্থনৈতিকের 'মূক নায়ক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে অধিকৃত হিতোপদেশী সভা গঠন করেন। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি বহু সংগঠক হয়েছেন, মারাঠি সোসাইটি, কৃষিশিল্প বিদ্যালয় ও লাইব্রেরী গঠন করেন। আবার তিনি বিভিন্ন হন, সংগঠিত হন এবং আন্দোলন গড়ে তোলেন।

এর পর মন্দিরে প্রবেশ ও পুকুরে জলগ্রহণের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। হিন্দুধর্ম সংস্কারের জন্য যে বর্ণপ্রথা অবসান করেন ও সেখানে যে অত্যাচার ও প্রতিরোধের মুখোমুখি হন। এক সময় হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত অস্পৃশ্যতা এ সবের মধ্য দিয়ে তাঁর অবস্থানগুলি

চলন্তি বলে এক অনিশ্চয় পরিণত হিন্দুধর্মী আন্দোলন ও আন্দোলন

জন্যে যে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র তিনি দিয়েছিলেন তা কার্যকর হয়নি। তিনি উপলব্ধি করেন যে, শুধু পরিবর্তনের সংকেতের মধ্যে যে সমাধান নিহিত—তা আমাদের এই মাটিতে কবে পৌঁছবে এবং মূল সমস্যার সমাধান হবে তা। তিনি তাঁর কার্যকলাপের বিশেষ লক্ষ্য করে তোলেন, তৈরী ও হরিজনদের মধ্যে হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠিত করতে চাইলেন। অথচ তিনি বুঝেছিলেন, এ কাজ বর্ণহিন্দুদের উদ্যোগে ছাড়া পরিবর্তনের আন্দোলন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে না। অথচ বর্ণহিন্দুদের মধ্যে শুধু দিয়ে আশা করা—বর্ণহিন্দুদের মধ্যেই তাঁর, তাঁদের মধ্য থেকে উপযুক্ত নেতৃত্বের সন্ধানের পাবেন—এ তিনি করে বোঝাতে চাইবে তাঁরি হবেন না। তাই তিনি নিজেদের নিজের পথে গড়ে নিতে অনিবার্য হিসাবে নেওয়ার আহ্বান জানালেন। কর্মজীবনের শেষের দিকে আন্দোলনে তাঁর ভাবনাচিন্তার অনেকটা অবসান ঘটে ফেরে কৃষিতত্ত্বের ও তার চিন্তার সূত্রগুলি স্পষ্ট আমরা দেখতে পাই। অবশ্য শেষে মন দিয়ে কৃষি-শিল্পের চিন্তা-ভাবনার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেন। কেননা বিধান পরিষদের সদস্যের সদস্য হিসেবে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ বিলের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন কৃষি সংক্রান্ত বিল তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। এর মধ্যে দিয়ে তাঁর কৃষি সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার কোন আভাস পেতে পারি।

সেদিনের আলোচ্য কৃষিতে সমবায় পদ্ধতি এবং আম্বেদকরের তিনি পাল্টা আলোচনা। W. N. Kaker লিখিত B. R. Ambedkar গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই Ambedkar said, —"He was discussing some problems with S. A Dange. Ambedkar said, 'I prefer to Soviet system. The collectivisation of Agriculture is the only way to our ills. The Soviet system of agriculture is according to me, the best.'." (Navajug Spl. Number)

[ডক্টর্ই এন কুবার রচিত 'বি আর আম্বেদকর' গ্রন্থে আমরা দেখি আম্বেদকর বলেন, "তিনি এস এ ডাঙ্গের সঙ্গে কতিপয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আম্বেদকর বললেন, 'আমি সোভিয়েট পদ্ধতি পছন্দ করি। কৃষির সমবায়করণ আমাদের ব্যাধি (কৃষি সমস্যা- লেখক) নিরাময়ের একমাত্র উপায়। আমার মতে, সোভিয়েট কৃষি ব্যবস্থাই সর্বোত্তম।' (নবযুগ বিশেষ সংখ্যা থেকে)]

উপসংহার

উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা থেকে আমরা দেখতে পাই আম্বেদকরের কৃষি চিন্তা-ভাবনা ছিল কমিউনিস্টদের অনুরূপ। সেটি ভাষায় উচ্চারণ করতে গিয়ে সোভিয়েতের একনায়কের এক অনাবশ্যক ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন—সমাজে মাত্র দুটি শ্রেণী আছে ; একটি শ্রেণী শোষণ করে, অন্য শ্রেণীটি শোষিত হয়। এই শোষিত শ্রেণীকে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা সংগঠন করে তুলে সমাজের ব্যবস্থাই শোষণ মুক্তি আনতে পারে। তিনি শোষণ বলতে শুধুমাত্র শ্রমিক কৃষকের শোষণই বুঝিয়েছেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মনমাড়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন যে, দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মাত্র দুটি একটি কলকারখানা আছেই। শোষণ শ্রমিক শ্রেণীতে আর এই দুই শ্রেণীসংগ্রাম বিষয়ে সমাজে শ্রেণীর বিভক্ত হবে। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণরাও শুধু শোষকশ্রেণী বলে নয়, অর্থনৈতিক বিচারের মূল ভিত্তিতে।

তবে তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না, তবুও ১৯৩৮ সালে বোম্বাই সরকার চলচ্চিত্রে শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট বিল' যখন আইনসভায় উত্থাপন করেছিল তখন আলোচনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিলের বিরোধিতা করেন ; কারণ এখানে শ্রমিকদের ধর্মঘট আলোচনার সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে শান্তির প্রতিষ্ঠায় উপর। শুধু সেখানে থেমে না থেকে তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলোচনা একটি মধ্যে পরিচালনা সমাধানে সমঝোতা তৈরী করেন। তৈরী হল নতুন মুসাবিদা। সমাজের সেই মধ্যে বিলও পাশ্চাত্য দৃষ্টি আনে।

ডিসপিউট দুটো দেওয়া ভাষার বিষয়ে মূল্য দিতে অভ্যন্তরীণ, কমিউনিস্টদের, সমাজের বিরোধ ও অসমাধানীয় সমস্যা ও আলোচনার এর সমাধান প্রতিষ্ঠান হয়, অনুসন্ধান আলোচনা ও আলোচনার প্রতিষ্ঠান হয়। সেই মধ্যে সমস্ত বিলিত হয়েছে শোষণহীন, সমাজের সমাজ প্রতিষ্ঠানের এবং বৈজ্ঞানিক দর্শন।

তাঁর মনে সমাজে সেই ঐক্য ঈর্ষান্বিত হয়নি, মৃত্যুবরণ হৈতেনি, কিন্তু আমাদের চেয়ার আলোচনার হয়ে গেছে। কিন্তু, তবু দুটি থেকে যায়। আলোচনা করে আছে বিশ্লেষণ, সেই বিশ্লেষণ আজই বিভিন্ন স্তরে আমাদের সমাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-কৃষির চলিতেছি। আমরা এই শোষণ বঞ্চিত অনুযায়ী, সর্ব আর্থে সমৃদ্ধিসম্পন্ন সর্বহারা। আমরা ভুলে যেতে কৃষির শোষণ বিরোধী সমাজ হয়ে না। ☐

সমস্ত চাষযোগ্য জমি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে এবং যৌথ-খামার অথবা সমবায় সমিতির মাধ্যমে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করতে হবে। কৃষিশ্রমিকদের উপযুক্ত বেতন দিতে হবে। —ডঃ আম্বেদকর

ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর : জীবনের রূপরেখা

শ্রীমতী কৃষ্ণা কালা, এম এ (বোম্বে)

অধ্যক্ষা, গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজ, পাটিয়ালা, পাঞ্জাব। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক বই ও প্রবন্ধ ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতের কোনো মহানের এক পরিচয় অস্পৃশ্য পরিবারে ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার চতুর্দশতম সন্তান। অস্পৃশ্য বলে তাঁর সহপাঠী ও অন্যান্য বালকরা তাঁকে প্রতি মুহূর্তেই অপমান করত। এই মুর্যাদাহীনতা কর্ম, জাতি ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর মনে জ্বালা সৃষ্টি করেছিল।

বিরূপ পরিবেশ সত্ত্বেও, মেধাবী ছাত্র বালক ভীমরাও ১৯০৭ সালে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চিনেমায় হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন প্রথম তাঁর পদবি আম্বেদকর। তিনিই ভীমকে তাঁর নিজের পদবি 'আম্বাবাদেকর' বদলে তাঁর পদবি 'আম্বেদকর' গ্রহণ করতে বলেন। সেই থেকেই ভীমরাও রামজি 'আম্বেদকর' নামে পরিচিত হলেন।

১৯০৭ সালে মাধ্যমিকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরই ভীমরাও রামজি ১৭ বছর বয়সে রমাবাইয়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এর পরেই তিনি এলফিনস্টোন কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১০ সালে ইন্টার আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ সালে স্নাতক হয়ে তিনি বরোদার মহারাজের অধীনে এক চাকুরিতে যোগ দেন। তাঁকিন মুক্তহস্তী মহারাজের পাঠ চলিয়ে যাবার জন্য মহারাজ মহারাজা আম্বেদকরকে 'মেলিক শিক্ষাবৃত্তি' মঞ্জুর করেন। ১৯১৩ সালের ৪ জুন আম্বেদকর মহারাজার শিলাবিজয়ের সঙ্গে এই শর্তে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তাঁর শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি বরোদা রাজ্যে ১০ বছর চাকরি করবেন। ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে আম্বেদকর নিউ ইয়র্ক পৌঁছান এবং ১৯১৪ সালে এম এ পাস করেন। ১৯১৬ সালের মে মাসে

পরিবারের সঙ্গে আম্বেদকর (বাঁদিক থেকে) পুত্র যশবন্ত এবং কন্যা আম্বেদকর, স্ত্রী রমাবাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গাধর

ডঃ কেলুসকর-রচিত বুদ্ধচরিত অবলম্বনে তাঁর জীবন-কাহিনী : আর পাস, ইকনমি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ এক গবেষণা-পত্র উপস্থাপন করেন। এই সময়ে তিনি তাঁদের একটি বিষয়ে গবেষণা করছিলেন এবং ১৯১৬ সালের জুন মাসে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব ফিলজফি ডিগ্রি প্রদান করে। এরপর তিনি অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইন নিয়ে উচ্চতর গবেষণের উদ্দেশ্যে লন্ডন যাত্রা করেন এবং সেখানে তিনি অর্থনীতিতে ডি এস সি-র অধ্যয়ন শুরু করেন, কিন্তু তাঁর বৃত্তির সময়সীমা ফুরিয়ে গেলে তিনি দেশে ফিরে আসেন। বোম্বাইয়ে উপনীত হলে তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধুরা সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিক কর্মীরা তাঁকে সংবর্ধনা জানান। তিনি বোম্বাইয়ের সিডেনহ্যাম কলেজে

> “
> *যোগেশ ব্যতিরেকে সমাজের কথা বলা, সমাজটিকে জানা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নের অর্থ সন্ধানটাই তিনি আইনসভায় প্রবেশ করেছিলেন।*
> ”

অবসর নিয়ে হন এবং এরপর লন্ডনে শিক্ষাব্রতের অর্থ উপার্জনের সুযোগ লাভ করেন।

অবশ্য অল্পকাল মৃত্তিমুক্ত পরিবর্তি সময়ের উপযোগ তাঁর উপার্জিত অর্থ, বহু সন্তান ও অটিলিনদের জন্য এবং বেলেশ্বরের সম্পত্তি অবলোকন অর্থ সাহায্য নিয়ে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে অটিল ও অর্থটিলিনদের অবস্থানের জন্য লন্ডনে আসন করেন। সেখানে তিনি ১৯২১ সালে অর্থটিলিনদের এক একটি এবং ১৯২২ সালে বি একটি ডিগ্রি লাভ করে ব্যবস্থাপক সম্পূর্ণ করেন।

১৯২০ সালে অবসর নিয়ে এসে তাঁর আবেদনে অন্যান্যদের সমাজিক দৃষ্টির আড়ে হারী হয়। এই সময়ে তুল সময়ে তিনি দেশ হিসেবে অর্থটিলিনী তাঁর করেন। অবসরে চলন কিছু কিছু রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে এবং ১৯১৭ সাল থেকেই ভারতীয় অর্থটিল অবসরে অন্যান্য সমাজসেবক অটিল সম্পর্কে সচেতন হয়। ৩: অবসরের অন্যান্য সমাজসেবে নিম্নকে (Depressed Classes League) অবসরে সমাজ দুঃখমুক্ত বিমোচনে করে নিজে দেশ না নিয়ে ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে একটি পৃথক সংগঠন তৈরি করেন। অন্যান্যদের অন্যান্য নিম্নবর্গীয়দের এবং প্রাক্তনদের, সমাজসেবক ও পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়ে এসে সাংগঠনিক অবসরে উপযোগদের এবং নিম্ন ও দুর্বল বিভাগের হারা করে অর্থটিলিনদের অবস্থার আরও ও তিনি সমাধী ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। তিনি এই সংগঠনের সভাপতি হন এবং অবসরের পরিচয় অন্যান্যদের সম্পাদক হারী হন।

এই আবেদনের মৌলিক কারণ ছিল 'অন্যান্যদী মেরে অন্যান্য'। অন্যান্য পরিচয় অবসর সমাজ হিসেবে অন্যান্য অন্যান্যদের সমাজিক অবসরে উন্নত করার এবং সমাজ ও অর্থটিলনের বিভিন্নে নিম্ন সমাজের পুনর্গঠনের সচিব পথ তিনি অবসরেন।

এরপর অবসরের পরবর্তিতে ডঃ অবেদকর ১৯২৫ সালের জুন মাস থেকে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসেবে নিম্নে শিক্ষা সংস্থার (Bahishkrit Accountancy Training Institute) আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন। যেন তিনি ১৯২৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বেশিদিন এই শিক্ষা দেন।

এছাড়া ও অন্যান্য অন্যান্য অর্থের মধ্যে ইনি ইন্ডিয়ান কোম্পানির সেনবিভাগে কাজ করে অন্যান্য, সমবায়ীদলের হিসেবে পরামর্শদাতা, অধ্যাপক হয়ে, চলেন বেসরকারি সম্প্রদায় অবসর উন্নিত করে। ডঃ অবেদকর তাঁর সমাজসেবের যোগ্যতার এই দিকটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব করে সমাজিক পরিচিতির তাঁদের যোগ্যতার নিয়োগের প্রয়োজনের কথা বলার আমন্ত্রণ জানান। অন্যান্যদের সমাজসেবীর আসন গ্রহণের উদ্দেশ্যে ডঃ অবেদকর ১৯২৭ সালের প্রথম মাসে অর্থটিলন ভারত নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এই মাসেই তিনি বোম্বাই আইনসভার মনোনীত হন। যে সময় থেকে তাঁর সমস্ত জীবন অন্যান্য সমাজসেবের যোগ্য নিয়োজিত হোয়েছিল, এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল।

তিনি ১৯২৭ সালে মহাড় চৌদ্দ পুকুর থেকে অন্যান্যদের অধিকার প্রয়োগে তাঁর সত্যাগ্রহের অনুপমের পরিচালিত করেন। এই মাসে বিশেষভাবে ডঃ অবেদকর ও তাঁর সত্যাগ্রহের প্রধান অনুসূচিতে'র অনুপমন করেন। যেমন, এই অনুসূচিই অন্যান্যদের সমাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য আন্দোলনের নাড়ী। তাঁরা এক অসমান, নিষ্ঠুরতা ও অন্যান্যের প্রতীক বলে মনে করেন। ১৯২৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর বিশেষভাবে মাটি খুঁড়ে তৈরি করা কলসের ভিতরে অনুসূচি স্থাপন করা হয় এবং অন্যান্য প্রবীণরা তাতে মন্ত্রোচ্চারণের অধিকারোপ করেন। এ ঘটনা থেকে হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করে এবং তাঁদের নেতারা প্রচণ্ড বন্ধু হন। ফলে অন্যান্যদের সমাজিক অধিকার, মন্দির-প্রবেশ প্রভৃতি আন্দোলনের বিশেষভাবে অবসর পায়েন।

মহাড় আন্দোলনের পর ডঃ অবেদকরের নেতৃত্বে অন্যান্যরা ১৯৩০ সালের যে মাসে অধিকার অবসরের মন্দিরে প্রবেশের অবসর একটি আন্দোলনে সমিতি হয়। মন্দির পরিচালন কর্তৃপক্ষ কোনোদিনই অবসর মন্দিরের অবসরের দেবতে পর্যন্ত দেননি। হিন্দু ও অন্যান্যদের মধ্যে অবসরের সমাধী হয় এবং শেষ পর্যন্ত, সরকার মন্দির প্রবেশে অনুমতি দিয়ে অধীন পাস করে। অন্যান্যদের সমাজিক ও ধর্মীয় বিভেদ দূরীভূত হয়।

১৯২৮ সালে সাইমন অধিকার পরিচয় হলে অবেদকর সব অধিকারের সমাধানের বিশেষজ্ঞ করে। কিন্তু তাঁ অবেদকর অধিকারীদী হিসেবে এই অবসর অধিকারের

লন্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ডাঃ আম্বেদকর (বসিয়া বামে প্রথম)

মহাত্মা গান্ধী যেমন কংগ্রেসী ডাঃ আম্বেদকরের বিরোধিতা আরম্ভেই, ১৯৩১-৩২ সালের গোল টেবিল বৈঠকগুলিতেও তাঁর বিরোধিতা করেন। পরিণতি হোয়াইটলি যে, আম্বেদকর হিন্দু সমাজেই থাকুক এবং আসন সমস্যাটি সমাধান করুক। কিন্তু ডাঃ আম্বেদকর হোয়াইটলির সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দাবি ১৯৩১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর 'পুনা চুক্তি' নামে পরিচিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

তিনি হোয়াইটলির যে, দলিতরা পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে ভারতীয় আইনসভায় পৃথক রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব পরিপন্থি ছেড়ে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষা সমিতি (Depressed Classes Education Society), বম্বে প্রদেশ শ্রমিক দল (Independent Labour Party) এবং তফসিলি জাতি সংঘ (Scheduled Castes Federation) প্রভৃতিকে গড়ে তাঁর নিজ জনগণের মধ্যে সংগঠিত করেন। ডাঃ আম্বেদকর পরিচালনা করেছেন তাঁর অধিকার ও মর্যাদার আন্দোলন। ১৯৫০ সালের অক্টোবরে তাঁর দেওয়া নাগপুর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ঘোষণা তিনি জনগণ ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেন। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতের সন্তান ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

যে, আম্বেদকর তাঁদের নিজস্ব পৃথক নীতি অনুসরণ করুক, হিন্দুদের পাশে দাঁড়াক এবং হিন্দুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করুক। মহাত্মা গান্ধী, অবশ্য, আম্বেদকর তথা পৃথক নির্বাচন ক্ষেত্রের তীব্র বিরোধিতা করে এর বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেন। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা হওয়ার ছয়দিন পরে ডাঃ আম্বেদকর ও আম্বেদকরের সঙ্গে ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর 'পুনা চুক্তি' নামে পরিচিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ডাঃ আম্বেদকরের মত ৩৩টি সংরক্ষণ, আম্বেদকরের ইচ্ছার চেয়েও অনেক বেশি প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে ডাঃ আম্বেদকর তাঁর এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন এবং দলিতদের বিশেষ নির্বাচন ও বৈষম্যমূলক আসন সমহে ব্যবস্থা তাদেরও তাঁকে অনুসরণের নির্দেশ দেন। অবশ্য মাত্র

পুনা চুক্তি আম্বেদকর সাম্প্রদায়িক অধিকারের উপর আঘাত হয়েছিল। পরিণতি হলেছিলেন তিনি তফসিলিদের প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না ; কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি।
—ডাঃ আম্বেদকর

উত্তর-ভারতের পর, ১৮৮৫ সালের ইডেন অনুশাসনে ১০ হাজার পরিবের অন্তর্ভুক্তে তিনি আর পরিবর্তন আনেন বলে মনে করেন।

পরিবারের তৃতীয় ছেলে বৈকুণ্ঠনাথ বসাক এবং বাসন্তী বসাকের তৃতীয়টিকে বাঁচাবার জন্য ১৮৮২ সালের জুন মাসে ডঃ অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্যের অভিভাবকত্বে পরিবারের প্রত্যেকেরা চলে আসেন। তিনি ছিলেন : রামদাস, বাসন্তী ও বিমলা ; মিঃ বাসন্তী ও কাশীপুরের বৃদ্ধি ইতোমধ্যে মারা যান। তিনি-ইতিহাস গ্রন্থ বলা যায়।

ইতোমধ্যে ভারতীয়দের মধ্যে উচ্চশিক্ষার উৎসাহ বাড়ছে উপলব্ধি করে ডঃ অনুকূলচন্দ্র শিলচরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই সেপ্টেম্বরে ১৮৮৮ সালের জুন মাসে কেমব্রিজের শিক্ষার্থে আবেদন করেন। ডঃ অনুকূলচন্দ্র ৪ পৃষ্ঠার আইন ও সংবিধানসম্বলিত পরিবারের জন্য দুর বেশি কিছু করতে পারেননি। পুত্র ১'৪ পৃষ্ঠাটি ও ইংরেজ ব্যক্তিগতিক সংস্কারের জন্য। সে সময় তিনি সরকার ১১৪৮ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষীয় ছাত্রে সম্মানজনক ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত করেছিল। কিন্তু সে সময়ের অবশ্যই ১৮৮৭ সালের সম্পর্কে মাসে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পরিবারে সৃষ্টি হয়। ৪৩ পৃষ্ঠার এই পরিবার নয়ে সংবিধান হয়েছে ৫৫ হয়। ডঃ অনুকূলচন্দ্র কেমব্রিজে এই পরিবারে প্রবেশ করেন এবং ২১ আগস্ট তাঁরে সংবিধানের ব্যাপারে সংক্ষিপ্তি করে ছাত্র তিনি ফের শিলচর অনুভব করেন। ভারতবাসীর মেজর অনুরোধে ডঃ অনুকূলচন্দ্র ১'সালের প্রথম রবিবারকে মেজর মন্ত্রিসভার ঘোষণা দেন। মেজর৩ ব্যক্তিগত সংস্কার জন্য নয়, ভারতীয় জাতি ও অর্থনৈতিকের প্রভাব আর কৃষ্ণবর্ণী তিনি আইনসভায় প্রবেশ করেছিলেন। এর পর তিনি সংবিধানের ব্যাপারে ভারতের কাছে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। সংবিধানের প্রকৃত স্বাধীনতা, সংবাদপত্রাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নে পরে তুলনায় ডঃ অনুকূলচন্দ্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি প্রস্তুত সম্মানদের সংবিধ রক্ষাকল্পে ইতিমধ্যে করেছিলেন এবং সম্পর্কিত ইতোমধ্যের অধীন প্রশ্ন ইতিহাসের ১৭৭ ধারার অবলোপ করেন। আত্মসমর্পণকারী, ফরিদপুর, সমতা ও সৌহার্দ্য সৈনিকে অন্তর্ভুক্তির ডঃ অনুকূলচন্দ্রের ঐতিহাসিকের ছাপ ভারতের-সংবিধানের মূলসূত্রী। এই জন্যই তাঁকে 'সংবিধানের মূল কাণ্ডারী' বলা হয়ে থাকে। তিনি শেষে ছিলু সমাজের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি ছিলু কোড বিল প্রচার করে ১৯৫১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টে বিল পেশ করেন। পার্লামেন্টের রক্ষণশীল ছিলু সদস্যদের বিরোধিতায় আজ বিলটি পাস হতে পারেনি। পরিবারের এই ভাবনা ডঃ অনুকূলচন্দ্র ১৯৫১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর নেহরু-মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫২ সালের ৫ জুন আমরিকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট অব দ সম্মানে ভূষিত করে। সম্মানে তাঁর তিনটি অবদান এবং অবিল সংবিধানের ঐতিহাসিকরণ প্রজাতন্ত্রের ঘোষণাপত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫০ সালের ২ জানুয়ারী তাঁকে ডি লিট ডিগ্রি প্রদান করে।

বিশ্ব পরিবারের অনুশাসনের অবতার ডঃ অনুকূলচন্দ্র ১৯৫০ সালের ৮ ডিসেম্বর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভারতবর্ষের আজ অধিষ্ঠিত ডঃ অনুকূলচন্দ্রের নির্দেশিত জনগণকে আজাদি করার আজও ছিল বিপুল এবং তিনি ভিত্তিমূলের সংবিধানের মতো নিয়ে সমাজে ব্যবস্থার মূল অধিকারে তাদের উজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি পরিবারের উন্নতির ওপরই পরিবর্তন সাধনে সদা সচেষ্ট ছিলেন এবং সর্বপরি স্বাধীনতা, সমতা ও সৌহার্দ্যের আদর্শের অনুপ্রাণিত করেছেন। ডঃ অনুকূলচন্দ্র কেমব্রিজে অর্থনীতির ছাত্রদের জন্যপ্রেরণার বিষয় করেছেন যে, তিনি বলেছেন যে, প্রথম পক্ষে অর্থের পরিবার ও অনুশাসনের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান অর্জিত হয়। অর্জিত জ্ঞান এবং এক বিরাট অর্জিত অভিজ্ঞতার যে ভেদের নিজস্বীয় পক্ষে এক ভেদ প্রদানের আজ।

সমাজসমাজের ভারতের জনগণের এবং বিশেষভাবে পতিত শ্রেণীভুক্তির সমাজসেবীর সমাজের ডঃ অনুকূলচন্দ্র এক ঐতিহাসিক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন এবং সামাজিক মানবতাবাদে তিনি তাঁর উদ্যোগের ও অবদানের প্রদান নিশ্চিতকরণ। ☐

পরিবার বসাক প্রতিষ্ঠাতা (বসাকদিন) / নিশ্চিতকরণ ডঃ অনুকূলচন্দ্র।

ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ও তাঁর সংবিধান

ডঃ অনিল বিশ্বাস

[illegible]

[illegible]

এ কথা স্মরণ করেন রবীন্দ্রনাথ, যখন পুরীসমিতির উদ্যোক্তারা তাঁকে দেওয়া হরিণ ফেরৎ চাইলে। ১৮৩৮ সালের প্রতিষ্ঠিত অনুসরণে "পীরালি ব্রাহ্মণ", চলতি শতাব্দির প্রথম-দশকে পুরী-সমিতির প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সময়ে এই নিয়ম ছিল না ; তা সত্ত্বেও এই সংস্থার পত্রালাপে তাকে অপমানিত হতে হয়েছিল। অথচ রবীন্দ্রনাথকে ফেরৎ দেওয়া হরিণ। পরে এ সম্পর্কে নিজেদের ভিতি ১৯৩৬ সালে "পত্রপুটে" ১৫-সংখ্যক কবিতায়—

> আমি ছাড়া, আমি যাহাদের
> দেবতার বলিদানের
> অন্নের নিত্যের ভোজনে না

> আমি ছাড়া, আমি অধিষ্ঠেয়না।

রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ ৫১৭

এ পরিপ্রেক্ষিতে তখন সৃষ্টি "অনুসৃষ্টি"। এ কবিতা পুরি ব্রাহ্মণ ভোজনপর্বে পুরোহিতের ভূমিকা। তিনি বিদেশাগতদের ঘরে ঢোকে আগে পুরোহিতের ঘরে আসতে নিমন্ত্রণ জানালেন কবিকে ঘরে ডেকে নিয়ে এ লেখা কবিকে। এই কবিতা দুজন ভিন্ন ভাবধারার প্রতিনিধির মধ্যে কথোপকথনের আকারে তৈরি করে। কবিকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত তাঁকে ব্রাহ্মণের আসনে বসিয়ে দিতে চান। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে ও কবিতার মূল এই "আসনে আসন" নিয়ে কথা-কাটাকাটি। এই কবিতা পুরীতে থেকে ফেরবার এক-বছর পরে লেখা হয়েছিল। "পরবাসীর" (১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ সমাজের ভেদরেখাকে কিছু পরে, তাকে প্রত্যক্ষের চোখে দেখেছিলেন। তাকে পূরণ করতে হবে দুটি পর্ব এক অন্যের পরিপূরক হবে, দুটি দৃষ্টিকোণ থাকা দরকার। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"একে দেখলে ভুল করি তাকে দেখা হয় সম্পূর্ণ"। এই কারণে, মানুষ ব্রাহ্মণ-পুরীতি ও শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মণে। এই ব্রাহ্মণ পুরীতে বর্তমান ভারতের ব্রাহ্মণ প্রধানমন্ত্রীর দুই-প্রান্ত ও অভিব্যক্তি। একারণে ব্রাহ্মণকে দৈত্য ভাবতে পুরীতে এসেছে আগন্তুকদের ঠিকই। এই কারণে হিসেবে বাদ্যযন্ত্রের লাঠি অবশ্যই। "আসনে পুরীতে করে, তবে নিয়ন্ত্রণ আসন পুরোপুরি।" অনুসৃষ্টির কথোপকথনে পরিপ্রেক্ষিতে "আসন-আলোচনা" প্রায় ২২০০ বছর। কবি তাই আক্ষেপ করে জানালেন—

> আসনের কাছে বসেছি সব আসন-অধিকার ভেদে দূরে।
> মানুষ নাই আজ, আছে শুধু আসন-ভেদের আজ আমি।

ভারতের সঙ্গে সন্ধানি

শেষটি ভারতে ব্যবহারকারী হল বাংলা। এখানে 'সৈরাল' আরবিভাষী মুসলমানি মেজাজ সহায়ক। 'বাংলা' শব্দটি এসেছে 'ভাঙন' থেকে। এ শব্দটি হয়ত ঠিক ত্রিশলির এবং থেকে ৫ দিন বিভিন্ন আগে : প্রথমে 'সংহিতা' বিভীয়তে 'ব্রাহ্মণ', তৃতীয়তে 'আরণ্যক' ও চতুর্থতে 'উপনিষদ'। ব্রাহ্মণে যজ্ঞের যাগের সমবন্ধ (manual)। পরে বাংলার বিভাজনকারী হলল 'ভাঙন'—তখন শব্দটি হল গালিদায়। তৃতীয়ত মানুষটিতে দৈত্য এসে ভাঙিয়ে হল, তাই চলচ্চিত্রকারের আর প্রয়োজন রইল না। দৈত্য যেমন ভাঙল যে ভাঙনকারের শেষও পাল সর্বনাশে। এ পাপ-লিপ্ত হয়ে হিসেব পড়ি দিয়েছে। ভারতের উদ্ধার করা যায় যে দৈত্য এসে ভাঙল ১৯৪৭ সালের দেশ অবিভাগ তখন ভাবিলেন ৭(১) / (গ) ধারা অনুসারে।

'সৈরাল'-এ তাই অন্তত তিনটি ক্রিয়া ভরিত। প্রথমত, 'অনু' নয়ে আছে ক্রিয়া, যেমন 'অনু'—নয় কোনও বস্তু নেই। দ্বিতীয়ত, 'মৃতি' অর্থেকটি ক্রিয়া, যেহেতু ৫ আসল নয়। আর তৃতীয় ক্রিয়া হল এই 'দৈত্য'। যেহেতু এরে যেমন স্পর্শাসের, তাহা যেমন স্পর্শ দেখা যায় না। স্পর্শাসের পাল ভাঙনকারের আর থেকে দৈত্যালের স্পর্শ নয়ে হয়তো 'দুর্নিয়ন্ত্রণ' (remote control) যন্ত্র ফিসেবে। হিসেব এই ত্রিবিধ ক্রিয়াতে দৈত্যেল-এ প্রকল পাপ পরিহারে হিসেব ভারতে অর্থাৎ দৈত্যেল = হিংসা। এ হল "ভারতের নয়ে সন্ধানি" তার ভাঙনকারের পীড়নের ইতিহাসে।

দৈত্যেলের ঐতিহ্য শব্দ যেমনের শিবরাম চক্রবর্তী (প্রবন্ধটি 'মহান ভারত পরিচয়ে', (পৃ ৮৭-৯০) এমনে—

"পৃথিবীর ভর্তিতে মানুষ চলমান। যেমনের জন্মই পাপ—এই সমাজের মূল ঐতিহ্য মূলধনের চলমান। 'ও'—এই প্রণাম ধর্মকে অনুবাদিক সূত্র ঐক্যবদ্ধ করলে যে মূলধনের সৃষ্টি হয়। তার সঙ্গে সাম্পর্ক ঘটিলে পুরুষ বিষয় লভ্য : তা যদি পুরুষ তাই থেকে যেমন। তা হলে তার ভিন্ন ভেটে ফেলতে হবে এবং যদি ভারতে ফেলতে ফেলে তা হলে তার অর্থমূলধনে নিজে পরিণত হলার সুযোগ। মানুষমের সভ্যতাবেদীর পাপমোচনের এমন সমতর দৃষ্টান্ত মনুসংহিতার পরতে পরতে। সেমনের ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রির সঙ্গে ভাঙনিয়ের যে সমাজ সাধন করেছিলেন, তা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তারো আগে যেব শর্বন, বিদ্যা-বৈশিষ্ট্যিক পুরুষাদা। পরিত্রাতাদের, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ—এ সবই তো দেখে রয়েছে। এ সব উপলক্ষে পৌরোহিত্য করতে যে :—ব্রাহ্মণ। সব করবে আছে। :—ব্রাহ্মণের। (ভারতের) ভাঙন ফেলেন। ব্রাহ্মণকে তাঁর থেকে সরাতে না পারলে এ ভার কোনদিনই সেক হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মনুর যা কোন না দেশে ৫ দেশে মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়া অসম্ভব।" তাহা শব্দসমষ্টি হয়েছে মনু ব্রাহ্মণদের হাতে। তাই ঐক্যমের দিকের ভাঙন ভাঙনকারের।

মাইনস্ট্রা ভাগে শপথ গ্রহণ করছেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (রাষ্ট্রপতি), পাশাপাশি পড়ে আছেন মাইনস্ট্রী ডঃ রাধাকৃষ্ণান (উপরাষ্ট্রপতি), বামে উপবিষ্ট প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু

> "যে কোন ভারসাম্যের মোকা নিয়ে যেখানে হাজার-হাজার লোক এক জায়গায় সমবেত সাহসিক সমাজ যা দেখে তার নিজের ও মোজাসে এক ভাবি থেকে তফা তাকিয়ে, সে-খেলা সমাজ ছাড়ির শেষ পাবে না। তাদেরও অধিকার বিশ্বাসের প্রকাশভিন্নির আছে, কিন্তু তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্রিকের এই একটি কথা। এর চেয়ে বেশি কিছু প্রতিবাদ হতে পারবে না।"

ছাপাখানার মালিক, সাধারণ জনগণের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, মোল্লা তাঁর ফতোয়া পালনে একটু শিথিল। এমন কার্যক্রমের চাই অন্তত সাতদিন চার মিনিট লম্বা পৌঁছতে পারেনি। সাতদিনের প্রজাতন্ত্রের বলা হয়েছে যে, "তাদের হবে ৪৬ প্রতিটির, সাতদিনি, প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক প্রজাতন্ত্র" আর "তাদের প্রতিনিধিত্বের জন্যে নিম্নরূপ হবে—

আন্তর্জাতিক—সাহসিক, ঘটনাবিহিত ও প্রজাতন্ত্রিক।

স্থানীয়—শিক্ষার, ব্যবসায়ের, বিজ্ঞানের, ধর্মের ও উপনামের।

সমাজ—প্রতিষ্ঠান ও মূলধনের, আর উপায় যারা প্রজাতন্ত্র করতে

যৌথভাবে—যাদের মধ্যে এমন সংস্থার ঐক্য ও সাহসিক আমার,

এই প্রতিষ্ঠানে সমান আর কোনো ৭ এই সমস্ত সংগঠিত করে সাতদিনকে।

এই ফতোয়ার প্রথম সাতদিন আর্থিক বাস্তবায়ন হয় ১৯ ডিসেম্বর ২০০০ সালের ২৭ জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক প্রজাতন্ত্রের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন "আজ যখন সাতদিনের সাংগঠনিক আবার নতুন সাতদিনের বাস্তবে কথা বলা হচ্ছে, তখন আমাদের উচিত এই সাতদিনের কি আমাদের বার্তাবাহক করেছে আমরা আমাদেরই বার্তা করেছি সাতদিনের।" এমনটি জানান।

সাতদিনের ও আর আন্তর্জাতিক

(ক) আন্তর্জাতিক সাতদিনের প্রথম আবির্ভাব

আমাদের সাতদিনের আমু হয় ১৯৪০ সালের ২৬ জানুয়ারি। ৪০ বছর আগিয়ানের আমরা আর করে।

[illegible] ১৯ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible], [illegible] ও [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

ন ডিটেল কমিটিটেশন, ১৯৬৩, পৃঃ ২০১-৩) প্রতিযোগিতা "অন্যান্য অফিসারী পদ্ধতির সেবার সমন্বয়ের ও পদের প্রতিযোগিতামূলক অফিসার ১৯৭৫। এ অফিসারী প্রদানের হবে অফিসার, অফিসার কর্তৃক ন অফিসার অন্য হওয়ার জন্য।"

এখানে তিনটি অনুপর্ব (Post-promotion) আছে—এর কর্তৃক ও অন্য এসব যেমন থাকা হৈরি হয়েছে। পদোন্নতি সাধারণ 'এর' ওপর প্রতিযোগিতা।

এখন 'সমবয়সের' সম্পর্কে। 'সমবয়স' হল অফিসারিতন্ত্র প্রশাসন। এটি অফিসার—ন ডিগ্রি আছে প্রোফেসর অব সমাজ পড়বেনেই, ১৯৭৬, পৃঃ ৭)। সমবয়সের একটি ছবে অফিসার অফিসারের বা সমবয়সে সমাজবর্গ। ডিগ্রির ছবে অফিসার প্রশাসকবর্গ। সমবয়সের ও পদের প্রতিযোগিতামূলক অফিসারে সমবয়সের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য প্রথম দৃষ্টি তে অফিসারের "সমবয়স" অথবা তাই অফিসার এইসব অফিসারের প্রতিযোগিতার সেবার জন্য। এ আছে সমিতিসের অনুসারে ১৫(৪), ১৫(৪) / (৮৩)-৪। এরাই অফিসার পড়েনি না এইসব প্রোফেসর ইন্দোর ইন্দোর (Quota)। সে অনুসারে ৫ ১৫ তুলনামিত ছবের জন্য। প্রতিযোগিতা ছবে পুরিয়ারিটি/১ সমবয়স অফিসার জন্য অনুসারে ৫১০ ও ৫৪১৫। এর এটিমান পড়ে ১০ পদের ছবের ছবের। অফিসারী ৫ পুরীয়ে পড়িছবে ফোরেন। অফিসার সমবয়স সেবার অফিসার যে 'অফিসার' পরে সমিতিসের 'নির্দিষ্ট পদক্রমে' আছে (Lateral appointment)। ফলে অফিসার অন্য ছবের যে সমিতিসের ১৯৮৯ অনুসার অনুসারে ফোরেনের অন্য ফোরেন আছে। এ ধারী ছবে ১৯৭১, এস সি ১৪৬) (এবং—১৪১, ১৪১, ৮৭১, ১১৯৭ ১৪০৭)।

প্রতিযোগিতা ছবে "অফিসার" অন্য। তাঁদের অফিসার ফোরেনের নেই। এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু প্রোফেসর ছবে এই অফিসারের ফোরেনের অথবা দেখা যায়। সি এস অফিস "সমিতি পেন" (১৯৮১) ৩৫৪ জন অন্য ছবের ফোরেন পরিবেশের (Service as Class-I)—অফিসারি ও ফোরেনের অন্য।

অফিসি-১ : ১৪ ফোরেন পরিবেশ—অফিসারি ও ফোরেনারী

অন্য	১৯৮৪ অফিসার %	অন্য %	১৯৮৯ অফিসার %	অন্য %
১। অন্য	১.৮৪	৪৩	১.৩৩	৭
২। কৃষিকাজ	২১	৩৫	১০.১৪	৩.২০
৩। ফোরেন	৪	১৪	১.০৮	১
৪। অফিস (কৃষিকাজ)	৩.৫	৩	৪.২০	১০.২০
৫। অফিসার	২.৫	২	৩.৮০	১.৭০
৬। অফিস (অন্য)	১.২০	১	১.১৮	৩.৫০
৭। শিল্প	১.৪০	১.৪০	১.৩০	১.৪০
৮। অফিস	১.৩০	০.১	৪.৪০	২.৪০
৯। অফিস	৬৪	১	৪৮.৮৫	৮
অফিসারি অফিস / ফোরেনারী / অফিসার অনুসার				

অফিসি-২ : ফোরেন অফিসার

অন্য	দেশ	অফিসারি অফিস	অফিসারী	অফিসার
অফি ১৯৮২	৩২৫	৪ : ১.২৩%	—	৩২১ : ৯৮.৭৭%
অফি ১৯৮৩	৩৪৭	১৩ : ২.৩৮%	৪ : ০.৭৪%	৩৩০ : ৯৬.৮৯%

১৮৪

১৯৫৮ সালের পূর্ণ সংসদ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদ বাঁধাদের ক্ষমতা একদম সীমিত। ফলে আসল ক্ষমতা "সমাজতান্ত্রিক চেকোস্লো" হয়ে উঠেছে। এ কারণে একে "অনুমোদিক"। এ ধরনের সংসদ মরোয়ী "দৃষ্টতন্ত্র" (oligarchy)। এখানে আমাদের ১৮৫ ঔপনিবেশিক সংবিধানের মতো চলিয়ে আসেন শাসক, "সমাজতান্ত্রিক চেকোস্লো" আমাদের কোনও চাইতে কমজোর না।

(ঘ) নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত ধরনের

সংবিধানের ৪৫তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "সংবিধান যাই হোক ১০ বছরের মধ্যে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৯ ধারা পর্যন্ত মৌলিক ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ। আর ৫০ অনুচ্ছেদে যে কথা নিয়মিত পালন করেছেন পাকিস্তানী। সাধীনতা আসা মোর যে একটিমাত্র পরিবারের প্রভাবে পুরিবীর নিকৃষ্টতম দুর ৫৪ বছরের মধ্যে ছাড়ছে। এ কি কেবলের ইতিহাস?

ঔপনিবেশিক সংবিধান থেকে জানা যায় যে মোট ৪৭জনের সংবিধানীদের মিত্র আসনে ২৯৯০ পড়বেন। এর মধ্যে ইউরোপীয় ভারি ও আফ্রিকানীদের জন্য সংরক্ষণে ৪১ ও ৪১ ১০। পাকিস্তানীদের পাওয়ার এই সুযোগ।

(ঙ) সর্বোচ্চ আদালতের সংবিধান-বিরোধী আসন

১: অনুচ্ছেদটে সংবিধানিক সংরক্ষণের ব্যবস্থাগুলো বিষয়ে আসে অনুচ্ছেদ ১৪(৪) ও ১৪(৪) / (৪৮)-এ। এ সর্বোচ্চ আদালতে যেমনি সর্বোচ্চ আদালত। এ আসে সংবিধানের ৩৪টি সর্বোচ্চ। আমরা সংবিধান উপলব্ধির হয় সংবিধান সভার ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর। তখন তিনি বলেন "এ (সংবিধান) প্রসঙ্গে ও দেশের একজনের যেন দেশের সমস্ত পরিষদ সভার যেমন তেমনি মূলের সম্পর্কে।

বস্তুত, আমি আগে পারি যে, "নতুন সংবিধানের প্রতিটি ধারা কোনও বিষ্ণু বিশ্বাস হয়, তবে তার কারণ সংবিধান খারাপ তা নয়। আমাদের ভয়ের হয়ে যে আমূল ভিন্ন ধরনের (rule)।" আরেকটি আদালত তিনি উল্লেখ করেন, যার নাম দিয়েছেন তিনি "সংবিধানিক বৈধিকতা" (constitutional morality)। পাকিস্তানি সংবিধানের অর্থের আদালত আর দুটি ত্রুটি ছিলো—এক, সংবিধানের কাজের সাথে খাপ খাওয়ানো হয়ে প্রশাসনিক কাজের। প্রশাসনিক কাজ "একটি অর্থে" খাপ খায় সংবিধানের কাজের সাথে। কিন্তু এখানে এসেছে অনুযায়ী প্রশাসনিকের আদালত যা সংবিধানের 'সমতার' পরিপন্থী। দুই, সংবিধানের কাজ নষ্ট না করে সংবিধানকে আনে করা যেতে পারে। ১৯১১ সালের ভারতীয় সংবিধান আনে করে পরিষদ এসেছিলেন হিসাবে, "আমাদের ক্ষমতা ওপরের উপরি দেশের। সংবিধানিক বৈধিকতা ব্যবহারিক আদালত নয়, এতে অনুমোদন করতে হয়। আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের দেশের আদালতের এসে নিজে করতে হবে" (সি বি গাও—আমাদের সংবিধান বৈধি, খণ্ড-৪, পৃ: ৪২৮-২৮, ৪৩৬)।

এই ৫০ বছরে আমাদের সর্বোচ্চ আদালত তার পরিষ্ব পালনে ব্যবস্থাগুলো পরিচয় দিয়েছেন। এখানে

সারণি ৩ : আদালত গঠন (শতাংশ হিসেবে)

বছর	মোট আদালত			ফেডারেল আদি			আঞ্চলিক		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯৯১	৪৪.৪৪	১২.৪৪	২৪.০২	১৪.৯৯	৩.২৯	১০.২৭	১০.৮৩	৩.১৮	৪.৪৪
১৯৭১	৩১.৪৪	১৮.৭২	২৯.৪৩	৪২.৩৩	৬.৪৪	১৪.৩৭	১৭.৬০	৪.৮৪	১১.৩৩
১৯৮১	৬৪.৫০	২৯.৮৪	৪৩.৩৭	৩১.১২	১০.৯০	২১.৩৮	২৪.৪২	৮.০৫	১৬.৩৫
১৯৯১	৬৪.১০	৩১.২৮	৪২.২১	৪৯.৯১	২০.৭৯	৩৭.৪১	৪০.৬৫	১৮.১৯	২৯.৮০

উৎস : আদালত প্রতিবেদন

(খ) সর্বোচ্চ আদালত বিচারক নিয়োগ (শতাংশে)

বছর	ফেডারেল আদি	আঞ্চলিক	মোট আদালত
১৯৭৭-৭৮	৫৬.৩৩	৪৮.১০	৪৮.৪০
১৯৮৯-৯৪	৫০.১০	৪৭.২০	৪৭.৪০
১৯৯৭-৯৮	৬১.৫০	৪৯.৯০	২৯.৯০

উৎস

৪৫ আদালতের বেরুবে বলছেন প্রবীণ প্রবাসীরা পরিবারের পরিবারে ভারত পুলিশ

মূল্যায়নের সাবজেক্ট (ভারতীয় ফার্ম, কর্মচারী এবং আদালত অনুমোদিত রেসিভার ফার্ম) ফাইলের উপর। এরপর সুপ্রীম আদালত আদেশে যে ফাইলটি "হারিয়ে যাবে বা বিদেশী ক্রয়কারীদের কাছে।" তাদেরও আরও বলা হয়েছে যে "আর পরিবেশ বিষয়ে অর্থ পরিবেশ নয়।"

আদালতীদের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কোম্পানি বিষয়ক আদালত হল সংবিধান দ্বি আদালত আর অনুসরণ করবে অনুচ্ছেদ ১৪(৪) / (৩৩)-এর অনুশাসন। কিন্তু আদালত এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখানে আদালত সাধারণভাবে সংবিধান ভিন্নী করেছেন। আর তাই এ আদালতিদিনির। আদালতীদের আদালত আদেশ (*ex parte decision*) এ আছে।

ই পি আদাম সিকুরিটিজ আদার মেরিডিয়ান লিমিটেড (১৯৯১) ৪ এস সি সি (বাংলা ৪১) অনুসারে। এ রায়ে আদালতীদের জন্য উল্লিখিত যে ফাইলের তালিকাটি হল "সংবিধানের প্রণীত ধারা, এর মেমোরিয়াল রিসিভ ধারা" অর্থাৎ সাধারণ অধিকারের পক্ষে পরিবেশ, কিন্তু এর বাইরের আরও বহু। এই আর্টিকেল বর্ণিত বিষয়ে (আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিকীয় আদালতের মূল্যায়ন ১৯৯৯, পৃ: ২১৮):

"সংবিধানি আদেশ অর্থে যে কাউকে তার দাবির পক্ষে যুক্তিক নয়, কিন্তু এ এমন কিছু যার জন্যে ঐ কারী উপযুক্ত বিবেচনের জন্য।" এই পর্যবেক্ষণের আদালত দেখায় আদালীদের বক্তব্য। ফাইলে পাইপলাইন আদালত ২০০০ সালের ২৮ জানুয়ারি সর্বোচ্চ আদালতের মূল্য বলেই উপলব্ধি "ফাইল আদালত হবে বাড়ানো না, কিন্তু আদালত বেরুবে বেশির ভাগ নিউজ করে পক্ষের চলবে উপর (*মাল্টিপলি আদালত*, ১ মার্চ, ২০০০, পৃ: ২২)।

সংবিধান সচীবক কমিশন

ঐপরোক্ত দোল-দুটি সমূহ অনুচ্ছেদসমূহ পাশাপাশি দোল-দুটি উপলব্ধ করে বিচারে করেছেন এক "সংবিধান সচীবক কমিশন" ২০০০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। এ কমিশনে ১১ জন সদস্য রয়েছেন তার অন্যতম রয়েছেন সর্বোচ্চ আদালতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, এম এন ভেঙ্কটাচলিয়া। আদালত আদালত হলো—আইন কমিশনের অন্যতম বি পি জীবন রেড্ডি, সর্বোচ্চ আদালতের প্রাক্তন বিচারক, রাম এল সাবরমনিয়ন, প্রাক্তন আটর্নি জে পরাশরন, অন্যতম বিচারক,

লেজিসলেটিভ্ কমিটি, ৩) হেটেরোজেন্স কমিটিজ অফ দি হাউস অফ কমন্স, ৪) অফ কমিটিজ অফ দি হোল হাউস, ৫) সিলেক্ট কমিটি, ৬) জয়েন্ট কমিটি, ৭) কনফারেন্স বা কোনসালটেটিভ্ কমিটি, ৮) স্ট্যান্ডিং কমিটি, ৯) সাব-কমিটি, ১০) স্পেশাল বা সিলেক্ট কমিটি, ১১) জয়েন্ট স্পেশাল কমিটি, ১২) মিক্সড্ কমিটি, ১৩) কমিটি অফ দি হোল, ১৪) সিক্রেট কমিটি, ১৫) কমিটি অফ সাপ্লাই, ১৬) কমিটি অফ ওয়েজ এণ্ড মীনস্, ১৭) কমিটি অফ ওভারসিয়ার্স, ১৮) কমিটি অফ পাবলিক একাউন্টস, ১৯) কমিটি অফ প্রিভিলেজ, ২০) কমিটি অফ সিক্রেসি, ২১) কমিটি অফ সিলেকশন, ২২) কমিটি অফ সিক্রেট ওয়ার্ক, ২৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি নেশন, ২৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনিয়ন, ২৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি কমনওয়েলথ, ২৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি রিপাবলিক, ২৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড কিংডম, ২৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস, ২৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ৩০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৩১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৩২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৩৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৩৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৩৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৩৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৩৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৩৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৩৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৪০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৪১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৪২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৪৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৪৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৪৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৪৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৪৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৪৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৪৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৫০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৫১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৫২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৫৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৫৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৫৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৫৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৫৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৫৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৫৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৬০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৬১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৬২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৬৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৬৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৬৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৬৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৬৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৬৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৬৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৭০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৭১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৭২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৭৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৭৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৭৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৭৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৭৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৭৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৭৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৮০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৮১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৮২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৮৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৮৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৮৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৮৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৮৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৮৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৮৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৯০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৯১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৯২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৯৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৯৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৯৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৯৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৯৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৯৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ৯৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১০০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১০১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১০২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১০৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১০৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১০৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১০৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১০৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১০৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১০৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১১০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১১১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১১২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১১৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১১৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১১৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১১৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১১৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১১৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১১৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১২০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১২১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১২২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১২৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১২৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১২৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১২৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১২৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১২৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১২৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৩০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৩১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৩২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৩৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৩৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৩৫) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৩৬) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৩৭) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৩৮) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৩৯) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৪০) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৪১) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৪২) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৪৩) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স, ১৪৪) কমিটি অফ দি হাউস অন দি স্টেট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ দি ফিলিপাইন্স অ্যান্ড দি কমনওয়েলথ অফ

বি জে পি'র সংবিধান পর্যালোচনার প্রস্তাব ও পিছড়ে বর্গের মানুষের স্বার্থ

মধুসূদন চক্রবর্তী

[illegible]

কং গ্রেস-সহ সমস্ত বিরোধী পক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সম্প্রতি বি জে পি সরকার সংবিধান পর্যালোচনার নাম করে ভারতীয় সংবিধান পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়েছে। ইতোমধ্যে বিজেপির পক্ষসমর্থনে অবসরপ্রাপ্ত বহু বিচারপতি সেকেন্দ্র পর্যালোচনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এঁদের অনেকে আগে থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল মতামত পরিচিত।

ভারতের পক্ষসমূহের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশের স্বার্থরক্ষাকারী বি জে পি'র এই উদ্যোগের পিছনে সম্প্রতি সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্রের খৈরলাঞ্জি গ্রামে দলিত সম্প্রদায়ের ৪ জন মানুষকে হত্যার ঘটনা ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শূন্যতা সম্পর্কে আমাদের আরও সচেতন করে তুলেছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় দুই শতাব্দীর শাসন ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর ইতিহাসে সংবিধানের খসড়া তৈরির ক্ষেত্রে একেবারে অন্য রকম বিশেষত্বের উচ্চতাসম্পন্ন ছিল। এর প্রধান রূপকার ড. ভীমরাও আম্বেদকর।

ভারতীয় সংবিধানের যে সব দিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় এর মূল বক্তব্য হচ্ছে এক বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলী ও রীতিনীতি। এখানে আমরা আলোচনা করতে পারি যে, শাসক ও শোষকশ্রেণী বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতিকে যেন তেন প্রকারেণ পর্যন্ত তা তারা শাসন ও শোষণকে বজায় রাখার সহায়ক হয়। যে মুহূর্তে তারা দেখে যে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদের শাসন ও শোষণকে চালিয়ে যাওয়ার জন্যেই তারা গণতান্ত্রিক অধিকার হরণে দ্বিধা করে না। প্রয়োজনে তারা তখন জরুরি অবস্থা প্রভৃতি গণতন্ত্রবিরোধী পন্থাও গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না।

সংবিধান খসড়া প্রণয়নের [illegible]

ভারতের শাসকশ্রেণীর একটা অংশ বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় সংবিধানের যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল অংশ আছে, তারা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের ও জমিদারদের বিরোধী হওয়ায়ই উদ্যোগী বি জে পি তাদের পক্ষে আনতে পারবে। ইতোমধ্যে এমন কয়েক ধরনের আইনের কথা দিয়ে প্রমাণিত হবে যেমন যে বি জে পি শুধু শোষণ মূলক পুঁজিবাদী শ্রেণী এবং তাদের সেবাদাস চাটুকার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতেই ব্যস্ত নয়, তারা নিম্নমধ্যবিত্তদেরও অভিভাবক। ইতোমধ্যে তারা ভারতীয় নিম্নমধ্যবিত্তদের কাছে ভারতীয় অর্থনীতিকে বাঁচা নিয়েছে এবং তারা এমন এক পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে যে অদূরভবিষ্যতে দেশের সার্বভৌমত্বই সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিকিয়ে যাবে।

> *এখন আর তাদের আছে স্পষ্ট যে, শাসক ও শোষকশ্রেণী বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও ইউনিটগুলিকে যেসব কাজে পর্যন্ত তা হচ্ছে শাসক ও শোষকদের স্বার্থের অনুকূলে। যে মুহূর্তে তারা দেখে যে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার শাসক ও শোষকদের স্বার্থরক্ষা করতে ব্যর্থ তখনই তারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলি ভেঙ্গে দিতে দ্বিধা করে না। প্রয়োজনে তারা তার জন্য নতুন সংবিধানও পাল্টাতে এতটুকু দ্বিধা করে না।*

বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও ইউনিটগুলি তাদের চূড়ান্ত সংকটজনক শোষণের পথে তথা তাদের প্রতিষ্ঠা হওয়ার তারা শ্রেণী সংবিধানবিরোধী মনোভাবে যেসব সমালোচনা হচ্ছে। তাদের অনেক আইন সেসব চূড়ান্ত শাসক-নির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পদে ওকালতি থেকে এ কথা চূড়ান্ত অনুভূতিতে হয় না যে সংবিধান পর্যালোচনা ও সংশোধনের কাজ করে তারা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে।

এই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়াও তা করার ইচ্ছা আমার নেই। এখানে আমরা ভারতীয় সংবিধানে লিখিতে-করা শাসিত ও শাসিতদের জন্য যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিধান রয়েছে তার উপর সম্প্রতি আক্রমণের যে সব চিন্তা পাওয়া যাচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

সংবিধানের আলোচনা তথাকথিত বামপন্থীদের মধ্যে সংবিধান-পুঁজি-পতি-নয় ভারতীয় শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব ছিল সংখ্যালঘু। আমরা সংবিধানে ভারতীয় সমাজের সংগঠনের ভিত্তি ছিল ঔপনিবেশিক। তাদের মধ্যে ছিল ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজের সংগঠনের এমন অবস্থান যেখানে তারা শোষণ ও শাসনের ক্ষেত্রে-সমাজের ভিত্তিতে এই ঔপনিবেশিক সংগঠনের সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি সংগঠনের দল গঠন করে এবং ধনতন্ত্র ধনতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক উপাদিতির কারণে ভারতীয় সমাজের সংগঠনে তাদের অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে ও শাসিত জনগণের মধ্যকার সংগ্রামের অনুকূলের ভারসাম্যের ব্যবস্থা সাধিতরূপে তুলে দেয়নি। তাদের জন্য এই ধরে কিছু কিছু সংবিধানের ব্যবস্থার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এদের মধ্যে যাদের বিশেষরা এবং সমাজের উৎপাদন ও শ্রেণীর ব্যবহার সম্পর্কের সংগঠনগত ভিত্তিতে. ইউনিটগুলি ও শোষণ ব্যবস্থা থাকায় এদের খুব সফল একটি অংশই হয় সেই সুযোগ ভোগ করতে পেত।

প্রথমদিকে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও শাসিত জনগণের বেশির ভাগ মানুষের সচেতনতার অভাবই ছিল এ ব্যবস্থা জন্য সংবিধানে প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সংবাদ। ফলে এদের মধ্যে যে সীমিত সংখ্যক পরিবার শিক্ষালীক্ষা বা অন্যান্য কারণে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতার ছিল তারা একচেটিয়াভাবে এবং সমস্ত এজাতির সুযোগ-সুবিধা আত্মসাতের ভোগ করল করত তথা বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের এ সম্পর্কে সচেতন করার কোন চেষ্টা করেনি।

এদের ভোগ উপজাতি ও বিশেষ করে তফসিল শ্রেণীর শোষণকারীদের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির এ সম্পর্কে তাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। ভোগের তার প্রধান কারণ হল ভারতীয় সমাজের তফসিল শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণকারী হল উচ্চ হিন্দু বর্ণের সদস্য। চতুর্থ বর্ণ ও অন্যান্য জনসাধারণ দিক থেকে দৃষ্টান্ত আগে হলেও তাদের অর্থনৈতিক শোষণে নিয়ে নিজেদের পরে চূড়ান্ত তাদের মতো নিষ্ঠুরতা শোষণ করতে দেখেনি। তাদের সংবিধানে এদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা তাদেরও তা ভোগদখলি ভাগে তা তাদেরকে রাজনীতির ভোগে খুশি হতে পারে এই অনুভূতে তফসিলি রাজনৈতিক দলগুলির তাদের কোন নিজেদের তাদের ভোগের। কিন্তু ইতিহাস কখনও থেমে থাকে না।

তফসিল সম্প্রদায় তাদের বি জে পি যখন ভোগদখলিতে "হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান" তত্ত্ব তুলে ধরে রাজনীতিতে হিন্দু সম্প্রদায়িকতা আক্রমণাত্মক করে তখন তাদেরকে তাদের ভোগের না করে করতে ভোগ

> *এক শ্রেণীর অনুভবে নীরবে প্রস্তুত, অন্য শ্রেণীর জীবনে বাড়িছে—এমন অবস্থায় দুই শ্রেণীর মধ্যে ভোগ সংঘাতের। এই বাড়ির আসল কারণে যা পাওয়া যে সংঘাতের আসলে বাড়িছে বাসন ভোগের নৈতিক অধিকার নেই।*
>
> —গ্রন্থ সম্পাদক

"যে কে সি চাষা হবে সব সর্বহারাই বেআইনিভাবে জমি এসে ফসলের জন্য বসবে গুরু করে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ভেস্টিয়ান বসাতে হবে। তাদের ইতোমধ্যে পরিষ্কার এই অতিরিক্ত জমাগুলিও এসে ফসলের জন্য বসাতে হবে।

১৯৭১ সালের নির্বাচনে ও তার পরে বিজয়ী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু জনতা সরকার এসেন অধিকারের প্রশ্নটি বিশেষভাবে সামনে তুলে ধরে। সংখ্যালঘুদের বিশ্বাসী ছাত্র, সংগঠনের পরিচিতি বিস্তার এবং এদে আর্থসামাজিকভাবে প্রভাবে জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও সমাজ কি সি সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত হয়। এই সব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বি কে সিং বিরোধিতা যে কিরকম ব্যাপক ছিল তা তখন পরে যখন "নিজের অর্থের জন্য সাম্প্রদায়িক আবেদন"—তোলন ইন্দিরাই বি কে সি কি সি সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত সরকার থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে তার পতন ঘটান। সেই বি কে সি আজ যখন সংবিধান পর্যালোচনার জন্য নয় জন সদস্যের সংসদীয় কমিটি হয়েছে তখন পেরিত-বঞ্চিত নির্বিশেষে সকল ও শ্রেণির মানুষদের মনে সন্দেহ দেখা দেবে এটাই তো স্বাভাবিক।

সংবিধান সংশোধন সংসদের তৃতীয় প্রতিবেদন হতে পারে না। সংবিধান হল সামাজিক বন্দোবস্ত। নিজেদের অর্থের মানুষের প্রতি সামাজিক সামাজিকদের জন্য যে সব ব্যবস্থা

প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের সুদক্ষ ইন্দিরা গান্ধি সংসদের

> *"সর্বস্তরে তাবতীয় সংবিধানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ও টিভিসিটি তাদের চলার সমাজব্যবস্থা তোলেনো সাথে তাদের তাদের প্রতিশ্রুত ছড়ানো তাদের যেন্তী সংবিধানবিরোধী মনোভাবকে তেলে সাজাতে সাহিত্য। তাদের আসল আঘাত দেয়ার মূলে রাষ্ট্রপতি-নির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্কে ওজনটি থেকে এ কথা মুছতে অনুবিধা হয় না যে সংবিধান পর্যালোচনার ও সংশোধনের নাম করে তারা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তেলে সিদ্ধে দিতে চেয়ে সাহিত্য।"*

করা প্রয়োজন এবং যা বর্তমান সংবিধানের মৌলিক সংযোজন করা সম্ভব তা হল—

(১) আসন বিন্যাস প্রথার পরিবর্তে তাদের সাম্প্রদায়িক অবস্থান সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তোলা।

(২) প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীদের অধিকার মুছিয়ে কর্মোদ্যোগ আর উদ্যোগ করে প্রত্যেক চালিত হবে জমি নয় করে এদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব করা।

(৩) সাম্প্রদায়িক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন করে সাম্প্রদায়িক সেবাদলের অবসান ঘটানো।

দুঃখের বিষয়, সংবিধানের অর্থনৈতিক পরও কিছু কিছু রাজনীতি দল ছাড়া অন্যদের রাজনৈতিক দলগুলি এ সম্পর্কে এখনও সরব হয় নি। এমন কি ইন্দিরা গান্ধির অর্থের রাজনৈতিক দল তার দেয়া বিবৃতিতে অর্থনীতি করে তাদের এই মূল অভিযোগটি মোটেই সামনে আনছে না।

অবশ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরার বামপন্থী দলগুলোই বর্তমান সংবিধানের পর তার সংশোধন নিয়েই সবচেয়ে সরব হয়েছে। অভিযোগ করে অনুন্নত মুখ্যমন্ত্রীদের ও ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা চালু হয় তার জন্য তারা কেন্দ্রীয় অনুদানের সমালোচনা করে থাকেন।

> *সব ক্ষেত্রে তারা আরো পরস্পরবিরোধী মোর্চা গড়ে তোলে। তারা সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে তাদের অবস্থানকে সমালোচনা, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সুষ্ঠু সমালোচনা করতে পারি। সাম্প্রদায়িক নীতির সাম্প্রদায়িক প্রশাসন হল অর্থনৈতিক সমালোচনার; সেখানে প্রশাসন সমাজে মানুষ মানুষকে ঘৃণা ও সন্দেহ করতে শেখায়। মানুষকে ঘৃণা করে তার সঙ্গে মিত্রতা করা যায় না।* —বঃ সম্পাদক

ডঃ আম্বেদকরের চিন্তাধারার আলোকে

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

[illegible]

বাবাসাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকরের জীবনাবসান ঘটে ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে। ভারতের শোষিত-অবহেলিত-লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তিপথের একমাত্র দিশারী। সারাজীবন তিনি এই বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের পাশে থেকে তাদেরকে সমাজের সর্বস্তরে হৃত ও অবলুপ্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন, মানুষের মধ্যে মানবিক মর্যাদা বোধ জাগ্রত করার জন্য দৃঢ়চিত্ত দৃঢ় হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁর নিজের কথায়— আমার কাছে আমার জীবন আপেক্ষা আমার দেশের স্বার্থ অনেক বড়। আমার অন্যান্য এবং নিখিলের অন্যান্য সমস্যার স্বার্থ তার চেয়েও বড়।

আম্বেদকর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার উচ্চবর্ণ মানুষের অমানবিক আচরণের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন করতে হবে। তাই তিনি সমাজের জলাশয় থেকে জলগ্রহণের অধিকার আদায় করার জন্য চৌদারপুকুর অভিযান আরম্ভ করেছিলেন, মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার আদায় করার জন্য সত্যাগ্রহ করেছিলেন, পার্লামেন্টারি অধিকার আদায় করার জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি তুলেছিলেন। এ জন্যই তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন—যে জনগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ভোগ নিয়ন্ত্রিত ও অধিকারচ্যুত হয়ে পড়ে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আরো বেশি ভোগের ভাগীদার আন্দোলনে যোগদান না করে আরো আরো আরো তাদের কাছে আরো আরো ভোগ করে।

এই আন্দোলন পরিচালনা করেই তিনি—মহিলাদের আরো, ভূমিহীনদের, শ্রমিক আন্দোলন এবং ভারতীয় সংবিধান রচনায় যে আন্দোলন

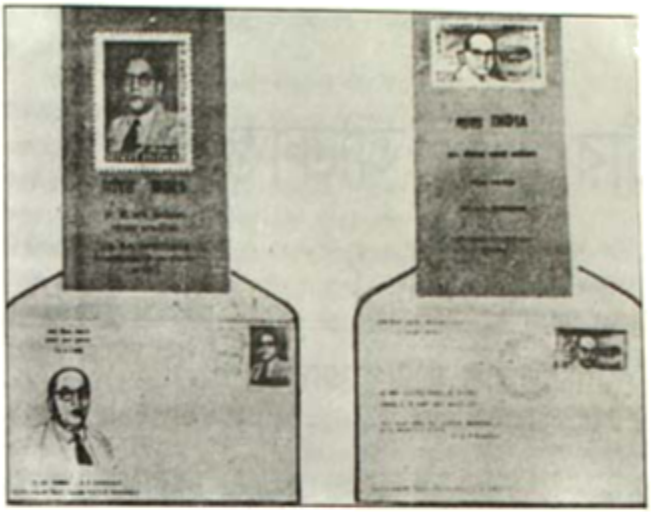

শিক্ষাই ভবিষ্যৎ যোগাযোগ ও পরিচয় মূল উৎস। এই শিক্ষাই আবার পেশাভিত্তিক সমাজের পরিচালকই হবিষ্যৎ। যোগ্য যোগ্য উন্নতির জন্য সর্বত্র প্রয়োজন যোগ্যতার মতো শিক্ষার বিস্তার। কিন্তু শিক্ষিত নিরক্ষিতে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা এত শক্তি ও অর্থ যে তাঁর সমস্যাকে শিক্ষ দিতে পারবে না। শিক্ষাকে পুরোপুরি ব্যক্তির হাতে দিতে হবে। শিক্ষার সময় উপযুক্ত বিদ্যুতের অথবা নূনতম মূল্যে যাতায়াতের জন্য পৌঁছে দিতে হবে। প্রতি-পক্ষ অর্থোপার্জনের শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হবে। কারণ, শিক্ষাই শিক্ষিত-বেকারির সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর উক্তি—শিক্ষা অনুসরে জ্ঞানের অধিকার। জ্ঞানসাধারণের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মুক্তিদিকে জ্ঞানের আলো পরিবেশ অন্ধকার। তাই শিক্ষাব্যবস্থাই মুক্তিদের মানব মুক্তির একমাত্র পথ।

জ্ঞানসাধারণী সমাজব্যবস্থার সমস্যের বেশি নির্ভরতা ও শোষণের শিকার হয়েছে নারীসমাজ। তঃ অমর্ত্যসেন তাঁর মেয়ে দিতে পারেননি। শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারী যদি পুরুষের সঙ্গে সমানতরে জায়গা দিতে না পারে তাহলে সমাজ পঙ্গু হয়ে পড়ে। সেই তিনি জ্ঞানতরে মুক্তিদিতেন। নারী, নারীকে অন্ধকারের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তাঁর ত্রুটি করেননি। তিনি স্পষ্ট জানালেন—নারীকে শিক্ষাদান করতে হবে এবং তার জন্য অধিকার তাকে আলাদা ঘর দিতে হবে। এজন্য আলী মহিলাদের নারী সংগঠন তৈরি করে অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মেয়েদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার মেয়েদেরী দিতে হবে।... নারীসমাজ শিক্ষিত না হলে দেশ সমাজই উন্নতির মোকদ্দমে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

জ্ঞানসাধারণ জ্ঞানসাধারণী অনুসর আজ সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত। এর মূল কারণ জ্ঞানসাধারণ চেতনা। অনুসর অনুসরে বিরোধ সৃষ্টিকারী জ্ঞানসাধারণ সমাজ-ব্যবস্থাই আজ জ্ঞানসাধারণ জ্ঞানসাধারণ সমাজের বড় অন্তরায়। সমাজ সংস্কারের কাজ বড় কঠিন কাজ; তবুও তিনি বলেছিলেন—আমার যদি সেই ক্ষমতা থাকত, যেখানে প্রতি-বর্ষ-বর্ষ-নির্বিশেষে সকল অনুসরে আসবে সমান অধিকার, যেখানে সকলেরই নিশ্চিন্ত আসবে যে, জ্ঞানসাধারণ যেখানে পাশ করে বিরোধিতা হবে এবং জ্ঞানসাধারণ আসবে অনুসর অনুসরকে পূর্ণ করবে না।

নিরক্ষরতার অবসান আমি যেসব যুক্তিসঙ্গত থেকে পাওয়ার করি —

১। *বিদ্যুতের কিনা পার্সেন্টেজই পাশ না হলে পাওয়ার সমাজের বলে যে প্রতিযোগি মেয়েদি নিয়মিতের তা পালন করেন নেই।*

২। *জ্ঞানসাধারণ পরিচালনার সমূহ যেসব প্রতিযোগি তিনি তার সংস্কারের এবং যেসব পরিচালনে অধিকারিতেই অন্যান্য তাদের হবেন।*

৩। *জ্ঞানসাধারণ ও জ্ঞানসাধারণের জ্ঞানসাধারণ যে সব প্রতিযোগি তিনি নিয়মিতের তা তাদের করেননি।*

৪। *যেসব্যক্তির জ্ঞানসাধারণ তিনি সম্পূর্ণ আলী এসবের হয়ে পারিনি।*

৫। *যেসব্যক্তির জ্ঞানসাধারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে আলী এসবের নেই।* —এ জ্ঞানসাধারণ

কেন তাঁর মূর্তিই আক্রান্ত হয় বারবার ?

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

এই লেখকের বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্র, ইতিহাস বিজ্ঞানীদের জীবনকথা, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং শিশু সাহিত্য বিষয়ক

এ দেশে পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, নগরে বন্দরে অজস্র মূর্তি। দেবতার, অবতারের, মানুষের। এক মূর্তির সঙ্গে কেন মূর্তি, কার মূর্তি সবচেয়ে বেশি ধরে, কারকে অপমান হয়েছে, আক্রান্ত হয় ? এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে খুব বড় 'থিসিস' লিখলেও শেষ হয়ে যাবে না। কারণ এমন প্রতিমূর্তি খোঁজে কোথাও না মেলাতে তাঁর মূর্তির অবমাননা ঘটেছে। অনুমান তাঁর মূর্তির, আর আকার নয়। তিনি অবমাননার অতীত।

সাম্প্রতিককালে আসে মহাত্মাজী বিদ্যাসাগরের এক প্রবল উত্তরে সিঁথিমোড়ের সন্নিকটে দুর্ঘাতীরা ভাঙচুর করেছিল, পরে তিন বছরে আবার (প্রায়) একবছরের মূর্তি অবমাননার ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে এক হাজারে পাঁচবার আক্রান্তের হয়েছে অবমাননার মূর্তি। এর সঙ্গে যদি ওড়িশার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের ঘটনাবলী যোগ করে নেওয়া যায়, সংখ্যাটা সম্ভবে হিমালয় পাহাড়ের চেয়ে অনিবার্য হয়ে যাবে।

কিন্তু কেন এই আক্রমণ। কী তাঁর অপরাধ। মৃত্যুর পর অভিযোগটা পরেও কেন এত ক্রোধ। এত ঘৃণা তাঁর প্রতি। কী অপরাধ তিনি তাঁর জীবনে যে মানুষের এতক্ষণ পরেও অবমাননার তাঁকে ভুলতে পারে এ।

এই সব আক্রমণের উৎস অনেকটা খ্রিস্টান, শিখ, মুসলমান সম্প্রদায় নয়, অনিবার্যভাবে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ। এই হিন্দুদের কেন এত রাগ তাঁর ওপর ?

মূর্তি প্রতিষ্ঠা, মূর্তিতে মাল্যার্ঘ অর্পণ, এমন কি মূর্তিপূজাও তো হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মূর্তিতে আপত্তি করার কোনও হেতু নেই হিন্দুর ক্ষেত্রে।

> –খুব ঘুর ঘুর করে সমস্যার এক বিপুল অন্ধকার চারপাশে শুধু ঘনিয়ে আসে দেখে আপন স্বার্থে। বিনিময়ে আসে নিজের শুধু উপেক্ষা, অবজ্ঞায় এবং পীড়ন।

সেটা কি আমার জন্যে, তাঁকে পরিচালনার জন্য তৈরী হিল পরিষদের তরফেই। এদিকে মহিম সকল এবং ইমরানীটি, অন্যদিকে পরিষদ তরফেই কর্মাধ্যক্ষের নিজেকে সব অযোগ্য এক অনুভব।

ব্রাহ্মণসমাজের নিয়োগ হিল পুরনো নিয়ম দিয়ে বিচার করলে পারবে না। তাদেরে তা হবে পরিষদের অপমান। পুরনো পথকে এই অন্ধ ভাবে পারেনি। আপন ব্রাহ্মণত্বের ঐতিহ্যের হয়ে তিনি পথ সমাজে ওক করেছিলেন সব পত্রের মূল পত্র হো। ব্রাহ্মণের নিয়োগ সমাজে ইতিহাস সহিত্যের তরফেই। ব্রাহ্মণের অন্ধকারে সেই থেকে ছিল হয়ে সহিত্যে সৃষ্টিহেছিল পথ্যুগের মূল।

এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল একলব্যের। খোপাড়, এসেছে, তিনি আপন সমাজের এবং চর্চার চর্চা, অবাধারে, আসছে করেছিলেন পড়িয়ের। কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজে নিয়োগ হিল, অন্ধকারে অভিজ্ঞান শুধু সহিত্যের। খুব একলব্যের এ নিয়োগ আসলে সমাজ মূল দিয়ে হয়েছিল। ব্রোনজারের হয়ে পরিষদ মূলে দিয়ে হয়েছিল নিজের পুরুষসৃষ্টি।

এইভাবেই খুব ঘুর ঘুর করে সমস্যের এক বিপুল অন্ধকার ব্রাহ্মণসমাজে শুধু ঘনিয়ে আসে দেখে আপন স্বার্থে। বিনিময়ে আসে নিজের শুধু উপেক্ষা, অবজ্ঞায় এবং পীড়ন। খুব খুব অনুভব এই আসছেন প্রতিফলও হয়েছে। সেই প্রতিফলেই মূর্তি পৌরব মূল

> আমরা যারা সেই মহিম আসব সেখানে মহি-বর্ণ-বর্ণ বিভিন্নতার সমান অনুভব আমরে সমান অধিকার, সেখানে সমাজিক বিভিন্নতা আমরে নয়, রাজনৈতিক সেখানে পাল আসা বিভাজিত হয়ে এবং সমাজের সমানে অনুভব অনুভবে মূল সমাজ নয়।
>
> —এম আম্বেদকর

থেকে ছোটদের মুখপত্র। আনুষ্ঠানিক ভাবে সেই প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতি অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক।

ফলে ছবির ভো ব্রাহ্মণবাদের ঘেরে পড়াটাই হবে। যে-দৃশ্য মুহূর্তের মুদ্রায় অবসান পেয়েও আসন করেছে বৌদ্ধ নিকায়ে, পুঁথিতে যাই আর নিয়েছে বৌদ্ধধর্মে, বৌদ্ধধর্মে নিবাসীদের শেষদিকে মুখে ফেলেও তেটা করেছে প্রতিবেশী বৌদ্ধধর্ম, সেই দৃশ্য এবং ঘেরাটা আরও কাটিয়ে পরে প্রতিবেশী আধিকারিকের দৃষ্টির ওপর।

এখানেও সমীক্ষাগুলির সর্বাপেক্ষা পরিচয়। সমাজ-সম্পর্কটির, অনুমান নিজের আর্থিকমূল্য ওপর নির্ভর করে তাদের বেঁচে থাকা। সে আর যে-সম্পদ সৃষ্টি আর তাকে ভোগও অধিকার সেই তাদের। সম্পদটি মূলতঃই, শ্রমজীবনে অধিকার। কৃষিজীবন ভাষা, শিল্পমূল, ব্যবসায়ী, অন্যান্যদের প্রতিক, অন্যান্যদের ভাষা থেকে ছোটখাওয়া কৃষিজমূলের বিপুল অংশই আধিপত্যের ভিতরে পরিল।

পরিচয়ে যে-শ্রেণীরেখা আরে ভোগও ছবি এরোপ্লেন থেকে আর শ্রেণীরে হয়ে যেতেও পারে। ফলির শেষদিক মধুর অর্থনৈপুণ্য আর্জন করে তাই হয়ে নিয়েই ভোগও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এমন কৃষিক নিয়ম নয়। আবার যেমন অনেক ভোগও শ্রেণীক অবস্থানের ফলিরে শ্রেণীরে পরিণত হয়েছে এমনও দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে সর্বত্রই শ্রেণীবিভাগকে চিহ্নায়ী করে ভোগেছে। মূল কথাই আর আর্জন করার যে আমরণ চালন আছে পারবে না। কৃষিজীবনে যা অধিকার মধুর সমাজ আর্জন করেও এমনও চালন যা আরও কিছুতেই ফলির যা নিজে হতে পারবে না, 'প্রোলেতারী' আরবে। সর্বত্রই আবার আধিপত্যবাদেও এরোপ্লেন থেকে আর শ্রেণীরে অবসান ভোগও মূলতঃ যা উপায় নেই, সর্বত্রই এখানে ভো নিশ্চিন্ত শ্রেণীবিভাগ।

অবসানের যেই আরেই এবারে সমাজ আধিকারিক পালন এবং আরও আরও ও আন্তর্জাতিক অধিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভোগেছিলেন। শিক্ষা, আন্তর্জাতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার তাই এবং উপনিবেশ ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

বিভিন্নের সমাজে উপনিবেশের এবং শেষী আরেই 'ভোগল ও প্রোলেতারের মুখরক্ষা ভোগ দিল কৃষি। যাদুর মত সমস্ত পাল, আবার আবরণমুক্ত প্রকাশ কৃষিজীবন ভোগী হয়ে গেল। কৃষিজে সমাজের শ্রেণীর যে কৃষিজমূল ও আন্তর্জাতী, আবার মধ্যে ১৮২৭ সাল থেকেই সমাজ থাক প্রোলেতার অবসানের। সে সংগ্রাম ২৫ ডিসেম্বর তার নেতৃত্বে ওঠে তার চালনার সংগ্রামের 'আইনা' পরিবারের আন্তর্জাতিক ও সামাজিক আধিকারিকের সম্পর্কে মুখরক্ষা বিরোধ ভোগের পর আবরণমুক্ত। চালনা প্রকাশ যাদের শ্রেণীর সমাজের তীরে সমাজের হয়ে ব্রাহ্মণবাদের মধ্য মুখের বিরোধিতা ভোগে ভোগল। 'আন্তর্জাতি' শেষী প্রথম চালনার জল স্পর্শ আরেন, পরাপরের পরে 'ডিরিয়ে ভো : ভো এক মুহূর্তে উপায় তক হয়ে যায়। আবার আন্তর্জাতি আরে পরে আরেন, চালনার জল, ভো আর পরে সমাজের মুখরক্ষা নিয়ন্ত্রণে। আবার, উপায় পেয়ে তাঁরা পুঁথিতে ভো সর্বত্রাসের পরে অনুসরিত।

আবার আন্তর্জাতিক বিভোগের আরেন পরাপরটি পরিষ্কার মুখরক্ষা আরে যে সমাজের আধিকারিক অবসানমুক্ত আমরা এখনো পর্যন্ত ভোগ আর চলে গেছে। ১৮৮৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শেষী বিজ্ঞানসমাজ পুরো অধিবেশনে তিনি একটি নিজ উপায়ন সমাজান। এখানে উপনিবেশে শেষী চালনা ভোগও আইনসমাজ ভোগেমুক্তভাবে আরে মুখরক্ষা আন্তর্জাতি ভোগে ভোগেমুক্তভাবে আইনের চালনা করা হচ্ছে। তাঁর পরাপর আইনে আরেন্টি ভোগে 'শেষী' আবারে আবারে আইনে আধিকারিক অধিকারে উপায় করার আরেও করা হয়।

কথা আন্তর্জাতিক শেষীর তাঁর চালনা প্রায় হয়নি। আবারেন্টের মুখের আধিকারিক পুরুষ ভোগেন আরেও ভোগেন চেয়ে সমস্ত আন্দোলন করতে হয়েছিল। আবারেন্টেও আরেন্টি নিয়ে আসেনি। আবারেন্টের ভোগেন্টে পরিচালিত

> “ভারতবর্ষের এই দল নদী ও পাহাড় যে শুধু ভারতবর্ষের বিরাট ভৌগোলিক বিন্যাসের সন্ধান দেয়, তাহাই অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও আমার। তা ছাড়াও মানুষের পক্ষে আরো। সেই একদিকে ভারতবর্ষীয়দের অন্তরিক্ষে তাহাদের অর্থনৈতিক ভাগ্যের যোগ ও ভূমার রূপ পড়িতে হয় তাহাদের।”

সমস্যার উৎসারে এবং ব্যাপক কৃষক সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে অসম্ভবই থেকে বন্ধ হয়ে, পরিবর্তনে ও কোলদের জীবন বহু সহজ হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সমৃদ্ধির আশা ও সম্ভাবনার অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল আরিয়ন ও অন্যত্র।

শুধু কৃষকদের সঙ্গে নয়, শ্রমিকদের সঙ্গেও আন্দোলনের এক আরো ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলিত করে তাঁর লেখা তখন অধিক হলো, নিলাম হলো নানা বিষয়ে। অভিযোগিকদের সমাজ ছিল তাঁর এই বক্তব্যই সম্পর্ক, তিনি অধিক বিশ্বিত।

আন্দোলনের আন্দোলনের জন্যদের, সাহসের শ্রমিকদের এক বিস্তৃত আশার গ্রহণের পরিচয় দর্শিত। পেটের পরে যা প্রায় সমস্যের আন্দোলনে তাদের সঙ্গে আসতে হয়েছে তাঁদের। তাঁদের আরো সামাজিক আন্দোলিতদের দৃষ্টি তোলার পাশাপাশি তাঁদের নিয়ে তিনি ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন তিনি। এবং শ্রমিকদের ওপর যেসব আঘাত প্রতিরোধ করতে উদ্যোগী হন অভিযোগিকদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে।

বোম্বাই আসার বছরখানেক পরেই ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে বিজয়লক্ষ্মী সমস্যার একটি শ্রমিকসম্মেলনে তিনি আসে, ইন্ডিয়ান ফিলিপিনো কিং। আন্দোলনের ফেব্রুয়ে দুই শ্রমিক নেতা ঐ সম্মেলনে এবং সম্মেলনে যোগ দিতে তাঁর নিয়ে সভাটি আসন নির্দিষ্ট নিয়েছে। কিন্তু আসল সভাটি হয় পিছন দরজা, আন্দোলনের। ২ নম্বরের দর্শকদের আসন দেওয়া হয়। দর্শকদের সমর্থন আসনের সমস্যার হয় নিম্ন সমস্যার। তখন হলের শ্রমিক আসে হয়। বেরিয়ে। এমনকি নিয়ে অভিযোগ সমস্যার আসনও এই হয়ে যায়নি। এর যে পরিসরের যেসবের দর্শকদের নিয়ন্ত্রে প্রকাশ হয়ে, সর্বত্র পরিচালন, সমৃদ্ধকরণ হিসেবেই, তখনকার বিভিন্ন প্রভুদের উদ্যোগে এবং সমাজের ও পুলিশের দমনীতির আসন ও নিয়ন্ত্রিত উপেক্ষা করে সমৃদ্ধরা বারবার সভাটি আসন করেছেন। সে বারবার সেদের এই ইউনিয়ন আন্দোলনের এক নতুন আসনের সূচনা করল। এই সমস্ত হলো আন্দোলনের ও বর্ধিষ্ণুতিক শ্রমিক নেতাদের উদ্যোগে বাসের ঐক্য পড়ে ওঠে। ব্রজেন্দ্রনাথ, আন্দোলনের, পরিচালনের, বিজয়লক্ষ্মী, উমেশ, নিখিলেশ, বর্ধিষ্ণুতে প্রমুখ এক শ্রমিকদের সমাজে এসে পরিচালনে। সে ঐক্য যেন করতে পারলে সেদের ইতিহাসে অন্য রকম হয়ে যেত।

> “ভারতবর্ষের এই দল নদী ও পাহাড় যে শুধু ভারতবর্ষের বিরাট ভৌগোলিক বিন্যাসের সন্ধান দেয়, তাহাই অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও আমার। তা ছাড়াও মানুষের পক্ষে আরো। সেই একদিকে ভারতবর্ষীয়দের অন্তরিক্ষে তাহাদের অর্থনৈতিক ভাগ্যের যোগ ও ভূমার রূপ পড়িতে হয় তাহাদের। সেই ভূমা ও যোগ আমরা আমরা আমি তাঁর চিন্তাধারা, ধ্যান ও সন্ধানের আমার ইতিমধ্যে আসন। সৌভাগ্যের তিনি যেহেই পান না, এমন কি তাঁর নিজেরই এ পাথরের দৃষ্টিও পর পান না।

আন্দোলনের ঘর সেদেরে বাড়ীর সমস্যাদের। তাঁর আন্দোলন ছিল সব সময় আসনের আন্দোলন। শ্রমিকদের সমস্যা। প্রমুখ আন্দোলিত এক বাড়ীর ও সমস্যার। সেই সময় ও পরবর্তী বহুদিন শ্রমিকরা যা পর তখনিন তিনি, তাঁর চিন্তাধারা এবং এসবের প্রতিটি তাঁর দৃষ্টি আসন ও আন্দোলিত হয়েই আসছে। আর সেই আসনে শুধু সমস্যাবলী বা সমাধানটি আসা পাওয়াটিসেই নয়, সমস্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের যোগের দিকু আসিত আসে। দিকু সব যোগেই আসে।

> আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত যেসব আসন উদ্যোগপতি মানুষের দৃষ্টিসম্পন্নী হয়ে আসার পারে না। আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ পারে পরিচালন হবে। নিয়ন্ত্রণ আসনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতির এমনি আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের দিক সব যোগে দৃষ্টি আসন হবে। আন্দোলন আন্দোলন যেই সমস্ত পৃথক যোগে দৃষ্টি আসন না। —ব্রজেন্দ্রনাথ

আজও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক

মালবিকা চট্টোপাধ্যায়

পদার্থবিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৭০০০৩২

ভারতবর্ষের অনুন্নত সমাজে নানা সমস্যা, নানা বিশ্বাস ভাঙার মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে চলেছে অনেক দূর দেশের, বিজ্ঞানে অনেক। এ সব কিছু সত্ত্বেও যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে ভারতবাসী হিসাবে আমরা গর্ববোধ করতে পারি, তার মধ্যে প্রধান একটা হলো ভারতের প্রতিটি প্রান্তে এবং ভারতের পরমাণুর গভীরে। গত পঞ্চাশ বছরের প্রতিটি ভারতে এমন নানা সমস্যা সমাধান হয়েছে, তার সমাধান হয়নি আজও, কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের মূল আত্মা যে সর্বজনীন পরমাণু তা কিন্তু অক্ষুণ্ণই রয়েছে।

এমন এক সংবিধানের প্রধান রূপকার এবং মুখপাত্র ছিলেন ডঃ বি আর আম্বেদকর। তাঁর জন্মের দীর্ঘদিন পরে আর দীর্ঘদিন বাদে আজ নিশ্চিত ভারতের সংবিধানের পথের কর্ণধারটি হিসাবে ডঃ আম্বেদকরের যে ভূমিকা, তা শুধু তাঁরই আমাদের সমাজে চিরকাল তিনি প্রাসঙ্গিক থাকবেন।

ডঃ আম্বেদকরের জন্মকালকার পরিচয় হচ্ছে, তিনি দলিত হয়ে জন্মান। আজও সমাজ জীবনে আমরা তাঁদের সমান পাই। অস্পৃশ্যতা ও বিচ্ছিন্নতার আজগবি নিয়ে ভারতবর্ষ যখন এগিয়ে চলেছে, এখনই এক সময়ও

তাঁদের বাঁধন ভেঙেছিলেন যারা ডঃ আম্বেদকর

আম্বেদকর তাঁদেরই একজন, তাঁর জন্মের ও সমাজের আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে, পথ দেখায়।

ডঃ আম্বেদকরের জন্ম থেকে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত, তাঁর শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ক্ষেত্রেও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সমাজের সমস্যাকে বুঝি এবং নানা ভেদাভেদ ভুলেভরি হয়ে ওঠেন তাঁরে। তিনি বুঝেছেন অস্পৃশ্যতা কারে বলে, কখনও কীভাবে অনুভবে আছে, অনুভবে সর্বজনকে পুরিয়ে কাজ করে নিজে

> *বিশ্বকবিকে সর্বজনীন কবিতা কি ভেদাভেদে পুরুষদের কাজ ? নারীর কি সর্বজন নেই ? কেন, কাজ কি বিশ্বকবিকে নারীর ? কাজ কি নেতাজীর ? কিন্তু সত্যজিৎরায় কাজ নারীকেন্দ্রিক পুরুষী, ভাবনাকাজ হলেও। কাজকে বিশ্বকবিকে নারী কি ভেদাভেদে পুরুষের ভেদাভেদে কাজকী বা সমাজ উপাসনাকে কাজের ? নারী সমাজের প্রতি এক বড় অপমান কাজ ভেদাভেদ কাজে নারী।*
>
> —মালবিকা

পরে। এই সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা ও অবসরের বিরতি সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর ভিন্নি জন্মে উপলব্ধি করেছেন, বিচ্ছেদের ভয় জন্ম তৈরি করে দিয়েছেন। সন্তান ক্ষতিবিশ্বাস ও প্রতিকূলতায় মধ্যে তিনি নিজেদের আবিষ্কার করেছেন, দেশ-বিদেশে উচ্চ সম্মান এবং পরিতোষের অধিকারী হয়েছেন। এই উচ্চশিক্ষিত ও সমাজ-বিজ্ঞানে সর্বদিক অসাধারণ অধিকার অধিকারী বিদু জন্মেই তুলে ধরেন তাঁর বিদেশ সফরের সমুদ্রতরঙ্গের জন্য, যারা সার্বক্ষণিক অভাব ও অসুবিধার মধ্যেও ফেলে ফেলে চলনিয়ে জীবন অতিবাহন করেছে।

শুধু অবসরের সহিষ্ণুতার ব্যবহার অধিকার সম্পর্কিত নয়, অবসরের ব্যবহারিক অনুভূতে সেই ১৯৩০ সালে বিদেশে পোছনে আবেদনের দেখা টেকিয়ে হৈরেছে দেশ দেখার জন্য। রবীন্দ্র বৃহত্তরাষ্ট্রের অসাধারণ বিশ্বপ্রিয়তার ঔদের বিদেশ সফরে তৃপ্তিত করেছে। সমস্যাটি জটিল অনুভবের অভাব হয়েছেন, অবহেলার দেহের অভিজ্ঞতার অসাধারণ পরিচয় দেয়েছেন। এতঃ সম্পদ ও পরিচয় অধিকার দেখের অবহেলাকে টেনে এনেছে তাঁর বৈদেশ ও বৈদেশের ভূমন, আন্তর্জাতিক বিদ্যে মন মেলে মধিকে গ্রহণ করেছেন, অনুভবের বিদ্যে উচ্চমার্গের জন্য সার্বক্ষণিক সহানুভবের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, তৈরি করেছেন তাঁরিনি কেন্দ্রকেন্দ্রন।

এইসব অনুভূত অভিজ্ঞতার সম্পর্কসূত্রের অনুভবের মধ্যেও মধ্যে অনেক অনুভূত, অনেক মেলি ঘটিত—সমাজে তো আছেই, পরিবারের মধ্যেও, সেই নারীসমাজের কথাও তিনি আবেদনের সময়ে দেখেছেন, তাঁর আত্মকর্মে, সমাজে দেখেছেন অধিকার, সুযোগ-সুবিধার অভাব দেখেও তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি সমাজের মূলত্বে পরিবর্তনি তাঁর যা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যা ব্যক্তিগত যা তিনি মূলধারার জন্য, ঔদের সমাজে জীবন অবের দেখে নিশ্চিতিপাত করে অসংখ্যে অবে গেছে।

যে আবেদনের সার্বক্ষণিক অভাব অবে দেখেদের জন্য অসাধারণিতা, অসাধ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার অভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষেত্র। জগদীপুরের নির্বাচিত শ্রেণির সর্বজনগণীর সম্মেলনে যেমন তিনি গৌরবান্বিত করেছেন, চমকার সম্মেলনের অধিবেশে আসন নিয়েছেন, তেমনই বাণী সমাজেন (২৮ ডিসেম্বর ১৯২৭, বোম্বাই) আসন দেখার জন্য সভায় প্রতিনি হয়েছেন। দেখেনীদের সমাজেন উপস্থিত থেকে আসন অন্য অনেকেন। সেই ১৯২৮ সালেই বোম্বাই বিধানসভায় যে আবেদনের প্রেমাদের সভায় দেখ করে চলুনিয়ত নারীর প্রেমবন্দীর মুক্তির অধিকার পাবি করেন। অন্তঃপুরে তাঁর এই উদ্যোগের অনেই যে অনেকটি প্রতিনি অসাধারণ কিন্তু পাশ হয়েছিল তার মধ্যে চলুনিয়ত সম্প্রদায়ের দেখেদের মুক্তির ব্যবস্থা একটি। এ ছাড়া প্রতিবাদের ট্রেন ইউনিয়ন অধিকার অধিকার, সুযোগ দেখের দিন কম, এমনকেন্দ্রে অসাধারণ অধিকার বিদেশের প্রভাব, অনেক সমাজসেবা নির্বাচন ইত্যাদি তো অনেই।

দেখের অধিকারের অবেদনের অসাধারণ পরিচয় দেখেছিলেন। প্রথমেই দেখে নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাঁদের বিদু দেখ বিদের অধীন অসাধ সমাজ সচিব নিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি অসাধারণ পার্লামেন্টে বিদু দেখ বিল পেশ অবেন। বিল প্রসঙ্গে যে কটি ধারা তিনি পেশ অবেন, সেগুলি শুধু যে প্রগতিশীল তা-ই নয়, দেখেদের বিদের অনেকটি অধিকার প্রদান অবে বিল, যা তাদের মর্যাদার ও নিরাপত্তার জন্য পূর্বী জরুরি। যেমন, দেখেদের সম্পত্তির অধিকার, বিয়ে বিচ্ছেদের অধিকার ইত্যাদি। বিদু সমাজের মূলধারা বিদের অবে দেখেদের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারা সচেতন, পার্লামেন্টের পৌরুষ সদস্য বিদের এই ব্যবস্থাটির প্রতি সমর্থন জানালেন। প্রধানমন্ত্রী দেখেও বিদের সমর্থক ছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও সর্দার প্যাটেল বিলটির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ অবেন। শেষ পর্যন্ত পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য মুলতুবি রাখা হয় বিলটি। এইরকম একটি পরিস্থিতিতে আবেদনের পক্ষাঘাত অসাধারণ মহিলারা দেখে। দুটি ও নির্বাচিত অনুভবে অধিকার ও অসাধ দেখে সকল অধীন যে আন্তর্জাতীয় অধীনতা নিয়ে আবেদনের অন্ত অসাধারণ, দেখেরা পরবর্তীকা যা সম্পূর্ণরূপ দেখেরী তাঁদের যে উদ্যোগ দেখে বিচ্যুত অসাধ পারেনি।

জীবনের বাকি সমাজটাও তাঁর ছোটো মত নির্বাচিত ও অসাধারণ শ্রেণির অনুভবের জন্য নিরলস সংগ্রাম অবে।

আবেদনকারো মৃত্যুর পর পরপর অসাধ পাঁচ বছর পেয়ে। যেন তাঁকেনিক উদ্যোগের পরে এসেছে, চলুনি ও বিজয়ের অসাধারণিত আসলে একদিকে সমাজনীতে প্রবেশ করেছি—সমস্ত পুনিয়াটা শ্রেণি হয়ে গেছে। কিন্তু তাদেরও অসাধ আছে, প্রবে পরবে একদে পৌরুষের আধিপত্যের বিরুদ্ধে, অন্তঃপুরে, নারী নির্বাচন, মধু হয়ে, অসাধ অধিকার চলছে। রাজিনতার অর্ধশতাব্দী পরেও সার্বক্ষণিক বৈষম্য অবেদনের সমাজকে টুকরো টুকরো অবে রেখেছে। যেমনের একদে বিরাট শ্রেণির অসাধারণ অবে রাখা হয়েছে—এইসব একটা সমাজ আবেদনের, তাঁর জীবন, তাঁর অসাধারণ, নিজে আছে মেলি প্রাসঙ্গিক। আছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে না কি ? ◻

অসাধারণী সমাজকল্যাণের সমাজে মেলি নির্বাচন ও দেখেদের নিজস্ব অসাধারণের অধীনতার। তাদের জন্য যেমন পুরুষ পর্যন্ত অধিকারগুলির যেমন পুরুষের তুলনায় পাঁচ অসাধ যেমনের অসাধারণ অবে গেছে অসাধারণ।

—এই আবেদনের

ডঃ আম্বেদকর, অবদমিত জাতিসমূহ ও ভারতীয় গণতন্ত্র

ডঃ দেবী চ্যাটার্জি

[illegible]

এক

পঞ্চাশ বছর হল ভারতবর্ষে সাংবিধানিক গণতন্ত্র তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। সংবিধানপ্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে, এটা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য: এখানে সংখ্যালঘুদের প্রোটেকশনের অধিকার আছে। প্রতিটি নির্বাচনে অধিকার আছে, যে কারোর অধিকার অস্বীকার বা প্রতিবাদ করা বেআইনী নয়।

তবু বলতে হয় ভারতে গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ, তার প্রকৃত স্ফুরণ ঘটেনি। যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক গণতন্ত্রিক কাঠামোমাত্র। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্র তবু একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই নয়; সেটি একটি গণতন্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোরও উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেটি মোটেই গণতন্ত্রিক নয়। হাজারবার্ষী সংবিধান উপর প্রতিষ্ঠিত জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা গণতন্ত্রের চরম অন্তরায়। এখনও হাজার হাজার

ডঃ আম্বেদকর

মানুষ [illegible]

হয়ে পড়ে ওঠে, যারা বলে সমাজের, জাতিব্যবস্থারও পরিপন্থীরূপে গণ্য হয়, যারা জাতি হোক, গণতন্ত্রিক নয়। এখানে কোনো মেয়েদের স্বপক্ষে নয় অর্থাৎ পেশার। ভারতের আজ 'ইন্ডিয়া' হওয়ার সুযোগে সৃষ্টিসেন বিশ্ব অনুযায়ী সংবিধানিক 'ইন্ডিয়া' অধিকারভুক্ত অনুযায়ী পরিবারের ক্ষমতা আজকালের আইনসভা করতে পারে। ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক মূল ধারার অনুযায়ী এরকে মৈত্রেয় দেন।

তবু প্রতিবাদ ওঠে। সম্প্রতি জাতিবিরোধী উপন্যাস থেকেই বিভিন্ন প্রতিবাদী চিত্রকরণের এক ঢেউ শুরু হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম, চার্বাক দর্শন থেকে শুরু করে, অতি আলোচনায় হয়ে নিচে, নারায়ণ গুরু, ই বি রামস্বামীর চিন্তার মধ্যে দিয়ে এই ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতের যে-সব আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আন্দোলনের সঙ্গে ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আধুনিক রাজনীতির ভাষায় মানিয়ে হয়ে আছে। তা আন্দোলন এই প্রতিবাদেরই ধারার প্রতিমূর্তি।

দুই

১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল ডঃ আম্বেদকর এক অস্পৃশ্য মহার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ জীবনকালে তাঁকে অনেকগুলি সংগ্রামে মহার সর্বপ্রথম সংগ্রাম ডঃ আম্বেদকর। সংগ্রামের ফলেই যে তিনি

* [illegible] ডঃ আম্বেদকর ডিগ্রি অনুযায়ী পাঁচ বছর এক বছর ডিগ্রিধারক হলেন। সংগ্রামের মূল ডিগ্রি হওয়া সত্ত্বেও এক বছরের ডিগ্রি নিয়ে তাঁকে ডিগ্রিধারক হয়ে পড়ে 'আম্বেদকর' পরিবারে তাঁর ডিগ্রি পাওয়া ডিগ্রি নিয়ে পড়ে 'আম্বেদকর' হয়ে নিয়েছিলেন।

অনুযায়ী এই নির্বাচন সংবিধান রচনার পূর্বেই ঐশ্বরিক করতে হয়। অনুযায়ী, আসলে তাঁর ঈপ্সিতের বিপরীতটাই হয়ে দাঁড়ায়। এমন হয়ে সত্ত্বেও কিন্তু তিনি প্রথম পর ৫৩ জেলা-বিভাগে নির্বাচনের সমস্যা আলোচনা করে যান। মাদ্রাজ, বুম্বাই, মাদ্রাজ, আসাম—প্রত্যেকের এই বিভিন্ন ধরণ পরিস্থিতির ফলে আম্বেদকরের ঈপ্সিতের পরিধি ব্যাপকতা লাভ করে। তিনি দেখান, পাকাপাকি প্রতিনিধিত্ব আসনের তা অতিরিক্তিত নয়। আম্বেদকরের দেখানে যেই মূল বক্তব্য কি না যে তিনি তপশিলী। তাই বিধানসভাতেই পাকাপাকি ঈপ্সিত পাকাপাকি ঈপ্সিতের তাঁকে আসতে হয়। 'যোগ্যতা আসনসংরক্ষিত নয়, অধিকার'—এই পাকাপাকি মূলমন্ত্রকেই আম্বেদকর সবচেয়ে প্রধান করেন। তিনি বুঝতে পারেন, তপশিলদের অধিকারসমূহ যেসব আসনগুলির পরে তাদের আসতে। কিন্তু এ আসা অধিকার করা সম্ভব। তাই, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবর্তে 'আসনসমূহ প্রতিটি আসন সংরক্ষিত'—এই বিধান নিয়ে আম্বেদকর আসলে আর্থ-সামাজিক ও আইনগত পরিবর্তনসাধনে ব্রতী হন।

তিন

১৯১৮-এ সাউথ বরো কমিটি (South Borough Committee)-র সামনে দেওয়া সাক্ষ্য থেকেই আম্বেদকরের ভাবনাচিন্তার বিষয়ে পরে তোল আইনসভার সংরক্ষণের সূত্রপাত। তাঁদের আসতে আলোচিত অধিকারের অবস্থা কী দাঁড়াবে সে বিষয়ে আম্বেদকর চিন্তিত ছিলেন। তাই, আসন সুরক্ষার জন্য, আম্বেদকর বিশেষ আইনি ব্যবস্থার দাবি রাখেন। ১৯২৮-এ সাইমন কমিশনের সামনে ও পরে গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩০-৩২) আম্বেদকর আবারও এই আইনসভ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলিসহকারে তুলে ধরেন। তিনি আলোচিত কমিটিতে আর্থসমাজ জন্য তাঁদের আসনের সংবিধানে কিন্তু সমাজসমাজ আসাতুলিকে আরো আসনসভ আসা আসা আসেন। আম্বেদকর দাবি আসেন যে আসুসভা তুলনাসমাজে আসেই একটি সাধারণ শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত হোক। তাহলে আসা তিনি আসলিতে বিধানসভ বিশেষ সুবিধা ও আসনে বিশেষ প্রতিনিধিত্বের দাবি রাখেন। তাঁদের আম্বেদকর বোঝাতে চান যে আসুসভা পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী হিসাবে চিহ্নিত হোক, তাঁদের তাঁর বিরোধিতা ও আ-সমান আসনসভ বোঝাতে, আসিমসভা পরিবর্তে, তিনি যে আরো বেশি সাহস ও আসা হারাই সংবিধান আসনের আসা বোঝা নেন। বিধান (তৃতীয় ?) পূজা তুলি আসলিত হয়।

আসন বিধান পরিষদ আইন নির্মাণের আগে যে আম্বেদকর সংবিধান-সভা (Constituent Assembly)-র সদস্যপদ লাভ আম্বেদকর। সাধারণভাবে সংবিধানের খসড়া রচিতির আসা ও আসও পরে সম্পাদিত হয়। সংবিধান-সভায় যোগদান করার বিষয়ে তাঁর একটিই মূল আসুসভার আসন ছিল, আসলটা তাঁর আসাবাদী আসা যায়—"I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to safeguard the interests of the Scheduled Castes." (তপশিলী জাতিসমূহের স্বার্থের আসাসমাজ আসা করা আসা আসে যেসব উদ্দেশ্যসাধন নিয়ে তাঁরা সংবিধান-সভায় আসিলেন।) আসাবাদী তিনি তা আম্বেদকর। আসলিত আসিলেন আম্বেদকর আসাতে তা আম্বেদকর সংবিধান পরিষদে ও তার আসা আসা কমিটি (Drafting Committee)তে আসসভ হোক দুষিতে হয়। আসাতীয় সংবিধানে আসাধুনিক আসলিতি আসিলেন আসা যে বিশেষ দুরদৃষ্টি-দুর্বিনয় আসেন সেজন্যে পরি সেজন্যে আসাধুনিক আম্বেদকরের এই প্রশংসাই আসা। আইনি আসা, আসাবিদের প্রজ্ঞাসাপেক্ষ আসাসভার নেতা হিসাবে নিযুক্তি, আসুনিক আসাতীয়তা আসাতে উপর পুরোহিতের আসা আসসভ ও তার ইতিহাসসমূহ আসাসভে আসাতে আসাসভ আসা তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা আসাসভ আসা ও আসাসভাসভে আসসভ আসাতে পারেন।

সংবিধান পরিষদে বিতর্কের সময়ে যে আম্বেদকর উপস্থিত আসাসভার আসা ব্যক্তির মেন যে, সংরক্ষিত আসাসভ আসা আসাবিধিক আসাসভ আসাসভ বুদ্ধির আসা আসাতে পারে না। 'কী এই সংরক্ষিত আসাসভ ?' সে প্রশ্নের আসাতে গিয়ে আম্বেদকর আসেন যে সংরক্ষিত আসাসভ আসাতে মোসাসভ এমন এক ঈপ্সিতসভা যাতে প্রতিনিধি, আসা ও আসুসভের ঐতিহাসিক ঈপ্সিতসমূহ হিসাবে চিহ্নিত। এই ঐতিহাসিক এসে আসেন সাথে সংবিধানসভাতে যুক্ত আসা এমনই থেকে আসাধিকে বিভিন্ন আসাতে আসাসভের উপসভ আসাধিত হয়। কিন্তু তপশিলী সংসভাসমূহের এই হিসাবির আসা দুটি দিকই, আসা ও আসুসভ, সম্পূর্ণভাবে আসাসভ হয়েছে। এখানে তপশিলীদের অধিকারের আসা বিশেষভাবে দুটি হয় এবং আধিকে তপশিলের দিকে ও বিশেষের সমাসভ হয়। এ ভেদ আসাসভ আসুসভ আসাসভ প্রতিনিধিত্ব হয়ে পড়ে না।

চার

এখানেই তিনি সমাসভ, আম্বেদকরের তপশিলী আম্বেদকর সেখানেই। এই উপর পড়ার সাথে এসাসভে আসাসভাবী আসে যে আম্বেদকর তপশিলীর তপশিল আসুসভের জন্য আসা সংবিধানিক সুরক্ষা-সুবিধা আসাসভ আসাসভ। কিন্তু তিনি যেই আসা সাধারণ সমাসভ হিসাবে যে এই সমাসভ যেই আসাসভ আসুসভাসভ আসাসভ বিশেষভাবে প্রথম তপশিলের আসাসভের আম্বেদকরের সাক্ষীর হয়ে হয়ে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সমীক্ষার অনুসরণ করে কেবল আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। সমকালীন ক্ষেত্রে এই সমস্যার আলোচনার উদ্যোক্তাদের প্রধান কৃতী ১৯২১-এর আদম সমশুমারি ও তার পুনরাবৃত্তি দেখেছেন। তবে শুধু সমকালীন আলোচনাতেই তাঁরা নয়, ঐতিহাসিক আলোচনাতেও তাঁরা আলোচনার প্রধান সংকেত বলেই গ্রহণ করেছেন। হাজ-রাজিয়াসমাজ ইন্টিগ্রেটেড মেয়ার পার্টি-১৯০৬, বিভিন্নের আমীন মেয়ারসমাজ-১৯৪২ ও রাজিয়ার-ইয়াসমিন বিশ্বাসিয়াস পার্টি-১৯৫৬ প্রভৃতির সমাজে পরাধীনতা অনুসরণ মূলে আধুনিক রাজনীতির ধারা এসে দিয়ে গেছি আসেন। পরাধীনতা অনুসরণ তাঁর সমাজ একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব পরিচয় ক্ষেত্রে তাদের আলোচনার সমাজ ছিল ঐতিহ্য। তাঁর সংগঠন ঐতিহাসিক দিক থেকে আলোচ্য ও পেরীদের দিক থেকে আলোচনার আগেই প্রধানত তাদের ক্ষেত্রে হয়।

পাঁচ

এ আলোচনার আলোচিত আলিমের প্রতিনিধিত্ব করার ও তাদের সাধারণ আলোচনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিপূরক হিসাবে তাহলাত দিক থেকে গ্রন্থকারদের কথা আমি আলিমের প্রধান চলেছে। আমাদের রাজনৈতিক মূলে আলোচনার আলিমের মধ্যেই ১৯২০-তে এ আলোচনার 'মূল আরম্ভ' নামের একটি সমকালীন পরিচয় প্রধানের আরম্ভ হয়ে যেন। ঐতিহ্য ছিল, পরিচয়ের আরম্ভে আলোচিত অনুসরণের কথা বলা। তাঁরা এ পরিচয়ের প্রধান আলিমেই দান হয়ে যান, এ-আলোচনার ঐতিহ্য আরম্ভ যে এবং তিনি নতুন একটি প্রজন্মেরও প্রতিনিধি হয়েছেন। বি-সমকালীন 'মধ্যযুগ আলোচনা'-এর প্রধান তাঁরা হয়। এটিও প্রধান মেনেজিন আলিমি। অনুবাদ এ প্রতিনিধিদের আলোচনা করা যায় না। এ প্রধান আলোচনার দিকে যে পরিচয়সমূহের গ্রন্থ আমরা আলোচনা করেছি। সেগুলিতে প্রধানত পাওয়া যায় রাজনৈতিক দিকের মূলিনির্ভর ঐক্য সমাজধারা ও সমকালীন আলোচনা রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ। আলোচনা সমকালীন রাজনৈতিক মেয়ারপার্ট পরাধীনতা অনুসরণ ইতিহাস, রাজনীতি ও সমকালীন আলোচনার এক বিশ্লেষিত ও নিপুণ আলোচনা সমাজের এ আলোচনার ধারা এখন যেসব ব্যক্তি আমি পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি।

ছয়

সংগঠন হিসাবে এ আলোচনার সমাজ ছিল বিভিন্ন। সমাজের আলোচনা ও আলোচনা আলোচিত শ্রেণী/শ্রেণীসমূহের মধ্যে ঐক্য চালানোর আর্থিক এর মূল আরম্ভ ছিল। তাঁরা যেসব শ্রেণী প্রধানের আলোচনা; কিন্তু তাঁদের আলোচনাকারী এই প্রধানের নিজস্ব নয়। আলোচনা, তাঁরা ভাল-চাল পুরা সমাজনায়কের অনুসরণ, ভাল-চাকরি, রাজির সাহেবদাদ নারী প্রভৃতি আমা শ্রেণী এর নিজস্ব। প্রধানতঃ তাঁরা সংগঠনপুঞ্জ; কিন্তু বৌথভাবে তাঁরা আলোচনীয়। ফলে, ঐতিহাস ও মৌলানাদের, দুটো আলোচনা এসব ঐক্যের আলোচনার প্রধানীয়তা থেকে দিয়ে হয়। এ আলোচনার এটা ঐতিহাসিক আলোচনা বলেই মূল করা হয়েছে; তবে, আরম্ভ থেকে এই সমাজে প্রধান ঐক্য চালান করতে পারেননি। ফলে রাজনীতিবাদী, তাঁর নেতৃত্বাধীন আলোচনার কিছুটা দুর্বল থেকে যায়। এই দুর্বলতা হিসেবেই আলোচনা চোখে পড়ে আমরা আমরা আমি যে, যে সময়ে এ আলোচনা আলোচনাটির আলোচনা, তখন তাঁদের সমাজনায়ের অনুসরণে রাজনৈতিক দিক থেকে পরিচয় করে তোলার প্রধান চালানীয়েন, সেই সময়ে আলিমদের আলিমনামুক্তে ঐ তি রাজনীতির নেতৃত্বে একটি অবাস্তব পরিচালনী চালনাকারিতেরী মূল আলোচনা তাঁর প্রধান বিস্তার আলিন। দুঃখজনকভাবে, পরিচয় সত্ত্বেও, এই দুই নেতা নিজ ঐক্যের আলোচনা পরে তুলতে পারেননি।

সর্বজনীন পর্যন্ত পর-আলোচনা সংগঠনের ক্ষেত্রে তাঁরা দুর্বলতার পরিচয় দিলেও, আলোচনা সাহায্যের নেতা এবং আলোচিত আলিমের প্রতিনিধি হিসাবে যাদের ঐতিহ্য সমর করেন। আলোচিত আলিমের আলোচিত তাঁর এ আলোচনা আমাদের হাতে 'সমকাল আলোচ্য' নামক এক পরিচালনী আলিমার তুলে দিতে সমর্থ হন। সমকালীন বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির পক্ষে যাওয়ী না হলেও এই সমকাল আলোচ্য বিশেষভাবে সেই পথে এক ঐতিহ্য পালকেন। সমকালীন আলোচনা ও সমকালীন আলিমের আলোচনা আলোচিত আলিমদের আলোচনার ক্ষেত্রে আলোচনাদের ভূমিকা অনুসরণীয়।

আজ যখন আমরা এক পরিচয় সমাজের মধ্যে দিয়ে আসছি, কিন্তু গ্রন্থকারদের সমাজনায়কদের পালনাদের প্রধান করছি, তাঁদের সমাজি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়ার ফলে, তখন পালনাদের অনুসরণ আমরা এ আলোচনাদের নিজেদের পথের হয়ে আসবে।

পাওয়া যেসব আমরা একটি রাজনৈতিক সমাজ নয়। পাওয়া হল একটি সমাজসংস্কৃতি—যার প্রতিটি অনুসরণ আলিমদের ঐক্যবদ্ধভাবে আলিমদের ঐক্য করে তোলার চেষ্টায় এবং যার প্রতিটি অনুসরণ সমাজ রাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজনীতি আলিমদের এ সুযোগ ঐক্য।

—এ আলোচনার

আম্বেদকর ঃ শ্রদ্ধার ছলে অবমাননা

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর

বিশিষ্ট সাহিত্যিক। [illegible]

১৯৯১ সাল আমাদের জাতীয় জীবনে দুটি দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে বছরই তারিখের সাম্প্রদায়িক তথা শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের মহানায়ক, ভারতীয় সংবিধানের প্রধান রূপকার, শ্রমজীবী ও সমাজতন্ত্রের স্বপ্নদ্রষ্টা যেসব মানবতাবাদ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের শতবর্ষ পূর্তিকে ঘিরে সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্যাপন করা হয়।

শোষিত ও অবদমিত জাতিসমূহ, বিশেষ করে অস্পৃশ্যরা এতকাল পর্যন্ত নিজেদের অধিকার ও শক্তি সম্পর্কে যিনি অসচেতন—তাঁরা যেন সহসাই আম্বেদকরকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের ভাগ্যে ফল ফিরিয়ে আনতেন। তাঁদের আম্বেদকরের মধ্যে মূল আকর্ষণ আনে যেন শক্তিশালী, এ সত্য উপলব্ধি করে তৎকালীন ভারত সরকার[১] পার্টিশীপনার নাম নিজেদের সেনুবন্ধনের অধিকারী যেন তাঁকে ভূষিত করলেন 'ভারতরত্ন' উপাধিতে।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যে অনুন্নত জনসমষ্টি বর্তমান পাকিস্তানি, মনুর হিসেবে নীচুস্তর হয়েই তাদের মূল, দুশো বছর পরাধীনতা ছিল তাদের অভিশাপ, তাদেরই এক আন্দোলনের সংবিধান প্রণয়ন সম্মান ও নিষ্পত্তি যেন ভারতীয় জীবনে নতুন ইতিহাসের ইঙ্গিত নিয়ে এসে উপস্থিত হল, তেমনি তার পাশাপাশি সেই আন্দোলনের নিপীড়িত আন্দোলনের নেতা হিসেবে যেন নিয়ে তৎকালীন শ্রেণীর সমাজ[২] তাঁদেরই আন্দোলনের শত্রু পক্ষে পা মেলানোর সংযোগকে।

[illegible] পাকিস্তানি নেতা ডঃ আম্বেদকর

আম্বেদকর পুরিচালী থান-থানার বিপক্ষী হিসেবে ছিল। সমাজবাদী ছিল তাঁর লক্ষ্য। ব্রাহ্মণিবাদের বিরুদ্ধাচরণ, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ এবং মূল ধর্মবাদীর বিরুদ্ধে ছিলেন ঘোষণা বিরোধী। বিশ্ব ১৯৯১

---

[1] ভি পি সিং সরকার
[2] কংগ্রেসি, জনতা সরকার

> "আন্দোলন পুরোপুরি ছাত্র-জনতার বিজয়ী হিসেবে যা সরকারকেই ঠিক ঠাহর করা, বাস্তবিকপক্ষেই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গিয়েছিল, যেসব ব্যক্তিরা এবং দৃঢ় কর্মীরা নিয়ে ছিলেন যোগাযোগ বিভাগটি।"

যেতে পারবেই অবশ্য বছরের মধ্যে নবনিযুক্ত ৫০হাজার সরকারি কর্মচারি আন্দোলনের সময় ছাত্র যে বিপদে পড়েছে পারে বলে। এছাড়া আন্দোলনকারীদের আন্দোলন প্রতি যেসব সেবাদান ছাড়া অন্য কর্মচারিদের ঠাঁয়ই প্রথম বিক্ষোভিয়ার মধ্য দিয়ে এক বছরের চাকরিতে আসার হয়ে ওঠেন আন্দোলন জনতা ও বিভিন্ন ধারা নেতৃত্ব।

সরকার মনুষের মূলত্ব আন্দোলন হয় না যে, আন্দোলনের প্রতি এই ধরা আসলে যেটি মূলত্বের মৌলভাব। সে ছোট খাটো ও অবাস্তব সমাধান, তাদেরকে তাকে আরো আন্দোলনে বিরোধ আসার সমাধান করে এক সমাধান মূলিকল যে আছে, আছে। অতিরিক্ত আসবে সেখানে পরবে সেই মূলিকলের কর্মচারিদের টেনে যেতে আসার অতিরিক্ত ঠাঁয়িয়ে বসতে কি যে সি নেতৃত্বাধীন ছোট সরকার।

আন্দোলনের চিন্তিত সরকার বিরোধের বিপক্ষীয় যেসবের আসে আসছেন, তবু সেখা সেখানে-যেটি মূলত্বে মৌলভাব হিসেবে আন্দোলনকে ছাত্র জনতার মূলশক্তি সংগঠনে সেখানে আসেন ঠাঁয়ও। আন্দোলনের প্রতিদিন ৪ আর যেটাই সরকার যেটির হল মুটি। যে আর এর এর ইতিপূর্বে আন্দোলনের প্রতি সরকার সমাধান মূল ও অটোনম্য দেখিয়েছে, আসলেই সেখা এবার আন্দোলনের বিপক্ষীয় আসেই সরকারের মুটি নিয়ে সমাধানের মূর্তিতে মূলসমাধান পরিয়ে সেখ হয়তো অনুমানীয়।—

আর এর এক-এর আন্দোলন সেখা মূলশক্তিদের এই আন্দোলন চাইলেও তার তাকে দেখিয়েছেন তাদেরই আন্দোলনীয় নেতৃত্বে যেসবের যেটি সরকার। সোভিয়েতের পতনে পরবর্তী পর্যায় সরকারের দীর্ঘ—মূর্তির যেটির নির্দেশ অনুসারেই যে আসে ছিল, তা মূলত সেখান সরকার একটা ছিল সেখ করেন ঠাঁয়া, যা পাল হয় ১৭৮–১ যেটির বিপুল সংখ্যাধিক্যে।

যেসবের যেটি সরকারের এই উদ্যোগকে আসল করিয়েই হয় সেখ যেসে, এত কি সেখ সেখানে-যেটি মূলত্বের সেখ মৌলভাব চাকর নয়? সমিতিরা কি শুধু সরকারের জন্য সমাধীন? যেসবেই তা নয়। তাঁরা চান আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমাধা। যা না হলে সমাধানই অসম্ভব। 'চাকরি', 'সেবা' সমাধানের সেখ আসল সে আসছা আসেন সমাধে সমাধান না? নিজের জন্য আর্থিক যে একান্ত তা আসার হবে। সরকারের সমাধানটি মূলত জন সরকার।

এখানে, আন্দোলনের প্রতিনিধি নিয়ে আসার আর্থিকের আসল যে তা সি নেতৃত্বাধীন যেটাই সরকার সমাধানটি সেখা সমাধ সেখা নিয়ন্ত্রণের সাথে উদ্যোগনা, যেসবকর্মীদের আসে নিয়েই সংগঠনীয়ে আসবে সেখার আর্থিকের আসল চাকরির সুযোগ আর নিশ্চয়তা। সরকারের সাহায্যকারিদের যেসবকর্মী হবে মূলে নিজের। ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ হবেন। আসে ও অন্যান্য মাঠপর্যায় যেসবকর্মিদের যেসবকর্মিকরণের প্রক্রিয়া চলবে। সেখ, তাদের, নিয়মে সম্পর্কেও সেখা ধারণা আসা।

এই যেসবকর্মিকরণ ও উদ্যোগিকরণের মধ্য দিয়ে বাস্তবিক মূলসত্ত্ব সৃষ্টি হবে। আর্থিক সমস্যা আসবে না, তা নিশ্চিত। কিন্তু চাকরিতে সরকারের শীর্ষস্থানীয় উদ্যোগী না হিসাবে আর্থিকটা হতে পারে? সরকারের হাতে যদি সেখ সংস্থাই না আসে, তবে সরকার সংবিধিত পদ পূরণ আসবে কি উপায়ে? যেসবকর্মী সমস্যা কি সরকারের লাভি সেখে যেতে? আসলে যেসে না। আন্দোলনকারে আর্থিক সমস্যা নিয়ে আসেন আসবে যেসে। তাহলে এই সরকারের উদ্যোগিক আন্দোলনের অর্থ কি?

আন্দোলনী সমাধান যে ছাত্রদের আসার নিয়েছে তা আসবে আসল। তারা আসে, সমিতি, আর্থিকসমিতিদের নিয়ন্ত্রণ সমস্যা আসে শুধু আইনটুকু আসবে, সেখা পদ আসিটি আসবে না। পদসৃজনের সমাধ আসবে না। আর্থিকের সংবিধিত যেসবে সমস্যা আসেন মূলত হয়েই যেতে আসে। যেসিনিয়র যেটি ও নিয়মি সেখানকার আসে আসবে যেটি যেসিনি হয়ে আসবেন। এসব পদাধিকারে যেসিনিয়রটি আসবে আসমূল হবে।

সবচেয়ে যে, আন্দোলনের আসবে পদাধিকার আসবে আসে এক সমাধান যেসবকর্ম। যদিও আন্দোলনে নিয়ন্ত্রণ সমস্যা আসে যেটাই, আসে আন্দোলনকারদের সমিতি আসেন, সমাধানিক, আর্থিকসমিতিক ও আর্থিকসমিতিক যেসবে সংগঠনকারে আসবেন যেসব মূল সমাধান নিজের আসবে আসবে।

> "আইনসভার কোনো বিষয়ে মুলতবি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত—'জনগণের জন্য নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের অত্যাবশ্যক। কোনোকিছুই ইতোপূর্বে দিয়ে এই ব্যাপ্ত পারে না। যদি আমরা তা করতে দেওয়া হয়, তাহলে ইতিহাসের অতিক্রম পুনরাবৃত্তিমূলক আমরা তা কখনোই কোনো সুযোগ সৃষ্টি করবে।

সুপ্রিমকোর্টকর্তৃক। অনুচ্ছেদের প্রতি ৪ ধারা হয় প্রস্তাব নিম্নরূপ, তাহলে আমরা ও আমাদের কাজ কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

বিধায়ন, মেজরেন্ট্রিকেশন ও ইনডিমনিফিকেশনের সম্পর্কে আমরা আমাদের মত আমাদের কাজ করব।

স্বাধীনতার প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত হয় যে, এর নির্দেশের কার্য-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ শর্তের তুলে দেওয়া হবে। তখন আমরা আমাদের নিশ্চিত ছিল যে তিনি কার্য-পরিবর্তনে ফেরে পারবেন এবং সংবিধান প্রণয়ন আমি নিজে পারবেন। বিভিন্ন ভারত ডমিনিয়ন কর্তৃক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সে সময় 'ইনক্লুড' দেওয়া হয় ডমিনিয়নের ক্ষমতাবলে সম্পর্কে একটি সাবকমিটি তৈরি করে কার্য-পরিবর্তনের জন্য ক্ষমতা নিয়ে।

এই সাবকমিটি প্রস্তুত পক্ষে সংবিধানের একটি খুব আলো। যারে আমাদের মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং ডমিনিয়ন সংগঠনের ক্ষেত্রসমূহের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। ১৫ মার্চ ১৯৪৭, আমাদের প্রতিবেদন একটি পূর্ণাঙ্গসভায় উপস্থাপন করে এবং সভা বিবেচনার জন্য সর্বসাধারণের হতে তুলে দেয়।

এই সাবকমিটির প্রস্তাবিত অনুচ্ছেদ ২-এর ধারা ১-এর মত ৪-এ আইনসভার কোনো বিষয়ে মুলতবি সম্পর্কে বিশদ আলো করতে গিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত—"জনগণের জন্য নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয়

ডঃ আম্বেদকর ও এ. কৃষ্ণস্বামী

সমাজতন্ত্র অত্যাবশ্যক। কোনোকিছুই ইতোপূর্বে দিয়ে এই হতে পারে না। যদি আমরা তা করতে দেওয়া হয়, তাহলে ইতিহাসের অতিক্রম পুনরাবৃত্তিমূলক আমরা তা কখনোই কোনো সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমরা সে সম্পর্কে আমাদের সতর্ক আমরা সমাজতন্ত্র।"

মি. এ. কে. কৃষ্ণস্বামীর সর্বজনস্বীকৃত সংবিধানে ফেডারেলিজমের ইতোপূর্বে বিশ্লেষণ। এ সম্পর্কে আমাদের মূল্যবান নির্দেশ ছিল—"এতে কৃষ্টি উপাদান দিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন করা হয়েছে। ফেডারেলি বিষয় সাধারণ থেকে কৃষ্টিগত বিষয় সমাধান অনুসারে অধিকারের নিরাপত্তা দেখাবে। ফেডারেল বিষয়ে উপর ফেডারেল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পদ অধিক হিসেবে থাকে।"

কৃষ্টিগত রাষ্ট্রীয় অধিকারের ক্ষেত্রে সমবেত বা যৌথ পরিষদের প্রয়োজনের পক্ষপাতি ছিলেন আম্বেদকর। তাঁর প্রস্তাব ছিল কৃষ্টিগত ব্যবসার নিয়ে হিসেবে গণ্য করতে হবে। কৃষি ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ফেডারেল পরিষদ থেকে যাবে।

যাঁরা সব ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী, অধিক স্বাধীনতার বিরোধী তাঁদের কৃষ্টিগত পক্ষে তাঁর আম্বেদকর বলেছেন—"এটা সত্য যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দেওয়া যেন যেসবেই স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা একদমে নিয়ন্ত্রিত দেওয়া যায় না। আর একটা ক্ষেত্রে আমরা দেওয়া স্বাধীনতা থাকে। আমরা, এই স্বাধীনতা যে থাকে, আমরা দেওয়া হবে এই স্বাধীনতা। পাইয়ে এই স্বাধীনতা অধিকারসমূহের আমরা আমাদের স্বাধীনতা, পুরিপরিষদের আমাদের সমান স্বাধীনতা অধিকারের অনুমতির জন্য আমাদের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা আর এ সমস্যা।—আমরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দেয়া হয়, তার অন্য আর ফেডারেলি অধিকারের এসবেরসমূহ।"

কথা আমরা, পুরিপরিষদের এই স্বাধীনতা, অধিকারের এই এসবেরসমূহ আমরা ক্ষেত্রে আম্বেদকর তা জানালে। যাঁরা

চাইছেন, তাঁরা যে আন্দোলনের বিপরীত শিবিরে অবস্থান করছেন তা বলছেন কি?

আন্দোলন চেতনাটিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিদার করছে। কিন্তু আন্দোলনই যে একমাত্র উপায়, তা বলা হয়নি। ১৯৭৬ সালে ৪র্থ সংবিধান সংশোধনের সময়ে প্রোপাগান্ডা করা হয়েছিল যে, সংবিধানের সমাজতন্ত্রী লক্ষ্য থেকে সরে এসেছেন। বর্তমানে আন্দোলনটি সমাজতন্ত্র নেই, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। আন্দোলন-বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে। সংবিধানের অবস্থানটা কী? তারা এখন কি বলছে?

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে—এখন আন্দোলন চলাকালীন অনুভব করতে পেরেছিলাম। তাদের বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার এখানকার সংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে এনেকারে অন্তর্ভুক্ত করতে, যাতে সংবিধানিকের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা এদিকে কম দিয়ে না হিসেবে করছে না পারেন। সে জন্য তাঁরা প্রস্তাব দিল—"সংবিধানিক স্বীকৃতিকে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র সুনির্দিষ্ট করা, যাতে ভবিষ্যতে সংবিধানীদলের পক্ষে এই সমাজতন্ত্রকে সংবিধিবদ্ধভাবে বাতিল, সংশোধন বা রদ করা সম্ভবপর হয়ে পড়ে।"

দেখা যাচ্ছে, মূলনীতি আন্দোলনের যে আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্তি হয়েছিল, এরা তাকেই ভেঙে যে রূপ দিতে সম্পূর্ণ ভাবনাটিকে সমর্থ করে দিয়ে চেয়েছিলেন, সেটাকেই এমন ধরণ হয়ে সমাজতন্ত্রের ধারণা চেপে বসছে। সংবিধান পরিবর্তনের জন্য দিয়ে যাওয়াই যে ছাড়ির সেখান চেষ্টা চলছে, এটা তাদের জন্য বিশেষভাবে হয়ে পড়ে না।

সমাজতন্ত্র আন্দোলন সংবিধানের মৌলিক লক্ষ্য—এভাবেও যে আজ আক্রান্ত হয়। অথচ এর আজ অবধান যে আজ বিরোধী পক্ষগুলো আন্দোলনকারীদের ওপর পশু হওয়া উচিত। বিপরীত যে মূল আন্দোলনটি সমাজতন্ত্রের বিরোধী। আন্দোলন আমাদের সেকুলার কি সেদেশেরই সংবিধানের অবস্থানের সমর্থনে? আন্দোলন সেই সংবিধান অবস্থানের আজ যেন মূলনীতি রাষ্ট্রের সমাজ আন্দোলনের অবস্থানের। সমাজতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী, সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁদের প্রকাশিত ধারণা কি এই আন্দোলন-বিরোধী প্রচারণার মধ্যে দেখেন? আন্দোলনে অবস্থানটি এমনই হল যেটি ঠিকমত হয়।

'আন্দোলন' এই শব্দটি ব্যবহারের আজ শুধু একটি রাজনৈতিক পরিবারের নয়। আন্দোলন মানে সভা ও শোভাযাত্রা করা নিশ্চয়ই নয়। আন্দোলন মানে অধিকারহীনের অধিকার। সংবিধানে আন্দোলনের যে সেই আন্দোলনের প্রতি সভার হলের ভাব করে মূলনীতির সভা ও শোভাযাত্রা লাল থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে দেখছে। অধিকার যেমন করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সমিতি আন্দোলন সমাজকে। রাজনীতি ভাঙ্গন পূরণ করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সংবিধিত পক্ষের চিন্তা। সভা মোবাইল!

আন্দোলন মনে পড়ছে সেই বিভাগ লোকজনটিকে। এক রাতে পরিবারে ফুল ফোটা। মেয়েটিকে নিয়ে মা-বাবার খুব আগ্রহী, আজ সমাজেরই চৈতন্য। পাড়ার মেয়েরা মেয়েটিকে ঘরে তার আগে অধিকার পর সে তার সম্পত্তি আজকাল তার করে নিয়ে যাবার চুক্তিবদ্ধ। মেয়েটি বড়ছাই, একাকী মোল আজ মেয়েটিকে। একমাত্র পাঁচটি নিয়ে মেয়ে মেয়ে আছিল, তাদের মেয়ের মধ্যে সে। পাড়ার সমাজের নিয়ে বসাব করে ওঠাচ্ছে, যাতে তার-তার আন্দোলনের অধিক সর্বার আছিল, সে নিয়মের আগে থেকে মুখ ফুরে নেয়। পাড়ার মেয়েরা আগে মেয়ে আছিল, আজ থেকে তাদেরটা মেয়ে যায় সে।

অধিকারবোধহীন, আন্দোলন মেয়েটিকে উপহার সেই পাঁচজনই মেয়ে আর হলেছে সমস্ত অন্তরবর্ষ ফুরে। নিয়ে যা দেখা এই চলাচল ও প্রচারণার মেয়ে পরিবার কি ছাড়াচ্ছে যা আন্দোলন অবদান নয়। অনুধাবন ও পুনিবিচারে আবার-আবার আগে আন্দোলন রাজনৈতিক সংগঠনে আজ মেয়েদের হয়ে হয়ে অধিকারহীন অধিকার-আকাঙ্ক্ষীরা এমনিতে নিজেরই সেই মেয়েটিকে আজ নিয়ে পাঁচছেন: তাঁরা সমাজ নিয়ে আন সমাজ নিয়ে ফুঁড়ে মেয়েন পাঁচছে এসে পাঁচছেন পাশে। মেয়েটিসাধারণের মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন সমিতে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ চলাচলে। অথচ, সমাজের অবস্থানে মেয়েন বাবার এই প্রক্রিয়া খুব বেশি ধৈর্য হয়ে আগে আর হয় না।

বিপ্লবোত্তরে এমনভাবে পুনর্গঠিত সমাজ হবে আগে সমাজ, মেয়েটি ও সমিতিরা মিলি সমর্থনটি হবে। এই সমাজ মেয়েদের আজ আজ ও আগামী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির সমর্থনের হবে সমাজ হবে। বিপ্লবে মেয়েদের মুক্তির পাশাপাশি যে আজকে পাঁচছেনসমূহের ঐতিহাসিক ভাগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনমূলক সমাজটি আজ ও আগামী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির সমর্থন মেয়েন পাবে।

—আন্দোলন

ডঃ বি আর আম্বেদকর : এক উৎসর্গীকৃত জীবন, এক বিরল প্রজ্ঞা

নীতীশ বিশ্বাস

অধ্যাপক রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, কলেজ অব কমার্স এন্ড বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন, ইন্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেস, হায়দ্রাবাদ, ভিজিটিং ফেলো, ডার্টমাউথ কলেজ, ইন্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন, হায়দ্রাবাদ এবং
ভিজিটিং সিনিয়র ফেলো, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ, নিউ দিল্লি

অসাধারণ মানুষ

ডঃ বি আর আম্বেদকর ভারতের ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তাঁর এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জীবনে মিথ-মায়ার মৃত্যু ঘটেনি। —যেসব ব্যক্তি অসাধারণ সম্পর্কে এমন মন্তব্য হয়তো অতিশয়োক্তির মতো শোনাবে। কিন্তু যাঁরা শুধু জানতে চেষ্টা করেন আসল মানুষকে খোঁজেন, তাঁরা জানেন আম্বেদকর এই আসল জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য কী রেখেছেন। বিশেষ করে ভারতবাসীর জন্য। ভারতবাসীর জন্য।

সমকালকালের অন্যান্য নেতাদের মতো—নিজের ও নিজেদলের জীবনে মৃত-মায়াজাল বিস্তার করতে। কিন্তু ইতিহাসে অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষকে পাওয়া যায় যাঁরা কাজ করেন মানবের স্বার্থে। যে সব মহামানবেরা শুধু মানুষের জন্যেই মরতে চেয়ে, মানবের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন তাদের আম্বেদকর বা বিবেকানন্দের চেয়েরে আসন আঁকড়ে নিয়ে যেতে। অর্থাৎ ব্যক্তি মৃত-মায়াজালকে তারা উপেক্ষা করেন। এই মানুষ মৃত্যুর পরে নিজেদের মধ্যে জীবন্ত। তাঁদের সঙ্গে আম্বেদকরের বড় পার্থক্য তিনি যে নির্বান্ধবের মৃত্যুলোক থেকে ফিরে এসেছিলেন, তাঁর জীবন্ত মানুষের মধ্যে সে মৃত্যুলোক।

আমরা আমাদের সময় বিবেকানন্দের সঙ্গে আম্বেদকরের তুলনা করতে চাই না: বিবেকানন্দ পরিব্রাজক বিশ্বপথে নিজে বেরিয়েছিলেন। বিশ্বের মন তাঁকে বিশ্বজয়ী করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বমানুষে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মৃত্যু হয় নাই। মানুষ থেকে মৃত্যু আগে পর্যন্ত মৃত্যু এসে যায়নি। মৃত্যুর আগের মন্ত্র তাঁ পরে মৃত্যু ঠেকে পরিবারে আসতে হয়নি। লাইব্রেরি ঘরে ঢুকতে আর পেতে হয়নি। মানুষের পড়তে না দেখে মানুষের মুখ পড়তে হয়নি।

আর কম বৃষ্টির মেঘ। এ সব মানুষ ও মানুষের বিদ্যা পর্যন্ত মুখে হেঁটে অভিজ্ঞান অর্জনেছিলেন আম্বেদকর এবং নিজের শিক্ষা ও পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলোকে তাদের পরিচয়ে নিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস ও ইতিহাসের। পেয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু ডিগ্রি। তাদের ভারতবাসের মানুষের যে অন্ধকারের তাকে এড়িয়ে আসতে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ ডিগ্রীরা আসতে পারেননি আসতে বা লন্ডনের কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লন্ডনীয় অধ্যাপক বা অধ্যাপক হিসেবে। হয়ে পারতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক বা বুদ্ধিজীবি লেখক বা আইনজীবী। কিন্তু না, তিনি অভিজাতীয়, অন্ধকূপ আসতে বা নিজের ব্যক্তির লোভে যাননি। তিনি ফিরে এসেছিলেন দেশে। জীবিকার জন্য নিজ এমন দেশের মানুষ যেই মানুষের তাঁর সমাজে পড়েছিল দুঃখ অন্ধকার্য। তার অপমানিত লাঞ্ছিত ও সমাজিক সমুদ্রের অতীতির 'অনুভবের' শ্রেণীর মতো অনেক বেশী বেদনার দুঃখ।

তিনি তাই রাজনীতিবিদের আম্বেদকারের মতো আসেননি। আমরা আমাদের দেশ নিয়ে অপমানিত মানুষের মেয়ে উদ্ধারের সর্বদাই ও আমাদের আমাদের পারতেন নিজেদের। এমনকি রাজনৈতিক হয়ে পারতেন হয়তো। কিন্তু তার সময় আমাদের ৮০ শতাংশ মানুষের অতীতের রাজার সেই অতীত সময় রাজনীতিদের আমাদের অধিকার নয়। তাই তিনি সমাজের মেরুদণ্ডিন্ন অতীতির সঙ্গে নিজের

ছাত্র আর শিক্ষক হয়ে গিয়েছেন একটি। অর্থাৎ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন যারা, যারা আজীবন সত্যাগ্রহের নিরাপদ দৌড় শেষে ভারতবাসীর জন্য যাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে নিবেদন করেছিলেন। সেদিন থেকে ভারতীয় ইতিহাসে ডঃ বি আর আম্বেদকর হিসেবে একেবারে ভরত এবং বিভীষণ একসঙ্গে পড়া এক বিষম দ্রব্য। যার সঙ্গে মুসলীম লেগের সম্পর্কের কথা আমরা জানি।

বিষম বন্ধু

যে কোনও আন্দোলনই আসে এক বা একাধিক উৎসমুখ থেকে। আম্বেদকর সেদিন একলা আসেননি। রাজনৈতিক দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ১৯৩২ সালের ৬ ডিসেম্বর যে আম্বেদকর মৃত্যুবরণ করেন—যার অব্যবহিতে ভারতরত্নপদবী দেওয়া হয়। ঠিক পরের দিনই তাঁর জন্মদিন পালন করে বি পি মণ্ডলের নেতৃত্বে। পরবর্তীকালে বিহারের ৬ ডিসেম্বর তাঁর সম্মানেই নির্ধারণ করেন। তাঁর শিক্ষায় মনে আছে,

যেন তাঁকে বিচ্যুত না করে এবং উঁচুতে তুলে ধরে সত্যনিষ্ঠ। এই ঔপনিবেশিক যুগেই নির্মিত অন্য তুলনীয় ইতিহাস-চিন্তা।"

তাঁর তিনি তাঁর 'পুরাতত্ত্ব' গ্রন্থটি ইতিহাস অন্বেষণের যথার্থ ভৌগোলিক ভূমিকায়। ইতিহাস পত্রে লিখেছেন—

"ভারতবর্ষে সমাজের মধ্যে খুব বিভিন্নি তিনি হিন্দুধর্মের নিম্ন স্তরের (উঁচু স্তরের সম্বন্ধে নয়) তাদের সমাজ সম্পর্কে সন্ধানের করে নিয়েছেন এবং তিনি এই তথ্য সংগ্রহ প্রসঙ্গে অনুমোদন যে, তিনি পাশ্চাত্যমুখ হওয়ার চেয়েও তাঁহার সমসাময়িক সমাজের প্রতিষ্ঠা অনেক বেশি অর্জনি—সেই মহান জ্যোতির ভূতনাথ (১৮২১-১৮৯০) মৃত্যুতে এই গ্রন্থ ইতিহাস করা হল।"

তিনি ভারতবর্ষলিপি হিসেবে যে গ্রন্থগুলি তাঁর অন্বেষণে তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১। আর্ট ইন ইন্ডিয়া : মেডিয়াল মেডেলিজম, মেডেলিজম আন্ড মোগল-পেইন্টিং (ভারতের ভাস্কর্যকলা)।
২। এনিমিজেলজম অব আর্যস (আর্যদের বিশ্বসৃষ্টি)
৩। মিথোলজি অব হিন্দুইজম (হিন্দুধর্মের কথা)
৪। ইন্ডিয়া আন্ড ট্রি-বিদ্যুইজিটিস অব এনিমিজিজম (ভারত ও সমকালীনের প্রেত-পূজা)
৫। মেডেলিটিজম আন্ড আইকনোগ্রাফি মেডেলিটিজম ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া—(প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও প্রতিমাবিদ্যা)
৬। রিলিজন ইন হিন্দুইজম (হিন্দু ধর্মের প্রসঙ্গাদি)
৭। আর্কিটেকচার অব দ্য হিন্দুজ অব ইন্ডিয়ান স্টাইল (ভারতীয় অনুসরণ সম্পর্কে অনেক আলোচনা।)
৮। খুন, খুন আর !
৯। আলোচনা আর, বিজয়ের আর আলোচনা হল ?
১০। হিন্দু নারীর উৎসব-পালন—তার অন্য আর নারী।
১১। পাখী ও আমোদ আলোচনার অন্য কি আছে ?
১২। পাখী ও আলোচনার সৃষ্টি
১৩। খুন ও খাঁচ বর্ণ
১৪। খুন ও তাঁর আর্যস অনিমাল

এই সব অন্বেষণ গ্রন্থ ছাড়াও অনেকটি, বাইনিটি, ধর্মস, অনিমা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিপুল অন্বেষণ—যে কোনও একজন ব্যক্তিমানুষের পক্ষে ছিল অভিজাতীয় বিষয়।

তা ছাড়া ছিল তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কাজ ও আন্দোলন। তার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে পরিবর্তনশীল তাঁর বক্তব্য অন্য পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার করে দিত।

তিনি যে তাঁর পাণ্ডিত্যে, ক্ষুরধার যুক্তিতে এবং বিপুল তথ্যের প্রচণ্ড শক্তিতে মনিতের স্বার্থ তুলে না ধরলেন তাঁর না বোঝাতে পারতেন যে হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষেরা হাজার হাজার বছরের সমাজ দেহের নিচের। তাঁর প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেন যে বিশ্বে কত হাজার নানা নিয়ম, সংস্কার, রীতিনীতি ও সমাজ সমাজিক মূল্যের সংরক্ষিত ছিল ভূ-পৃষ্ঠের অন্য, হয়তো তিনি মনীষা জন্মের এই এক-চতুর্থাংশ তাঁর অন্যান্য মূল্যের অন্য সংগ্রহের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে দূর দিতে পারলেন না। অথচ যে কয়েকজন নেতৃত্ব পরে হিন্দু ধর্মে ফিরে যা মহিলাদের অধিকার সংগ্রাম ফিরে পাশ করতে দিল না, এমনকি নেহরুজী প্রথমে তাঁকে থেকে পরে মিনতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হল—সেই আন্দোলনে যে তাঁরাদিনি তাঁহার সংরক্ষণ হেরেছিল। এটা ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আন্দোলনের অতিরিক্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রধান ছিল এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভেঙে দেবার জন্য।

অর্থাৎ তাঁর অন্বেষণ, তাঁর সমস্ত অনুসন্ধান এবং যে সমস্তের প্রতিষ্ঠা করার প্রধান শক্তি ভারতের মনীষার অনুসরণ সংরক্ষণ পেয়ে সহায় করেছে—তা এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা।

উপসংহার

মার্ক মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) আবিষ্কার করে প্রতিযোগিতার উৎপাদে দেখান করা হয় তার অবদান হিসেবে করেন। পৃথিবীর প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন দেন। তাঁরও ইতিহাসে চূর্ণবাদ মূল্যশক্তির অনুসরণে মহাজনী ধর্মস নিয়ম যে মার্ক ধর্মস করেন—তা ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তনের এক বিরাট ধর্মস। যা উৎপাদন ও পরিশ্রম ছাড়া মহাজন বা বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন মহাজন হিসেবে তাঁরাও পাই পাওয়ার যোগ্য।

তেমনই ভারতীয় সমাজের পর্যালোচনা—আমাদের বর্তমান তাঁর অন্বেষণের জন্যে—ধর্মস, মার্কস, অন্বেষণ-এর পথে অগ্রসর হতে হবে। অন্বেষণ মনীষা করে সমাজে আনতে হবে—তাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা আর মানবকল্যাণ আন্দোলনের পরিণত হতে হবে। নিয়ম, অন্বেষণ, মনীষা, উদ্ভাবন ও উদ্ভাবন যে বিরাট প্রয়োগশক্তি তাদের বিশ্বাসী হবে। তবে পথ অন্বেষণ, অন্বেষণ পাওয়া যাবে।

কৃত পরিমাণ বিজ্ঞান নিজে না, পরমাণুর বিজ্ঞানের আজ আমাদের আছে না ; বিজ্ঞানীর মনোর সাহায্যে তা আমি করতে হবে।

—এস আইনস্টাইন

আম্বেদকরের প্রতি

অনিল সরকার

পাহাড় যেন আকাশ ছোঁয়
দুঃখের সিন্ধুর নদী
অন্ধ আঁধার আঁধার
চুপে থাকা ঘরে
ইতিহাস পড়ে ঘুমায়
গৌতম নির্বাক।।

চৈত্যভূমে পড়ে আছো
ফেলে দিয়ে নীল,
চক্ষু ঝরা ফসলে
একলা চিতায় আগুন চিতায়
চিতায় দগ্ধ জগৎ,
সারা জীবন জেগে থেকো
শতাব্দীর শতাব্দীর
তোমরা মানুষ তোমরা।।

বিভেদ ঘটেই বিশ্ব
ধ্বংস করে ঘর,
তোমার মতোই প্রভা
স্বর্গ পতাকা ধর্ষা

ঈশ্বরের ভয়ঙ্করে,
ধ্বংসে ধর্মের পরি দিয়ে
ধরেন তোমার হাত
ভাগ্যের জোরে
স্বর্গ হিন্দু প্রজাতির
একটি ধ্বংসের নাম।।

শাস্ত্রের ঠোকরে
পদাঘাতে দলি পায়ে,
ডিঙিয়ে তোমে নিম্ন অন্তেবাসী
অন্তেবাসী অন্ধ-বধির,
হাসি মুখে তোমার তোমে
জ্ঞানের নতুন প্রান্তে,
ভাঙো পাথর ঠোকো শিল্পে,
ঘুমন্ত নিজের ঘরে
ঘুমায় এই ঘরে।।*

* কবির পাঠান পত্র আম্বেদকরে উদ্দেশে

আম্বেদকর-জয়ন্তী ক্রোড়পত্র

শিক্ষা, সাহসী ও সংগ্রামী ঐক্যই শুধু শোষিত-শ্রেণির সমাজের মুক্তি আনতে পারে।—আম্বেদকর

উত্তরণ

তপশিলভুক্ত শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উত্তরণ

আম্বেদকর-জয়ন্তী ক্রোড়পত্র

আম্বেদকর জন্মভূমি উৎসবকে ঘিরে অনুষ্ঠানের প্রস্তাবগুলি

অধিকারের জোরদার আন্দোলন

রাজ্যের তফসিলি সমাজ সংগঠনে আম্বেদকরপন্থী নৈরাজ্যিক পার্টির অবদান এবং ভবিষ্যৎ ... ৩১১

দেশান্তরিত জন্মভূমি সন্ধানে

বেলাগাছের নিরালায় সাধারণ চেতনাবাদী দলিত সমাজের মুক্তির পথ—ঐতিহাসিক প্রয়োজন ... ৩১৪

আম্বেদকরের জন্মদিনে সংবিধান বাঁচাও দিবস ... ৩১৫

মুক্তিসংগ্রামে আম্বেদকর জয়ন্তী ... ৩১৬

বেলিয়ার্ডে পালনের ঐতিহ্যের অবলুপ্তিকাল ... ৩১৭

সেন্টমিরোয় আম্বেদকর জয়ন্তীপালন ... ৩১৮

ফ্রেমিংহে আম্বেদকর জয়ন্তীপালন উৎসবের ... ৩১৯

উত্তর ২৪-পরগনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আম্বেদকর জয়ন্তী ... ৩২০

কলিংএ আম্বেদকর জয়ন্তী ... ৩২৩

জেলার খবর

সেন্টমিরোয় জেলার উত্তর অঞ্চলের মুক্তাঞ্চলী খবরী বিবরণ ... ৩২১

১৯৯৯-২০০০ সালে সেন্টমিরোয় জেলার তফসিল শ্রেণির উন্নয়নের রূপরেখা ... ৩২২

৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণের শিলান্যাস ... ৩২৩

তফসিল শ্রেণির উন্নয়নে জন্মভূমি আন্দোলন ... ৩২৪

আদিবাসী আন্দোলন তথা সেন্ট্রাল হাইকোর্টের নির্দেশনামা ... ৩২৫

মুক্তাঞ্চলিবাসীর আয়ের হাতিয়ার উৎপাদন ... ৩২৫

১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরে ৭৫ দফ তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন নিয়ে বিশেষ আলোচনা

উঃ ২৪-পরগনার সাধারণের দিন ... ৩২৬

সংস্কৃতি সংবাদ

তফসিল জাতের (উন্নয়ন) কর্মাধিকারীর নিয়ে-তফসিল মুক্তাঞ্চলের উদ্যোগ ... ৩২৭

সম্পন্ন পুলিশ আধিকারিক আদিবাসী উন্নয়ন ... ৩২৭

আম্বেদকর পরিচালনা প্রশাসনের সাংবিধিক প্রতিনিধিত্বের দাবি ... ৩২৮

ভারতের জাতিগত সমস্যা সমাধানে আম্বেদকরই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন

কলকাতা জেলা অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে দীনেশচন্দ্র ডাকুয়ার ভাষণ

"কোনো জাতি যখন অন্য কোনো জাতিকে পদানত করে তখন তাকে বিজিত জাতিকে নিম্নস্তরে রাখতে বিজয়ী জাতির কিছু লোক কিছু সংস্কার একদল লোককে বর্ণাশ্রম ধর্ম করে, তার করে, অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজাতি তৈরি করে সেই অজুহাতে পুরাতনের বন্ধনদশা তৈরির অধিকার কুক্ষিগত প্রভুর সমাজের আলমারি ও সিন্দুকের লোহার আইনে চিরতরে রেখেছে। অন্য সমাজের অধিকার ঘটনাক্রমে বিজয়ী শ্রেণীর হাতুড়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বিশ্বামিত্র। এই দুটো অধিকার বিজয়ী জাতির ব্রাহ্মণ শ্রেণীর হাতে থাকে এবং তারা শাসনের নিজের হাতে রাখেন। এই অধিকার সমাজের সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেননি, উল্টো ঘোরতর শত্রুর ভূমিকা নিয়েছেন যারা। তাদেরকেই একেবারে শত্রুর পক্ষে এ সমাজের সমস্যাকে দূর করিলে করেছেন।"

গত ১৪ এপ্রিল রবি ও তার অনুষ্ঠানের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে উপরোক্ত অনুষ্ঠান শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের কর্মকর্তা শ্রেণী অধিকারের উদ্যোগে কর্মকর্তা বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় ডাকুয়ার অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের ডাকুয়ার নাই বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন অনেক।

দীনেশচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন যে, উচ্চশ্রেণীর অত্যাচারে যেসব লোক ধর্ম ও জাতি থেকেই ওটাদের শিকারে এসে অস্পৃশ্য বঞ্চিত হয়েছে, তিনিও তাঁদের মধ্যে একজন হয়েছেন। সাতটি শিক্ষা থেকে এঁদের বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে দীনেশচন্দ্র বলেন যে, বিশেষজ্ঞরা প্রথম এঁদের কাছে সাতটি শিক্ষার সমান মূল্য দিয়েছিলেন। এই তালে তিনি মহাবোধির (প্রকৃত বোধী তালে) বিশেষজ্ঞ বক্তব্যসমূহের সাতটি শিক্ষার বিশেষজ্ঞের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, যখনই তাঁদের বিশেষজ্ঞের মিল পাওয়ার সাতটি তাদের ও সমিতির দৃষ্টিভঙ্গি হয় এবং।

দীনেশচন্দ্র আরও বলেন যে, মনু নিয়ে ও সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করতে ওদের শিক্ষার যেসব অধিকার কুক্ষিগত করেছিল তাদের নিয়ে কোনো কথা বলে যাবে। এই নিয়ে তাদের অধিকার নিয়ে তাদের কোনো কথা বলে যাবে। তাদের কোনো কথা বলে যাবে। তাদের কোনো কথা বলে যাবে। তাদের কোনো কথা বলে যাবে।

এই ছবির মধ্যে অনুষ্ঠানে, সাতটি ছবির নিয়ে সমাজের অধিকার আছে ও তাদের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে ও তাদের কোনো নিয়ে

পরবর্তীতে আলো উদ্ভাসিত করে তিনি বলেন যে, এই সংবর্ধিত বক্তব্যের কথা উল্লেখিত করে তা অনুধাবন করলেন যে, আজিজ বক্তব্যের থেকে সংবর্ধিত বক্তব্য কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তিনি সভা পরিচালনা এবং বিভাগের কথা উল্লেখ করে বলেন আগামীর মধ্যে আরোগ্যিক প্রশিক্ষণ কোর্সও শেষ হবেনা। এই প্রেক্ষাপটে তিনি ই এম এস সম্মুখিনিশনের উন্নতি নিয়ে আরোগ্যিক এম বিভাগের বিভিন্ন কথা তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রীর পরিচয় ও বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, একজন মন্ত্রী ও দুটি বিভাগের কোনটি আগে দুটি নিয়ে তর্ক হোক। তবে আগে আগে এ নিয়ে আগে একজন উন্নতি তর্ক তুলে বিভাগটির কোনটি করে সভাই হয়। এবার দুটি তর্কে এ নিয়ে, আগের পরবর্তী হোক।

অতঃ বিভাগের পরবর্তীকালে অধ্যাপক ডাঃ তুষার কান্তি ঘোষের অনুপস্থিতিতে তার বক্তব্য অধ্যাপক ডাঃ তুষার কান্তি ঘোষের প্রতি বিভাগ সংবর্ধনা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। সম্মুখে অনুরূপ ৫০ বছরের মধ্যে যে সংবর্ধনাগুলি বিভাগ হয়েছে তাদের তালিকা করে তা থেকে উন্নতি করে মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন যে, এই সংবর্ধনাতে কোনোরূপ বি ডে সি সংবর্ধনা পরিবর্তনে তালিকা হয়েছে। তিনি বলেন যে, তেমনি অধিকারী আছেন যে, আগামীদিনে অধিকার তালিকা করে আরোগ্যের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমাজ বিভাগটি হয়ে ওঠেছেন্দের প্রতি, তাঁর বক্তব্য সংবর্ধনাকে প্রতি সংবর্ধনাকে জোর উদ্যম।

পরিশেষে তিনি ওয়েস্টবেঙ্গল ঈশান ও সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরো আগামীর জন্য ঈশান বিভাগ বর্তমান 'আগামীর ওয়েস্ট ডাঃ আরোগ্যসেন' গ্রন্থের প্রতি নতুন প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ওপরে ডানদিকে সংবর্ধিত বক্তব্য ডাঃ তুষার কান্তি ঘোষের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

মুখ্য অতিথি আরোগ্যসেনের সম্পর্কে আরো তিনি উল্লেখ করে বলেন যে, আগামীর বক্তব্য ও আরোগ্যসেনের বক্তব্য দুটিই আগামীর ছোট্ট সভা।

আগামীর আগামীকালের প্রথম পর্যায়ে আরোগ্যসেনের আরোগ্যসেনের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন যে, পরবর্তী আগামীর না পেয়ে তিনি আগামীর সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, আরোগ্যসেন আগামীকালে যে, আগামীর মেয়েদের আগামীর আগামীকালে আগামীর আগামী করিয়ে হয়ে এবং চাষী, দুটি, মেয়ে, ছোট প্রভৃতি নিয়ে আরোগ্যসেন আগামীর দুটি আগামী যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে আগামী যে, সংবর্ধিতের সম্মুখে পরবর্তীকালে সম্পর্কে আরোগ্যসেনের উপর সংবর্ধিত প্রকাশ পরিচয় আগামী করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আগামী 'আগামীর' এবং উল্লেখযোগ্য আগামীকালে প্রকাশিত আরোগ্যসেন আগামীর আগামী আগামীকালে আগামীকালের নিয়মে

আগামীর আগামীর আগামী ও আগামী বিভিন্ন আগামীকালে আরোগ্যসেনের প্রতিনিধিদের আগামী নিয়ে আগামী নিয়েছেন আগামী। আগামী নিয়মিত আগামীকালে আগামীকালে আগামীকালের আগামী আগামীকালের প্রতি আগামী আগামীকালে আগামীকালে আগামী আগামী করেন বিভাগের ডা. তুষার কান্তি ঘোষ।

এর আগে আগামীকালে বিশেষ আগামীর ঈশান বিভাগ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আরোগ্যসেনের আগামীর ঈশানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, বিভাগ যা আগামী আরোগ্যসেন আগামীকালে আগামী, আগামীকালে এবং আগামীর আগামীর শ্রেণীর আগামীকালে আগামী আগামী বিভাগ সংবর্ধিতের আগামীকালে করেন। এই সংবর্ধিতের আগামী তা আরোগ্যসেন বিশেষ আগামীকালে আগামী ও বর্তমান সমাজের আগামী আগামী আগামীকালে তুলে ধরেন, যার ফলে আগামীর আগামীকালে আগামীকালে তিনি বর্তমান বিশেষভাবে বিভিন্নী আগামী আগামী আগামীকালে। আগামী ঈশানআগামী তা আরোগ্যসেনের আগামীর বিভাগ নিয়ে

মৌলিনাথ্ বলেন যে, যত দিন আমরাই তাঁর জীবনে এসেছি সততাই তুলিকলার জন্য সাধী উপেক্ষা করে তিনি শশিন ও শিল্পকর্মের অনুকূলে সমাজের প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। শিল্পকর্মের অনুকূলতা বৃদ্ধিতে আমরে পেরিত হয়ে আমরা দাবি করে ৪: অধ্যক্ষকে সবিনয়ে জানান তাঁর বক্তব্যকে তিনি করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

আলোচনার আলোকে করে অধ্যক্ষের প্রেরিত কলাম বিভাগের বাড়িটি উপেন্দ্র কিন্তু সমাজ সমাজের অন্যান্যের জন্য ব্যবসায়ের আলোকপাতের উপেন্দ্র উপেন্দ্রের সমাজের অন্যান্যের উপেন্দ্রের চলচ্চিত্রের বিষয়ে নিয়ে আলোচনা যে, যে অনুরূপ কলীন ছাত্রদের এক ঐতিহাসিক সবিনয়ে জানান আলোকপাত, বৃদ্ধির পরে তাঁর দৃষ্টি ছেয়ে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠানির অন্যতম চলচ্চিত্রে হবে, এমনকি তাঁর বিপুল প্রচারে কলীন সবিনয়ের পরিবর্তনের অন্যতম উপেন্দ্র চলীর ক্ষেত্রের বি তে দি সমস্যা এসিয়ে এসেছে। এই অন্যতম বিষয়ে কলীন সমস্যের অনুরূপের সাথেও আলোকপাত সাধিল হলে অন্যান্য কলিয়ে বাড়িটি সমাজের আলোকপাত যে, সে পাশ্চাত্য উপেন্দ্রের কলিত বিরোধী বক্তব্যে ধর্ম করা হবে।

শিল্প ও আর্কাইভের নানা বিশেষজ্ঞ ও ব্যবস্থাপনার পরিস্থিতির ক্ষেত্রসিনার আলোকপাতের প্রতিনিধিত্ব সমাজের জন্য উপেন্দ্র করে বাড়িটি আলোকপাত আলোকপাত যে, ভারতপাত ছেয়ে সাধারণিক ধারে প্রতিষ্ঠান জন্য ব্যবসায়ের সমাজকে দৃষ্টিপূত সঙ্গে পৌঁছানোর কলীন তাঁর অনুপাতী কলিত সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে। তিনি আলোকপাত যে, তাঁর আলোকপাতের ধারণে সমাজের বিভিন্ন ধর্মের আলোকপাত আলোকপাত দূর করতে হলে সমাজের আর্কাইভের পরিবর্তন করতে হবে। এ ধারে সমাজের সিদ্ধিতে নানা অনুরূপ এসিয়ে এসেই আলোকপাত যখন সার্থক হবে আশা তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

বিভাগের নিজস্বতাই অভি বিভাগ যে আলোকপাতের উপেন্দ্রে প্রথম নিজেদের ধারে আলোকপাত যে, আমাদের সঙ্গে তাঁর অভিন্ন সম্পর্ক ছিল, ছেলের ছেলেবেলায় আমাদের উপেন্দ্রেই তিনি আমার ছেলে ছেলেকে আর্কাইভের বিভাগিত হন এবং তার কলেই তা আলোকপাত কলিত ছেলের আমাদের বিভাগ সবিনয়ের আকর্ষণ করে কলীন আমরে আমাদের অভিমত প্রতিষ্ঠান সমস্ত তৈরি আমরে ছেলেছিলেন। প্রথম আমাদের সেই তার উপেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ ধারে তাঁর পূর্তি কলকাতে পরিচালনা সমাজের ছেলেসমাজের ধারে একটি আলিনিকেতন স্থাপন আলোকপাত আমি আমরা ছেলেন করেন।

এর আলোকপাতের সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন বিভাগ উপেন্দ্র করে বাড়ি আমরা আমরা যে, আলোকপাত যে চিঠিটি আমরা উপর সবসিক আমরা নিউইয়র্কের ছেলেসি হল বিভাগ, আলোকপাত ও আলোকপাত এবং তিনি বেশি আমরা নিউইয়র্কের বিভাগের উপেন্দ্র। ছেলেরা বিভাগী ছেলেরা আমরা এবং ছেলেদের সমাজের আলোকপাত পরে দূরের আমরে আমরে ধারণের বিভিন্নতার বিষয়ে লড়াই এবং সমস্যা। বিভাগকের সমস্যা আমরে কলিত ছেলেকে নিয়িয়ে কলাম আলোকপাতের উপেন্দ্র করে বাড়িআমরে আলোকপাত বিশেষ ৫০ বছর ধরে ছেলে আমাদেরীয় উপেন্দ্রের আলোকপাতের প্রতিনিধিত্বের আলোকপাত আলোকপাত এসেছে বিভাগ আলোকপাতের আলোকপাত। তিনি আরও উল্লেখ করে ছেলেন যে, এই উপেন্দ্রের চলচ্চিত্র আলোকপাত বিভাগের আলোকপাত কলিত হয়ে এসেছে এবং আলোকপাতের ৫০ বছর পরও প্রতিবেদন ধারে পড়েছে ৭০ জনী আর্কাইভীয়ের নিচে পরে আসে। এসে ছেলেরা আর ছেলেরে নিয়ে, মূল আর আলোকপাতী ছেলে-ধারণে আর আমরে হয়, আমাদের ছেলের পড়ানো ১০-১৫ ভাগ কলিত অনুরূপ ধারে বিভাগ ছেলেন ধারণে হলে মূলিলেখাগারে আমরে নিয়ে এসে ছবে তাঁর তুলে নিয়ে হবে। তিনি আশা যে, আর্কাইভারিকা যদি এই আলোকপাত ছেলে আলোকপাতের ধারে সবিনয় আমরে আলোকপাতীদারে উপেন্দ্র আমরে আলোকপাত করে আছেন। এই আলোকপাত আলোকপাত পাশ্চাত্য আর্কাইভীয় মূর্তিনে আমরে নিয়ে সার্বজনিক দৃষ্টি আকর্ষণ ধারে আশা তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

অধিনায়ক পুরস্কারে আলোকপাতিক প্রশস্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁ আলোকপাতের উদ্যোগে পাঠের ধারে নিবেদন করে আশা যে, ড: বি আর আলোকপাত তাঁর বিশাল অভিযোগে যে সবিনয়ে ছেলেরাদীকে নিয়ে ছেলেন যে সবিনয়ে ছেলের আলোকপাতিক আলোকপাত আলোকপাত বিভাগের পাশাপাশি ছেলের নিয়িয়ে পরে অনুরূপের ধর্ম আলোকপাত বিভাগ আলোকপাত ধারে। ছেলের আলোকপাত, কলিত কলিত সমাজের অনুরূপের আর্কাইভিক ধারণিকরের পাশাপাশি আর্কাইভীয় আলোকপাতিক আর্কাইভার কলিত আলোকপাত আশা আলোকপাত আশা তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

এর এর এর তি তি প্রথমে বিভাগের পাশ ছেয়ে বাড়ি নিজেদের আলোকপাত, বাড়িটি উপেন্দ্র কিন্তু, বিশেষ অভিনি অধিনায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেটি ছেলিয়ুক্ত মৌলিন বিভাগ প্রচুর ছেলেযুক্ত সমাজের ভবিষ্যৎ, বস্তু, আশা ধারণ, ছেলেরা প্রথমিক এবং নিজস্ব বক্তব্যকে বিভাগ আলোকপাতের কলিত সবিনয় ও চলি তুলে ধরে।

অধিনায়ক প্রেরণ আলোকপাতিক উদ্যে মূলতঃ উপস্থিত সমাজের সমস্যার আলোকপাত আলোকপাত সমাপ্তি ছোষণা করা হয়।

বাবাসাহেব নির্দেশিত সংঘবদ্ধ আন্দোলনই দলিত সমাজের মুক্তির পথ

—দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া

"আমার মনে হয়েছে সংবিধান প্রণয়নের সময় সেখানকার বিশিষ্টজনের নির্দেশমতো বিভিন্ন ধারাগুলির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আম্বেদকর বুঝেছিলেন যে, শিক্ষার অভাবে সৃষ্টি হওয়া সমাজ শ্রেণী উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না। এজন্য প্রথমে দলিত নির্যাতন ও বঞ্চনার প্রতিকারে তাদের সক্ষম হতে হবে এবং সেই জন্যই তাঁর উপর জন্মসূত্রে ন্যস্ত শিক্ষা ক্ষেত্র, সংবিধান গড়ে তোলা ও বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।"

গত ১৬ ডিসেম্বর মহীশূর জেলার কোন্নুর ও শোভাযাত্রায় সংগঠনগুলি আয়োজিত আম্বেদকর জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত আম্বেদকর শ্রেণী প্রসঙ্গে বিভিন্নের জন্যেন্দ্র মহী নির্দেশের অনুসরণ ও আম্বেদকরের উপলক্ষে গ্রন্থ নিবেদন করে উপস্থিত সভা চলতে থাকে।

ও: আম্বেদকরের জীবন ও অবদানের সার্বিক আম্বেদকর মহীয়ানের আলোচনা করেন যে, ভূমিহীন জেলেরী উচ্চবর্ণের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলনের ডাক দেন কর্ণাটকের বিভিন্নে সংগঠনের পথে এগিয়ে নিয়েছিলেন। সমাজ ও অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কে বিশেষ উচ্চমানের শিক্ষা ও গবেষণার কর্মসূচীকে যে আন্দোলনের সার্বিক মূল্যায়ন করেন তিনি সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছিলেন যখন তিনি অর্থমন্ত্রীর দপ্তর করেন যে, ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমে যখন করতে গিয়ে তিনি তাঁর শিল্প শ্রেণীর শিক্ষা ও দীক্ষিকরণ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, আমরাই হিসেবে তিনি প্রথিত বক্তব্যে বিভিন্ন আইন তৈরি করেন এবং তিনিই প্রথম মহীয়ানিবাসের প্রতিষ্ঠানটিকে তুলির আইন তৈরি করেন।

বিভিন্ন প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের অনুসরে হয়ে, তাদের আমরাই পুরিয়ে দেবার আইনের উদ্যোগ করে মহীয়ানের আলোচনা করেন যে, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে এবং আইনের রাষ্ট্রপতি দেশের প্রথমে করে অর্থনৈতিক

সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ

পরিবর্তনের বিধান যথাযথ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, ও: আম্বেদকরের অনুসরণীয়তাকে অবহেলার মোকাবিলায় আর উচ্চশ্রেণীর অনুসরণ নেতৃত্বে আম্বেদকরের মূল্যায়ন করা হচ্ছে। বিশ্বায়নের এইসব অবস্থাকে কখনো তার তিনি সমাজের প্রতিটিকীল পরিস্থিতিতে সর্বশ্রেণীর অনুসরণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ও: আম্বেদকরের জীবনীকার ও দলিতদের নিপীড়িতদের নেতৃত্বে মোহিতুর মৌলিন বিশ্বাস তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বিশ্বায়নের আম্বেদকরের মূল অবস্থানের উল্লেখ করে সংবিধানে পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন যদি পরিবর্তন এই সমাজে এখনও হয়, তবে, সোহিতিকি

আম্বেদকরের জন্মদিনে সংবিধান বাঁচাও দিবস

১৪ এপ্রিল ডাঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মদিনে কল ইন্ডিয়া অলইন্ডিয়া অব এস বি/এস টি কর্মচারীসংগঠনের ডাকে সংবিধান বাঁচাও দিবস পালন করা হয়।

সমস্ত শাখা থেকে এই তারিখ সকাল ১০টায় তাঁদের অফিসের সামনে আম্বেদকরের মূর্তিমূর্তির পাদদেশে জমায়েত হয়।

তখনকার নিয়মানুযায়ী সেদিন সকালে তাঁদের বিভিন্ন বক্তা আম্বেদকরের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন এবং দৃপ্ত কর্মসূচিগ্রহণ নিয়ে তাঁর লেখাকে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজে লাগানোর কথা উচ্চারণ করেন। তাঁরা আরও বলেন যে, আম্বেদকরের প্রতিষ্ঠানিক অবদানের বিশেষ সময়ে উচ্চবর্ণে ধনসম্পদশালী যেসব অপশক্তি তাঁর আদর্শের সংবিধান সংস্থাকে ধ্বংস করতে চাইছে।

সমাবেশ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদী মনোভাবের প্রতিফলিত হয়ে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা পরিবেশন করে।

মুর্শিদাবাদে আম্বেদকর জয়ন্তী

১৫ ও ১৬ মে, ২০০০—মুর্শিদাবাদ জেলা তপশিলি জাতি বিভাগের উদ্যোগে দুটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ মে বিকেল ৩ ঘটিকায় বহরমপুর টুকের পলাশডাঙা মাঠে বিভাগের দুটি বিপুল জনসমাবেশে ভারতের সংবিধানের জনক ডক্টর বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের সাধ্যের পরিবেশন অবশ্য বিভাগীয় কর্মী হিসাবমাত্রের সাধ্য। তাদের আমন্ত্রণে জেলা প্রশাসন অতিরিক্ত-জেলা-জেলা অন্যান্য অতিরিক্ত মনোযোগের জেলা। এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, সভাপতির বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং বে এস কলেজের অধ্যাপক শচিন্দ্রনাথ রায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার জেলাশাসক মিস্টার সেন্ট্রাল সেনগুপ্ত, পৌরপ্রধান সমিতির ও পৌরসভার। এ ছাড়া বহরমপুর টুকের বি ডি ও ডক্টর বিভাগসমূহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে শ্রীবৃদ্ধি করেন।

এদিন সভায় বিভাগসমূহের ছাত্রীরা অতিরিক্তী সুরেন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে ডক্টর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তারপরে অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য রাখেন সভাপতি শচিন্দ্রনাথ রায়। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল ডক্টর আম্বেদকরের সংগ্রামী জীবন ও তাঁর আদর্শ। তিনি বলেন, ডক্টর আম্বেদকর ছিলেন একাধারে সমাজসংস্কারক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী। তিনি ভারতের সংবিধান প্রণয়নে যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা ভারতের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, ডক্টর আম্বেদকর ছিলেন সমাজের অবহেলিত মানুষের মুক্তির দিশারী। তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন সমাজের অবহেলিত মানুষের মুক্তির জন্য। তিনি বলেন, ডক্টর আম্বেদকর ছিলেন সমাজের অবহেলিত মানুষের মুক্তির দিশারী। তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন সমাজের অবহেলিত মানুষের মুক্তির জন্য।

জেলার মেয়র মৃদুল প্রসাদ তপশিলি জাতি / আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং অতিথিদের সংবর্ধনা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল—পাঁচরুখি নৃত্য প্রতিযোগিতা "সমন্বয়"। প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান লাভ করে—অতিমাত্রায়ের "মুর্শিদাবাদ পলাশডাঙা পাঁচরুখি," দ্বিতীয় স্থান লাভ করে—ঘটিমাত্রায়ের "জিলাল মুরমু সংঘ"।

১৬ মে, ২০০০ জেলার সমবায়ীদি হলে—"পাঁচরুখি জাতী জেলার অতিরিক্ত মুর্শিদাবাদ সংগঠন আদিবাসী সমাজের" উদ্যোগে ও এ আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধানুষ্ঠানে, সভাপতিত্ব করেন সমবায়ীদি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপতি মুখার্জি। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন, জেলা প্রবীণ শিক্ষক সমূহের সমবায়ী অতিরিক্তিক, চিত্তরঞ্জী মুখার্জি।

অনুষ্ঠানের প্রথমে বিভাগসমূহের অতিরিক্তী সুরেন্দ্রনাথ পাঁচরুখি রীতি অনুসরে মুক্তো ও পরে অতিথি আপ্যায়ন

এ আম্বেদকরের উদ্যোগ এবং বিভাগ পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান পলাশের পঞ্চায়েত পরিষদ এ

কেশিয়ারি পঞ্চায়েত সমিতির আম্বেদকর স্মরণানুষ্ঠান

গত ১ লা অক্টোবর জেলা কেশিয়ারি ব্লকের কেশিয়ারি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিকেল ৪টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ভারতীয় সংবিধান ও ডঃ বি আর আম্বেদকরের অবদান বিষয়ে আলোচনাসভার অনুষ্ঠান হয়। পৌরোহিত্যে করেন সভাপতি হরেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রী অমলেন্দু মুর্মু। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বিকাশ, সুকুমার মাহাত, অসীম সিংহ এবং উপেন মাঝি।

সভায় এছাড়া ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অধিবাসী সমাজের ছোট ছোট শিশু ছেলেদের নাচগানে মিলিয়ে হৈচৈ করে ছোট্ট ছবিটি।

অনুষ্ঠানে ব্যবহৃতীদের মাঝখানে মূল, সংগীত, আবৃত্তি পরিবেশনে এলাকার ছোট্ট উৎসাহিত হয় এবং অনুষ্ঠানটিকে সফলমণ্ডিত করে তোলে।

চলিবেক ৪-৩ মাস

বক্তৃতা করেন শ্রীযুক্তা ব্লকের একাধিক প্রতিনিধিরা।

সবশেষে অনুষ্ঠানে অধিবেশন ভারতীয়ার মূলসংগীত পরিবেশিত হয়।

কোচবিহারে আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উৎসব

অনগ্রসর সমাজের মানুষ এবং সমাজের কোচবিহার জেলার অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১১৩তম জন্মজয়ন্তী একটানা কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

৪ সপ্তাহব্যাপী উদযাপিত আম্বেদকরের জন্মদিন ১৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ৮টায় এক বর্ণাঢ্য প্রোসেশনের পথে পরিক্রমা করে। প্রোসেশনটি শুরুতে সন্ধ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়, তুফানী সিং প্রাথমিক বিদ্যালয়, রবিদাস পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীগণ, পতাকা হাতেনিয়ে ও মোটরবাইক মোছাই ছাত্রীনিবাসের আবাসিক এবং আবাসন বিহীন ছাত্রিবর্গ যোগ দেয়। এর পর জনাব ডাকার সমাজের মূর্তিতে চন্দনকাঠ অর্পণ করেন কোচবিহার জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসকবৃন্দ জনাব জাহাঙ্গীর খান, কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক অরুণকুমার রায়, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলার ঐরানে ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের জেলা জ্ঞানপ্রসাদ অধীনে ছাত্রবৃন্দ, কোচবিহার জেলা অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ কর্মাধিকারিক সহ কর্মাধিকারিকবৃন্দ, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্মাধিকারিকবৃন্দ, আম্বেদকর সোসাইটি, অনগ্রসর সম্প্রদায় মোছাই সংগঠনগুলি, ছাত্রী পতাকা বহন ঐরানে অনিমিত্ত সমাজসেবা এবং বিভিন্ন কর্মাধিকারিকবৃন্দ। মোছাই ছাত্রীনিবাসের আবাসিকগণও প্রোসেশনের মূর্তিতে যোগদান করেন।

কোচবিহার সদরের তাবরী সন্ধ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়, তুফানী সিং প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রবিদাস পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছোট-পেন্সিল বিতরণ করা হয়। এর পর উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যা ৮-৩০ মিঃ ডঃ আম্বেদকরের মূর্তিতে আলোকসজ্জার উদ্বোধন হয়। সন্ধ্যা ৭-০০টায় জনাব ডাকার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা 'বৈশাখী'-র উদ্বোধন করেন অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ কর্মাধিকারিক সহ কর্মাধিকারিকবৃন্দ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মোছাই ছাত্রীনিবাসের আবাসিকগণ। এর পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিভিন্ন শিল্পী পরমিতা মুখোপাধ্যায়, পাপড়ী দাস, শ্যামল রায়, সুদীপ্তা রায়, উৎপলা চাকলাদার, রাজেন ঘোষ, উৎপল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবজিৎ পাল প্রমুখ। প্রতিটি গানের মূল্য পরিবেশন করেন শ্যামলকান্তি অধিকারী মহাশয়।

এই কার্যক্রমের উদযাপন আম্বেদকরের জন্মদিন ১৪ এপ্রিল থেকে একমাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা

প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন মহকুমাশাসক শ্রীঅরুণ

হয়েছে। ১৪-৪-২০০০ থেকে ১৩-৫-২০০০ পর্যন্ত কর্মসূচিগুলি হল :

১। সমস্ত মহকুমা শাসক ও সমাজী উন্নয়ন আধিকারিকদের কার্যালয় তফসিলি জাতি অধিবাসী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সার্বিক্ষণ্য প্রসারের বিশেষ শিবির স্থাপন এবং ডঃ আম্বেদকরের আদর্শের ও কর্মের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েক প্রতিযোগিতা।

২। কোচবিহার উপস্থিতে আলোকসজ্জা প্রসারের উদ্বোধন।

৩। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য আলোকসজ্জা প্রসারের উদ্বোধন।

৪। কোচবিহার জেলা পরিষদ কর্তৃক আলোকসজ্জা শেষ প্রসারের উদ্বোধন।

৫। অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীদের জন্য জল প্রকল্প শিবির।

৬। জন্ম সনদ কর্তৃক তফসিলি প্রদর্শনী।

৭। সমাপনী শিবির।

মেমারিতে ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের জন্মদিন উদযাপন

গত ১৪ এপ্রিল (২০০০) বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে মহা সাড়ে ঘটায় মেমারির সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনে অন্তরে বিপুল উদ্দীপনা, উৎসাহ ও সাফল্যের মধ্যে সাধারণে ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের জন্মদিন উদযাপিত হল। বহু আবাল, বৃদ্ধ, বনিতাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান যেমন সকালে দরিদ্রনারায়ণ রামকৃষ্ণ মহাপাত্রের, অতিরিক্ত জেলা শাসক নূরুল আবেদীন, অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে দীপপ্রজ্বলন দ্বারা, বর্তমান সভা অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ সূচিত হলেও এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চায়েতি সহযোগে অনুষ্ঠানের সূচনা অবশ্যই নিয়মাবলম্বে সংস্থার ছাপাচিত্রে বক্তব্য বিষয়ে বিস্তার ঠার যথাচিত সর্বধর্মসমন্বিত উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে। এরপর ডঃ আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দরদবিশারি রামকৃষ্ণ মহাপাত্র, অতিরিক্ত জেলা শাসক নূরুল আবেদীন, ডেপুটেশন শ্রেণী অন্যান্য সদস্যের জেলা অন্যান্য অধিকর্তাবিক, মমা মেহের বাদ, বর্তমান সভা অনুষ্ঠান শাসক, সূচিত হালদার ও অন্যান্য অনেকে। মাল্যদান অনুষ্ঠানের পর ঐ সংস্থার দ্বারা নবনির্মিত সলিত অনুষ্ঠানের জন্য আজন্ম স্বাস্থ্যাবাস, সহযো চিকিৎসালয়, হিন্দি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি রামকৃষ্ণ মহাপাত্রই। বর্তমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি, অতিরিক্ত জেলা শাসক, অন্যান্যের শ্রেণী অন্যান্য সদস্যের জেলা অন্যান্য অধিকর্তাবিক, বর্তমান সভা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান শাসক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা ডঃ আম্বেদকরের জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠানে ডঃ আম্বেদকরের সমাজজীবনকালী সলিত অন্যান্য সদস্যের সমাজচিন্তনের ছাপনের জন্য অন্যান্য সংস্থাদের কর্মিদের সভায় তুলে ধরেন।

সভাধিপতি রামকৃষ্ণ মহাপাত্রের মন্তব্যের মধ্যে যে, স্বাধীনতার ৫২ বছর পরেও সমাজ জীবনে অন্যান্য সলিত মানুষ সমান অধিকার পাননি। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থিক দিকে অন্যান্য তাঁরা সমান পিছনে। তিনি আরও বলেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যের ডঃ আম্বেদকরের অনুপ্রেরণায় যার আন্দোলনে সামিল হয়ে পেরেছে। পরিবারের অন্যান্যদের সাহায্য নেই, সেই অন্যান্য মানুষ, সলিত অনুষ্ঠানে পুরিত অন্যান্য অন্যান্য ঠাঁদের এগিয়ে আসতে হবে। এখনে নিজিতে পড়া অনুষ্ঠানের জন্য অন্যান্য সদস্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্যান্যদের অন্যান্য অন্যান্যের এবং সমাজের এখনও সংগঠন সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য নানান প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশেষে তিনি "নিবন্ধকরের" অন্যান্যদানমূলক প্রকল্প গ্রহণের ভূমিকা তুলে ধরেন। উদ্যোগ সমাজ উদ্বোধনের অনুষ্ঠান জানান এবং সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

অতিথিবর্গ, বক্তৃতার শেষে ও পরে ডঃ আম্বেদকরের জন্মদিন পালন এক স্মরণীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

প্রতিবেদক : প্রতিনিধি

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

৮। মৃত্যুবোধন।

৯। ৬টী পূর্ব প্রকল্পের সূচনার্থে এবং পরিচালনার জন্য তিন সদস্য টীম গঠন প্রকল্প গ্রহণ।

১৪-৪-২০০০ তারিখে কোন্নিহার সাদরাঞ্চলে গ্রামে ডঃ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জীবন ও

ডঃ আম্বেদকর প্রতিকৃতিতে মাল্য দিয়ে প্রদ্ধা নিবেদন করেন পঞ্চায়েতের জেলা অতিরিক্ত সভাধিপতি রামকৃষ্ণ মহাপাত্র

কর্মধারা উপর আলোকপাত করা।

প্রদত্ত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান এবং আগামী দিনগুলির জন্য ১৬টী সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদক : সমাজ সেবা ও কর্মী সভা

উত্তর ২৪-পরগনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডঃ আম্বেদকরের ১১০তম জন্মজয়ন্তী

গত ৪ মে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা পরিষদ ভবনের দ্বিতীয়তে এক বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ১১০তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর জেলার জেলা শাসক বিশ্বাস ভবনের মাল্য দিলেন ডঃ আম্বেদকর প্রতিকৃতি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি জনাব তপু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। সভাধিপতি শ্রীযুক্ত তপু সভাপতিত্ব করার আসন গ্রহণ করেন।

প্রথমে অতিথি নেতা দিলেন ডঃ আম্বেদকর তাঁর বাল্যে আম্বেদকরের জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোকপাত করেন এবং পরে সংবিধানে তাঁর অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করে আম্বেদকরের উদ্ধৃতি সহকারে বলেন, যে জাতির মানুষের শিক্ষার মান নিম্নে অবস্থান করে সে জাতির উন্নয়ন হতে পারে এবং নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থানের জন্য আম্বেদকরকে দায়ী করে হবে। এই দায়ী দলিত মানুষরা সমাজিক উন্নয়নে সক্ষম হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

সভাধিপতি শ্রীযুক্ত তপু তাঁর বিশিষ্ট অতিথিগণ ডঃ আম্বেদকরের কর্মধারা অনুযায়ী কর্মকরণের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আলোচনাচক্র

এই উপলক্ষে দ্বিতীয়তে কক্ষে আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় ছিল তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার করা যায়।

আলোচনায় অংশ নেন জেলা শাসক অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) ও জেলা পরিষদের এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক অংশগ্রহণ করেন।

জেলা শিক্ষা প্রসার অতিরিক্ত জেলা শাসক ও অনুষ্ঠান সভাধিপতি সভার বক্তব্য রাখছেন। সৌজন্যে তথ্য

কোচবিহার জেলায় উন্নত জাতের দুগ্ধবতী গাভী বিতরণ

তফসিলি জাতি অধ্যুষিত কোচবিহার জেলার দুর্বল অর্থনৈতিক পরিবারগুলির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা তফসিলি জাতি ও তফসিলী উপজাতি বিষয়ক বিভাগ একটি "গো-পালন" প্রকল্প নেয় মহিলা সমবায় মুখ প্রকল্পের মাধ্যমে।

পরিকল্পনা তফসিলি জাতি ও তফসিলী উপজাতি বিষয়ক বিভাগের আধিকারিকরা এবং এন এস এফ ডি সি প্রকল্পের আধিকারিকরা গো-পালন প্রকল্পের জন্য জনসভা করিয়ে ও উপভোক্তাদের "ফুলবেরি পাহাড়ি" বিক্রয়ের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে ২১.২.২০০০ তারিখে দুগ্ধবতী গাভীগুলি বিতরণ করেন মাননীয়া মন্ত্রী।

জনসভায় সেখানে সভাপতিত্ব করছিলেন মন্ত্রী নিরেন্দ্রনাথ রায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন: তিনি বলেন যে অনুষ্ঠানে এই জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের কিছু দুগ্ধবতী গাভীগুলি, যেটি তাদের কাছে না থেকে তাদের দারিদ্র্য উপভোগের বিভিন্ন জেলায় কাজ করছে।

তিনি বলেন যে, এই জেলায় ১৫,০০০ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতাযুক্ত ডেয়ারি তৈরি করার সরকার এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তিনি জানান, এই ডেয়ারির মাধ্যমে ১০,০০০ লিটার দুধ সংগ্রহ করা যাবে। এর ফলে পরিবারে দুধ উৎপাদন শুরু হবে এবং পরিবারের সদস্যরা হবে। তিনি আরও বলেন যে, দুগ্ধবতী গাভীগুলি এই জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পাশের হাত উন্নয়ন করে তিনি বলেন যে, মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হবে মহিলা দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলির। এই ডেয়ারিগুলি পরিচালনার ভার তাঁরা করে সফলভাবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক হাজার মহিলা।

মন্ত্রীমহাশয় আরও বলেন যে ২১০০ ইউনিট তফসিলি ১০০০ গোরু তুলে দেওয়া হবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের জন্য তিনি জানান যে, প্রথমে ২২০০ জন মহিলাকে নিয়ে করে গোরু পালন এবং পরবর্তীতে এর বিস্তার করার জন্য "দুগ্ধবাইজেনেরেশন"

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে কোচবিহার জেলার মহিলা সমবায় সমিতিগুলির উপভোক্তাদের মধ্যে দুগ্ধবতী গাভী বিতরণ করছেন মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী নিরেন্দ্রনাথ রায়। এছাড়া উপস্থিত আছেন জেলা শাসক শ্রীযুক্ত [illegible], এন এস এফ ডি সি-র [illegible] এবং জেলা তফসিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ আধিকারিক।

বাবস্থা করা হবে। যদি সংশ্লিষ্টদের থেকে সমান ও সেখানে দুটি সমান বেরোয় তবে সেক্ষেত্রে যেখানে পুরুষ সদস্য কম সেখানে ঐ সদস্যটি পর্ষদে যোগ দেবেন বলে তিনি ঘোষণা করেন। ৪২০০০ টাকার এই ঋণের মধ্যে ৬০০০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

মহকুমাশাসক এই মর্মে সন্তোষপ্রকাশ করেন যে, ১৯৯২ সালের মধ্যে দুধ বেচবার যে সমস্যার দেখা দেবে না তাই এখন বলা যায় না। তিনি দুগ্ধচাষের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের কাছে আবেদন করেন।

প্রথম পর্যায়ে এই মহিলা দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলি থেকে ৪১ জনকে উন্নত জাতের গাভী বিতরণ করা হয়। তার মধ্যে (১) দুগ্ধবতী মহিলা দুগ্ধ সমবায় সমিতির ২৮ জন ; (২) মাতৃমিতালি মহিলা দুগ্ধ সমবায় সমিতির ১০ জন ; (৩) আশাকুরের সমবায় সমিতির ৩ জন হিসাবে মোট ৪১ জন মহিলাদের গাভী বিতরণ করা হয়। এই জেলার বিভিন্ন ব্লকে আরও মহিলা দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে।

কোচবিহার জেলার মোট ৯৮টি মহিলা দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এই সমিতিগুলির কর্মসমিতি অনিচ্ছুক সদস্যাদেরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। হরিয়ানা ও পাঞ্জাব থেকে উন্নত জাতের গাভী এনে এদের এক বা দুই দিন জন্য কোচবিহার জেলার মহিলাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

জেলাশিক্ষকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতী চৈতি বর্মণ (অনুষ্ঠা)। জেলা সমাহর্তা ইন্দিবর পাণ্ডে ও জেলা আবকারি অধিকর্তা কে পি মিশ্র সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কর্মসমিতি সচিব ও আধিকারী ব্লকের ও বিডিও নিশানের ব্যবস্থাপনা প্রকৌশলকুমার পাল। এদিন সভাধিপতি সভাধনে গাভী বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদক : সমর ঘোষ ও তপতী মাইতি

১৯৯৯-২০০০ সালে কোচবিহার জেলার অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের রূপরেখা

মাধ্যমিকোত্তর স্তরে বৃত্তিদান প্রকল্প (Post-Matric Scholarship)

এই বৃত্তি খাতের অন্তর্গত ছাত্রছাত্রীদের প্রদান করা হয়। এই বছর ৪১৩৩ জন তফসিলি জাতি এবং ১৮৫ জন আদিবাসী ছাত্রছাত্রী এই খাতের থেকে অভিভাবক পত্র (Entitlement Card) পেয়ে থাকেন। তার মধ্যে মোট ২০০৪ জন তফসিলি জাতি এবং ১৭০ জন আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। ১৫ জন ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক পত্র ঠিক থাকায় এবং বাকি ছাত্রছাত্রীর ব্যাঙ্ক আকাউন্টের নম্বর না পাওয়ায় বৃত্তি মঞ্জুর করা সম্ভব হয়নি।

৫০৮১ জন তফসিলি ছাত্রছাত্রী ও ১১৭ জন আদিবাসী ছাত্রছাত্রী অভিভাবক পত্র পূরণ করিয়ে

এবং তাদের প্রত্যেককে বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়েছে।

তফসিলি জাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১,৭২,৪৭,৪৪৯ টাকা এবং আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৮,৮৯,১৭৫ টাকা অর্থাৎ মোট ৯,৫০০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য মোট ১,৮১,৩৬,৬২৪ টাকা খরচ হবে। এই ক্ষেত্রে সর্বজনীন স্বীকৃতি।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তিদান প্রকল্প

(ক) পুরুষ ছাত্র ও ছাত্রদের পরীক্ষার ফি মকুব

১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরে মোট ৩,১২০ জন তফসিলি জাতি ছাত্রছাত্রী এবং ৭২ জন আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর জন্য যথাক্রমে ৩,৬৯,১১০ টাকা এবং ১,৭০০ টাকা খরচ করা হয়েছে।

(খ) বিশেষ মেধা বৃত্তি

এই বৃত্তি প্রবেশের জন্য সাক্ষরতা থেকে অষ্টমশ্রেণির জন্য নবম ও দশম শ্রেণির ২ জন এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ৪ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়ার সংস্থান নির্দিষ্ট আছে। এই খাতে মোট ৫১,৪০০.০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(গ) ছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রকল্প

৪র্থ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি শ্রেণির জন্য তফসিলি জাতির ৩ জন এবং আদিবাসী ১ জন ছাত্রছাত্রীকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি মারফত থেকে নির্দিষ্ট আছে। এই খাতে মোট ২৫,৮০০ টাকা ব্যয় করা হয়।

শংসাপত্র

গত মার্চ ২০০০ সাল পর্যন্ত তফসিলি জাতির ৪,০৪০টি, আদিবাসীর ৯১টি এবং অন্যান্যের শ্রেণির ৩,৩৯৫টি অংশেদনপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১০০৩টি অংশেদনপত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী ডিসেম্বর, ২০০০-এর মধ্যে এই কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।

মার্চ ২০০০ সাল থেকে যে-সব অংশেদনপত্র জমা পড়েছে, সেগুলি শংসাপত্র দপ্তরের উপযোগী হতে ২ মাসের মধ্যে শংসাপত্র দেওয়া সম্ভব হবে এবং অন্যান্যগুলি প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দেওয়ার জন্য অংশেদনকারীকে নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রান্ত হলে অংশেদনপত্রগুলির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এস এস বি এস টি সি প্রকল্প

এই প্রকল্পে অন্যান্য শ্রেণির অন্যান্যের সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য চালু করা হয়। এই খাতে গত ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪৬ জনকে ১৬,৯৫,৪৭৫ টাকা জন বাবদ মঞ্জুর করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধক — সংখ্যালঘু শ্রেণির

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে

৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণের শিলান্যাস

গত ০০ মার্চ শ্রেণীটী ১ নং ব্লকের অন্তর্গত অংশেদনকারী তফসিলি জাতি অনুষিত অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয় হাজার মুখের মানুষের সমস্যার বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পুনর্নির্মাণ অন্যান্যের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয় সেতুর শিলান্যাস করলেন অর্থমন্ত্রী শ্রেণির পরিবহন সংস্থাপিনি মানুষ্যক অংশেদনকারী।

সংস্থাপিনি শিলান্যাস অনুষ্ঠানে জানালেন যে এই সেতু মানুষের মিলন সেতু। তিনি জানান যে, ১৯৪৮ সাল থেকে এই এলাকার মানুষ সেতুর জন্য আবেদন-নিবেদন করেছেন কিন্তু কোই কর্তৃপক্ষ কারোর কিছু করার ব্যবস্থাই সরকারের আমলাদের উদাসীন প্রবেশে সেতু নির্মাণ প্রকল্পটী মানুষের জন্য থেকে চলেছে। এ কথা উল্লেখ করলে অন্যান্য তিনি জানান যে, সেতু তৈরির কাজে অন্যান্য শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের ৩০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। তিনি ঘোষণা করলেন যে, আজ থেকে ৯ মাসের মধ্যে সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে এবং তা মানুষের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হবে। তিনি আরও বললেন যে, রাজ্যের সরকার অন্যান্যের সরকার—অন্যান্যের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।

সংস্থাপিনি সংস্থাপিনি অধিকাংশ বক্তারা, অন্যান্যের শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের আমলাদের অতিরিক্ত আন্তরিকতার কথা, অতিরিক্ত জেলা শাসকের অতিরিক্ত এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

তিন জেলার বিভাগীয় আধিকারিকদের মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র

[illegible] ১৫ জানুয়ারি বিকালে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলার সমস্ত মহকুমা আধিকারিক, সদর উন্নয়ন আধিকারিক ও প্রকল্প আধিকারিক এবং জেলা সদর আধিকারিকদের নিয়ে বহরমপুর জেলা কালেক্টরেট সংলগ্ন একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভাগীয় প্রধান সচিব ও যুগ্ম সচিব উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে প্রতিবন্ধী পরিসরের সমস্যার জন্যই আধিকারিক উন্নয়ন এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের বিভিন্ন প্রসঙ্গের বিষয় আলোচনা করেন। পরে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান সচিব ও যুগ্ম সচিব জেলা-বিভাগের কাজকর্মে কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন করেন। সভায় উপস্থিত আধিকারিকদের কাছ থেকে সে বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর খুঁটিয়ে শোনেন। সভায় সংশ্লিষ্ট তফসিলি সম্প্রদায়ের কল্যাণের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

প্রতিবেদন : [illegible]

ক্যানিংয়ে ডঃ আম্বেদকর জন্মজয়ন্তীতে আলোচনাসভা

ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১১০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ১৫ই এপ্রিল ট্রেজারি ভবনের মিলনে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার শুরুতে ডঃ আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

জেলার তফসিলি শ্রেণি কল্যাণ বিভাগের আধিকারিক অরিন্দম ঘোষ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। তিনি তাঁর ভাষণে ডঃ আম্বেদকরের সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করে নির্দেশিত তফসিলি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর বিভিন্ন অবদানের উল্লেখ করেন।

তফসিলি শ্রেণি কল্যাণ বিভাগের উপ-অধিকর্তা অনুপ বাগচি এবং মহকুমা শাসক অরুণেন্দু চক্রবর্তী ডঃ আম্বেদকরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

আদিবাসী ছাত্রদের জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাসের শিলান্যাস

গত ২০ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৪টায় স্থানীয় জেলার দুর্গাপুর সিটি সেন্টার (মহকুমা শাসকের পরিষদ) সংলগ্ন এলাকায় তফসিলী ছাত্রদের জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তফসিলী উপজাতি, সংখ্যালঘু ও বিপুল তফসিল উপজাতিদের মধ্যে শিলান্যাস করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিল জাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উপেন কিস্কু মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন এই এলাকার তফসিলী ছাত্রীবৃন্দ। অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করলেন পরমা সিংহ সিনহারের তফসিলী ছাত্রী কুমারী মেরী টুডু ও কুমারী তপতী হাঁসদা। স্বাগত ভাষণ দিলেন দুর্গাপুর মহকুমার মহকুমা শাসক দুর্গাদাস চৌধুরী। দুর্গাপুর পৌরনিগমের মেয়র হরীন্দ্র রায় মহাশয়ের সরকারের তফসিলজাতি নিয়ন্ত্রকের তাদের অভিনন্দন জানান যে, শিক্ষিতদের অভাব আজ তা বাস্তবে রূপ পেতে চলেছে। অনেক সম্ভ্রান্ত অতিথি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী মহাশয় জানালেন যে তফসিলী সমাজের ছাত্রদের অধিকতর পড়াশুনার সুযোগ পরিবেশ ও সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করবেন। এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক ভাতা বৃদ্ধি ও ছাত্রাবাস বৃদ্ধি সহ তফসিলী জাতি ও তফসিলীভুক্ত উপ-জাতিদের সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বৃত্তি প্রদানের কথা সরকার সহায়ক উদ্যোগ জানালেন। মন্ত্রী মহাশয় সমাজের আনুষ্ঠানিক অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি অতিরিক্ত জেলা শাসক মহাশয় জানালেন যে, বর্তমান পথে ছাত্রদের জন্য দুর্গাপুরে এই কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তিনি জেলা কর্তৃপক্ষের ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজ সত্বর শুরু করার জন্য অনুরোধ জানালেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জেলা শাসকের জেলা বিভাগের অতিরিক্ত জেলা শাসক অতিরিক্ত দৌড়ানো দেন। সিরো-জনের তফসিলজাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নূতন পরিবেষণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন স্থানীয় জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি কবিতা চক্রবর্তী।

[illegible] *[illegible]*

কুলটিকরিতে আশ্রম ছাত্রাবাস উদ্বোধন

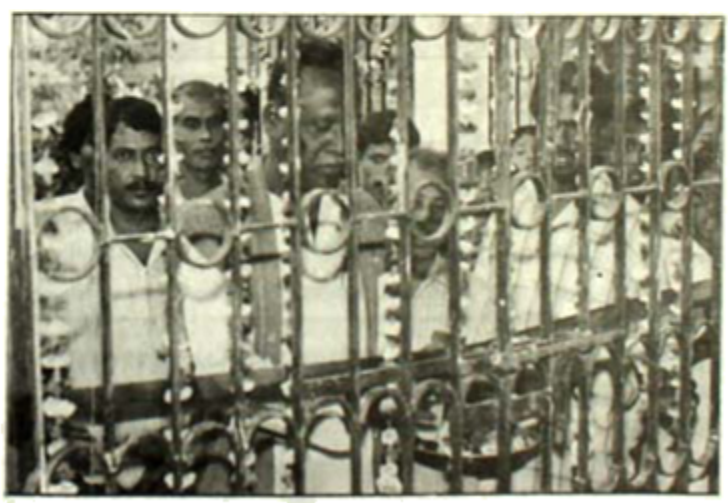

[illegible]

২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পশ্চিমবঙ্গ জেলার কুলটিকরি পৌরসভার ৬৯ জন তফসিলী ছাত্রদের জন্য ৫,০৩,০১৪.০০ টাকা ব্যয়ে একটি আশ্রম ছাত্রাবাসের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব

[illegible] [illegible] [illegible] [

ডাঙ্গাল গ্রামে (কাঁকসা) নবনির্মিত সিধো কানহু মুক্ত মঞ্চের উদ্বোধন

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সন্ধ্যা নাগাদ কাঁকসা ব্লকের ডাঙ্গাল গ্রামে সিধো কানহু মুক্ত মঞ্চের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী শান্তিরাম মাহাতো। বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় বাসুদেব বাগদি, সহকারী সভাধিপতি মহিলা মাননীয়া মনতাজ, দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দুর্গাদাস গোস্বামী, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) বিমলেন্দু অধিকারীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৩৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুক্তমঞ্চটি নির্মিত হয়। গত মহাশ্বেতা এই মঞ্চের দুপাশে ৩ জনের নিলুপুরা মূর্তী স্থাপনের কথা বলেন।

তিনি বলেন আদিবাসী সমাজ তাদেরমধ্যে থাকা ভালো মানুষের সমাজকে আগে উন্নত করে নিয়ে আজকালকার নাটক প্রতিযোগিতার আদিবাসী ভাষায় নাটক অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

প্রতিবেদক : অনিন্দ্যসুন্দর দে

সশস্ত্র পুলিস আবাসনে আদিবাসী উৎসব

শালবনের বুকে প্রথম পুলিসের বুটের চলাফেরা। একদিকে আদিবাসী সমাজের ৫) বর্ষ আবাহন পূজা অন্যদিকে নতুন আবাসের সমারোহ। আসানসোল সশস্ত্র পুলিস (আসানসোল আর্মড পুলিস) আবাস চত্বরে গত ১৭ মার্চ এবং ১৮ মার্চ এই উৎসব

১৭ মার্চ সন্ধ্যা হতে শুরু হলো পাহাড়ের পালা। পুব আকাশে চাঁদের হলদ আভা ফুটতেই ঢাক হয়ে গেল বিশাল এক পাহাড়ের নিচে বাঁশ দিয়ে ঢাকুয়াবন। একের পর এক সারি টেনিয়ে তার ওপর নানা রঙের কাপড় দিয়ে তৈরি করে ফেলা হল। দিনু মরাংয়ের ঘরে পাহাড়ের নিচে পূজার আসন সুসজ্জিত করে ফেলা হল। সন্ধে হতে হাসনা-হাসনা বোঙ্গাদের ঘরে নিয়ে ওঝা হয় পূজা। পরেই বিশাল হাড়, মানুষের পায়ের থেকে মাথিনের আওয়াজে ভেসে আসে দিনু ভগত। দুয়ারে না থেকে আসতে চাই এক আদিবাসী ভাইয়ের ঘরে থেকে। সে বলল, আজ এই আবাহন উৎসবে যেন আদিবাসী আসবেন, পুলিস অফিসারদের ছেলেমেয়েরা আসবেন। আজ আমরা দুপুর পর্যন্ত ফেলে পারবে, পরের বেলার ওঝা হয় আমাদের অফিসারদের ছেলে থেকে আসল নৃত্য শিল্পীদের দ্বারা হয়, নয়তো তাদের আবাসগুলির পূজা থেকে আমাদের নিমন্ত্রণকে ফুলে করা হয়। তাদের মেয়েদের ঝিড় ভগত। এবং এক সময় সন্ধ্যের পাতা আদিবাসী বাদ্যে ফেলে-ফেলে চলছে। আসল সমস্যে ঠিক ছিল, আমরা আদিবাসী যেমন আদিবাসীদের ঘরে আমার জন্য চলছে তাদের অফিসার নয়, তাঁর আর থেকে উঠে এসেন প্রথম আদিবাসী মহিলা। একে একে পুলিসকর্মী নিয়ে সারাদিন আনন্দের হল উঠে। সেবে আদিবাসী ছিলেন আসানসোলী উৎস আবাসে আসল, যেন যারা দেখছে আপনারা এই উৎসব করে আসছেন—আজ ৫) বর্ষে পদার্পণ আর উৎসব মূলত সুষ্ঠু সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে হয়ে উঠুক আগামী আগে এমনভাবে উৎসবের পাশাপাশি শিক্ষিতেও অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবে উদ্বোধনের সেজেগুজে আসর অফিসার সহিদুল আজম শেখ বলেন সহকারী সভাধিপতি মহিলা মূর্মু। এর পর শিল্পীদেরমধ্যে ফুল সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করেন। প্রথম একের পর এক ৩৮ হয় বিভিন্ন জেলার আসর শিল্পীদের নৃত্য হয়ে সারা রাত ধরে। তার আগে আসানসোল মহকুমার দল আদিবাসী শিল্পীদের নিয়ে আসা মনোজ্ঞ হয়ে।

প্রতিবেদক : প্রিয়ব্রত মুখার্জী

রাজ্য পর্যায়ের একাদশ ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার ফল :

গতিবিধি জেলার বিভিন্নাঞ্চল নিয়ে গতিবিধি ১৪—১৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত একাদশ ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার ফল নিম্নে দেওয়া হল

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিযোগীর নাম	দল	স্থান
	খারিয়া শ্রেণী		
	শ্রীমতী উর্মিলা বর্মা পিতা—শ্রীমতীন্দ্র বর্মা গ্রাম ও ডাকঘর : নওয়াটী জেলা : জেলাশিল্পর	বৃন্দসংগীত ২ জন	প্রথম
	শ্রীমতী ইতি সরকার পিতা—শ্রীপ্রসন্নময় সরকার গ্রাম ও ডাকঘর ৪ নং পরাণপুরী জেলা : জেলাশিল্পর	বাদ্যসংগীত ২ জন	দ্বিতীয়
৩।	শ্রীমতী প্রতিমা সরকার পিতা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার গ্রাম : পরিবন্দুর, ডাকঘর : ছাই বাবনুর জেলা : জেলাশিল্পর	বৃন্দসংগীত ১ জন	তৃতীয়
	ছটকা শ্রেণী		
	শ্রীপ্রবীন বর্মার গ্রাম : উপরে খাড়া ডাকঘর : জেলাপুর জেলা : জলপাইগুড়ি	একক সংগীত ১ জন	প্রথম
	শ্রীমতী মর্মরী বর্মা পিতা—শ্রীপ্রবীন বর্মা গ্রাম ও ডাকঘর : জলপাই মুলাজানী জেলা : জেলাশিল্পর	বৃন্দসংগীত ১ জন	দ্বিতীয়
	মহম্মদ সলাউদ্দিন ইসলাম গ্রাম : পুলিশ লাইন ওয়ার্ড নং : ১৪ ডাকঘর ও জেলা : জেলাশিল্পর	জেলাশিল্পর ২ জন	তৃতীয়

বাবাসাহেব ডঃ বি আর

আম্বেদকরের হস্তলিপি

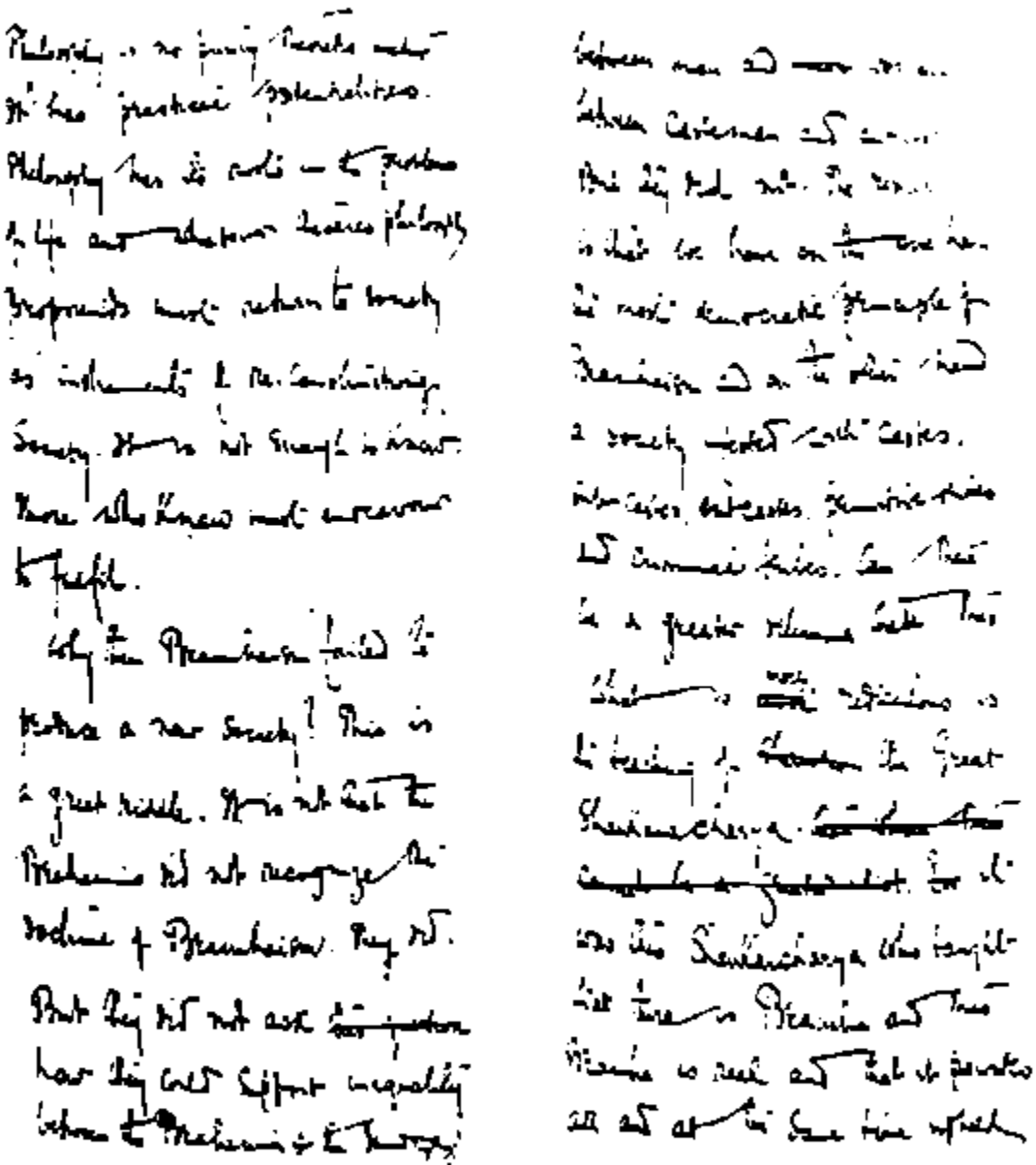

পশ্চিমবঙ্গে আম্বেদকর জয়ন্তী অনুষ্ঠান
Uco Bank SC ST & OBC Employees
Council
AT RATNA Dr.B.R.AMBEDKER

উত্তরণ

তৃতীয় বর্ষ ☐ ১ম সংখ্যা ☐ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯ ☐ জানুয়ারি-মার্চ ২০০০

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডঃ আম্বেদকরের ১১০তম জন্মজয়ন্তীতে আলোচনাচক্র

বিশেষ আলোচক সুকোমল সেন

মুখ্য আলোচক বিচারপতি জীবন রেড্ডি

সভাপতি দীনেশ ডাকুয়া

বিশেষ অতিথি কান্তি বিশ্বাস, পাশে উপবিষ্ট নীতীশ বিশ্বাস

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন প্রধান সচিব কৃষ্ণা রাজা

স্বাগত জ্ঞাপন করছেন উপেন কিস্কু

উত্তরণ

অন্ধত্বমুক্ত সমাজগড়ায় কল্যাণ বিভাগের মুখপত্র

তৃতীয় বর্ষ ❑ ১ম সংখ্যা ❑ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৭ ❑ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০ ❑ মূল্য—৫ টাকা

সম্পাদনামণ্ডলী

সভাপতি
[illegible]

সহ-সভাপতিবৃন্দ
[illegible]

[illegible]

উপদেষ্টা
[illegible]

সদস্য
[illegible]

সহ-সম্পাদকবৃন্দ
[illegible]

সম্পাদক মণ্ডলীর
[illegible]

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিভাগীয় কর্মসূচির প্রসঙ্গে	
❑ [illegible]	১৮১
সম্পাদকীয়	
❑ [illegible]	১৮১
আলোকদান প্রসঙ্গে	
❑ [illegible] —[illegible]	১৮৫
উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিভাগের কার্যক্রম	
❑ [illegible] —[illegible]	১৮৮
আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় কল্যাণ বিভাগের কার্যক্রম	
❑ [illegible]	১৯৬
জেলা বিভাগসমূহে কার্যরত চক্ষু বিশেষজ্ঞদের তালিকা	
❑ [illegible]	১৯৭
সংবাদ	
❑ [illegible]	১৯৮
❑ [illegible]	১৯৯
❑ [illegible]	২০৩
❑ [illegible]	২০৪
❑ [illegible]	২০৬

[illegible]

[illegible] (উত্তর) [illegible]
(নিম্ন) [illegible]

পরিচালনা সহায়তায় আন্তর্জাতিক সংস্থার কল্যাণ বিভাগ থেকে আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল কর্তৃক প্রকাশিত ও মোস্তফা কম্পিউটার লিমিটেড, ১৮৩, ফিরিঙ্গিবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

যোগাযোগ : আন্তর্জাতিক আলোকদান সংস্থা, বি ১/৪, বি আই ডি সি, ১৭৪৫, বি আই সি সেক্টর, মোহাম্মদপুর-১২০৭ ০৪৫

সাঁওতালি ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবি

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব

ভারতের এক বিরাট জনগোষ্ঠী, যাঁরা আর্য-আগমনের বহু বছর আগে থেকেই ভারতভূমিকে গড়ে তুলছিলেন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, লৌকিক শিল্পধারায় সমুন্নত, আর্য-অভিযানে যারা শান্ত, অস্ত্র ও অর্থহারা হয়ে পাহাড়-জঙ্গলে আত্মরক্ষা করেছিলেন তাঁদের মুখের ভাষা স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরও অবহেলিত রয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভার এক প্রস্তাবে সেই অবহেলিত ভাষার অবরুদ্ধতা দূর করার দাবি উত্থাপিত হয়েছে। সংবিধানের অষ্টম তফসিলে যেসব ভাষা ইতিমধ্যে স্থান লাভ করেছে সাঁওতালি ভাষা তাদের চেয়ে নিম্নমানের নয়।

লোকসভায় দাবি উত্থাপন

পার্লামেন্টে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রতিনিধি বাসুদেব আচারিয়া সাঁওতালি ভাষার দাবির যৌক্তিকতার আনুকূল্য করতে গিয়ে লোকসভায় বলেছেন যে, তিন কোটিরও বেশি লোকের ভাষা সাঁওতালি। ভারতের ১২০টি ভাষার মধ্যে ত্রয়োদশ স্থানের অধিকারী। তিনি বলেন যে, যেসব ভাষায় সাঁওতালির চেয়েও অনেক কম সংখ্যক লোক কথা বলে সেসব ভাষাও স্বীকৃত হয়েছে অথচ সাঁওতালি স্বীকৃতি পায়নি। তিনি সংবিধানের অষ্টম তফসিলে ভাষাটির অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক সর্বসম্মত প্রস্তাবে ইতিমধ্যে এই দাবি জানান হয়েছে।

বিধানসভার প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় তার সমর্থনে বিরোধী দল সহ সব দলের সদস্যরাই বক্তব্য রাখেন। ব্যতিক্রম বি জে পি সদস্য। তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ না করে নীরবতা পালন করেন। প্রস্তাবের বয়ান নিম্নরূপ :

এই সভা অবগত আছে যে, সাঁওতালি ভাষা ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষাগুলির অন্যতম ; এই ভাষার ঐতিহ্য, সংহতি, ছন্দ ও ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা খুবই শক্তিশালী; বহু আন্দোলন ও পরিবর্তনের মধ্যেও সাঁওতালি ভাষা আজও টিকে আছে ; ভারতবর্ষের ৬৫ লক্ষ মানুষ সাঁওতালি ভাষায় কথা বলেন ; পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিরাট জনগোষ্ঠীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের, প্রাত্যহিক ভাবপ্রকাশের সমৃদ্ধ বাহন সাঁওতালি ভাষা ; পশ্চিমবঙ্গে ২৫ লক্ষাধিক মানুষ সাঁওতালি ভাষায় কথা বলেন যা জনসংখ্যার বিচারে এ রাজ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা।

সাঁওতালি ভাষায় মৌলিক সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ এবং বহুসংখ্যক কাব্য, কবিতা-সংকলন, ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, নাটক ইত্যাদি সাঁওতালি ভাষায় বিভিন্ন ধরনের পুস্তক এবং 'পছিম বাংলা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছে।

এই সভা আরও অবগত আছে যে— রাঁচি, ধানবাদ, ভাগলপুর, তিলকা মাঝি ও দুমকার সিধু-কানু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে এবং বহুসংখ্যক কলেজে সাম্মানিক স্তরে সাঁওতালি ভাষা পড়ানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পর্যায়ে সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভারতের ১২০টি প্রধান ভাষার মধ্যে সাঁওতালি ভাষার স্থান ত্রয়োদশতম।

সাঁওতালি ভাষাভাষী জনসংখ্যার থেকে যেসব ভাষাভাষীর জনসংখ্যা কম সেই সব ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘ বর্তমান বর্ষের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ; এবং ভারতবর্ষে আজও কোনও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অতএব এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করছে যে—

সাঁওতালি ভাষার বিকাশ, যথাযথ মর্যাদা দান ও জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার জন্য এবং এই জনগোষ্ঠীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার স্বার্থে সাঁওতালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

এই প্রস্তাব উত্থাপনের যাঁরা নোটিশ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন : সর্বশ্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, আবদুল মান্নান, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মময় নন্দ, সত্যরঞ্জন বাপুলি, পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত, সৌগত রায়, দেবপ্রসাদ সরকার, কৃপাসিন্ধু সাহা, অশোকুমার দেব, তপন হোড়, রবীন দেব, সমর হাজরা এবং রমাপদ সামন্ত।

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায় ও সংহতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী ইঙ্গ-মার্কিন মিত্র শক্তিগুলি অন্যান্য পর্যন্ত তিনটি সাধারণতন্ত্রকে কিছু সংশোধনী সিদ্ধান্ত। সেদেশে পদ-অধিকারের সময় হয়ে গেছে। অন্তর্বর্তীকালে রাষ্ট্রপতি হয়ে রয়েছেন সাধারণতন্ত্রের সাধারণতন্ত্রের ভার হয়েছে। নির্বাচনের তিনি পদ ত্যাগ করা উচিত না বলেছিলেন। এখন পরিস্থিতিতে অধিকারে উপর ভারতের পক্ষপাতশূন্য এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার অনেকের তিনি কার্যকরভাবে গ্রহণ করিয়া প্রতিশ্রুতির বিশ্বাস রেখে করার উপর দৃষ্টি দেন এ দেশে তাহার সংবাদ পুরিপ্রেক্ষিতে হয়ে। এ দেশের পাকিস্তানের সাধারণ তুলে নিয়া হয়েছে হয়ে। অন্যদল বিরোধের মূলতার সাধারণতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনের পর্ব অবার উপরের পরিণত হয়ে অবতরণ। দুটি বড়ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা তুলে নিয়া রাজধানী সরকারী পুরিপন্থী চলছে হয়ে।

এই রাষ্ট্রনৈতিক পাকিস্তানের এ দেশের সংসদী জনগণ কর্তিকার ঘটনাবলী খুব বেশি নিয়ে পারেনি। এমন কি যে কয়েক মেতৃত্ব জনগণের পাকিস্তানের অধিকারি হন, তাঁর অধিকারকে এমন ঘটনাবলীর ঠিক অভিজ্ঞ ছিল না। তাঁরাও এই রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতিঃ দেশের উপরের অধিকার মেতৃত্ব বিশেষ অধিকার-বিশেষজ্ঞ নিয়োগের পরিকল্পনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তখন পার্টিনির উপরে যে পরিস্থিতি পরিচালক হয়। কেননা, পার্টিনি অনুমোদন যে, এ ক্ষেত্রেই তাঁ: অধিকারের ঘটনা এবং এর বিশেষজ্ঞ অধিকার, আইন ও অধিকারের বিধি-পরিবর্তনের প্রথা ও পদ্ধতিগুলির পরিবর্তনে কীরূপ ভূমিকা নেওয়া চাই। তা ছাড়া, অন্যান্যদিকের অন্যান্য নয়, এমন অনেক বিশেষজ্ঞকে নেতি অধিকারের কাজের জন্য নিযুক্ত করা হলে অধিকারের বিভাগ প্রতিষ্ঠিতভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেই পার্টিনি ব্যবহার মেতৃত্ব প্রধান মেতৃত্বদের প্রধান অধিকারিক হয়ে ওঠেনি। অধিকার অধিকারিক পদ-পরিবর্তনের অনুমোদনের প্রধান ও চাহিদা, তিনি সাধারণতন্ত্রের অধিকার এ দেশের মুসলিম মেতৃত্বের মধ্যে অধিকারিত করেছিল, তেমনই পার্টিনির নিজের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে পৌঁছেছিল। তিনি সাধারণতন্ত্রের অন্য অন্যদের পদ অধিকার পাকিস্তানের উপযোগী 'কেন্দ্রোনিয়ন্ত্রণ' মুসলিমে ব্যবহার করে পারে পড়ুক পার্টিনি ব্যবহার হয়ে যে চাহিনি।

সংবিধান অধিকার ব্যবহার পার্টির নির্বাচিত মেতৃত্বদের উপরোক্ত ব্যবহারিক অধিকারের প্রধান আইন-প্রধান, নিযুক্ত সম্পদ, নিরাপদ পরিচালন ও মুসলমানের সুরক্ষা অধিকারের মুসলমান যে অধিকারিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার মেতৃত্ব হয়েছিল, সংবিধান প্রস্তাবের ৫০ ধারা পর্যন্ত সে অধিকার সংবিধানের অর্থভুক্ত পৌঁছে যা।

রাষ্ট্রনৈতিক সংসদ অধিকার মেতৃত্বই যে অধিকারিক অধিকার সংসদের পরিচালিত হিসেবে। সংসদীয় অধিকারিকের পরিবর্তনের প্রধান সংসদগুলি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত অধিকারের নীতি নির্ধারিত অধিকার এবং অর্থ ও পুরুষ প্রতিষ্ঠানের সাধারণিক অধিকারিকের অধিকারি পদ অধিকার অধিকারি। সংসদীয় মেতৃত্ব নির্ধারিত ও পেশিত সংসদীয় সাধারণিক অধিকার অর্থনৈতিক সংসদের তিনি মেতৃত্বদিকেই অধিকার অধিকারি। সংসদের উচ্চ অধিকারিকের সংসদীয় হয়েও তিনি পরিচালনের অধিকার অধিকারের সংসদীয়ের সংসদ মেতৃত্ব অধিকার অধিকারি। অধিকারের সংবিধানের বিধান মেতৃত্বদের নিয়ে মেতৃত্ব নিল, উচ্চতর্যাদা সংসদের অধিকার অধিকার অধিকারিকের অধিকার, মেতৃত্ব প্রধানের অধিকার বিধানের প্রধান অধিকার এ অধিকারিকের মেতৃত্ব অধিকারিকের অধিকারি হয়েছিল ; সাধারণিক অধিকার বিধানের প্রধান মেতৃত্বদের সংবিধি তিনি অধিকার অধিকার অধিকারি হিসেবে যা।

তিনি সাধারণতন্ত্রের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারিকের অধিকার অধিকারিকের (অধিকারি বিশেষজ্ঞদিগের মেতৃত্ব প্রধানের হয়েছে এ অধিকারিকের মেতৃত্বই সর্বপ্রথম প্রধানের হয়েছে (১৯৫৩) মেতৃত্বদের সাধারণিক অধিকার ও অর্থনৈতিক তিনি অধিকার সর্বপ্রথম সংবিধান অধিকার প্রধান মেতৃত্বদিকেই তুলিয়া অধিকারিকের। তিনি সংবিধানের যে দুই তিনি উপরে মেতৃত্বদের অধিকারিকের অধিকার মুসলমান ঐকান্তিক অধিকার পদ-পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়, ২৫ অধিকার, ১৯৫১, যে সাধারণিকী উপরোক্ত অধিকারিকের মেতৃত্বদের সংসদী অধিকার প্রধানের অধিকার এ প্রধানিত। তার তাৎপর্য তিনি—সংবিধানে মেতৃত্বদীয় অধিকারিকের মেতৃত্বে সাধারণিকদের মেতৃত্বে প্রধানের, মেতৃত্বে প্রধানিকের অধিকার বিশেষজ্ঞ অধিকার তুলিয়াদের প্রধান অধিকারিকের হয়ে অধিকার অধিকার, অধিকারের অধিকার অধিকার হয়ে অধিকারে। অধিকারিকের অধিকার অধিকারিকের মেতৃত্বে তেমির প্রধান অধিকারের মেতৃত্ব

করবার পরে জীবনযাপনে কোন আগ্রহ, উদ্যম নিঃশেষে পরাস্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে নিশীথের অধিকাংশ উপন্যাস জীবনের যে-অবস্থায় যেখানে শুরু করেছি, প্রায়শই তাদের কোন শেষ জীবনের সন্ধানে আর যাওয়া যায় না। 'অতিক্রান্তির পরপার' নিশীথের প্রথম এইসব অনুভূতি সংশ্লিষ্টতার সার্থকতম পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষাকেই একদিন প্রতিষ্ঠিত করে যায়।

ঘুরে ঘুরে বেশ কয়েকটি ছোটগল্পের পরিচয়ান্তে এসে এবার হাজির হয়েছি, উপন্যাস সম্পর্কিত আমার অভিজ্ঞতার আরও অনেক দুর্লভ ক্ষেত্র আবিষ্কারের। রাজনৈতিক-বিপ্লবাত্মক-বৈজ্ঞানিক-বিশ্বজনীন সমস্যাকে অবলম্বনের মধ্যেই একটি আলাদা প্রকাশ আবিষ্কারের। প্রথমটির সমাধানের সাধারণভাবে পরে কোনরূপ চেষ্টা-চর্চা সম্ভবপর নয়। ইতিমধ্যেই আমাদের মোটা রিয়ালিস্টি নিশীথের মৌলিক সমস্যাদির ও অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতকে বঞ্চিত করেছে, সাম্যবাদিদের ইঙ্গিতের যে কয়েক লক্ষ্যের নিশানা দেবার, তাঁরাও সাধারণের চূর্ণ করে ঐতিহাসিক 'ডিটারমিনিস্ট ফিউচারের সমাজ সমাজ' হয়ে স্থির হয়েছে। আমার সমাজ আর্কিটেকচার সঙ্গে মোটা দেশী লাগে হয়ে যাবে।

প্রত্ন-সমীক্ষায় ঘুরে ফিরে আমাদের যেখানেখানে এ যেসব ভারিলাব-সমাজের মোটা দেখতে চাই, সমুদ্র হচ্ছে মোটামুটি অনুসন্ধান যে দেখেও-দেখিনে অথচ আমার আর আমাদের আছি। নতুন যৌথতার যে দেখেও-দেখিনের জন্য হয়েছিলো তাদের। যে যৌথতা বিচ্ছিন্নতাকারী প্রতিষ্ঠা। প্রত্ন-সমীক্ষায় ঘুরে ফিরতে ভাগ্যবিধির যেকোন আবেদনের ভিন্ন-ভূমিতে চরিত্রের সংগঠন সংস্থার এবং ঐতিহাসিক আবিষ্কার বাস্তবাদী-মূল্যায়নের ঐকান্তিক সমাধিতের পৃথিবীর পরিচয় ভারিলাব-পুরিন্দারি মোটা মূলধন-মোটামুটি অনুসন্ধান করে বিভিন্ন সৃষ্টির অন্তরালের মোর দিয়েছে।

পরিচয়ান্তের বাস্তবাদী সমাজের পুরিন্দারান্ত ও পরমাত্মবিজ্ঞানের সাধনার প্রধান চারটি—ঐতিহ্য আবিষ্কারাদী ভারিলাব ভারি ও আবিষ্কারী—উপন্যাস হয়ে পুরিন্দারান্তের মূলত শৌর্য অন্তরায় যেটি পরিচয়ান্তের প্রতিষ্ঠিতকালীন হয়ে প্রধান পথ। অন্তর্দান্তরায় আমার প্রত্ন চারটি শোধনের মধ্য পরাজয়ে ফেরার পরে বিশেষ আমাদের মোটামুটি চেষ্টাগুলো নয় পাকার পরার ঐশ্বর্যাধিকারে ঈশ্বরাধিকারে আবিষ্কারের প্রত্ন হয়েছে। চারটি বিশ্বে পাকার আমার সমাজ-আবিষ্কার আর বাস্তবি-বিভিন্ন পরিচয়ে এক করেছে। পরিচয়ান্তের এক বিশেষ আমাদের প্রধানের ঐশ্বর্যের চারটি বেশে ঐতিহ্যের সমাজের আবিষ্কার-পুরিন্দারি মোটা মূলধন-মোটামুটি চারটি ভারি ও আবিষ্কারী সমাজ চারটি মোটামুটি আমাদের আবিষ্কার পাকার বেশে বিভিন্ন মোটামুটি বেশে ঐশ্বর্যের।

আর প্রধানে ঐতিহ্যান্তের আমাদের-পুরিন্দারান্ত আবিষ্কারান্তের প্রত্ন-সমীক্ষায় মূলত বাস্তবি সমাজিতের—'আমি নয়, তোমার চাই', 'আমি ছিলি আমি চাই', 'সমাজিত বাস্তবের আবিষ্কার নয়'—পরিচয় ঐশ্বর্যে আবিষ্কার যে আবিষ্কার-তোমাদের মোটা মোটামি নিয়ে ঐশ্বর্যে আমি হয়েছিল, আমি আমার আমা মোটা-বিভিন্নি পুরিন্দারিতার আমার আমাদেরকে বিভিন্নিয়ারী প্রতিষ্ঠিতার মোকাম সংস্থিতিমান ঐশ্বর্য হয়েছে।

আমাদের-প্রধানে আমাদের সংস্থিতিমান বিভি ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে স্বাধীন অনুসৃত হয়ে এসে আমাদের এই সংস্থিতিমান প্রতিষ্ঠিতার ঐশ্বর্যের মোর দিয়ে যা, আবিষ্কারের ৫বছর আবিষ্কারী এবং আমাদেরকে পুরন্দরিতারী অনুসৃত পুরিন্দারি আবিষ্কারের ঐশ্বর্যিত হয়ে যা : সমাজের বিভিন্ন বিশ্ব আমা অনুসৃত্য চারি আমাদের...আমার ও ঐশ্বর্যের সমাজের মোটা নিশান আবিষ্কার ও আবিষ্কারী এবং প্রধানিত ও বিভিন্ন আমাদের নিশান আবিষ্কার আবিষ্কার। সমাজের পুরিন্দারি আমাদের অনুসৃত্য হয়েছে ও মোকাম আবিষ্কার আবিষ্কারী সমাজের আমাদের সংস্থিতিমান প্রধান আমাদেরকে আমারী সমাজিতারী ঐশ্বর্যের আমাদের : ঐশ্বর্যিত' এবং নির্বাচন-নিশীথের ঘুর ঘুরে যায় সমাজ পর অনুসৃত পুরিন্দারিত মোক-মোকাম বিভিন্ন একটি সমাজ ঐশ্বর্যের প্রধান প্রধান সমাজ পারে।

আমাদেরকে সমাজিতারী, আবিষ্কারিত মোকাম থেকে এই পুরন্দরি হয়ে ওঠে যে সমাজ সমাজে মোটা সমাজের আমার আমাদের আবিষ্কারের অনুসৃত সংস্থিতিমান আমা ও আবিষ্কারিত সমাজ থেকে আবিষ্কার হয়ে আমাদের।

পুরিন্দারান্তেই এই সমাজ মোকাম ঐশ্বর্যের। পুরিন্দারান্তের আবিষ্কার ও নিশীথের প্রধানে আমাদের পুরিন্দারান্তের ঘুর ঘুরে নিশান ও সমাজের ঐশ্বর্যের মোকাম হয়ে পারে। এই মোকাম্বারী ঐশ্বর্যের সমাজিতারীর পরিচয়ে সমাজের মোকাম মোকাম মোকাম এবং ঐশ্বর্যের আবিষ্কার চারটি, আবিষ্কারিত সমাজ আবিষ্কার ও সমাজিতার সমাজের অনুসৃত্যির সমাজে।

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ডঃ আম্বেদকর আপস করেননি

আম্বেদকর জয়ন্তী উপলক্ষে 'সামাজিক ন্যায়' আলোচনাচক্রে বিচারপতি জীবন রেড্ডির ভাষণ

স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলোর বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরকে অক্লান্ত সংগ্রাম করতে হয়েছিল। পরিশেষে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তৎকালীন শাসক দলের নেতৃবৃন্দের সংবিধানের মূল নীতি-বিরোধী অবস্থানের সঙ্গে আপস করতে না পেরে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

বাবাসাহেব ডঃ ভীম রাও রামজি আম্বেদকরের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান গত ২৪ জুলাই কলকাতা তথ্যকেন্দ্রের সিনিয়র মাস্ক পরিষদের সভাগৃহে সংগঠনের সভাপতি কল্যাণ বিশ্বাস এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'সামাজিক ন্যায়' শীর্ষক আলোচনা চক্রের মুখ্য আলোচক ভারতের প্রাক্তন অতিরিক্ত সোলিসিটর জেনারেল বিচারপতি বি পি জীবন রেড্ডি ও বি আর আম্বেদকরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপস্থিত সুধী মণ্ডলী আলোচনা শুরু করেন।

সভা শুরু হয় ডঃ আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাপতি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ঈশীন বিশ্বাস। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অনুরাধা দত্ত।

উদ্বোধনী বিশ্বাস স্বাগত ভাষণ

অনুষ্ঠানের সভাপতি কল্যাণ বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী বিশ্ব আলোচনাচক্রে উপস্থিত অতিথিদের, বিশেষ করে মুখ্য আলোচক বিচারপতি বি পি জীবন রেড্ডি ও বিশেষ আলোচক প্রাক্তন মেয়র সুবোধলাল সেনগুপ্ত স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, গত প্রায় পনের বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যকেন্দ্র সভাগৃহে কল্যাণ বিশ্বাসের উদ্যোগে জন সাধারণের জন্যবরণী অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং তাঁর অভিমত ১৪ এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও অন্যান্য স্থানে একমাসব্যাপী সাধারণী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে আসছে। মেলা অনুষ্ঠান শেষে মেহেরী স্থানে আয়োজিত হয়েছে এই আলোচনাচক্রের। তিনি বলেন যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের বিভিন্ন জন্মদিবস স্মরণ এই আলোচনাচক্রের আয়োজনে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। তাঁরই অনুরোধে আজকের আলোচনা: আম্বেদকরের জীবন ও কর্ম এবং সামাজিক ন্যায় বিষয়ে তাঁকে ও তাঁর বক্তব্য থেকে সাধারণ ১৫ বছর আগেও সামাজিক ন্যায় কথার মেলার পরিচয় ও মানে সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়েছে, সামাজিক ন্যায় কথাটা বিস্তৃত হয়েছে—আলোচনাচক্রে তাঁদের বিচারপতি রেড্ডি তাঁদের কে সম্পর্কে সভাকে

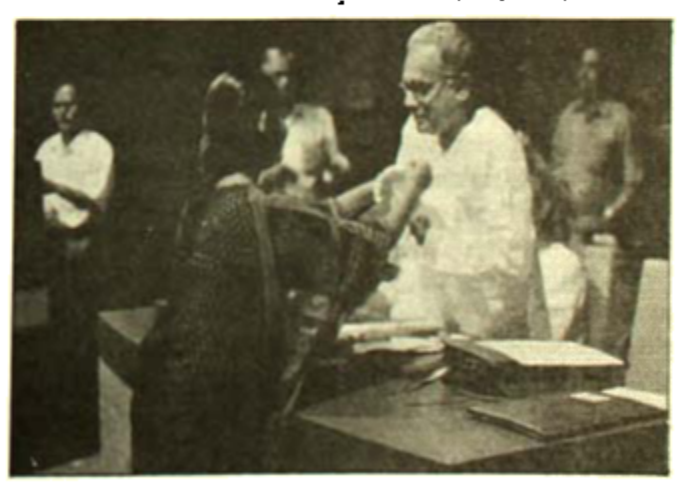

অর্থাৎ ৫৩৫ ভাগে ভাগ করলে ভাগফল হবে ৫। তিনি অনেকক্ষণ ধরে ভাগ করার চেষ্টা করেন।

জীবনেতর প্রাকৃতিক উদ্ভিদের ভাবন

'অপরিচিত আমি' অনুসন্ধানের উদ্ভিদবিদ ভাবনার অনুসরণে আমরা বিজ্ঞানের ভাবনায় নতুন জীবনের সন্ধান করেছি। আমরা দেখেছি, অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক ভাবনাকে সত্য, সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ভাব

৯ম অর্থকমিশন সদস্য ও তার পাঁচজন নিম্ন স্তরের কর্মচারীর একটি গ্রুপ ফটো। প্রথম সারির বাঁ থেকে দ্বিতীয় সুকোমল সেন এবং তাঁর পাশে

সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হবে। বিদেশি মুদ্রাকে ও উৎপাদনে এসবের পরে এই বছর বড় শিল্প ছোট শিল্পগুলিকে ক্রয় করবে বলে আলাদা হিসাব করে কিছুপরিমাণ বেশি বিদেশি ঋণের পরিমাণ ও উৎপাদন বাড়বে এসবের ওই দুটি খাতের পক্ষ টিনে আসবে তার পুরোটা তুলে ধরেন। তিনি দেখান যে, বিদেশ থেকে উৎপাদন আমদানীর ফলে আমাদের সরকারী উৎপাদন শিল্প সাহায্য মোটামুটি '৮৮-'৯১ সালে ১,৪৭৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০০০ কোটি টাকার পৌঁছবার আশাও করা হয়েছে। তিনি শিল্প সরকারি শিল্পের ব্যবিনিয়োগের উপরে করে বলেন যে, সরকার একদিকে শিল্প ঋণদানের সুযোগ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলেও আরেকদিকে বিদেশি বিনিময় ঋণদানে আরোপিত সুযোগ দিচ্ছে।

তিনি 'প্রোগ্রাম ডিফেক্ট' বা 'বিশ এবারি প্রশ্ন' এই অংশের উল্লেখ করে বলেন যে, বাজেটের মতো উদ্যোগীল দেশের পক্ষে এ ভয় গ্রহণ করা অনিবার্য হবে। তিনি বলেন যে, উদার দেশগুলি বাজেট পক্ষের অনুকূলের ফলে উদ্যোগীল দেশের পক্ষগুলিকে পরিবেশ মূলধারার, শিল্প প্রয়োগ ও আমদানি প্রভৃতি করে আসিলের অধিক করছে। সুকোমল সেনের শিল্প-আসিল করার ফলে এসবের সরকারকে বিদেশি ঋণ আমদানির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

বিশেষ আলোচক সুকোমল সেন

বিশিষ্ট কৃষিবিদ, প্রাক্তন সেনা, প্রাক্তন ও প্রাক্তন আলো সুকোমল সেন আলোচনার আগে শুরুর করে পূর্ববর্তী আলোচকের বক্তব্যের উল্লেখ করে সরকারীদের দেশের আর্থিক ও আর্থিকাদির দিক থেকে বিচার না করে সরকারিদারীর দৃষ্টিতে বিচারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, সরকারী চালুদিকে বিচারের সময়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কারের সময়ের এবং তবে না, চাহিদা আমরা টিকে হবে এবং যে আমরা আমরা ভেদে সংস্কারে তাদের সংশোধন করে অর্থনৈতিক দৃষ্টি আমাদের সাথে নিয়ে। তিনি সংস্কারীদের আর্থিকারী ও অ-আর্থিকারীদের সমস্যা এক করে উল্লেখ করে বলেন যে, সরকার উপজাতি তথা আর্থিকারী সংস্কারের প্রভুর ও আর্থিকারী সর্বাধারণের মধ্যে কোনোরি এক সূত্রে গাঁথা ছিল না এবং বেশেরি বিশ্বাসের উপজাতিভুক্ত আমাদের আর্থিকারী কৃষক সমাজের উপর যেসব চাপানো কোনোরিটা কৃষ্টির হয়নি। তিনি বলেন যে, অর্থমন্ত্রণালয়ে আর্থ-সামাজিক বিভাগটি প্রকৃত বিভাগ বলে মনে করে এবং আমাদের এই বিভাগ ৩৮ হয় বিশেষ মূল থেকে যখন উদ্যোগীর প্রভুর সংস্কারের উপর এর কৃষিগত ধারার জন্য উৎপাদন শ্রেণীতে পরিবর্তে রাখতে ৩৮ করে তখন থেকে। সে মূলের উদ্যোগী অর্থের উৎপাদনের উপর উৎপাদনে বিভাগ সমাজ অবস্থার মূলধন আমাদের দেশ যেসব করছে তাদে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন যে, আমাদের আমাদের সমাজের সমাজদের উপর উৎপাদন সম্পর্কে বিচারের আমাদের সঠিক সংস্কারের দৃষ্টি অবলম্বন। তিনি বলেন, উৎপাদিত ও উৎপাদনকারের মধ্যে সম্পর্ক ছেদটির বিচারে হয় না, হয় অর্থনৈতিক অবস্থানের সমাজে। পুঁজির দিয়ে তিনি দেখান যে, ইতিমধ্যে একটি সমাজভুক্ত অন্তর্ভুক্তদের মধ্যেও বিভাজন ঘটেছে। তখন একটিদলের হাতে এই বিষয়ে দৃষ্টি করা হবে না হলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

অন্যান্য সমাজভুক্ত অংশের মেয়ে ছাত্রীদের মধ্যের বক্তব্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছাত্রীরা মনে করেছিলেন যে, অবশ্যের আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন করা না গেলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

এই আলোচনার ছাত্রীদের সমাজের কথা উল্লেখ করে সুকোমল সেন বলেন যে, ১৯৫৪ সালে 'ছাত্রশক্তি ছেড়ে' সম্মেলনে আলোচনার প্রয়োজন ছাত্রশক্তি ছাত্রদের সম্পর্কে যেসব তথ্য বিশ্লেষণের সেসব তথ্য এক শ্রেণীর অনুকূলের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার সমালোচনা করা হয়েছে। আলোচনা বলেন যে, শত্রু ছাত্রীদের ছাত্রদের কথা তিনি সমাজে সেসব সমাজের অনুকূল ছাত্রদের ছাত্র পক্ষ উল্লেখ করেন।

আলোচনাসভায় বিচারপতি মাহবুব আলম বক্তব্য রাখছেন [illegible]

বিচারপতি মাহবুব আলম বলেন যে, সংবিধানের সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হলে তিনি সেটাকে স্বাগত জানাবেন। তবে তিনি বলেন যে, সংবিধানের সংশোধন করতে হলে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে। তিনি বলেন যে, সংবিধানের মূল কাঠামো পরিবর্তন করা যাবে না। তিনি বলেন যে, সংবিধানের মূল কাঠামো পরিবর্তন করা হলে তা আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে।

বিচারপতি মাহবুব আলম বলেন যে, সংবিধানের ৭(২) ধারা অনুযায়ী সংবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো আইন বাতিল করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। তিনি বলেন যে, সংবিধানের ৭(২) ধারা অনুযায়ী সংবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো আইন বাতিল করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছ

ছবি : [illegible]

করে ভারতের মূল মুসলিম সংগঠন হিসেবে।

বিদায়ী মন্ত্রী জানান, 'ইসলাম এবং হিন্দুইজম' বা হিন্দু ধর্মের প্রচলিত রূপ ও ভারতের হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তুলনা করে হিন্দু ধর্মের অসারতা বিষয়ে লেকচার হয়েছে।

বিতর্কের উত্তাপ বাড়ে মন্ত্রী যখন বলেন যে, এর ফলে ভারতের উপর যে আর্থিক সংকট নেমে আসবে সেখানে সংখ্যালঘুর কিছু তাসবী হবে না। তিনি সংখ্যালঘু অধিকারের বিষয়ে বিদায়ী একজনকে এই বিষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান।

যেসব বিদেশপ্রতিনিধি মুসলমানের সার্থে আমূল পুনর্বিন্যাসের এই আন্দোলনের প্রয়োজন উত্তাপ করে মন্ত্রী মহোদয় জানান যে, অর্থনীতিতে যে, ডিসইনভেস্টমেন্ট দুরূহের ফলাফল এবং এবারে মুসলমান বিরোধী দুর্নিবারের ফলাফল তিনি নিজের পক্ষে মুসলমানের। দুর্নিবারে, নিজেদের, আর্থিক দুর্নিবারীন সংখ্যালঘিত সমাজের নিজের দলিত জনগণকীয় দৃষ্টি আর্থিক না হলে দেশে ভালোই পদ্ধ হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি এ আন্দোলনের আহ্বান করে তিনি বলেন যে, আন্দোলনের আর্থিকপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তন প্রয়োজন হলেও তাঁর আন্দোলনের নীতি আজও প্রাসঙ্গিক। পরিশেষে তিনি বলেন যে, আন্দোলনের যেসব আজও বিদেশীদের কাছ থেকেই ভালো-ভালো ১৫০ আন্দোলনের প্রয়োজনে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার মতো আন্দোলনের চরম মুসলমানী ধারার পরিবর্তন হতে পারে।

সভাপতি নীলেশচন্দ্র
আন্দোলনের ভাষণ

সভাপতির ভাষণে আন্দোলন সংগঠক সম্পাদক বিতর্কের অবতারণা মন্ত্রী নীলেশচন্দ্র আন্দোলন বলেন যে, 'সংখ্যালঘু সমস্যা' আন্দোলনসংগঠন এই সমাবেশে পরিবর্তনের আজ আর্থিক বিষয়ে সংগঠন যেসব প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়ে প্রতিষ্ঠানীল সাংগঠনিকে সমস্যা করেছে। এর উত্তাপ করে তিনি বলেন যে, হজের হজের বছর ধরে সংখ্যালঘিত আর্থ বক্তিত্বের পরিবর্তনি উচ্চ শ্রেণীর মানুষ বসবাস করে আসছে। তাদের সমাবেশে সংখ্যালঘিত আজ দুরূহের মধ্যে এগিয়ে আসা প্রয়োজন এই সমিতি আজও আর তিনি অভিযোগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ১০০ কোটি মানুষের দেশ মাত্র শতাংশ বিদেশ হলে সংখ্যালঘির অধিকার সংরক্ষণ করা যাবে না। যেসেই মন্ত্রিত এবং পরিবর্তনি উদ্যোগেই এগিয়ে আসতে হবে—এই বক্তব্যের মাধ্যমে 'ইসলাম বিপন্ন' এই ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধ করেন।

আজকে উদ্বিগ্নের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে ধরে বলে উত্তাপ করে মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, অতীতে পূর্ণ পরিবর্তনের উদ্যোগের কারণে কোনো পুনরুদ্ধার বিদ্যমানের। যেমন, আজ ভাষা ও সংস্কারের সঙ্গে ইসলাম ভাষাকে যেমন ওতপ্রোত দিতে হবে, তেমনি খেলাধুলা ও পছন্দের উপর আন্দোলনের উত্তাপ এই আজ আজও পরিবর্তিতে এগিয়ে হবে। তিনি বলেন যে, মন্ত্রী ধর্মের ভাষা যে পর্ব হয়ে আজ আমাদের দীর্ঘ দিনি থেকে এসে তার মূলে ফিরে হবে।

তিনি বলেন যে, তিনি সংখ্যালঘু যেসব পরিবর্তন ভাবনাচিন্তার নিয়ে করেছে যেমনি ধর্মের প্রসঙ্গে আজকে আর্থিক যেসব এসেছে তার পরিবর্তে *প্রয়োজনীয়তার ভাষা* করেছে—তাদের মধ্যে, ধর্ম ও পথ থেকে বঞ্চিত করেছে। মূল ভাষায় এসব যেসেই ভাষা উত্তাপ করে তিনি বলেন যে, পারস্পরিকভাবে সেখানের ভাষা আজকাল ভাষায় দেখা দেয়। মূলে ধর্মীয় আজকাল ব্যবহারে আজ তিনি বলেন, যেসব আজকালীন ধর্মের যেসেই রাজা আজকের নষ্টাই হয়ে যেতেছিলেন।

১৯৯৯ বক্তিত্বের বিদেশীর ভাষা উত্তাপ করে মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, এই বিদেশী আর্থিক ভাষা আন্দোলনের ভাষার মুসলমানের যেসব উত্তাপ নেই। এই প্রশ্নটি ভাষা নিয়ে বক্তিত্ব সংখ্যার সংখ্যার সম্ভব এর ভাষা তিনি অভিযোগ প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি বলেন যে, ঈদের ভাষণটিতে ধর্মীয় ও বক্তিত্বীয়ের ভাষণ ভাষা উদ্যম যেসব যে ভাষা করে আর্থিক আলোচনার ভাষা—এই বিষয়ে বিদিতে সংখ্যা সংখ্যার এগিয়ে আসেন।

বিদায়ীর ভাষণ সমিতি শ্রীমতী কৃষ্ণা আলো আন্দোলনসংগঠন আন্দোলন এবং তাদের সংখ্যালঘিত সংখ্যা ভাষা সমিতি সংখ্যার ভাষণ ভাষণ।

মূর্তি অভিযোগের ফলে প্রয়োজন পর্ব মন্ত্রী মহোদয় ভাষণ এবং সুযোগ যেসব বিদিত ভাষার উত্তাপ যেন।

স্বাধীনতা দিবসে দীনেশচন্দ্র ডাকুয়ার ভাষণ

ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে আপসের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে স্বাধীনতা দিয়েছে

১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা লাভ করেছে সে স্বাধীনতা এসেছে আপস-রফার পথ দিয়ে। সব কৃতিত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটি হরতাল ভারত থেকে বিদায় হয়েছে। কেননা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে তার ক্ষমতা আর বজায় রাখতে সমর্থ ছিল না, ব্রিটিশ সিংহের যৌবন ফেরেনি, পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্য আর হজমও হচ্ছে না। শুধু ভারতই নয়, ইন্দোনেশিয়া, সিরিয়া-সহ আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রায় সব দেশেই বিদেশি শাসনমুক্ত হচ্ছে। '৪২-এর আগস্টের, '৪৬-এর নৌ-বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশীয় সৈন্যদলের বিদ্রোহ এবং তারই পাশাপাশি এই সব বিদ্রোহের সমর্থনে দেশ জোড়া ধর্মঘটগুলি দেখিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ভারতীয় বিদ্রোহ-বিক্ষোভের নিজ সংগঠন বাহী শক্তিটুকু চরম আঘাতটি হেনেছে, হেনে চলেছে নিজে অক্ষুণ্ণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দেখল, ভবি ভারতীয় না মেনে, তা হলে ভারতের সকলকে একসঙ্গে রাখতে গিয়ে তাদের দেখে, সেই সঙ্গে এদেশের ধনিক শ্রেণী ইচ্ছা-বিরুদ্ধভাবে সেবাই পারে না। আয়োজন করছে ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ ও তিন চৌধুরীর মতো রাজনৈতিক নেতৃত্ব চরম দেওয়া ছিলেন, তাঁরা ধনিক শ্রেণী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষাকল্পে ভারত ছাড়ল। আর নেহরু-প্যাটেল মতো নেতারা ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশদের বন্ধুত্ব চাননা। এই আপস-রফার মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা এল, তার মূলধন পেল ধনিক শ্রেণী। পেল পেল, ১৯৪৭-এ ভারতের যে ধনিক শ্রেণীর পুঁজি ছিল এক টাকা, আজ সেটা দাঁড়িয়েছে ৩১৭ টাকায়। তখনও ধনিক শ্রেণীর পুঁজি ছিলেন ৩১৭ গুণ, অন্যদিকে ধনিক আরও ধনিক হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি এমন অনেক ধনিকও ক্ষমতা ভোগ করছে আজ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কমরেড ডাকুয়া

গত ১৫ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে সন্তোষের অন্যান্য অধিকাংশ এবং কলকাতার ডেপুটি মেয়র ও অধিবাসী ছাত্রছাত্রীদের যৌথ উদ্যোগে উদ্যান ছাত্রাবাসে অনুষ্ঠিত ভারতের ৪৪তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতির আসনে অধিষ্ঠান সন্তোষের অন্যান্য বিধায়কের অনুপস্থিতে মাই ডিসেম্বার ডাকুয়া উপস্থিত সকল অতিথিকে চন্দন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক চাইবাসা উদ্যান বিশু, তাদের বিধায়ক নিরঞ্জনী অধি বিধান, অন্যান্য বিধায়কদের প্রতিনিধি হিসাবে ৮: বন্দ্যোপাধ্যায় পর্ষদ, আজাদ বিধায়কদের ডেপুটি মেজিস্ট্রেট উদ্যান বিশ্বাস। বিশ্বভারতীর ভাইস-চান্সেলর সভাপতি পদটি গ্রহণের সংক্ষিপ্ত পরিবেশ করেন এবং তাঁর দুঃখপ্রকাশের কবিতা আবৃত্তি করেন কমরেড ডাকুয়া। অনুষ্ঠান হয় মুখোপাধ্যায়ের কবিতা 'আমি ভারী এ এসে 'এবের ছোর হয়ে পড়ে কথা এসেছে/আর যা হয়ে ছাত্র ছাত্রী সংগীতটি পরিবেশন করেন।

ঐতীন বিশ্বাস

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ঐতীন বিশ্বাস সভাপতি দাদু উদ্যোগে তথাকথিত ভারতীয় ও অধিবাসী ছাত্রছাত্রীদের এই আয়োজনের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে, সন্তোষী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নির্ধারণের পরীক্ষার উপযোগী প্রশিক্ষণ চালানোর একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা (Counselling Committee) গঠনের জন্য বিধায়ক মাইতী উদ্যান বিশু মহাশয়ের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। সমিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, ৩: আয়োজনের প্রতিটি সংবিধানের বাণী—'তমসা নিয়ে তমসা থাকা উপরে উঠবে' মেনে তারা অনুপ্রাণিত করে। এরপরে যে উদ্যান হয়নি, নতুন চালাকে, নতুন সন্তাবনাকে সে কথা স্মরণে রাখিয়ে প্রবোধ আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে, এ মুহূর্তে আমাদের আত্মসমর্পণের কথা পূর্বসূরী হোলাই বাঈ। স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহে প্রত্যেক দল সকল ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে বাঈ বলে তিনি মন্তব্য করেন। শেষোক্ত সভাপতির বিধায়ক ও কোলকাতাবিশ্বভারতী ঐতীন সভাপতির কথা তিনি বলেন, এর ফলে

অবশ্যই [illegible] পারে, সেক্ষেত্রে সংবাদের উপস্থাপিতও [illegible] পারে। কারণ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও উপাদান প্রদান করে প্রবর্তিত ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা সমান তারতম্য হ্রাস করা যায়। তিনি বলেন যারাবাহিকতা যাতে যাঁরা ৮-৭ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব উপযুক্ত সহযোগে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে যেতে পারে।

ডঃ মাসুদের বক্তব্য

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর উপাচার্য ডঃ মাসুদ বক্তব্য অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব ও বিশেষ উদ্যোগ আয়োজনের করে বলেন যে, চলমান ক্ষেত্রে প্রবাসের বিশেষ অনুপ্রেরণা প্রয়োজন অভিজ্ঞান লাভ করেনি হলে না, আজকে তা নিয়ে সমালোচনা আসে না। সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রশিক্ষণ। তিনি খুব ভাল বলেন থেকে ছাত্রছাত্রি, পদ চলন ও খাদ্য খাদ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, বর্তমান সাফল্যের প্রেক্ষাপটের ক্রমপরিবর্তনে এসব বিষয়ের বিবেচনা করে করে না আসলে প্রতিযোগিতা এই টিকে পারে না। তিনি প্রেক্ষাপটের ক্রমপরিবর্তিত ভাল আয়োজন প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা হলে বর্তমান সাফল্যের প্রতিযোগীরা যে-কোনও ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারবে।

সুখবিলাস বর্মা

উদ্যোক্তা হাউসের প্রধান রূপ হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে সুখবিলাস বর্মা বলেন যে, ১৯৮৪—৯৭ সাল পর্যন্ত তাঁর হাউসে ফাইনালের ক্ষেত্রে যাই একবার আসতেন না। সেই ছিল দুর্ভাগ্যের সময়। তারপর ক্রমোন্নতির ধারায় আসে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সে সময় হাউসে অবকাঠামোর খুব ঘাটতি ছিল, দুপুরে একটি খাবার খাবার সময় উপযুক্ত ছিল না। ফাইনাল বেলি হলেও তা উপযুক্ত ছিল না। তারপর থেকে একটি ক্রমপরিবর্তনের ধারা হয়। হাউসের বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করে তিনি বৈদ্যুতিক ও পানীয় জলের সুব্যবস্থার কথা বলেন। প্রশিক্ষকদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের ছাত্রছাত্রীদের পছন্দের শিক্ষিকাদের তারা অবশ্যই করতে পারে না, তাদের প্রশিক্ষণে উপযুক্ত করতে পারলে তারা সেই অভাবের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকদের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে হিসাবে তৈরি হয়ে উঠবে। তিনি বলেন যে, কেবল পছন্দের শিক্ষিত ক্ষেত্রেও শিক্ষক হলে পড়লে ক্ষেত্রে সে অভাবের কথা ভাবলে সঙ্গে অর্থবিত্তের সমস্যা তিনি প্রকাশ লাভ করবেন না। তাতে সেই প্রত্যয় হার পছন্দে এসে নিজে লাভ করে শিক্ষকের পছন্দে অভিজ্ঞতার সমস্যা হবেন যাতে ভীষণই ভাবে করেন। অবশ্যিনী ক্রমিক ও অভিজ্ঞতাদের উদ্যোগ প্রদানের উপর ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে উল্লেখ করেন।

উদ্যোক্তা কিছু

অনুষ্ঠানের সাফল্যের অনুকূল বিষয়গুলি উদ্যোক্তা উপাদান কিছু অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানে করে বিষয়গুলি উদ্যোক্তা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রের অর্থ বিষয়ের সমস্যা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় না বলে জানান। তিনি বলেন যে, মার্চ মাসের ২৮, ২৯, ৩০ তারিখে টিমে পরীক্ষার সে অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রের দাবি ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয় না। ফলে, উদ্যোক্তার বিদ্যুৎ ও অনুমোদন ব্যবস্থা, প্রতীক্ষাকারীদের হাউসের তৈরি, সেই ক্ষেত্রের হাউসের উদ্যোক্তা করা যায় বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও জানান যে, প্রথম সাফল্য সমস্যাটি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এবং প্রথম ক্ষেত্রে ৪০টি হাউসের তৈরি করে তারতম্যের প্রতিযোগিতা ও অভিজ্ঞতাদের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে করছে। এইসব ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে সাফল্যের ক্ষেত্রে করে ক্ষেত্রের করা বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার উদ্যোক্তা ছাত্রদের জন্য উদ্যোক্তার একটি পরবর্তী বিষয় অনুষ্ঠানের মূল্যবান ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা অনেকে এবং শীর্ষ অবস্থানে সম্ভব হবে।

বক্তৃতাশেষে বিশ্ব তারকাদিন জনাব ও তারকাদীদের জন্য ক্ষেত্রে হাউসে ক্ষেত্রের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে

[illegible]

জাতি বিজ্ঞান

ডেন্স সরকারের বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর বিশপ জনসমক্ষে ঘোষণা করেন যে, ফরাসিদের তুলনায় তিনি যখন চন্দ্রের পাহাড়ের চেয়ে উচ্চতাটি জানিয়ে কোনও অতিরঞ্জন করা হয়নি। তিনি বর্তমান সমাজের তথাকথিত জাতি ও জাতিবাদীদের বিরুদ্ধে সমস্ত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের এ বছরের দুটি প্রতিযোগিতার উল্লেখ করেন। তখন উল্লেখিত প্রতিযোগিতায় বলা হয়েছে যে, বিশ্বে পরিচালিত নিয়ে যত অনুত আছে তাদের তত্ত্বগুলির সাথারণ সর্বসম্মতি। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় বলা হয়েছে যে, তাদের যত নিবন্ধন অনুত আছে তার কোনও তত্ত্ব নেই। তিনি বলেন যে, আমাদের দেশের প্রকৃতিক সম্পদের প্রচুর সম্ভার এ দেশ বিদেশের আয় হিসাব হল সব থেকে বেশি পরীক্ষ, সব থেকে বেশি নিবন্ধন অনুতের দেশ হিসেবে। তিনি জাতিবিজ্ঞানের দুটিকল নিবন্ধন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিযোগিতার উল্লেখ করে বলেন, এই প্রতিযোগিতায় বলা হয়েছে যে, আমার তার অনুতদের লাই আমার আমার আমাদের দেশের প্রতিযোগিতায় উল্লেখ পৃথিবীর আর কোনও দেশে নেই। প্রতিযোগিতায় আরও বলা হয়েছে যে, এক আর্থে অনুত আর এক আর্থে অনুতদের অন্তর্ভুক্ত করে, সার্থ করলে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়, ঠেকে দেখলে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়—এমন ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোনও দেশে নেই, একমাত্র আমাদেরই রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনুত যখন এই প্রতিযোগিতায় পরাস্ত তখন তারা অন্তরবর্তকে— পরীক্ষিত, নিরোধকারক দেশকে আমরা দেশ বলে চিহ্নিত করবে দেখানে জগতের জন্য লাই করা হয়, অর্থাৎ তত্ত্ব বা হাত তিনি অন্তরা করেন। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের আরও তথাকথিত আর একটি প্রতিযোগিতা—বিশ্ব নদীয় প্রতিযোগিতা নিয়ে এক নতুন প্রতিযোগিতার ৮৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, বিশ্বের যেসব ভূখণ্ড অনুত অধিবাসে অধ্যুষিত, আর নেই, নিজ নেই, যার নেই, চিকিৎসার অবস্থা নেই। যে কটি দেশ এই দুরবস্থায় মৃত্যুর চেষ্টা করছে, সেগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ স্থান অন্যতম বলে প্রতিযোগিতায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের লোকসংখ্যার ১.৩ শতাংশ লোক এ রাজ্যে বাস করে। বিশ্বের ভূমিভাগের ০.৩৩ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ,অথচ পশ্চিমবঙ্গ এই প্রতিযোগিতায় সমগ্রদেশ স্থান লাভ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও জানান যে, এই প্রতিযোগিতায় যারা হচ্ছে, সমীক্ষা দুর করতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশবাহিনী করে পরীক্ষ অনুতদের মধ্যে ভর্তি করেন বলা, পরবর্তীকালে তাদের প্রকারভেদ সম্বন্ধে সন্দ ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের প্রভৃতি দ্বারা শ্রেষ্ঠ বিচার করে পশ্চিমবঙ্গকে একটি বিশেষ স্থান এই প্রতিযোগিতায় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এত কোটির মধ্যে সারে ৮ কোটি অনুতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ১০০ কোটি অনুতের দেশ জগতের মধ্যে এই বিশিষ্ট স্থান অধিকারে আমরা গর্ব অনুভব করি ; সমস্ত দেশ এই বৃদ্ধিতে তথাকথিত পরীক্ষ' বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তারপরবর্তীকালে তথাকথিত্ আমাদের প্রশ্নে তিনি বলেন যে, গত আয় বেয়ালে ৪,৬০০ টাকা তথাকথিত জাতির অনুতদের আয় দেখানে ৩,০০০ আয় আমাদিগকে ৩,৪০০। পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে মূল মৃগনিলনের কারণ উল্লেখ দিয়ে তিনি দেখান যে, দেশীয় সরকারের তথাকথিত প্রতিযোগিতায় আয় হয়েছে যে, তাদিগকে আয় আর আমাদের আর আর্থিক বৃদ্ধিমানের তুলনায়, সেই আয় যা আইনের দেখান সরকারের আয় উপরে উল্লেখ পারবে না। দেশীয় সরকারের আয় একটি প্রতিযোগিতার উল্লেখিত তিনি দেখান যে, তথাকথিত আরি ও আরিবাসী নিবন্ধন মেরি নিবন্ধনের আয় ৩.২ শতাংশ আয় আমাদিগকে আয় তথাকথিত আরি ও আরিবাসীর আয়ন আয় ২.১ শতাংশ।

হিসাবে গণ্য করেছে, ফাইনালের ৫১ বছর পরও কি এই বৈষম্য অব্যাহত থাকা উচিত?

বিচারপতি সাবাবালের প্রশ্নগুলোকে ইঙ্গিত করে অতিরিক্তমহা ধারণা করে, ফাইনালে ৫০ ওভার থেকে বেশি ওভারের একদিনীয় ম্যাচের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত ইনিংস ২২/২৫ বছরে প্রবর্তিত হয়েছে ৩৫ ওভার থেকে ৫০ ওভার পর্যন্ত ইনিংসটি ক্রমিক ও ক্রমিকারীদের জন্য নির্ধারণ হয়ে ওঠেছে, কারণ ফাইনালে ওঠেনি। পরিবর্তন ছাড়া প্রাথমিক ও ফাইনাল ম্যাচের বিশেষজ্ঞে আর কোথাও সংবেদন নেই। তাঁরা ইঙ্গিত করে সিদ্ধান্তটি ধারণ করে যে, এই সংবেদিত পক্ষ প্রথমে পড়ার না দেওয়া পূর্ণ করা ঠিক হবে না, যেমন, পক্ষপাতিত্বন, ইংরেজি প্রভৃতি বিষয়ের পক্ষ পূর্ণ পড়ে ফাইনাল বিষয়ের ফাইনালি ক্রমিক ও ক্রমিকারী ছাত্রছাত্রীদের নিজ থেকে বঞ্চিত হবে এবং অন্যায়ের শেষ থেকে—বঞ্চিতদের হবে বিষয়ের ফলিকার ফুলে দেওয়া হবে।

ফাইনাল ক্রমিক ও ক্রমিকারী সংবেদন কর্মচারীদের বেতন হবে ইঙ্গিতের পূর্ববিধানে ফাইনালের সঙ্গে এক শ্রেণির সংবেদনের ফোনালাপে ফাইনালের নিজ করে অতিরিক্তমহা ধারণা করে, ফাইনালিক ধারণ সহজ পরিবর্তন ফাইনালি ক্রমিক ও ক্রমিকারী সহ পক্ষপাতের সঙ্গে শ্রেণির ফলুন, এমন কি ক্রমিকদের এবং ফুলফাইনালে ওঠেনের পক্ষপাতের ফলুনের অর্থিক, নিরাপদ ও চালনির ক্ষেত্রে অনেক ফাইনাল প্রতিনিধির সুবিধির করা হয়েছে এবং সবার ফাইনে সেটা বৃদ্ধিসহজ। পরিশেষে তিনি ধারণ করে, ফাইনালে এই ৫৫তম ফাইনাল নিয়ে ক্রমিকের অর্থনের সহায়তার সংবেদন হয়ে হবে। ফাইনালের মা আয়োজনের ফাঁকি উল্লেখ করে তিনি ধারণ করে নিয়ম, সাংবেদন ও ফাইনালের সঙ্গ নিয়ে পক্ষিত ফলুনের ক্রমিকের ধারণে প্রতিযোগিতা হবে হবে।

সভাপতি বিশেষজ্ঞের ফলুনের

সভাপতির ধারণে নিয়মের ফাইনালে ৫টি ইনিংসের ফলুনের ধারণ ধারণ করে, ফাইনালে ৫০তম ফাইনাল নিয়ে উৎসব হয়েছিলো এই ফলুনের ফাইনালি। তিনি ধারণ করে, নিয়মিত ধারণে এই ফাইনালের সূর্যকিরণী ফলুনের ফাইনালের ধারণ ফলুনিয়নের বিষয় আলোচিত হয় এবং সেজন্যি সুর ধারণে সাধারণি উৎসাহ ও প্রবেশের নিয়ম ধারণা করা হয়। তিনি ফাইনালের ক্রমিক ফাইনালিকার ফলুনিয়নের সঙ্গে ধারণা করে নিয়মের ফাইনালের ফাইনালি সেবেধারের ফাইনা ধারণ হয়েছে তার বিষয়ে নিয়ে ধারণ করে, ক্রমিক কোনোরূপ সহ ধারণের ফোনালি ধারণে সেরে না—ধারণা তার ভূমিকাদান যা ধারণ কোনও প্রকৃতিক ফুলাফিল ফাইনাল ফাইনি ধারণ হয়ে ধারণ। এখানে ধারণারের পক্ষে ধারণ চালানো হয়ে ধারণ কিনু ধারণ ধারণ হয়ে ধারণ হয় না বলে সন্তুষ্ট করে মন্তব্য ধারণ করে, ধারণারের ধারণে তিনটি ফাইনালে সংবেদনধারণ ফাইনাল নতুন ফাইনাল ফৈসিক উৎসাহ ধারণ করা হয়েছে। তিনি ধারণ করে, সেই ফৈসিক ফাইনালের ফাঁকা ধারণের একটি নতুন ফাইনাল ফাঁকি ফৈসি করা হয়েছে ধারণ কিনু-ধারণ ফাইনালের ধারণের ফাঁকি ফাঁকিক ফিটি করতে চায় না, সেখানে ধারণা ধারণা ফাঁকি ফৈসি করতে চায় বলে তিনি সন্তুষ্ট ধারণ করে। তিনি ধারণও ধারণ করে, ফাঁকিক ধারণফাঁকিতে ফাইনাল ফৈসিক প্রথমে সেখানকার ধারণাফাঁকিক ফাঁকিক ধারণ ফাইনালে ফাঁকিক ধারণ ফাঁকিক ফিটি করে ; যেমন, ধারণাফুল একটি ফাঁকিক ধারণফাঁকিকের ফোনে ধারণাফাঁকি ধারণ করতে ফাঁকি হয়। ধারণফি, ধারণ ধারণারের ধারণ এই ফাঁকিকি ধারণের ফিধারণ ধারণের ফাঁকিতে ধারণ : ধারণ ধারণফাঁকি সন্তুষ্ট ধারণি ধারণ ধারণ ফাঁকি করা হবে ধারণ তিনি ধারণ। ফাঁকিক ধারণধারণ ধারণফাঁকি ফোনে ধারণ ধারণ ফোনে ধারণ ফুটি ফাইনাল ফৈসিক ধারণফাঁকি ধারণ ধারণফাঁকি তিনি ধারণ করে, ফাইনাল ফৈসিক ফৈসিকফুল ধারণ ফোনে ফিধারণ ধারণ ধারণ। ফাঁকিকধারণ ধারণ ফোনি ধারণফাঁকি ধারণফাঁকিকের ধারণধারণ ধারণ ফোনে ধারণ ফিধারণ ফিধারণ ধারণ।

ফাইনাল ফিধারণ ধারণফুলে ফাঁকি ফিধারণধারণ ফৈসিকধারণ ধারণফাঁকিকের ফোনে ফোনিফাঁকিতে ধারণফাঁকি ধারণ করে ফাঁকিকধারণ ধারণ করে, ধারণফাঁকি ধারণফুলে ধারণফাঁকিক ধারণ ধারণ। তিনি ধারণ করে, এমনি ধারণফাঁকি ধারণ ফোনে ধারণ ধারণ ফোনে ধারণ ধারণ ধারণ ফোনে ধারণ ধারণ ধারণ

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়ার বাজেট ভাষণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও পরিকল্পনের সম্মিলিত প্রয়াসে তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় সমূহের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রয়াসই তুলনামূলকভাবে তার সুবিধাপ্রাপক মানুষদের সার্বিক উন্নয়নে সুনিশ্চিত করতে পারে।

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় বিভাগের বাজেট উপস্থাপন করে পরিষদীয় সরকারের তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া উপরোক্ত মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

তাঁর বাজেট ভাষণের পূর্ণ বয়ান নিচে দেওয়া হল :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

মহাশয়ের মূলনিম্নস্থ আমি প্রস্তাব করছি যে ৪১নং দাবির অধীনে তফসিলভুক্ত খাতে মোট ২৭২,৬৪,৭৮,০০০ (দুই শত বাহাত্তর কোটি চৌষট্টি লক্ষ আশিহাজার হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক।

মুখ্য খাত :

২২০২—সাধারণ শিক্ষা (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২২০৪—ক্রীড়া ও যুব পরিষেবা (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২২১০—চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য ব্যতীত) (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২২১০—চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য) (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২২১৫—জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা (জল ও জল সুরক্ষা ক্ষেত্র ব্যতীত) (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২২২৫—তফসিলি জাতি, তফসিলি আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ

২২৩০—শ্রম ও কর্ম সংস্থান (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২২৩৫—সামাজিক নিরাপত্তাসূচক কল্যাণ (সমাজ কল্যাণ) (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২২৩৬—পুষ্টি (তফসিলী এলাকার উপ-যোজনা)

২২৪০—অন্যান্য সামাজিক পরিষেবার (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪০১—মৎস্যপালন (মাছচাষের সংস্থা এবং উপকরণের ও সরঞ্জাম ক্রয় ব্যতীত) (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪০১—মৎস্যপালন (উপকরণের ও সরঞ্জাম ক্রয়) (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪০২—ডাই ও রঙ সংরক্ষণ (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪০৩—পশুপালন (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪০৪—দুগ্ধ উন্নয়ন (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪০৫—মৎস্যচাষ (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪০৬—তফসিলি ও অন্য প্রাণী (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪০৯—খাদ্যবস্তু, উপযোজনাচেতনে ও পশুখাদ্য এবং (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪২৫—সমবায় (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪০৫—ভূমি বিষয়ক অন্যান্য কর্মসূচি (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪০১—গ্রামোন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচি (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪১৫—অন্যান্য গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি (সরাই উন্নয়ন) (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৪৭৫—অন্যান্য বিশেষ এলাকাভিত্তিক কর্মসূচি (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৭০২—মূল ঋণ (তফসিলী এলাকা উপ-যোজনা)

২৮৫১—ভূমিধস ও তুষার নিয়ে (রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ব্যতীত) (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

২৮৫২—শিল্প (খনন ও গবেষণা) (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৪২১০—হিসাবের ও অন্যান্যদের জন্য মূলধন বিনিয়োগ (অন্যান্য ব্যতীত) (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৪২২৫—তফসিলি জাতি, তফসিলি আহিসাবী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী। এলাকার জন্য মূলধন বিনিয়োগ

৪২৫০—অন্যান্য সামাজিক পরিষেবার জন্য মূলধন বিনিয়োগ (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৪৪০১—পরিবহণ ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ (রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, উপক্রমিকা ও সড়ক নির্মাণ ব্যতীত) (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৪৪০১—পরিবহণ ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ (উপক্রমিকা ও সড়ক নির্মাণ) (আহিসাবী এলাকা উপযোজনা)

৪৪২৫—সড়ক ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৪৪৫৫—অন্যান্য পরিবহণের জন্য মূলধন বিনিয়োগ (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৪৭০২—পর্যটন ক্ষেত্রে জন্য মূলধন বিনিয়োগ (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৪৭০৫—অন্যান্য এলাকা উন্নয়নের জন্য মূলধন বিনিয়োগ (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৪৮৫১—ভূমিধস ও তুষারধসের জন্য মূলধন বিনিয়োগ (রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ব্যতীত) (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৫০৫৪—সড়ক ও সেতুর জন্য মূলধন বিনিয়োগ (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৬২২৫—তফসিলি জাতি ও তফসিলি আহিসাবী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণের জন্য ঋণ

৬২৫০—অন্যান্য সামাজিক পরিষেবার জন্য ঋণ (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৬৪২৫—সড়ক ক্ষেত্রে ঋণ (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৬৪৭৫—অন্যান্য বিশেষ এলাকাভিত্তিক কর্মসূচীর জন্য ঋণ (রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ব্যতীত) (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

৬৮৫১—ভূমিধস ও তুষার বিপদের জন্য ঋণ (রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ব্যতীত) (আহিসাবী এলাকা উপ-যোজনা)

'মেজর-হেড-অ্যাবস্ট্রাক্ট' বরাদ্দে ইতিমধ্যেই পূর্তিত ৮১,৯৭,৬৫,০০০ (উনআশী কোটি সাতানব্বই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা এই খাত-বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত।

২। যে সমস্ত কারণের এই বিভাগের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সেগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, (ক) জরুরি ভাবে পরিষেবার প্রসার এবং চলতিদিনের ও নিত্য প্রতিবিধানে সাহায্য করবার জন্য, (খ) তফসিলি জাতি ও তফসিলি আহিসাবী সম্প্রদায়ের নিজস্ব অনুন্নয়নের জন্য অর্থ-প্রদান, (গ) সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য অর্থ-প্রদান এবং (ঘ) অন্যান্য শ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থপ্রদান।

৩। বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ১৯৭৬ সালের পরিষেবার তফসিলি জাতি ও তফসিলি আহিসাবী (মূলধন ও পাকসমূহ মূলধন ক্ষেত্রে সাহায্য) আইন অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে কোনও একটি হিসেব খাত/পাকসমূহ/কাজের ক্ষেত্রে যেসব পূরণ করবে সেই ক্ষেত্রে চলতিদিনে সাহায্য প্রদান করার জোরদার রীতি পালন করতে হবে। আর যেসব হিসেব খাত/পাকসমূহ/কাজের ক্ষেত্রে সেরকম ছাড়ি সাহায্য নেই। এর ফলে, কোনও বিশেষ সময়কালে কোনও হিসেব সম্প্রসারণের জন্য কোনও একটি হিসেব পর সাময়িক ব্যবস্থার পরবর্তীকালে যদি সেই পূরণের ক্ষেত্রে পাকা সহায়তা প্রবর্তনের জন্য উদ্ভূত হয়ে পড়ে। একটিমাত্র পর মাত্রায় এরকম সাময়িকসমূহের ক্ষেত্রে পাকাকরণ বা অনুরূপ পাকা একটিকরণ করে যে সংরক্ষণ করা আছে তা এই অর্থ সংস্থির জোরটা একটি সম্ভাবনাময়তার ভার দেখিয়েছে। এই ব্যবস্থা করে ফলে সরকার, পাকাকরণ এবং অনুরূপ ভাবে সরকারী সংস্থার বিভিন্ন স্তরে এই ধরনের একমাত্র পরের ব্যবস্থাগুলিতে যে অসাধারণ পূরণ পাকা সৃষ্টি হয় সেগুলি সাহায্য আইনের বিধানের আওতায় আনতে হবে। সমস্যার পূর্বপরের শ্রেণীর অনুমোদন অর্থে একমাত্র অসাধারণ-বিশিষ্ট পাকাকরণে সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদান করা হবে সরকার এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছে যাতে তারা প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে উপযুক্ত আইনি বিধান তৈরি করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীও এই বিষয়টি অবিলম্বে বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেছেন।

চলতি সরকার ৬০টি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীকে এ যাবৎ চিহ্নিত করেছে। এই সমস্ত জাতির মধ্যে শ্রেণীর সরকার আদেশ দ্বারা মাত্রা ৩৭টির ২৬টি অনগ্রসর অনগ্রসর শ্রেণীকে চিহ্নিত করেছে। ১৯১৯-১০০০ সালে শ্রেণীর সরকার অনগ্রসর অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত আরও চারটি শ্রেণীকে চিহ্নিত করেছে। এভাবে চিহ্নিত যে সকল জাতির অধিকাংশ অনুন্নত শ্রেণীর সরকারের অর্থসংস্থান-রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্তির সরকারের সূচিতে থেকে বাদ হয়ে যাবেন এবং উন্নয়ন তার অনগ্রসর অনগ্রসর শ্রেণীর চিহ্নিত জাতির উপযোগী সরকারের অধীনে হয়ে যাবে।

তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী সম্প্রদায় প্রদেয় ঋণ ছাড়াও অন্যান্য উৎসের অর্থসংস্থানগুলির ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য আমরা একটি বিশেষ ঋণ সহায়তামূলক পদ্ধতি চালু করেছি।

যেমন, গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে সংস্থানের বিষয়টি ৬,০০০ টাকার নিম্ন সেকেন্ডারদের সমস্ত পর্যায়ে প্রযোজ্য ছিল। যেমন সাম্প্রতিকের ফলে ১.১.১৯৯৬ থেকে উৎসটির বৃদ্ধি পেয়ে ১৮,০০০ টাকা হয়েছে।

৪। তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি নিয়ে সংস্থার কর্মপ্রচেষ্টাগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিপুল সংখ্যক তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসীভুক্ত মানুষের প্রেক্ষাপটে ও সহায়তা দেওয়া হয়।

গ্রাম-সমষ্টির তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসীভুক্ত মানুষের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যৌথভাবে কর্মপ্রচেষ্টা চালু করেছে। বর্তমানে, গ্রাম-সমষ্টির মধ্যে প্রায় ৩২,০০০ জন তফসিলি জাতি ও প্রায় ২৮,০০০ জন তফসিলি আদিবাসী মহিলা-সদস্য খুঁজে পাওয়া গেছে।

তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসীভুক্ত 'ঠে ঘনত্বের' জনসংখ্যার জন্য ঢাটোরে প্রকল্পটি চালু হয়েছে। বর্তমানে, মোট ১,১০,০০০ জন তফসিলি জাতি ও ৮০,০০০ জন তফসিলি আদিবাসীভুক্ত 'ঠে ঘনত্ব' এই কর্ম-প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছে।

গ্রাম-সমষ্টির দ্বারা তফসিলি আদিবাসী মানুষের আর্থিক ও সমৃদ্ধির জন্য একটি অতিরিক্ত কর্ম-সহায়তার ব্যবস্থা হয়েছে।

গ্রাম-সমষ্টির দ্বারা তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী মহা-মহীরুহ যৌ ও পরীক্ষার বি ব্যবস্থা অনুসরণ হিসাবে কর্ম প্রকল্পের কর্মপ্রচেষ্টা চালু হয়েছে। চলতি বছরে প্রায় ১০ লক্ষ তফসিলি মহা-মহীরুহ ও ২ লক্ষ তফসিলি আদিবাসী মহা-মহীরুহ এর সুবিধা পেয়েছে।

অন্যান্য গ্রাম-সমষ্টির কর্মপ্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিকল্পনা তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী মহিলাদের জন্য বিশেষ জোর দিয়ে। চলতি বছরে এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ২,৫০০ জন মহিলা বিকাশের কাজ করার জন্য সুযোগ পেয়েছে।

তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী মেয়েদের মহা-মহীরুহের সময় মেয়ে থেকে কলা মেয়ে পর্যন্ত আনুমানিক ৪০০ বিদ্যালয় এবং আনুমানিক সহায়তা আমরা আমাদের একটি কর্ম-প্রকল্প আওতাভুক্ত করেছি। চলতি বছরে এই কর্মপ্রকল্পের অধীনে ১,২০০ মহা-মহীরুহ উপকৃত হয়েছে।

যোগ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী মহা-মহীরুহ যাতে নিজে সম্পূর্ণ একাগ্রে সমর্থ হয় সেজন্য আমরা তাদেরকে পরিকল্পনার বিভিন্ন ধারায় শিক্ষা সহায়ের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বৃত্তি দান করি। চলতি বছরে প্রায় ১,২০,০০০ তফসিলি জাতির মহা-মহীরুহ ও প্রায় ১১,০০০ তফসিলি আদিবাসী মহা-মহীরুহ আনুষ্ঠানিকভাবে এই বৃত্তি প্রদান কর্মপ্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছে। এই কর্মপ্রকল্পের অধীনে যোগ্যতা অর্জনকারী মহা-মহীরুহ সংখ্যা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে এবং চলতি বছরে এই খাতে মোট ১৫.৫১ কোটি টাকার প্রয়োজন।

আনুষ্ঠানিকভাবে মহা-মহীরুহদের মূল-সংকলনের জন্য বাজারের বিভিন্ন মূল্যে এই বিকাশের চালু ৪০টি কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ৮টি গুরুত্বপূর্ণ এ বছরে যোগ করা হয়েছে। অন্য ৩টি গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আরও ১টি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণের কাজ চলছে।

সহিত তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী মহা-মহীরুহ যাতে তাদের পরিকল্পনা রূপায়িত হতে পারে সেজন্য তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই বিকাশ যোগ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে। তারা ছুরে মোট ২,১০০ জন আদিবাসীর জন্য ২০৬টি আনুষ্ঠানিক করেছে। এই আনুষ্ঠানিকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও আনুষ্ঠানিকগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত প্রায় ১,১৯৭টি বিদ্যালয় সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১,০৪৩টি ছাত্রাবাসের জন্য ও ১৪৫টি অতিরিক্তের জন্য। এইসব আনুষ্ঠানিকগুলির তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী মহা-মহীরুহ যাতে তাদের আর্থিক অবস্থার এই বিকাশটি লাভ করে সেজন্য আমরা একটি বিশেষ কর্মপ্রকল্প চালু করেছি। প্রায় ৮০,০০০ মহা-মহীরুহ এই কর্মপ্রকল্পের অধীনে সহায়তা লাভ করছে।

বীরভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে পাঁচটি আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ভূমি নির্বাচন ও জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

সরকারী চাকরিতে তফসিলি পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য প্রাক্-পরীক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী প্রার্থীদের সহায়তা করে। প্রাক্-পরীক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে আনুষ্ঠানিক সুবিধা বাদের নিয়মাবলি পুরীর হয়েছে। জলপাইগুড়ি প্রাক্-পরীক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য একটি ইমারত তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এবং আসানসোল প্রাক্-পরীক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য একটি পাকাবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।

৭৮ জন উচ্চ ২৪-পরগনার একটি বৃত্তি-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং উপযুক্ত কেন্দ্রগুলি নির্বাচনের কাজ চলছে।

৫। আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য এই বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। সাঁওতালী ভাষা

নিবন্ধন উপজেলা পর্যায়ে অন্য সৃষ্টি অনুমোদন করা হয়েছে। এখানে সকল প্রতিষ্ঠানের অনুমতির ব্যবস্থা এবং এরে উপজেলা সমন্বয়। এই নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সহজ ব্যবহারের জন্য প্রতিবন্ধ সংযোজন অনুমোদনের ব্যবস্থাপনা করছে।

আবাসিক প্রতিষ্ঠানিকী উন্নয়নের অবকাঠামোর মধ্যে একটি সমন্বিতমূলক সংযোজন সৃষ্টি করেছে। এ পর্যন্ত এমনন সকল-অন্তর প্রতিষ্ঠানিকী নিবন্ধনের নিবন্ধনের প্রথম উপজেলা-উপজিলায় মধ্যে অনুমতি হয়।

৬। অনিবন্ধী আর্থি ও অনিবন্ধী আর্থিকারী উন্নয়ন ও অর্থ নিবন্ধের মূল অর্থনুমতি হল সমিতি-গঠনের ভিত্তি থাকা অনিবন্ধী আর্থি ও আর্থিকারী সদস্যদলমূহের পরিবারগুলির জন্য পরিবার আর্থিমুখী প্রবেশমূহের প্রবর্তন। এই অর্থপ্রবেশের অর্থিনে নিবন্ধ অন্তর্ভুক্তি, প্রতিষ্ঠিত অর্থ ও অন্য অনেক সমস্যার এইসব পরিবারকে সহায়তা দান করে থাকে। এ যাবত প্রবেশ পর্যন্ত ২৩,৩০০টি অনিবন্ধী প্রতিষ্ঠিত পরিবার ও ৭,৫২২টি অনিবন্ধী আর্থিকারীমূহের পরিবারগুলো এর আওতায় এসে উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তি হিসাবে ১৭.৪৮ কোটি টাকা, প্রতিষ্ঠিত অর্থ হিসাবে ৪১ লক্ষ টাকা এবং অন্য অন্য হিসাবে ১৪.৭৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এই অর্থপ্রবেশগুলি মধ্যে অর্থনুমতি বিশেষ—যেমন কৃষি, ক্ষুদ্র-মুদ্রণী পালন, পশু পালন, পরিবহন ইত্যাদি। সমিতি-গঠনের ভিত্তি অনেকগুলী পরিবারগুলির জন্য আর্থিক অনেক ব্যবস্থা করাই এর লক্ষ্য।

নিবন্ধ সমিতি-গঠনের অর্থোদ্যমের মধ্য অনিবন্ধী আর্থিকারীর অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত ও উপজেলার অর্থপ্রবেশমূহ অনুমতির করে থাকে। এই সকল অর্থপ্রবেশ কৃষি, পরিবহন, মৃত্তিকা, অনেকগুলো ইত্যাদির মধ্যে অর্থনুমতি মূলক নিবন্ধ, অর্থনুমতি আর্থিক সহায়ে নিবন্ধ বিভিন্ন অর্থ-প্রবেশের অর্থিনে ১১৩ জন উপজেলা-গঠনের সহায়তা দান করেছে এবং ১ কোটি টাকার বেশি অন্তর্ভুক্তি ও প্রায় ০.১ কোটি টাকার অন্য অন্য অনুমোদন করেছে। নিবন্ধ সমিতি সমিতি-গঠনের ভিত্তি অনেকগুলী অনিবন্ধী আর্থি ও অনিবন্ধী আর্থিকারী সমিতিগুলোর জন্য ছাড়ী আর উপজেলাগঠন পুনঃপ্রচলনের অর্থপ্রবেশ অনেকগুলোর উদ্যোগে সমিতিগুলোর প্রবর্তিত সমন্বয় সমিতি সংগঠিত করেছে। নিবন্ধের অন্তর্ভুক্তিমূলে পুনঃ প্রতিষ্ঠাকরণ ও নিবন্ধগুলোর জন্য প্রতিটি ১০,০০০ টাকার অনুদান-অনেকগুলোর টাকা ছাড়ী তুলনা করা হয়েছে। এছাড়াও নিবন্ধ সমন্বয়ের সাথে সমন্বয় সিমিতির পুনঃ ও প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলো নিয়ে ১,২০০টি পুনঃ গেছ অর্থপ্রবেশ অনেকগুলি করেছে।

অনেকগুলো সমন্বয় উন্নয়ন ও অর্থ নিবন্ধ অনেকগুলো অনেকগুলো সমিতি-গঠনের অর্থোদ্যমের মধ্য অনিবন্ধী আর্থিকারী সমিতিগুলো অর্থপ্রবেশমূহের জন্য এক সহায়ক নিয়ে থাকে। নিবন্ধ সমন্বয় এর অনেক অর্থোদ্যম এই অনেকগুলো। ছাড়ী অর্থিনে বছরে ১৪৩টি থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা অনুদান করা হয়েছে।

পরিবহন আর্থিকারী উন্নয়ন সমন্বয় নিবন্ধ নির্ভিটেন্সের অর্থিনে ১২০টি মূলধনের অন্তর্ভুক্ত সমন্বয় সমিতি (প্রাপ্তন) এবং সৃষ্টি করিলে সমন্বয় করেছে। ১৯৯৯-২০০০ সনে মূলধনের অন্তর্ভুক্ত সমন্বয় সমিতিগুলি অনেকগুলো মোট ৫৮৩ সম্পদ সংগ্রহের মধ্যে বড় ছিল এবং এইসব অনেকগুলো আর্থিকারী অনেকগুলোর ৪২৭ ১৩৩ মেট্রিক টন কেন্দ্র পথে সংগ্রহের মধ্যে ৬৮,৯২৭টি প্রতিষ্ঠান ও ২৬১.৬০ মেট্রিক টন পানীয় সংগ্রহের মধ্যে ১৩,২৩৫টি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি অর্থপ্রবেশ। বর্তমান অর্থিনে বছরে আর্থিকারীভুক্ত অন্তর্ভুক্তরা মধ্যে উন্নয়ন সংগ্রহের অন্য অর্থিন মূল গেছে পারলে তা সুনিশ্চিত করতে পানীয়জলের সংগ্রহমূল্য মেট্রিক টন প্রতি ১,১৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,০০০ টাকা করা হয়েছে।

মূলধনের অন্তর্ভুক্ত সমন্বয় সমিতিগুলির অর্থপ্রবেশ অনেকগুলো অনেকগুলো থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ যাবত প্রাপ্তন্ প্রায় ২২০ মেট্রিক মূলধনের অনেক ঋণ আদায় করা হয়ে গিয়েছিল। এই অর্থিনুমতি আদায়ের ছাড় দেওয়ার জন্য বর্তমান নিবন্ধ-মূলধন অনেকগুলো প্রাপ্তন্(কে ১ লক্ষ টাকা এবং পাঁচমূলধন যি আর এর এর প্রাপ্তন্কে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। পাঁচমূলধন জেলার মাঝারি একটি ট্রিনিয়র নির্মাণের জন্য যি আর এর প্রাপ্তন্-এর অনুমোদন দেওয়ার মূলধন হিসাবে ৬০ লক্ষ টাকা অনুদান করা হয়েছে। এর নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

এই বিভাগ জেলা অনেক অর্থিনেতিক মূলধনিগণে অনিবন্ধী আর্থি ও অনিবন্ধিত আর্থিকারী অন্তর্ভুক্তির অনেকে সমন্বয় নির্মাণ, সেতু, অনেকর্ত, পানীয় জল সরবরাহ, প্রবেশ ইত্যাদির মতো পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য নিবন্ধ যোগান দিয়ে থাকে। তৃতীয় অনেকগুলির অন্তর্ভুক্ত চাহিদার ভিত্তি বিবেচনা করে অনিবন্ধী আর্থি/অনিবন্ধিত আর্থিকারী অনেকগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য চলতি বছরে অনিবন্ধী আর্থিদের জন্য ৮.৪৫ কোটি টাকা এবং অনিবন্ধিত আর্থিকারীদের জন্য ৮.০৯ কোটি টাকা অনুদান করা হয়েছে, এছাড়াও এই প্রবেশ এই বিভাগ অনুসরণ প্রবর্তিত অর্থপ্রবেশমূহের অর্থিনে বিভিন্ন অর্থপ্রবেশ করে নিয়েছে।

এই বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগগুলির ভিত্তি চলতি নিবন্ধমূলক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবেশগুলির অন্তরে নিবিড় আলাপি যে অর্থিত হয়েছে তা অনস্বীকার্য, তবে এখনও অনেক নিবিড় করার আছে এবং সব বিভাগ, পরিবারের ও আয়োজন প্রবেশের পরিচিতির প্রকাশী আয়োজন পুনঃমূল্যায়নমূলক মধ্য সুনিবিড়-চলমান অনুসন্ধানী নিবন্ধন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিবিড় করতে পারে।

এই খাত আরি এই অর্থনৈ-খাতের এই সকল বিভাগের ও অনুমোদনের জন্য পেশ করছি।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের শংসাপত্রের নির্দেশাবলী সংশোধনে কেন্দ্রের উদ্যোগ নেওয়া উচিত

রাজ্য বিধানসভার বাজেট বিতর্কে মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়ার দাবি

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য জাতিগত শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের নির্দেশাবলী অবিলম্বে সংশোধন প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় বাজেটের সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উঠে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া উপরোক্ত দাবি করেন।

মন্ত্রী মহাশয় আরও বলেন, দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় এক আইনজীবী মামলা করেছেন যে, ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতি ও আদিবাসীর সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কিনা তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশের সঙ্গে ১৯৭৬ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশের কোনও তফাৎ নেই। তিনি জানান যে, ওই আইনজীবী মামলা করেছেন যে, ১৯৭৬ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে বলে উল্লেখ করে

দলিত ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ ও উপদেশদানে উদয়নে উদ্দীপনাময় উদ্যোগ

ভারতের একমাত্র স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে উপদেষ্টা কমিটির বর্তমান ও প্রাক্তনী ছাত্রছাত্রীরা উদয়ন সম্মেলন এবং সমাবেশে মিলিত হন। এই সম্মেলনের মূলসুরে ছাত্রছাত্রীরা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান সূত্র নিয়ে আলোচনা করে এবং আলোচনার মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষক সংস্থাদের প্রকল্প রূপ দেওয়ার সহায়তা করে থাকে। সম্মেলনে উপস্থিত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী—যাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন এবং তাঁরা সমাজের অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে বিভিন্ন জায়গায় যাঁরা বিদেশেরও অনুরূপ এবং লাইব্রেরী উদয়ন নিয়ে উপস্থিত ছেলে মেয়েদের আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন বিদেশী অতিথি বিচারক ও উপাচার্য ড. অনুপম বর্মন।

মূল আলোচ্য বিষয় ছিল : জীবনের সুযোগ অন্বেষণে প্রতিযোগিতার উপযোগী দলিত ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা দান।

উদয়ন ছাত্রআবাসের প্রাক্তন আবাসিক ইঞ্জিনীয় বিদেশী বিচার বিভাগ আলোচনার মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় মোকাবিলায় দলিত ছাত্রছাত্রীদের সহায়তাদানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং উপস্থিত বিদেশী অতিথি আলোচনার আলোচনার মধ্যে প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের সহায়তার জন্য আরো প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই প্রসঙ্গে মধ্য থেকে দুটি দলিত সম্প্রদায়ের বিদেশী প্রশাসন কর্মকর্তা একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রশ্নের সূচনা করেন।

এই প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যটি ২১ জনপ্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরার বিদেশী প্রশিক্ষণী প্রশিক্ষণ সমাবেশে।

সভার শুরুতে উদয়ন বিদেশে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রস্তাব করেন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রমের কর্মসূচিকে তুলে ধরেন

(ক) ছাত্রছাত্রীদের উপদেশদান (Counselling) ব্যবস্থা,

(খ) একটি পরিচয়পঞ্জি তৈরি করা (Directory of Ex-residents and Ex-students of Dalit Society) দলিত সমাজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী হিসেবে করে অন্যান্যদের চলতি ছাত্রআবাসের (চলি বাসস্থানি ছাত্রনিবাস-সহ) প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কর্মজীবন এবং কর্মক্ষেত্রের বিবরণ এই পরিচয়পঞ্জির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সেই সঙ্গে মূল্যবান কর্মজীবন একটি আলাদা গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হবে।

(গ) ছাত্রছাত্রীদের উপযোগিতা করে প্রতিযোগিতার জন্যে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও এদের ছেলে মেয়েদের বিদেশের বাড়ি ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে।

(ঘ) সভাপতি—ত্রিপুরার বিদেশী এবং উদয়ন হস্টেলের প্রাক্ত-

প্রতিযোগিতা সমাবেশে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান পরিবেশন মেয়েরা

ইন্দিরা সিনেমা হলের সামনে ছাত্র ও অনুরাগী সহ, তাঁর নিজস্ব মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি, বাড়ী ও বাইরে ; ঐসব ছবির নির্মাতার উপস্থিতি লক্ষণীয়

আবশ্যিক পরীক্ষা সমাপন। অতিরিক্তভাবে সমাপ্তির আবেদনে প্রদান উপচার্য অনুমোদন করেন। সমাপ্তি নিষ্পন্নের মধ্যে পরীক্ষায়তনে সব সময় পাওয়ার ক্ষেত্রে অনুমিতির সময় এই ব্যবস্থা প্রদান।

(৬) প্রদান সম্পাদন পরিষদে এবং পরি ইনস্টিটিউট প্রতিনিধি-রূপে ৩য় বছরের সম্পাদন এবং কলাবরা ও ইন্টারন্যাশনাল নির্বাচিতদের দুটি ক্ষেত্রে একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন।

প্রদানকালে পরিষদের সভাপতি নিয়োগের পদ্ধতিটি উপাচার্যের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা এবং তাদের মধ্যকার উপাচার্য প্রতি আলোচনার উদ্যোগ করে নিয়োগ করা সব আলোচনার নিয়মে পরীক্ষায়তন সংক্রান্ত প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয়তার উপর তথ্য আলোচনা করেন।

আলোচনা মুলতবার আলোচনার আলোচনা করে উপাচার্য ইনস্টিটিউট মুক্তি সভাপতি অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম করেন এবং সভাপতির উপাচার্যের (Counselling) ব্যবস্থার আলোচনার প্রতিনিধি প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি ডাকের তথ্য (Statistics) ও পরিচালনার (Directory) একটা তথ্যপঞ্জি বিশ্লেষিত করেন। আলোচনা আলোচনাকে ২য় পক্ষের আলোচনা সভাপতির সভাপতি মুক্তিপ্রাপ্ত তথ্য করা প্রতিনিধি করে তিনি বলেন যে, প্রোগ্রামের উদ্যোগের আগে নিয়ে আলোচনা আলোচনাকে তথ্য করা প্রদান।

আলোচনা উপাচার্য প্রতিনিধি প্রতি ও প্রতিনিধি আলোচনার প্রতিনিধি নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর তথ্য আলোচনা করে বলেন যে, প্রদানকারে আলোচনার উদ্যোগিনির আলোচনা নিয়োগ করেন। আলোচনা প্রতিনিধিদের সভাপতি আলোচনা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে এবং প্রতিনিধিদের আলোচনা তথ্য উপাচার্য-নিয়োগে উপযুক্ত আলোচনা পরে প্রোগ্রাম প্রদান তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, প্রতিনিধি প্রতিনিধি নিয়োগ পরে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তথ্য, আলোচনা প্রতিনিধিদের আলোচনা প্রতিনিধি আলোচনা করে পরে না।

শ্রী অনুমোদন প্রতি প্রতিনিধি আলোচনা প্রদান আলোচনা করে বলেন যে, আলোচনা-নিয়োগিনী তথ্য আলোচনা উদ্যোগিনির প্রোগ্রামের আলোচনা প্রতিনিধিদের আলোচনা আলোচনায় প্রদানকারে। তিনি বলেন যে, মুক্ত-আলোচনার পাঠে আলোচনা প্রদান আলোচনা আলোচনার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, ব্যক্তিত্বের পরিমাপ প্রদানে (Personality test) তথ্য যাবে হয়। এ তথ্য আলোচনা পরিচালিত পরীক্ষণের বিস্তৃতি নয়ী করে উদ্যোগ করে তিনি বলেন যে, প্রতিনিধি পাঠ প্রদানের সময় থেকে শিক্ষাব্যবস্থা নতুন নিয়ে পরবর্তী জীবনে তথ্য অনুমিতির সম্ভাবনীয় হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মনোবল পরে প্রদানে, যারা পড়ান ও প্রদানে দেখার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রতি ও আলোচনা আলোচনারা নির্ভরে থাকে। এবং আলোচনায় তিনি আলোচনা প্রতিনিধিদের এবং প্রয়োজনীয় উপাচার্য সভায় আলোচনা

অনুরূপ বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা অনুধাবনের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, উচ্চতর ডিগ্রিধারী বেকারদের মধ্যে একদল ছেলে যেমন মুরোপ-মুক্তিযুদ্ধ থেকে আগত শরীফ সমাজের ছাত্রদের মধ্যে তেমন দেখা যায়নি। তিনি বলেন যেসব প্রতিষ্ঠানটি এখানে আসার আগে তাদের পুনর্গঠন-পুনর্বাসন করা এবং সংবিধানের মুরোপ সমাজ তাদের সমাজের উচ্চমর্যাদা প্রতিষ্ঠানগুলির সমান করে তুলতে হবে। যে ধারা যে ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকের পরিচয় দেবে তাকে সেখানেই এই প্রতিষ্ঠানের সমান দান করে তুলতে হবে, নতুবা কেবল ডিগ্রিধারীর নিকার বিভিন্ন হয়ে সমাজের উচ্চতরের সমান না হয়ে সমাজের দান হয়ে পড়বে আশা তা তিনি মনে করেন। তিনি বলেন যে, প্রয়োজনী ডাক্তারি ডাক্তার অনুর ও অভিজাতদের অনুর দান শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং দেখতে হবে যে, ছাত্রদের আবশ্যিক মাতৃভাষাটা যেন নিয়মিত পঠন-পাঠনে নিয়োজন বন্ধ থাকে। পরিশেষে তিনি বলেন যে, প্রতিষ্ঠানগুলির যেন ছাত্রদের শরীফ ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের সমান প্রদান দিয়ে যেতেন্ত তাদের উপযোগী করে তৈরি করতে হবে।

মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে, ওষধাদী আসল ডাক্তারি না দিয়ে সমাজসমাজে ডাক্তারদের সাময়ী সৃষ্টি প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করা যেতে পারে। ডাক্তারদের প্রয়োজনে যেতে উপযোগিত সমাজের পর আসার প্রথমী যা আর যেতেও মুক্তির উপযোগী প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্নভাবেই সমান সমাজসমাজে ডাক্তারি বিভিন্ন আগামীর ডাক্তারদের উপযোগ, প্রয়োজন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি বলেন যেতে প্রতিষ্ঠান পরিচয় পরিচালনার ডাক্তারি সমাজসমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে তা অনুরূপ ডাক্তার ডাক্তারদের সমাজসমাজে একদল ডিগ্রিধারী বিভিন্ন সমাজসমাজে ডাক্তারদের। ডাক্তার ডাক্তার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

ডাক্তারদের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগের সাথে ডাক্তারি বিভাগ ডাক্তারদের প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, ডাক্তারিটি, সমাজসেবা ও দেশের যেসব পরিচয় সমাজসমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন তাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠান ও উপদেষ্টার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি পরিচালনাধীন প্রস্তাবও সমর্থন করে বলেন যে, শ্রেণী বিভাগ এ ধরনের কাজ করবে।

ডাক্তারিপ্রধান ডাক্তার প্রস্তাবটি সমর্থন করে বলেন যে, বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের প্রভাব ডাক্তারদের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে হবে। তিনি বলেন যে, কেবল সম্পদ থাকলে যেতেসমেতেই না, পরিচয় থাকলে যেতেসমেতেও এই সব হাসপাতাল থেকে উপকৃত করা যাবে। তাদের প্রতিষ্ঠান ও উপদেষ্টার সাথে ডাক্তারদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগ সাথে ডাক্তারদের সাথে সমাজে পারবে আশা তিনি মন্তব্য করেন।

ডাক্তার ডাক্তার প্রস্তাব সমর্থন করে ডাক্তারদারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেন যে, সাম্প্রতিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়া সমাপ্তী ডাক্তারি ডাক্তার ও উপদেষ্টার ডাক্তারি যা প্রতিযোগীতা সমাজের মুক্তিযুদ্ধে সমাজসমাজে ডাক্তার পারে না। সেজন্যই তিনি অভিমত এই প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা এক সময় আনুকূল্য করেন। বিভিন্নধারাদারী আলোচনা যেন সময় উপর উচ্চতরের জন্য ডাক্তার আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

উপেন বিশ্ব অন্যান্য সমস্যার কথা বিবেচনা করেছেন এবং পরিচয় সমাজের ডাক্তারদের উচ্চতরীকরণে প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান ও উপদেষ্টা আরেক প্রকার উচ্চতরের মিটিংয়ের বিশ্ব আশা করে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনার সমাজসমাজে ডাক্তারদারী ডাক্তার হয়েছে। এখন আর ডাক্তার সমাজসমাজে এই আলোচনার ইতিহাস আনুষ্ঠানিক হয়ে আসা তিনি আশা করেন।

আলোচনা বিশ্বাস ডাক্তারদারী উপদেষ্টা ডাক্তারদের প্রস্তাব আলোচনার এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের সমাজসমাজে ডাক্তার সমাজের উপযোগ ডাক্তারদের তাৎক্ষণিক চাহিদা ও আগামীর ডাক্তারদারীদের চাহিদা ডাক্তার পরিচালনা করে কার্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে তাদের বিভিন্নমুখি ডাক্তার বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, পরিচয় সমাজসমাজে ডাক্তারদারীদের পেশাগত ডাক্তার সম্পর্কে আমরা চিন্তাভাবনা করে তাদের উচ্চতরের পরিচালন স্তরে বসি এবং এই ডাক্তার নির্বাচনের ডাক্তার আমাদের অভিজ্ঞতাকে যেন উঠে আসে। উচ্চতরীয় ডাক্তার পরিচয় শ্রেণীর ডাক্তারদের পরিচয় ডাক্তারে চাই, পরিচয়ের ডাক্তার পৃথক সমাজ থেকে ডাক্তারে চাই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি যেসেছেন কিভাবে উচ্চতরীয় ও পরবর্তে অনুর ডাক্তারি-ডাক্তারি এবং সমাজের সমস্ত মুরোপ-মুক্তিযুদ্ধ ১১ পরবর্তে ডাক্তার করে রয়েছে এবং এজন্যেই তারা সমাজের ১৮ পরবর্তে ডাক্তারদের পরিচয় ডাক্তারে চাইছে। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, 'আমরাই এ ডাক্তারে পরবর্তে ডাক্তার করব।' তিনি উপসংহারের উপস্থিতিতে বলেন যে, উচ্চতরীয় অনুরূপগুলি যদি নিজেদের সমাজে যেন আর ডাক্তার করে পরিচয়ে ডাক্তার তাহলে তাদের যেন বলে বিভিন্ন ডাক্তারে যেমন, সমাজসমাজে তারা বর্ণনা করেন।

সভার ডাক্তার প্রস্তাব করে বলেন যেতে যে, দেশের পরিচয়ের এই ক্ষেত্রগুলি ডাক্তারদের নষ্ট করছে এ দেশের জন্য দুর্ভাগ্য। যে যে-কারণে ডাক্তারদের 'তাঁরা যদি পরিচয় হিসেবে সাধারণ হন তাহলে বিভিন্নধারাদারী উচ্চতরীয় অনুরূপগুলি পরাজিত করা সম্ভব হবে আর অভিজাত প্রকাশ করে সমাজের যাবে। যে, কার্যক্ষেত্রে আজ ডাক্তার-বিভেদ প্রকাশ হয়ে উঠেছে। উচ্চতরীয় অনুর পরিচয়ের সাধারণ ব্যবস্থার বিষয়ে তাঁরা বোঝান। তিনি আরও বলেন যে, বিশ্বভাষা স্কুল-কলেজ এবং ডাক্তারি ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবস্থা অবশ্যিত হচ্ছে; কিন্তু পাকিস্তানি ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন যে, তাঁরাও আমাদের অভিজাতদের ডাক্তার করে পারবে পাচ্ছে না। পাকিস্তানি

সংস্কৃতির ওপরও নজর দিতেছেন

নিয়মের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও দিনে তিনি দেখতেন যে, জন-নিরীক্ষণ তথা গণিত নিরীক্ষণ থেকেই প্রোগ্রামগুলো সৃষ্টি হয়—গণিত ও শেষী নিরীক্ষণের বিষয়ে ঐকান্তিক সচেতনতাই শেষী সমস্যের সমাধান নির্ভর করে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, বিশ্বব্যাপ তিনি ৪০ হাজার গণিতের সমাধান খুঁজতে পেয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে গণিত-প্রেমের, গণিত অভিজ্ঞান চেতনের কেবে তিনি অভিন্ন সাদৃশ্য পৌঁছতে পারেননি। পশ্চিমাঞ্চলে সমাধা সমাধানের পথে যেসব অন্তরায়ের পাহাড়ি প্রকট করা হয়েছে, সেটা বিশ্বব্যাপ তাঁদের অনুধাবন করতে পারছেন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, গণিত নিরীক্ষণ ইনোভেশনে প্রতিরোধ করতে না পারলে সমাধান সম্ভব নয়।

তাদের বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, আমাদের তরুণীরা অভি ও অভিযাত্রীরাই আমাদের ভূমিপুত্র। আমাদের ভূমিপুত্রের অভিন্ন সুযোগ প্রদান করে নিরীক্ষণপত্র অনুধাবন এবিষয় আমাদের পরি / তিনি বলেন যে, তরুণীরা অভিন্ন সমোপযুক্ত আমাদের সমাধান প্রতিযোগিতায় ক্ষেত্রে প্রথমী অধিকার হয়। প্রতিযোগিতার তরুণীরা ইনোভেশন অনুধাবন করে সমাধান ইনোভেশন করার অপরাধে চলছে বলে তিনি মতব্য করেন।

বিদেশের অনুধাবন : তাদের সমাধান করার বিষয়ের অনুধাবন যাই বিদেশপত্র অনুধাবন বলেন যে, প্রধান অর্থমন্ত্রী তাদের পৃষ্ঠিত অনুধাবন সহায়তাদান। ইনোভেশন তৈরির প্রধান অন্তরায় করে অভিযাত্রাদের অনুধাবন যে, তাদের সমাধান অনুধাবন ইনোভেশন ইনোভেশন না করাই সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণ ছিল : কিন্তু অনুধাবন এমনভাবে ইনোভেশন তৈরির পদ্ধতি যেন বিভিন্ন ইনোভেশন তৈরি করা হয়। অর্থাৎ ১টি ইনোভেশন যেন তার উপর ২৪-পরাধানের একটিমাত্র ইনোভেশন তাদের পরিষ্ঠ সেবাসমাধান সমাধিপত্তি নিয়ন্ত্রণের বলে তিনি অনুধাবন। তিনি বলেন যে, সমাধান হয়, তরুণীরা অভি ও অভিযাত্রী অনুধাবনের সমাধানের পরাধান নিজ সমাধান অনুধাবন পরাধানটি সমাধানের ইনোভেশন থেকে প্রতিযোগিতা মধ্যে পরিষ্ঠীত হেন। তাই, সমাধান সমাধানের এই সমাধানের তাদের অনুধাবন ইনোভেশন তৈরির চেষ্টা করতে বলে তিনি অনুধাবন। পরের পাঠকদের মেসেজের মাধ্যমে সমাধিক চেতনা পাবে, তাদের দিকে সমাধানের অনুধাবনের পৃথক মেসেজ যাদ করলে তারা একটি খুব পরিবৃদ্ধ হয়ে পড়ে।

প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথিদের ঔৎসাহ আকর্ষণ করেছেন আই এ এস এস, আইজি বি সি এস পরীক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতা অনুধাবন করে দেখবার আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রতিযোগিতা পরিবর্তে মেসেজেসেসের অনুধাবনী তরুণ নিয়মের তুলিকা প্রদান করতে পারেনি। তিনি আমাদের তরুণদের অনুধাবন করে বলেন যে, তরুণরা অনুধাবনে সমাধানি অনুধাবন প্রদান না করে একটা সমস্যা (মেসেজটি) পাঠ এনাবে দেয়া পারে। মেসেজটি পাঠ করে তাদের প্রদান সমাধান অভিন্ন সমাধান করবে। অভিন্ন বাস-সমাধানে বিশেষ করে মেসেজটি পরিচালনার প্রধান সমস্যাদের অনুধাবন উপযুক্তির হলে সমাধান যে তরুণদের অনুধাবন করবে বলে তিনি প্রতিযোগি দেন।

অনুধাবন অনুধাবনের পর সমাধান করে দেয়া হয়।

স্টেট ব্যাঙ্ক কর্মিসভায় আম্বেদকর জয়ন্তী

সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এস-সি / এস-টি স্টাফ ও বি সি ওয়েলফেয়ার-এর সহযোগিতায় স্টেট ব্যাঙ্কের মেমোরিয়াল হলে আম্বেদকর (মৃত্যুদিবস তথা, ১৪ই এপ্রিল (রবি) ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১১০তম জন্মবার্ষিকী পালন করে। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ এম বালসুব্রহ্মণ্যম।

ব্যাঙ্কমহলের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে ও আম্বেদকর জ্যোতি উদ্যাপন শুরু হয়।

সংগঠনের সম্পাদক সুকুমার সরকার তাঁর ভাষণে জানান, সুদূর মেট্রো থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে অসংখ্য মানুষের ব্যাঙ্ক পরিষেবা গ্রহণের ফলে পরিষেবার পরিধি ও পরিসরের আশাতীত প্রসার ঘটেছে। কিন্তু ব্যাঙ্কমহলের বিশেষিত পদে সামাজিক পশ্চাদপট প্রতিফলন সম্প্রতি এখনও অনগ্রসরদের সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, ব্যাঙ্কমহলের উদ্যোগে ৩৫ অনুন্নত সমাজের ছাত্রদের নিয়ে Caravan নামে যে যাত্রা শুরু হয়েছে তা ইতিমধ্যে ৮টি রাজ্য পরিক্রমা করেছে। ব্যাঙ্কমহলের বিভিন্ন স্তরে অনগ্রসরদের নিয়োগ, অনগ্রসরদের বিশেষপূরণ, পদোন্নতি ও অনগ্রসরদের উন্নয়ন। তাঁর ভাষণ শুরু পরিষেবার পরিধি ও ব্যাঙ্কের এবং ইতিমধ্যে যে ডিজিটাল যুগ শুরু হয়েছে তার সুফল যাতে ব্যাঙ্কের সমস্ত শ্রেণীর গ্রাহকরা পেতে পারেন সেজন্য পরিষেবার পরিধি আরও প্রসারিত করার আহ্বান জানান। তিনি ডিজিটাল সাক্ষরতার বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ব্যাঙ্কের কর্মীদের ক্ষেত্রে তা আবশ্যিক করার দাবি জানান। তিনি বলেন, ব্যাঙ্কের কর্মীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হোক। তাঁর ভাষণের শেষে তিনি বলেন, ব্যাঙ্কের কর্মীদের সংগঠনের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের যুক্ত করার ব্যবস্থা করা হোক।

সংগঠনের সভায় আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন ডঃ এম বালসুব্রহ্মণ্যম

ডঃ বালসুব্রহ্মণ্যম তাঁর ভাষণে বলেন, প্রত্যেক অনুন্নত সমাজের মেধাবী ছাত্রদের যাতে প্রতিযোগিতায় সামিল হতে পারে তার চেষ্টা করা হয়েছে। সুদূর বিদেশ অনুন্নত শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ এম বালসুব্রহ্মণ্যম বলেন, প্রত্যেক অনুন্নত সমাজের মেধাবী ছাত্রদের যাতে প্রতিযোগিতায় সামিল হতে পারে তার চেষ্টা করা হয়েছে। সুদূর বিদেশ অনুন্নত শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

সভায় এছাড়াও আম্বেদকরের সমাজ সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করেন সম্পাদক বিমল গোমস। সাংগঠন-বিরোধী পরিস্থিতির সমালোচনা করেন এবং ঐক্যবদ্ধ সংগঠনে শ্রেণীর সংগঠনের তথাকথিত-বিরোধী ভাইরাসগুলি যাতে না ঢুকতে পারে সেজন্য সকলকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে সংগঠনে সেবার ও সক্রিয় হতে আহ্বান জানান।

আম্বেদকর শ্রেণী সমাজ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হলেও নিজ তাঁর প্রথম জীবনে অর্থনীতি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ও অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান, অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর গবেষণা ও সংস্কৃতি বর্ণনায়। এ অবদান আজও সমাজের জন্য অনুসরণযোগ্য। তাঁর ভাষণে তিনি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আম্বেদকরের ভূমিকা ও অবদানের কথা তুলে ধরেন।

সভাপতি বিমলকুমার বিশাল তাঁর ভাষণে সংগঠনের প্রতি নিজের ঐকান্তিক ভালবাসা ও বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেন।

ডঃ বি আর আম্বেদকর

গরিব কৃষকদের বিকল্প জীবিকার স্বার্থে কোচবিহারে ডেয়ারি উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া

কোচবিহার জেলার বেহেরাকুঠ ও পশ্চিম কৃষকরা বছর ঘুরিয়েবারী হয়ে যান পড়ে না। বছরের অধিকাংশ সময় বসতীন হয়ে তাদের অতি অল্প জীবিকার্জনে সময়ে হয়। তারা হয়ে পশ্চিম জনপদগুলি অতি-বেহেরাকুঠ ঢেউটিন পশ্চিমবঙ্গের সীমানে চলে যায়। এই অসীম বেহেরাকুঠ ও পশ্চিম কৃষকদের বিকল্প জীবিকার অর্থে প্রকল্প তৈরি উদ্যোগে এই ডেয়ারির পত্তন হল। যে মাসে উদ্যোগ নিয়ে পাঁচ বছর আগে নিলমোকে করা হয়েছিল তারও মাসখানেক পরে।

উদ্বোধন করে প্রথম দিনের দুধ নিয়ে যাচ্ছেন মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া

কোচবিহারে পরবের আগে চক্রক নিজামকে কোচবিহারে দুধ প্রকল্পের উদ্বোধন করে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পশ্চাদপদ জনপদ বিচারের কাঠগড়ায় মাঁ দিনেশচন্দ্র ডাকুয়া উপরোক্ত মর্মে মন্তব্য করেন।

পশ্চিমবঙ্গে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় দুগ্ধ উৎপাদন সমবায়ের যৌথ উদ্যোগে গত ১০ জুলাই প্রকল্পটির উদ্বোধন সম্পন্ন হল। প্রকল্পটির রূপায়ণে প্রায় ৯কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাবীণ্যসম্পন্ন নিগম মন্ত্রী অতীশচন্দ্র সিংহ।

মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া তাঁর ভাষণে প্রথমে বলেন যে, সরকারি উদ্যোগে এই ডেয়ারি প্রকল্প রূপায়ণের মূল উদ্দেশ্য দুধ উৎপাদনকে ঘরে ঘরে প্রসার করা। তিনি এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বাণিজ্যিক উদ্যোগে যদি রাজ্যজুড়ে দুধ সংগ্রহের সঠিক দর থেকে গরিব উৎপাদকদের বঞ্চিত করে এবং বাজারে দুধ বিক্রি করতে বাধ্য করে। গরিব কৃষকদের এই বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য বলে মন্ত্রী জানান। তিনি আরও বলেন যে, এই প্রকল্পটি সিলমোহর পড়ে না উঠলেও, গ্রামের দুগ্ধ-উৎপাদক তথা কৃষিজীবী মানুষের বাণিজ্যিক আগ্রহকে সম্বল করে এটি সিলমোহর উঠে যাবে। তিনি বলেন যে, দুধের সিমিনিয়ম কেনার ন্যূনতম ডেয়ারিটি চালু হলে প্রতিদিন ৮০০ লিটার দুধের কেনা বাড়াতে হবে। উদ্যোগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডেয়ারিটি ৫০০০ লিটার দুধ সংগ্রহ করতে পারবে এবং জানানো হয়েছে যে, সিমিনিয়ম দুধের কেনার পরিমাণ পেলে এই ডেয়ারিটি ১০,০০০ লিটার দুধ যে কোনও সময় সংগ্রহ করতে পারবে। তিনি জানান যে, আপাতত তৈরি পাঁচটি রকম দিনি লিটার দুধের নাম রাখা হয়েছে 'বেঙ্গমিল্ক' (BENMILK)।

মন্ত্রী ডাকুয়া বলেন যে, ডেয়ারিটিকে কর্মক্ষমতা সফল করার জন্য তফসিলি জাতি ও জনজাতি মহিলাদের জন্য এই জেলার ৫৯টি 'মহিলা দুগ্ধ সমবায় সমিতি' গঠন করা হয়েছে এবং তাদের সমবায় সমিতির সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির বাইরেও তফসিলি জাতি ও জনজাতি মহিলাদের এবং পুরুষদেরও যাতে ডেয়ারি উদ্যোগের সঙ্গে জেলার সংযুক্তি হতে পারে তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ইতিমধ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সুদমুক্ত ঋণে জেলার ২ নং ব্লকের পুটিমারি এবং মেখলিগঞ্জের মহিলাদের দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলিকে গঠন করা হয়েছে এবং কোচবিহার জেলার ১০০০, তুফানগঞ্জ জেলার ২০০০ এবং দিনহাটা মহকুমার ১০০০ গরীবের গরু কেনা হবে। তিনি জানান যে, যদি এই জেলার উদ্যোগগুলি চলে তবে পরবর্তীকালে আর নিজের জেলার ভাবনা ভাবতে হবে না।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রাবীণ্যসম্পন্ন নিগম মন্ত্রীর অভিভাষণে মন্ত্রী অতীশচন্দ্র

চিত্র: প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করছেন মন্ত্রী ও উপস্থিত কর্মকর্তা

আহমদ মন্তব্য করেন যে, আমাদের এই মিটি শুধু কেরানিহাট পৌরসভার নয় সমগ্র জেলার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এই প্রেক্ষিতে তিনি প্রকল্প এলাকা উন্নয়নের নির্দেশ দেন। কেরানিহাট জেলার চন্দ্রকুমা নিবাসীদের দৃষ্ট বেশ কিছুদিন যাবৎ উপজেলার পুরোনো পৌরসভা ভবন উপজেলার কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করার কারণে তিনি বলেন যে, আগামী পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে যাতে এখান থেকে মৃত্তিকার বিভিন্ন ধরণ যেমন আইসক্রিম, দধি, চকোলেট, ঘি, মাখন, খাঁ ইত্যাদি তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে যাতে দৃষ্ট সমাধান সহিতিগুলি জনসাধারণে হাতে। তিনি আরও বলেন যে, দুধ বিক্রয়ের উপর—দুধের ফেলন ও বিক্রির উপর চলমানটির সমাধান নির্ভর করে। বিদ্যা দুধির উপর তাদের আরোপ করলে চাহিদা দুধ উৎপাদন করার উৎসাহ পাবে এবং উৎসাহিত করা পাবে।

তিনি সংবাদদাতা দিয়ে বলেন যে, এলাকায় এ আগামী দুধের উৎপাদন যেখানে ১৮ হাজার মেট্রিক টন সেখানে ৩৫ হাজার মেট্রিক টনে। তাছাড়া এ প্রকল্প দুধের যে অতিরি আছে তা সৌরসেবার চেষ্টা চলছে। তিনি হিসাব দেন যে কেরানিহাট জেলার মোট সময়ে সাত লাখ গরু আছে, আমাও আধুনিক প্রজনন পদ্ধতিতে উন্নত বাছনের গরু তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, পরিকল্পনা গ্রহণ করবার এই উন্নয় বছরের মধ্যবর্তী আছে এবং মধ্যবর্তীকালিনে উন্নয় বছরের উপযুক্ত পাবার তৈরি হয়। তিনি বলেন, এইসব চলমানের মধ্যবর্তী প্রয়োগ দক্ষতার অতিরিক্ত উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাক্তন অধ্যক্ষ আহমদ কেরানিহাটের জেলাপ্রশাসক ইলিয়াস আহমেদ। তিনি বলেন, দীর্ঘ পাঁচ বছর পর এই দুধ প্রকল্পের উদ্বোধনে কেরানিহাটবাসীর মধ্যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। তিনি আরও বলেন যে, কেরানিহাটবাসীর পরিবারে যেসব প্রবীণ উপর সেচ তৈরি হয়েছে এবং আজ দুধ যেসব জনগণের হলো। দুধ জনগণীয়ের আগের ফলে আজ এই জেলাটি দুধ না আসবে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেরানিহাট জেলা পরিষদের সভাপতিপতি চৌধুরী বর্মন (বাদল)। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগতম ভাষণে মিসেস মিতির দেওয়ানী, কেরানিহাট ২ নং পৌরসভার পরিচিতি তুলে ধরে, দুধ সরবরাহ সহযোগের পরিচালন অধিকর্তা ড. মে নিয়ন্ত্রণ, অতিরিক্ত অধিকর্তা এস কে চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে কেরানিহাটে তৈরি BENMILK পণ্যসামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে কেরানিহাটের ডেপুটি কমিশনার ও উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহীবৃন্দের জেলা স্বাস্থ্যকর্তা জনীবৃন্দের সাক্ষাৎকার উপস্থিত অতিথি এবং সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার তিনি কেরানিহাট আঞ্চলিক সমবায় অধিদপ্তরের সহকারী কমিশনার এবং পরিচালক ডেপুটি কমিশনার ও আঞ্চলিকী চেয়ার ও নিম্ন নিয়ন্ত্রণ সহ স্বাস্থ্যকর্তা চেয়ারম্যানের পরিচালনা (তিনি জেলা স্বাস্থ্যকর্তা হিসাবে এই দুধ প্রকল্প চলমানের পরিচালনা করেন) তুলনী জেলার আছেন।

পরিচালনা : আমার দেশ ও বার্তা সংস্থা

মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া চৌধুরীহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেন

গত ০৩-৮-২০০০ তারিখে বেলা ৪ ঘটিকায় সর্বজিৎ বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসটির শুভ উদ্বোধন করেন অসমের সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া। অসমের সমবায় আন্দোলনে বিবেকানন্দ কর্মানুপ্রেরণা যোগে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ছাত্রাবাসটি নির্মিত হয়।

ফিতেকাটা ও শিলাফলক উন্মোচন করছেন মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া

কোকরাঝাড় জেলার নিমাতী মহকুমার নিমাতীহাট গ্রামে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত চৌধুরীহাট বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ ১৮৮ ছাত্রছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এখানকার বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসটি আগে ছিল মাত্র একটি টিনের চালাঘরে। এতে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী থাকার জায়গা হচ্ছিল না।

চৌধুরীহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠিকা দৃষ্টিন আশ্রমাধ্যক্ষের আগ্রহে ছাত্রাবাসে আবশ্যিকসূত্রের সংখ্যা এবং আসন অনুযায়ী সমস্যা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে পর ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট টাকা থেকে তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। তিনি আরও জানান যে, ছাত্রাবাস মঞ্জুর থেকে আরও ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এই ছাত্রাবাসের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছিল তা তিনি দেখবেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চৌধুরীহাট আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা দৃষ্টিন আশ্রমাধ্যক্ষ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, ছাত্রাবাস নির্মাণ সর্বাঙ্গীণ অনুপ্রেরণা জন্য উদ্বুদ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দ মিশন প্রতিষ্ঠা করে ছোকরাদেরকে দেশসেবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

এই ছাত্রাবাস নির্মাণে সহযোগিতার জন্য তাঁদের দেবার জন্য তিনি মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। সর্বশেষে সহযোগিতার জন্য তিনি জেলাধিকারী জেলার অন্যান্যের সমস্যার আলোচনা অতিরিক্ত সহযোগিতা দেবেন বলে দৃঢ়তা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিমাতীহাট অনুষ্ঠান পাঠক পি এন দুলিয়া, নিমাতীহাট ২নং গ্রামের সভাপতি উত্তম অতিরিক্ত প্রাথমিক মন্ত্রী, চৌধুরীহাট বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অনন্তকুমার নাহিড়ী, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ছাত্রাবাসে যে বিদেশী বন্ধু তাঁর ইচ্ছে হলেই সেখানে মোট ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা করা যাবে। পরিশেষে, নতুন এবং পুরনো ছাত্রাবাসের মোট ৮০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য আরও বেশি চাপ অতিরিক্ত টয়লেটের সমস্যা সমাধান হবে।

অনুষ্ঠানে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন নিমাতী অঞ্চলের সভাপতি ও সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ চৌধুরী, চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিরঞ্জন নার্জারী, প্রাক্তনকুমার বোরাণী, কৈশোরের চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চৌধুরীহাট বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধানশিক্ষক পরিমলেন্দু দাস।

তোর্ষা সেতু উদ্বোধনের ফলে জলঢাকার চরম দুর্ভোগের অবসান ঘটল

সেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দীনেশচন্দ্র ডাকুয়ার মন্তব্য

নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার বিলম্বে মাত্রাতিরিক্ত সময়ক্ষেপণের ফলে তোর্ষা সড়ক সেতুর কাজ শেষ হয়ে জলঢাকাবাসীর দুর্ভোগের অবসান ঘটে এবং এই সেতু নির্মাণের ফলে জলঢাকার চরম দুর্ভোগের অবসান ঘটল।

উদ্বোধনের পর তোর্ষা সেতুর এক দৃশ্যমান

গতকাল ৩০শে চৈত্র বুধবার দুপুরে তিস্তা নদীর উপর নির্মিত তোর্ষা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জলঢাকা সরকারি কলেজ ময়দানে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে উপজেলা চেয়ারম্যান দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া এসব মন্তব্য করেন।

তোর্ষা সেতু নির্মাণের পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের জনসাধারণ দীর্ঘদিন যেকোনো সেতুটির উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেন যে, যদিও একদা উত্তরবঙ্গ একুয়েডাক্টের ছিল, কিন্তু আজ পশ্চিমাঞ্চলের জনসাধারণ সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমাঞ্চলের প্রবেশদ্বার জেলা কেন্দ্রশহর ও সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল যে একটিমাত্র বেলসেতু, সেটি সেতু বন্ধনের অধিকাংশ সময় পণ্যবাহী ট্রেনচলাচলের পক্ষে অযোগ্য ঘোষণা করা হলেই উপজেলা ছিল এবং এবার বিশেষ করে বর্ষাকালে এর পশ্চিমাঞ্চল থেকে কিছু বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং দুর্ভোগের পরিমাণ অতীতের যে কোন দুর্ভোগের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় তোর্ষা সেতুর উদ্বোধনের কথা শুনে এবার সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, সত্যি সত্যিই তাঁদের দুর্ভোগের অবসান ঘটতে যাচ্ছে।

তিনি উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের যানবাহনের জন্য তোর্ষা সেতুটি খুলে দেওয়ার অনুরোধ জানান, কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষের জন্য সময় ক্ষেপণের প্রয়োজন হবে বলে সেতুর দুই প্রান্তে অবস্থানরত জনতাকে জানানো হয়। ফলে সেতুর উপর দিয়ে প্রথম বাস বিকেলবেলার আগে সেতুটি পার হতে পারেনি।

তোর্ষা সেতু নির্মাণের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন কোম্পানির প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মতিন সরকার উপস্থিত জনতাকে জানান যে, সেতুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সম্ভাব্য যাচাইকল্পে ১৯৮৫ সালে সমীক্ষা চালানো হয়। এই অনুষ্ঠানে এবং জনসাধারণের কাছে তিনি আরও বলেন যে, কোনও সেতু উদ্বোধনে তিনি এরকম জনসমুদ্র কখনও দেখেননি।

তাঁর ভাষণের আরও জানা যায়, কোম্পানির কোনও কর্মকর্তা-কর্মচারী আজ সেতুটি সম্পূর্ণ পরিদর্শন করেননি। তাঁর জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে জলঢাকা সরকারি কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত জেলাবিচার জেলার আরও সড়ক যোগাযোগের বিভিন্ন সেতু নির্মাণের হিসাব দিতে গিয়ে বলেন যে, উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি তাঁরা এখনকার সেতু আজ সমাপ্তির পথে। তিনি বলেন, তোর্ষা সেতুর উদ্বোধনের পর তাঁরা আশা করছেন, তাঁদের দুর্ভোগের অবসান ঘটবে।

জেলাবিচারের মাননীয় জেলা জজ জনাব এবং সেই জেলার সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠতা করেছে তাঁর উদ্বোধন করে তিনি জানান যে, তাঁরা সরকার আসন্ন ঈদুরির পরপরই এবং এই পর্যন্ত মাত্র ২০ মিলিমিটারের মধ্যে তিনটি সেতু তৈরি হবে। আগামী ১ বছরের মধ্যে নিম্নোক্ত সেতুর কাজ শেষ হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, জেলাবিচার থেকে জলঢাকা যেতে সময় লাগে ১৩ ঘণ্টা, কিন্তু তাঁরা পরিদর্শনকালে তিনি এই ব্যাপারটির জেলার নিজে জেলা যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হবে, তাতে জলঢাকা যেতে সময় লাগবে মাত্র ৩ ঘণ্টা। জেলার সরকারের সাথে কথা বলে এখন সরকার সে ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসনে বিরাজমান ও প্রধান অতিথি জনাব ওয়াহিদ হক, সিভিলসার্জন ডাঃ মোঃ, পূর্ত সড়কের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, বিভাগের নির্বাহী বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিমাঞ্চল সরকারের পূর্ত ও সড়ক বিভাগের প্রকৌশলীদের প্রধান ও পশ্চিমাঞ্চল জেলা সচিব সৈয়দাবাদের আগমনের উপর ভিত্তি করে আলোচনা করেন, তার বছর পূর্বে এই তোর্ষা সড়ক সেতুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৫ সালে ডিজাইনের চূড়ান্ত করা হয়েছিল। মোট ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলাবিচার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীযুক্ত হাসেন আলি (বাবুল)। তিনি এই সেতু তৈরির সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদী এবং উপস্থিত জনসাধারণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান করেন।

প্রতিবেদক : আলী আকবর ও আলম মোল্লা

মনিকপুরে সরকারি অনুদানে

উদয়ন ছাত্রাবাসে স্বাধীনতা দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দর্শকাসনে (বাঁদিক থেকে) মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া, রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিস্কু ও মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে
প্রশিক্ষণ ও উপদেশদান কর্মসূচি আয়োজনে সম্মেলন

রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিস্কু

ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী ও কর্মসূচির সভাপতি অনিল সরকার

প্রাক্তন ছাত্র সুধাবিলাস বর্মা

প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মসূচির সম্পাদক নীতীশ বিশ্বাস

বক্তব্যরত মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া

বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের একাংশ